







# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বিতীয় সংস্করণ।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিবইতি ব্রহ্মেণৈবৈশ্বনো  
বোদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কৰ্ত্তেতি নৈমিষিক্য  
অহমিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কৰ্ম্মেতি নীমাংসকা  
সোহয়ং বো বিদধাতু বাঙ্কিতফলং ত্রৈলোচনাথো হরিঃ ।

কলিকাতা।

১৯৮ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সংস্কৃত ব... পুস্তকালয়ে

ও ৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ...

ইন্সটিটিউশনে প্রাপ্তব্য।

৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট আর্চার্স ইন্সটিটিউশনে

হইতে প্রকাশিত

সংবৎ ১৯৩০

মূল্য ১৮ চারি আনা



---

কলিকাতা ৫৬ নং আমহাষ্ট/স্ট্রীট, মেট্‌কাল্‌ বালু  
শ্রীশশিষ্ণু ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

---



## বিজ্ঞাপন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার গীতা মাহাত্ম্য ও তদনুবাদ ইহাতে সংযোজিত হইল। ইহার স্থানে স্থানে অন্তর্লক্ষ্যের প্রথমে আভাস দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে আরম্ভস্থে একপ আভাস দিবার কোন কল্পনাই ছিল না। তজ্জন্ত ১ম অধ্যায় হইতে ৩য় অধ্যায় পর্য্যন্ত অন্তর্লক্ষ্যের কোন কথা আদৌ বলা হয় নাই। পরে কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে ৪র্থ অধ্যায় হইতে মধ্যে মধ্যে একপ আভাস দেওয়া গিয়াছে।

যদিও পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণে অধিক পাঠ্য বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তথাপি সাহায্যে ইহার আকার ও মূল্য বৃদ্ধি না হয় তদ্বিষয়ে

যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করা গিয়াছে । প্রথম সংস্করণে  
 দুই রকম বাঁধান ছিল, এক রকম কাগজে বাঁধা,—  
 মূল্য ১০ আনা ও অপর রকম কাপড়ে বাঁধা,—মূল্য ১১০  
 আনা । এই সংস্করণেও সেইরূপ করা হইল । ইতি—

আর্চামিশন্ ইনষ্টিটিউশন্, কলিকাতা,  
 চোরবাগান,  
 ৮০।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ।  
 জাদু, সন ১২৯৯ সাল ৪

প্রকাশকঃ ।

## শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৮	দধ্মে	দধ্মৌ
১১	১৭	মুথ	মুথ
১৪	১২	পাপাম্	পাপম্
২১	২	ভোক্তং	ভোক্তুং
২২	৫	যচ্ছুরঃ	যচ্ছুরঃ
৩৬	১২	কস্ম	কস্ম
১০৪	১৬	[অতএব] বুধঃ	[অতএব]হে কৌন্তেয়! বুধঃ
"	১৯	এজন্ত	হে কৌন্তেয়! এজন্ত
১২৩	৭	যোগ সূথ	যোগ সূথং
১২৯	১	ছেতু	ছেতু
১৩২	১	প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত	প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত
১৩৪	৩	সমগ্র	সমগ্রং
১৩৭	১০	পরম করণং	পরমকারণং
১৪০	১৬	কিমতি	কিমিতি
১৪২	১২	ভোগ সাধনভূত	ভোগসাধনভূত
১৪৪	১১	সেই সেই সেই	সেই সেই

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬১	১৫	ইতার্থঃ	ইতার্থঃ ]
১৬৪	১৬	মাগৌ	মার্গৌ
১৬৭	৩	মায়া	ময়া
১৭০	৩	অবজান্তি	অবজানন্তি
১৭১	৬	ভূতাদিম	ভূতাদিম্
"	"	জগৎকারণম	জগৎকারণম্
১৭৪	১৬	তঁাহার	তঁাহারা
১৭৫	৭	স্বগ	স্বর্গ
১৭৬	৫	যোগ ক্ষেম	যোগ ক্ষেম
১৭৯	৪	ম মে	ন মে
১৮৫	২	সেহবিকম্পেন	সোহবিকম্পেন
১৮৬	১৯	১০১১	১০।১১
২০২	১৩	মহাত্মা	মাহাত্মা
২০৬	১৮	মুখ বিশিষ্টম্	মুখবিশিষ্টম্ )
২১৯	১০	শত্রু	শত্রু
২২০	৯	শত্রু	শত্রু
২২১	১২	ইতিষৎ	ইতিষৎ
২২৯	৫	প্রাতমনাঃ	প্রীতমনাঃ
২৩৩	৫	( ইন্দ্রিয়েষু )	[ ইন্দ্রিয়েষু ]'

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	শ্লোক
২৫১	৬	আত্মশাস্ত্রা	আত্মশাস্ত্রা
২৫৫	৯	জানীর	জানীর
২৫৬	৪	গুণাং ঐক্য	গুণাং ঐক্য
২৫৮	৯	পুরু	পুরুষ
২৬৫	৪	বিষয়কানাং	বিষয়কানাং
২৭০	৫	জ্ঞানাত্মকঃ	জ্ঞানাত্মকঃ
২৭১	১৬	নির্মাণোদ্যম	নির্মাণোদ্যম
২৮০	২০	কর্মানুবন্ধি	কর্মানুবন্ধি
২৮৬	৫	প্রযতমনাঃ	প্রযতমনাঃ
২৯০	২	পুরুষোত্তমঃ	পুরুষোত্তমঃ
৩০৩	৮	শাস্ত্রের	* শাস্ত্রের
৩০৭	১৮	অতি তুর	অতি তুর
৩১৯	১১	এই রূপ ত্যাগকে	এই শেষোক্ত রূপ ত্যাগের অবস্থাকে
৩২০	১৮	মুক্ত	মুক্ত
৩৩৮	১	দাক্ষ্যং	দাক্ষ্যং
৩৩৯	১২	আরুচাপি	আরুচাপি

গীতা সুগীতা কর্তব্য। কিমৈতৎ শাস্ত্রবিত্তরৈঃ  
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্ত মুখপদ্ম-বিনির্গতা ॥

৩৩ তৎসং

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

—:○:—

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

নামকাঃ পাণ্ডবাঈশ্চব কিমকুৰ্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

দ্বিতরাষ্ট্রঃ উবাচ । হে সঞ্জয়, ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ  
(যোদ্ধা মিচ্ছন্তঃ) নামকাঃ (মৎপক্ষীয়াঃ) পাণ্ডবাশ্চ এব সমবেতাঃ  
(মিত্রিতাঃ) [সন্তঃ] কিম্ অকুৰ্বত ॥ ১ ॥

দ্বিতরাষ্ট্র কহিলেন । হে সঞ্জয়, ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী  
মৎপক্ষীয়গণ ও পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া কি করিলেন ॥ ১ ॥



সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যাঢ়ং দুর্যোধনস্তদা ।  
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

পঠৈষ্ঠাতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুন্ম ।  
ব্যাঢ়াং দ্রুপদপুত্রেন তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

সঞ্জয়ঃ উবাচ । পাণ্ডবানীকং ( পাণ্ডবসৈন্যং ) ব্যাঢ়ং ( বাহ-  
রচনয়া ব্যবস্থিতং ) দৃষ্ট্বা তু তদা রাজা দুর্যোধনঃ আচার্য্যান্  
(দ্রোণম্) উপসংগম্য বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন । পাণ্ডবসৈন্য বাহিত দেখিয়া তখন রাজা  
দুর্যোধন আচার্য্য সঙ্গীপে গমন করিয়া কহিলেন ॥ ২ ॥

হে আচার্য্য, তব শিষ্যেণ ধীমত্ৱ দ্রুপদপুত্রেন ( ধৃষ্টদ্রাঘ্মেন )  
ব্যাঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমুং পশু ॥ ৩

হে গুরো, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্রকর্তৃক বাহিত  
পাণ্ডবগণের এই মহতী সেনা অবলোকন করুন ॥ ৩

অত্র শূরা মহেষাশা ভীমার্জুনসমা যুধি ।

যুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

ধৃষ্টকেতুশ্চৈকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈবশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমোজাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।

সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সৰ্ব্বএব মহারথাঃ ॥ ৬

অত্র ( সেনায়াং ) শূরাঃ মহেষাশাঃ ( মহাধনুর্ধরাঃ ) যুধি ( যুদ্ধে )  
ভীমার্জুনসমাঃ যুধুধানঃ ( সাতাকিঃ ), বিরাটশ্চ, মহারথঃ দ্রুপদশ্চ,  
ধৃষ্টকেতুঃ, চৈকিতানঃ, বীৰ্য্যবান্ কাশিরাজশ্চ, পুরুজিৎ, কুন্তি-  
ভোজশ্চ, নরপুঙ্গবঃ ( নরশ্রেষ্ঠঃ ) শৈবশ্চ, বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ,  
বীৰ্য্যবান্ উত্তমোজাঃ চ, সৌভদ্রঃ ( অভিমন্যুঃ ) দ্রৌপদেয়াশ্চ  
( দ্রৌপদীতনয়াশ্চ ) ( এতে ) সৰ্ব্বে এব মহারথাঃ\* ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬

এই সেনাদলে মহাবলশালী, মহাধনুর্ধর, যুদ্ধে ভীমার্জুনতুল্য  
যুধুধান ( সাতাকি ), বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চৈকিতান,  
বীৰ্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈবা, বিক্রান্ত-  
শালী যুধামন্যু, বীৰ্য্যবান্ উত্তমোজা, সৌভদ্র ( অভিমন্যু ) এবং  
দ্রৌপদীতনয়গণ—ইহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬

\* একোদশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যন্ত দায়িনাম্ । শতশাস্ত্র-  
প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ । অমিতান্ যোধয়েদ্ যন্ত সংপ্রোতোহন-  
তিরথস্ত সঃ । রথীত্বেকেন যো যুদ্ধেৎ তন্নানোদ্ধরথো মতঃ ॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।

নায়কা নম সৈন্ত্যস্ত সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈবচ ॥ ৮

অথৈ চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

হে দ্বিজোত্তম, অস্মাকন্তু যে বিশিষ্টাঃ ( প্রধানাঃ ) নম সৈন্ত্যস্ত  
নায়কাঃ, তান্ নিবোধ ( অবগচ্ছ ) তে ( তব ) সংজ্ঞার্থং ( সম্যক-  
জ্ঞানার্থং ) তান্ ব্রবীমি ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজোত্তম, আমাদের দলে বাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্তের  
নায়ক ( নেতা ) তাঁহাদিগকে অবগত হউন, আপনার অবগতির  
জন্য বলিতেছি ॥ ৭ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ( যুদ্ধজ্ঞেতা ) কৃপশ্চ অশ্বখামা  
বিকর্ণশ্চ তথৈবচ সৌমদত্তিঃ ( সৌমদন্তপুত্রঃ ভূরিপ্রবাঃ ) ॥ ৮

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বখামা, বিকর্ণ এবং  
ভূরিপ্রবাঃ ॥ ৮ ॥

মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ, ( মৎপ্রয়োজনার্থঃ জীবিতং ত্যক্তুমধ্য-  
বসিতাঃ ) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ, অথৈ চ বহবঃ শূরাঃ [ সন্তি ] [ তে ]  
সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ।

পর্যাপ্তং ত্বিদম্নেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

অরেনু চ সর্কেষু যথাভাগনবস্থিতাঃ ।

ভীম্নেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ সর্কা এব হি ॥ ১১

আমার জন্ত প্রাণত্যাগে কুতনিশ্চয়, নানাশস্ত্রধারী আরো অনেক বীর আছেন ; তাঁহারা সকলেই রণপণ্ডিত ॥ ৯ ॥

তৎ ( তাদৃশবীরযুক্তমপি ) ভীমাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং বলম্ অপর্যাপ্তং ( বিপক্ষসৈন্যং প্রতি যোদ্ধুন্ অসমর্থঃ ভাতি ) ; ভীমাভিরক্ষিতম্ ইদং তু এতেষাং ( পাণ্ডবানাং ) বলং পর্যাপ্তম্ ( সমর্থম্ ) ॥ ১০

[ তাদৃশবীরযুক্ত হইলেও ] ভীমকর্তৃক রক্ষিত আমাদের এই সৈন্যগণ ( বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে ) অসমর্থ ; কিন্তু ভীমকর্তৃক রক্ষিত এই ইহাদের ( পাণ্ডবদিগের ) সৈন্যগণ সমর্থ ॥ ১০ ॥

সর্কেষু অরেনু ( বাহপ্রবেশদ্বারেষু ) যথাভাগম্ ( বিভক্তাং দ্বাঃ দ্বাং রণভূমিন্ অপরিভাজ্য ) অবস্থিতাঃ [ নন্তঃ ] সর্কা এব ভবন্তঃ ভীম্নেব অভিরক্ষন্ত ॥ ১১ ॥

বাহ প্রবেশ দ্বারে আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া ভীমকেই রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

তস্মৈ সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবুদ্ধঃ পিতামহঃ ।

সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ধ্বজাশ্চ পর্ণবানকগোমুখাঃ ।

সহস্রৈস্বাভাহন্ত স শব্দস্তমূলোহভবৎ ॥ ১৩

ততঃ খেটৈর্হট্টৈর্যুক্তে মহতি শ্রুদনে স্তিতৌ ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্যতুঃ ॥ ১৪

প্রতাপবান্ কুরুবুদ্ধঃ পিতামহঃ ( ভীষ্মঃ ) তস্মৈ হর্ষং সংজনয়ন্  
উচ্চৈঃ ( মহাশব্দং ) সিংহনাদং বিনদ্য ( কৃত্বা ) শঙ্খং দধৌ  
( বাদিতবান্ ) ॥ ১২ ॥

প্রতাপশালী কুরুবুদ্ধ পিতামহ ( ভীষ্ম ) তাঁহার ( ছুর্যোধনের )  
আনন্দ জন্মাইয়া উচ্চৈঃপরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১২ ॥

ততঃ শঙ্খাঃ চ ধ্বজাঃ চ পর্ণবানকগোমুখাঃ সহস্রা ( তৎক্ষণাৎ )  
এব অভাহন্ত ( বাদিত্যঃ ) স শব্দঃ তুমুলঃ ( মহান্ ) অভবৎ ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শঙ্খ, ধ্বজী, পর্ণব ( মাদল ), আনক ( পটহ ), গোমুখ  
( পদ প্রভৃতি ) সকল সহস্রা বাদিত হইল ; সে শব্দ তুমুল হইয়া  
উঠিল ॥ ১৩ ॥

ততঃ খেটৈঃ হট্টৈঃ ( ঘোটকৈঃ ) যুক্তে মহতি শ্রুদনে ( রথে )  
স্বিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্যতুঃ ( বাদয়া-  
ন্যস্তুঃ ) ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্মং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।

পৌণ্ড্রং দ্রোণো মহাশঙ্খঃ ভীমকর্ণা বৃকোদরঃ ॥ ১৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্নগোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬

কাশ্যশ্চ পরমেস্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।

ধৃষ্টদ্যায়ো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্কশঃ পৃথিবীপতে ।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

অনন্তর বেতবর্ণ অথযুক্ত মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন  
দিব্য দুইটা শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৪ ॥

হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্মং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ণা বৃকোদরঃ  
মহাশঙ্খঃ পৌণ্ড্রং, কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং দ্রোণো ;  
নকুলঃ সহদেবশ্চ স্নগোষমণিপুষ্পকৌ [ দধাতুঃ ], পরমেস্বাসঃ  
( মহাধনুর্ধরঃ ) কাশ্যশ্চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্রায়ঃ, বিরাটশ্চ,  
অপরাজিতঃ সাত্যকিশ্চ, দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াশ্চ মহাবাহুঃ সৌভদ্রশ্চ—  
হে পৃথিবীপতে, সর্কশঃ ( সর্কো এব ) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্  
দধুঃ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্ম শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খ এবং ভীমকর্ণা

ସ ଘୋଷୋ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟାନି ବ୍ୟଦାରୟଂ ।

ନଭଃ ପୃଥିବୀଈବ ତୁମ୍ଭୋବାୟୁନାଦୟନ୍ ॥ ୧୯

ଅଥ ବ୍ୟବସ୍ଥିତାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ କପିଧ୍ବଜଃ ।

ଅବ୍ରତେ ଶତ୍ରୁସମ୍ପାତେ ଧନୁରୁଦ୍ୟାମ୍ ପାଂସବଃ ।

ହସୀକେଶଂ ତଦା ବାକ୍ୟାଗିଦମାହ ମହୀପତେ ॥ ୨୦

ଦ୍ରୌପଦର ପୋତୁ ନାମକ ମହା ଶତ୍ରୁ ବାଜାହଲେନ । କୃତ୍ୟୁପୁତ୍ର ରାଜା  
ନୃପତିର ଅନନ୍ତବିଜୟ, ନକୁଳ ଅଘୋଷ ଏବଂ ସହଦେବ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ  
ଶତ୍ରୁ ବାଜାହଲେନ । ଆର ମହାଧନୁର୍ଧର କାଶିରାଜ, ମହାରଥ ଶିଖଣ୍ଡୀ,  
ସୁହେୟ, ବିରାଟ, ଅପରାଜିତ ମାତ୍ୟାକି, ଜମ୍ପଦ, ଦ୍ରୌପଦୀପୁତ୍ରଗଣ ଓ  
ମହାବାହୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ, —ହେ ପୃଥିବୀପତେ, ହିଁହାରା ସକଳେ ପୁତ୍ର  
ଧନୁ ଶତ୍ରୁ ବାଜାହଲେନ ॥ ୧୯ ॥ ୨୦ ॥ ୨୧ ॥ ୨୨ ॥

ନଭଃ ପୃଥିବୀଈବ ବାୟୁନାଦୟନ୍ ତୁମ୍ଭଲଃ ସଃ ଘୋଷଃ ( ଶତ୍ରୁନାଦଃ )

ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟାନି ବ୍ୟଦାରୟଂ ॥ ୧୯ ॥

ଆକାଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀକେ ବିଶେଷରୂପେ ଧ୍ବନିତ କରିয়া সেই  
ତୁମ୍ଭଲ ଶତ୍ରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରପୁତ୍ରାଦିଗେର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଲ ॥ ୧୯ ॥

ହେ ମହୀପତେ, ଅଥ ଶତ୍ରୁସମ୍ପାତେ ଅବ୍ରତେ [ ସତି ] କପିଧ୍ବଜଃ  
ପାଂସବଃ ( ଅର୍ଜୁନଃ ) ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତାନ୍ ( ଯୁଦ୍ଧୋଦ୍‌ଯୋଗେନ ସ୍ଥିତାନ୍ )  
ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧନୁଃ ଉଦ୍ୟାମ୍ ( ଉତ୍ତୋଳ୍ୟ ) ତଦା ହସୀକେଶମ୍ ଇଦଂ ବାକ୍ୟମ୍  
ବ୍ରାହ୍ମଣ ॥ ୨୦ ॥

ହେ ରାଜନ୍, ଶତ୍ରୁସମ୍ପାତ ଅବ୍ରତ ହଲେ, କପିଧ୍ବଜ ଅର୍ଜୁନ ତଥା

## অৰ্জুন উবাচ ।

সেনয়োক্ৰভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১

যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমগ্নিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২

যোৎসমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রস্তু দুৰ্ব্বুদ্ধেবুদ্ধৌ প্রিয়চিকীৰ্ষবঃ ॥ ২৩

ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রগণকে যুদ্ধোদ্‌যোগে ব্যবস্থিত দেখিয়া ধনুঃ উত্তোলন পুরঃ-  
সর ত্রিকুণ্ডকে কহিলেন ॥ ২০ ।

অৰ্জুনঃ উবাচ । হে অচ্যুত, যাবৎ অহম্ অবস্থিতান্ যোদ্ধু-  
কামান্ এতান্ নিরীক্ষে, অগ্নিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধ-  
ব্যম্ : যুদ্ধে দুস্মুদ্ধেঃ ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রনা প্রিয়চিকীৰ্ষবঃ যে এতে অত্র  
সমাগতাঃ ( তান্ ) যোৎসমানান্ অহম্ অবক্ষে ( তাবৎ ) উভয়োঃ  
সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয় ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

অৰ্জুন কহিলেন । হে অচ্যুত, যাবৎ আমি, যুদ্ধকামনার  
অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই যুদ্ধে কাহাদিগের সহিত  
আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, [এবং] যুদ্ধে দুৰ্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের  
প্রিয়চিকীৰ্ষু হইয়া যাহারা এই স্থানে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল  
যুদ্ধার্থিগণকে অবলোকন করি, তাবৎ তুমি উভয় সেনার মধ্যে  
আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥



সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বৈষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।

উবাচ পার্থ পশ্চৈতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫

তত্রাপশ্চৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।

আচার্য্যান্নাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।

সঞ্জয়ঃ উবাচ । হে ভারত, গুড়াকেশেন (গুড়াকা নিদ্রা, তস্তাঃ দ্রিশেন, জিতনিদ্রেণ) [ অর্জুনেন ] এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উত্তমোঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বৈষাং চ মহীক্ষিতাং [রাজ্যং] [ সম্মুখে ] রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা “হে পার্থ, এতান্ সমবেতান্ কুরুন পশু” ইতি উবাচ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন ।—হে ভারত, অর্জুন কর্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয়সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সমুদায় রাজ-গণের সম্মুখে [সেই] উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া, “হে পার্থ, সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর” ইহা কহিলেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

অথ পার্থঃ তত্র স্থিতান্ উভয়োরপি সেনয়োঃ পিতৃন পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন, যশুরান্ অশ্বদশ্চ এব অপশ্চৎ ॥ ২৬ ॥

শ্বশুরান্ সূহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬  
 তান্ সমীক্ষ্য স কোন্তেয়ঃ সৰ্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।  
 কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদদ্বিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

অৰ্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেয়ান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযৎসুন্ সমবস্থিতান্ ।  
 সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যাতি ॥ ২৮

অনন্তর পার্থ সেই স্থানে অবস্থিত উভয় সেনারই পিতৃব্য,  
 পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, সাথি এবং  
 সূহৃদগণকেও অবলোকন করিলেন ॥ ২৬ ॥

সঃ কোন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সৰ্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য পরয়া  
 কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ [ সন্ ] ইদম্ অবব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

সেই কুন্তীপুত্র রণস্থলে অবস্থিত সেই সকল বন্ধুগণকে দেখিয়া  
 অশ্রিয় কৃপাবিষ্ট ও অবসন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২৭ ॥

অৰ্জুনঃ উবাচ । হে কৃষ্ণ, যুযৎসুন্ ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থি-  
 তান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীবন্তি মুখঞ্চ পরিশুষ্যাতি ॥ ২৮ ॥

অৰ্জুন কহিলেন । হে কৃষ্ণ, যুদ্ধেচ্ছ এই স্বজনগণকে সম্মুখে  
 অবস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক  
 হইতেছে ॥ ২৮ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাং ত্বক্ চৈব পরিদহতে ॥ ২৯

ন চ শক্ৰোন্মাবস্তাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজননমাহবে ।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১

মে ( মম ) শরীরে বেপথুশ্চ ( কম্পশ্চ ) রোমহর্ষশ্চ ( রোমাক্ষশ্চ ) জায়তে ; হস্তাং গাণ্ডীবং স্রংসতে ( নিপততি ) ত্বক্ চ পরিদহতে এব ॥ ২৯ ॥

আমার শরীরে কম্প এবং রোমহর্ষ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, এবং চর্ম্ম যেন দন্ধ হইতেছে ॥ ২৯ ॥

হে কেশব, অবস্তাতুং চ ন শক্ৰোমি, মে মনশ্চ ভ্রমতি ইব, বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি ॥ ৩০ ॥

হে কেশব, আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার মন যেন ঘুরিতেছে, আর আমি বিপরীত লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি ॥ ৩০ ॥

আহবে ( যুদ্ধে ) স্বজনং হত্বা শ্রেয়শ্চ ন অনুপশ্যামি ; হে কৃষ্ণ [ অহং ] বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে, রাজ্যং চ সুখানি চ ন [ কাঙ্ক্ষে ] ॥ ৩১ ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।  
যেরানর্থো কাজ্জিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ স্থানিচ ॥ ৩২

ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্রালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।

এতান্ হস্তমিচ্ছামি য্নতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যশ্চ হেতোঃ কিন্মু নহীকৃতে ।

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ শ্রাজ্জনর্দন ॥ ৩৫

যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছিলা, হে কৃষ্ণ আমি জয়  
চাহিনা, রাজ্য ও স্থপ চাহিনা ॥ ৩২ ॥

হে গোবিন্দ, যেসাম্ অর্থো নঃ ( অস্মাকম্ ) রাজ্যং, ভোগাঃ  
স্থানিচ কাজ্জিতম্, আচার্যাঃ, পিতরঃ, পুত্রাঃ, তথা এব চ পিতা-  
মহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্রালাঃ, তথা সম্বন্ধিনঃ, তে ইমে  
প্রাণান্ ধনানিচ ত্যক্ত্বা ( ত্যাগমধীকৃত্য, ) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ ;  
( অতএব ) নঃ ( অস্মাকম্ ) রাজ্যেন কিং, ভোগৈঃ জীবিতেন বা  
কিম্ ? হে মধুসূদন, নহীকৃতে কিং তু, ত্রৈলোক্যরাজ্যশ্চ হেতোঃ  
অপি য্নতঃ ( অস্মান্ মারয়তঃ ) অপি এতান্ ন হস্তমিচ্ছামি ;  
হে জনর্দন, ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ ( অস্মাকং ) কা প্রীতিঃ  
স্যাৎ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

পাপমেবাত্মশ্রয়েদস্মান্ চতৈতানাততায়িনঃ ।

তস্মান্নারহী বয়ং হন্তং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববাক্তবান্ ।

স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ শ্রাম মাধব ॥ ৩৬

হে গোবিন্দ, যাহাদের জন্ত রাজা, ভোগ, ও সুখকামনা আমাদের কাজ্জিত, সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, যশুর. পৌত্র, শালা এবং কুটুম্বগণ ধন ও ঐশ্বর্যবিসর্জন দিয়া যুদ্ধে অবস্থিত; অতএব আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জীবনেই বা কাজ কি ? হে মধুসূদন, ইহারা আমাদের মারিলেও আমি, পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রিভুবনের রাজ্যের জন্তও ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না; ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে নিহত করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে ? ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ । ৩৫ ॥

আততায়িনঃ\* এতান্ হত্বা অস্মান্ পাপাম্ এব আশ্রয়েৎ তস্মাৎ বয়ং স্ববাক্তবান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ হন্তং ন অর্হাঃ, হি ( যতঃ ) হে মাধব, স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ শ্রাম (ভবেম) ॥ ৩৬ ॥

এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদের পাপই আশ্রয় করিবে ; অতএব আমরা স্ববাক্তব ধার্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ করিতে পারি না ; যেহেতু—হে মাধব, স্বজন বধ করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব ? ৩৬ ॥

\* অগ্নিদো গরদশৈব শস্ত্রপাণিধনাপহঃ । ক্ষেত্রদারাপহারীচ বড়েতে আততায়িনঃ ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশুস্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

• কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশুদ্ভির্জনাদিন ॥ ৩৮

কুলক্ষয়ে প্রণশুস্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কুৎসমধর্ম্মোহভিভবত্যা ত ॥ ৩৯

যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ এতে কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্র-  
দ্রোহেচ পাতকং ন পশুস্তি ; হে জনাদিন, কুলক্ষয়কৃতং দোষং  
প্রপশুদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাং পাপাং নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ ?  
৩৭ ॥ ৩৮ ॥

যদিও লোভে হতজ্ঞান হইয়া ইহারা কুলক্ষয়কৃত দোষ ও  
মিত্রদ্রোহে পাতক দেখিতেছে না, (কিন্তু) হে জনাদিন, কুলক্ষয়-  
জনিত দোষ দেখিয়াও আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার  
জন্ত জ্ঞান কেন না হইবে ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ ( পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ ) কুলধর্ম্মাঃ প্রণশুস্তি ;  
ধর্ম্মে নষ্টে ( সতি ) অধর্ম্মঃ কুৎসম্ উত ( অপি ) কুলং অভিভবতি  
( ব্যাপ্নোতি ) ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয় ; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম  
(অবশিষ্ট) সমুদায় কুলকে অভিভূত করে ॥ ৩৯ ॥

অধর্মাভিভবাং কৃষ্ণ প্রহৃষ্যন্তি কুলদ্বিয়ঃ ।

স্ত্রীষু দুষ্টাশ্চ বাৰ্হগ্যে জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০

সঙ্করো নরকাট্যেব কুলদ্বানানাং কুলস্ত চ ।

পতন্তি পিতরোহ্যেবাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলদ্বানানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪২

হে কৃষ্ণ, অধর্মাভিভবাং কুলদ্বিয়ঃ প্রহৃষ্যন্তি ; হে বাৰ্হগ্য,  
( বৃষ্ণিবংশোদ্ভব ) স্ত্রীষু দুষ্টাশ্চ ( সত্যষু ) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ, অধর্মাভিভূত হইলে কুলস্রীগণ দুষ্টা হয় ; হে বাৰ্হগ্য,  
( বৃষ্ণিবংশোদ্ভব ) স্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে ॥ ৪০ ॥

সঙ্করঃ ( বর্ণসঙ্করঃ ) কুলদ্বানানাং কুলস্ত চ নরকায় এব ( ভবতি ) :  
এবাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ( লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেবাং তে )  
পিতরঃ পতন্তি হি ॥ ৪১ ॥

বর্ণসঙ্কর কুলদ্বদিগের এবং কুলের নরকের নিমিত্তই হয় ,  
ইহাদের লুপ্তপিণ্ডোদক পিতৃগণ নিশ্চয় পতিত হয় ॥ ৪১ ॥

কুলদ্বানানাং এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ শাস্বতাঃ জাতি-  
ধর্ম্মাঃ ( বর্ণধর্ম্মাঃ ) কুলধর্ম্মাশ্চ ( চকারাং আশ্রমধর্ম্মাদয়ঃ অপি )  
উৎসাদ্যন্তে ( লুপ্যন্তে ) ॥ ৪২ ॥

কুলদ্বদিগের এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষে সনাতন বর্ণধর্ম্ম  
আশ্রমধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায় ॥ ৪২ ॥

উৎসন্নকুলধৰ্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনাৰ্দ্দন ।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশ্রম ॥ ৪৩

অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং বাবসিতা বয়ম্ ।

যদ্রাজাস্থলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪

যদি নামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যাস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

হে জনাৰ্দ্দন, উৎসন্নকুলধৰ্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশ্রম ( ক্রতবস্তো বয়ম্ ) ॥ ৪৩ ॥

হে জনাৰ্দ্দন, যাহাদের কুলধৰ্ম্ম উৎসন্ন হয় সেই সকল মনুষ্যা-  
গণের নিয়ত নরকে বাস হয় ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৪৩ ॥

অহোবত, (কষ্টম্) বয়ং মহৎ পাপং কর্তুং বাবসিতাঃ ; যৎ  
(যস্মাৎ) রাজাস্থলোভেন স্বজনং হস্তম্ উদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

হায়, আমরা মহৎপাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি ;  
যেহেতু রাজাস্থলোভে আমরা স্বজন বধ করিতে উদ্যত  
হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

যদি অপ্রতীকারম্ অশস্ত্রং মাং শস্ত্রপাণয়ঃ ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যাঃ  
(হনিষ্যন্তি) তৎ মে ক্ষেমতরং ( অত্যন্তহিতং ) ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

যদি শস্ত্রধারী ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রগণ, প্রতিহিংসাপরাধুখ ও অশস্ত্র  
আমাকে যুদ্ধে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলকর  
হইবে ॥ ৪৫ ॥



সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

অৰ্জুনবিষাদবোগঃ ।

সঞ্জয়ঃ উবাচ । অৰ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে ( যুদ্ধে ) সশরং চাপং বিসৃজ্য, শোকসংবিগ্নমানসঃ ( শোকাকুলচিত্তঃ ) [ মনঃ ] রথোপস্থে ( রথোপরি ) উপাবিশৎ ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন । অৰ্জুন এইরূপ বলিয়া যুদ্ধস্থলে সশর ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া শোকাকুলচিত্ত হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

ইতি অৰ্জুন বিষাদবোগঃ ।

---

## দ্বিতীয়োঃপাঃ

—:○:—.

সঞ্জয় উবাচ ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুহৃদনঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ ।

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্যাজুষ্টমস্বর্গ্যমকীৰ্ত্তিকরমর্জুন ॥ ২

সঞ্জয়ঃ উবাচ । মধুহৃদনঃ, তথা কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তম্ ( অর্জুনম্ ) ইদং বাক্যম্ উবাচ ॥ ১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন । মধুহৃদন তাদৃশ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত তাঁহাকে ( অর্জুনকে ) এই কথা বলিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ । হে অর্জুন, বিষমে ( এতাদৃশসঙ্কটে ) কুতঃ ইদম্ অনার্যাজুষ্টম্ ( অনার্যাসেবিতম্ ) অস্বর্গ্যম্ ( অধর্ম্যম্ ) অকীৰ্ত্তিকরং ( অঘশস্করং ) কশ্মলং ( মোহঃ ) ত্বা ( ত্বাং ) সমুপস্থিতম্ ? ২ ॥

ক্ৰৈবাং মান্ন গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয়্যুপপদ্যতে ।

শূদ্রং হৃদয়দৌৰ্ব্বল্যাং ত্যক্তে বাত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মনহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।

ইবৃতিঃ প্রতিবোৎশ্রামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

ভীষ্মগবান্ কহিলেন । হে অৰ্জুন ( এতাদৃশ ) সঙ্কটে কোথা হইতে এই অনার্য্যসেবিত, অধর্ম্মা ও অকীর্ত্তিকর মোহ তোমাতে উপস্থিত হইল ? ॥ ২ ॥

হে পার্থ, ক্ৰৈবাং ( কাতর্ঘ্যং ) মান্ন গমঃ ; এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে ( যোগ্যং ভবতি ) ; হে পরন্তপ, শূদ্রং ( তুচ্ছং ) হৃদয়দৌৰ্ব্বল্যাং ( কাতর্ঘ্যং ) ত্যক্তা উত্তিষ্ঠ ॥ ৩ ॥

হে পার্থ, কাতরতা প্রাপ্ত হইও না ; ইহা তোমাতে (তোমার) উপযুক্ত নহে ; হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়দৌৰ্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া উত্তীর্ণ হও ॥ ৩ ॥

অৰ্জুনঃ উবাচ । হে অরিসূদন ( শত্রুবিমর্দন ) মধুসূদন, কথন্ অহং সংখ্যে ( যুদ্ধে ) পূজার্হো ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ প্রতি ইবৃতিঃ ( বাগৈঃ ) বোৎশ্রামি ॥ ৪ ॥

অৰ্জুন কহিলেন । হে শত্রুবিমর্দন মধুসূদন, কিরূপে আমি যুদ্ধে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি বাগসমূহ দ্বারা যুদ্ধ করিব ? ৪ ॥

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্  
 শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।  
 হত্বার্থকানাংস্ত গুরুনিহৈব  
 ভুঞ্জীর ভোগান্ কধিরপ্রদিক্তান্ ॥ ৫  
 ন চৈতদ্বিদ্যাঃ কতরনোগরীয়ো  
 বদ্রা জয়েন যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।

মহানুভাবান্ গুরুন অহত্বা হি ইহ লোকে ভৈক্ষ্যান্ অপি  
 ভোক্তুং শ্রেয়ঃ ; গুরুন হত্বা তু ইহ এব কধিরপ্রদিক্তান্ অর্থকমান্  
 ভোগান্ ভুঞ্জীয় ॥ ৫ ॥

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান  
 ভোজন করাও নিশ্চয় শ্রেয়ঃ ( বোধ করি ) ; কিন্তু গুরুদিগকে  
 বধ করিয়া ইহলোকেই কধিরলিপ্ত অর্থকমান্যক ভোগ সকল  
 উপভোগ করিতে হইবে । অথাৎ ইহলোকেই নরক দুঃখ ভোগ  
 করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

নঃ ( অস্মাকম্ ) কতরং গরীয়ঃ এতৎ চ ন বিদ্যাঃ ; যৎ বা  
 জয়েম যদি বা ( অথবা ) নঃ ( অস্মান্ ) জয়েয়ুঃ । বান্ হত্বা  
 নৈব জিজীবিষামঃ তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুগে অবহিতাঃ ॥ ৬ ॥

আমরা জয়ী হই কিংবা আমরাদিগকে জয় করুক ; এই দুয়ের  
 মধ্যে আমাদের কোন্টা গুরুতর ( প্রার্থনীয় ) ইহাও বুঝিতে

যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম

স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধৰ্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ।

যচ্ছ্রয়ঃ স্ত্রান্নিশ্চিতং ক্রহি তন্মে

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

পারিতোছি না, যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতেই ইচ্ছা করি না সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত ॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ( কার্পণ্যং\*, [ কুলক্ষয়কৃতঃ ] দোষশ্চ তাভ্যামুপহতঃ স্বভাবো যশ্চ সঃ ) ধৰ্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ [অহং] ত্বাং পৃচ্ছামি, যৎ মে শ্রেয়ঃ স্ত্রাং তৎ নিশ্চিতং ক্রহি, অহং তে শিষ্যঃ, ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি ॥ ৭ ॥

চিত্তের দীনতা ও কুলক্ষয়কৃত দোষে অভিভূতস্বভাব এবং ধৰ্ম্ম-সম্বন্ধে বিমূঢ়চিত্ত আমি তোমারে জিজ্ঞাসা করি, যাহা আমার শ্রেয়ঃ তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণা-গত আমাকে শিক্ষা দাও ॥ ৭ ॥

---

\* যঃ স্বল্পামপি স্বকৃতিং ন ক্ষমতে স কৃপণ ইতি আনন্দগিরিঃ।  
যিনি সামান্য কৃতিও সহিতে পারেন না তিনি কৃপণ।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ  
 যচ্ছোকমুচ্ছাষণমিল্লিয়াণাম্ ।  
 অবাণ্য ভূমাবসপত্তমুদ্ধঃ  
 রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।  
 ন যোৎস্তু ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯

ভূমো ( পৃথিব্যাম্ ) অসপত্তম্ ( নিষ্কটকম্ ) ঋদ্ধঃ ( সমৃদ্ধঃ )  
 রাজ্যং ( তথা ) সুরাণামপি আধিপত্যঞ্চ অবাণ্য যৎ ( কৰ্ম্ম ) মম  
 ইল্লিয়াণাম্ উচ্ছাষণং ( অতিশোষণকরং ) শোকম্ অপনুদ্যাৎ  
 ( অপনয়েৎ ) ( তৎ ) নহি প্রপশ্যামি ॥ ৮ ॥

পৃথিবীতে নিষ্কটক সমৃদ্ধ রাজ্য, এমন কি সুরগণের আধি-  
 পত্য পাইলেও, বাহাতে আমার ইল্লিয়গণের শোষক এই শোক  
 অপনয়ন করিতে পারে এতাদৃশ কিছুই দেখিতেছি না ॥ ৮ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ । পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশম্ এবম্ উক্ত্বা  
 [ অহং ] ন যোৎস্তু ইতি গোবিন্দম্ উক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব । ৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন । শক্রবিজয়ী গুড়াকেশ (অর্জুন) হৃষীকেশকে  
 এইরূপ বলিয়া, “আমি যুদ্ধ করিব না” এই কথা গোবিন্দকে  
 বলিয়া তুষ্ণীভূত হইলেন ॥ ৯ ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ ।

অশৌচ্যানব্রশোচন্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতাস্থনগতাস্থংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

হে ভারত, হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব ( প্রসন্নমুখঃ সন্ ) উভয়োঃ  
সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তন্ ইদং বচঃ উবাচ ॥ ১০ ॥

হে ভারত, হৃষীকেশ যেন প্রসন্নমুখ হইয়া ( হাসিতে হাসিতে )  
উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপ্রাপ্ত অর্জুনকে এই কথা কহিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ । তন্ অশৌচ্যান্ অব্রশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্  
( প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ ) ভাষসে চ ; পণ্ডিতাঃ গতাস্থন্  
( গতপ্রাণান্ ) অগতাস্থন্ ( জীবতঃ ) চ ( বন্ধূন্ ) ন অনুশোচন্তি ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । যাহাদের জন্ত শোক করা উচিত  
নয় তাহাদের জন্ত শোক করিতেছ এবং বিজ্ঞের ( স্মার ) কথা  
কহিতেছ । বিবেকীরা মৃত বা জীবিতদিগের জন্ত শোক করেন  
না ॥ ১১ ॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

ক চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্কে বয়নতঃপরম্ ॥ ১২

দেহিনোহস্মিন্ বণা দেহে কোমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরন্তত্ৰ ন মুহতি ॥ ১৩

অহং জাতু ন আসম্ ইতি তু নৈব [ তথা ] ত্বং ন [ আসীঃ  
ইতি ন ] [ তথা ] ইমে জনাধিপাঃ ন [ আসন্ ইতি ন ];  
অতঃপরং সৰ্কে বয়ং ন ভবিষ্যামঃ [ ইতি ] চ ন এব ॥ ১২ ॥

আমি যে কখনও ছিলাম না এমন নয় ; সেইরূপ তুমি ছিলে  
না এমন নয় ; এই রাজগণও ছিলেন না এমন নয় ; ইহার পরে  
আমরা সকলে থাকিব না এমন নয় ॥ ১২ ॥

নথা দেহিনঃ অস্মিন্ দেহে কোমারং যৌবনং জরা, দেহান্তর-  
প্রাপ্তিঃ তথা, তত্র ধীরঃ ন মুহতি ॥ ১৩ ॥

দেহান্তিমাত্রী জীবের যেমন এই দেহে কোমার যৌবন ও  
বার্দ্ধক্য, দেহান্তরপ্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেইরূপ ( অবস্থান্তর-  
মাত্র ) ; অতএব পণ্ডিত লোক তাহাতে মোহিত হন না ॥ ১৩ ॥



মাত্রাপ্পর্শাস্ত্র কোন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।

আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪

যং হি ন ব্যাথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষৰ্ষভ ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

( হে ) কোন্তেয়, মাত্রাপ্পর্শাস্ত্র \* শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ; [ তে ] আগমাপায়িনঃ ( অতএব ) অনিত্যঃ ; হে ভারত, তান্ তিতিক্ষস্ব ॥ ১৪ ॥

হে কোন্তেয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং তাহাদের সহিত ইন্দ্রিয়বিষয় সকলের সংযোগই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখপ্রদ ; সে সকল আগমাপায়ী ( উৎপত্তি-নাশবিশিষ্ট ) অতএব অনিত্য ; হে ভারত সে সকল সহ কর অর্থাৎ হর্ষবিষাদাদির বশীভূত হইও না ॥ ১৪ ॥

হে পুরুষৰ্ষভ ! এতে সমদুঃখসুখং ধীরং যং পুরুষং ন ব্যাথয়ন্তি সং অমৃতত্বায় ( মোক্ষায় ) কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ এই সকল ( মাত্রাপ্পর্শ ), সুখ দুঃখে সমভাবে যে ধীর ব্যক্তিকে ব্যথা না দেয়, তিনি মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হন অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

\* মীয়ন্তে বিষয়া আভিঃ ইতি মাত্রাঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ ।

নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যাতে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তত্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সর্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়শ্চ ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্হতি ॥ ১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যশ্রোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়শ্চ তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

অসতঃ ভাবঃ নবিদ্যাতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যাতে ; তত্ত্ব-  
দর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টে ॥ ১৬ ॥

অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ আত্মাতে সত্তা নাই ; নিত্য  
বস্তুর বিনাশ নাই ; কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়ের অন্ত (পরিণাম)  
দেখিয়াছেন ( অর্থাৎ আত্মা নিত্য আর সমুদায় অনিত্য ) ॥ ১৬ ॥

যেন ইদং সর্বং ততং ( ব্যাপ্তং ) তৎ তু অবিনাশি বিক্রি ;  
কশ্চিৎ অব্যয়শ্চ অশ্চ বিনাশং কৰ্ত্তুং ন অৰ্হতি ॥ ১৭ ॥

যিনি ( উৎপত্তিনাশশীল ) এই সকল ( দেহাদি ) ব্যাপিয়া  
আছেন ( আত্মস্বরূপ ) তাঁহাকে অবিনাশী জানিও । কেহই  
সেই অব্যয়ের ( উৎপত্তিনাশশূন্য আত্মার ) বিনাশ করিতে পারে  
না ॥ ১৭ ॥

নিত্যস্য ( সর্বদৈকরূপস্য ) অনাশিনঃ, অপ্রমেয়স্য ( প্রত্যক্ষা-

য এনং বেত্তি হস্তারং যষ্টচনং মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতৌ নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥১৯

ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচি-

ন্নাযং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

দেহরতীতম্য ) শরীরিণঃ (আত্মনঃ) ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ ( নথরাঃ )  
উক্তাঃ ; ( হে ) ভারত, তস্মাৎ যুধাম্ ॥ ১৮ ॥

নিত্য, অবিনাশী ও অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই দেহ সকল নথর  
(বলিয়া) কথিত হয় ; (অতএব) হে ভারত, যুদ্ধ কর ॥ ১৮ ॥

যঃ এনং হস্তারং বেত্তি যষ্ট এনং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ ন  
বিজানীতঃ ; অয়ং ন হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি ইহাকে (আত্মাকে) হস্তা মনে করে এবং যে ইহাকে  
হত মনে করে তাহার উভয়েই জানে না ; ( যেহেতু ) ইনি হত্যা  
করেন না এবং হতও হয়েন না ॥ ১৯ ॥

অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে বা ত্রিয়তে, ভূত্বা বা ভূয়ঃ ন ভবিতা ;  
অয়ন্ অজ্ঞঃ নিত্যঃ শাস্বতঃ পুরাণঃ ; শরীরে হন্যমানে ন  
হন্যতে ॥ ২০ ॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং যাতিয়তি হস্তি কন্ ॥ ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-

তৃত্বানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

ইনি কখনও জন্মেন না বা মরেন না ; অথবা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইবেন না । ইনি জন্মরহিত, নিত্য ( ভ্রাস বৃদ্ধি শূন্য ) শাশ্বত ( অপক্ষয় শূন্য ) এবং পুরাণ ( পরিণামশূন্য ) শরীরের বিনাশ হইলেও ইনি হত হন না ॥ ২০ ॥

হে পার্থ, যঃ এনম্ অজম্ অব্যয়ং ( অক্ষয়ং ) নিত্যং ( বৃদ্ধিশূন্যং ) অবিনাশিনং বেদ, সঃ পুরুষঃ কথং কং যাতিয়তি, কং হস্তি ॥ ২১ ॥

হে পার্থ, যিনি ইহাকে অজ, অব্যয় ( ক্ষয়শূন্য ) নিত্য ( বৃদ্ধি শূন্য ) এবং অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনি কিরূপে কাহাকে হনন করান কাহাকেই বা হনন করেন ॥ ২১ ॥

যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি গৃহ্ণাতি তথা দেহী ( আত্মা ) জীর্ণানি শরীরানি বিহায় অত্মানি নবানি সংযাতি ॥ ২২ ॥

নৈনং ছিন্ত্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষা এব চ ।

নিত্যঃ সৰ্ব্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে ॥ ২২ ॥

শস্ত্রাণি এনং ন ছিন্ত্তি, পাবকঃ এনং ন দহতি, আপঃ এনং ন ক্লেদয়ন্তি, মারুতশ্চ ( এনং ) ন শোষয়তি ॥ ২৩ ॥

শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে পোড়াইতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহঃ, অয়ম্ অক্লেদ্যঃ, অশোষাশ্চ এব, অয়ং নিত্যঃ, সৰ্ব্বগতঃ, স্থাগুঃ ( স্থিরস্থভাবঃ ), অচলঃ ( পূৰ্ব-রূপা পরিত্যাগী ), সনাতনঃ ( অনাদিঃ ) ( চ ) ॥ ২৪ ॥

ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ, ইনি অক্লেদ্য এবং অশোষা ; ইনি নিত্য, সৰ্ব্বব্যাপী, স্থিরস্থভাব, সদা একরূপ এবং অনাদি ॥ ২৪ ॥

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্থসে মৃতম্ ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

জাতস্ত হি ধ্রুবোমৃতাদ্রবং জন্ম মৃতস্ত চ ।

তস্মাদপরিহার্যোহর্থো ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

অয়ম্ অব্যক্তঃ ( চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ ) অয়ম্ অচিন্ত্যঃ ( মনসোহপি  
অবিষয়ঃ ) অয়ম্ অবিকার্যঃ ( কশ্মেল্লিঙ্গাণামপি অবিষয়ঃ )  
উচ্যতে ; তস্মাৎ এনম্ এবং বিদিত্বা অনুশোচিতুং ন অর্হসি ॥ ২৫ ॥

এই আত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, ইনি মনেরও অগো-  
চর, ইনি কশ্মেল্লিঙ্গেরও অগোচর [ বলিয়া ] কথিত হন ;  
অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া অনুশোচনা করিতে পার না ॥ ২৫ ॥

অথ চ এনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মৃতং মন্থসে, হে মহাবাহো,  
তথাপি ত্বম্ এনং শোচিতুং ন অর্হসি ॥ ২৬ ॥

আর যদি ইহাকে নিত্যজাত অথবা নিত্যমৃত মনে কর, হে  
মহাবাহো, তথাপি তুমি ইহার জন্ত শোক করিতে পার না ॥ ২৬ ॥

হি ( যতঃ ) জাতস্ত মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ, মৃতস্ত চ জন্ম ধ্রুবম্ ; তস্মাৎ

ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ।

ଅବ୍ୟକ୍ତନିଧନାଶ୍ଚେବ ତତ୍ର କା ପରିଦେବନା ॥୨୮ ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାବଂ ପଶ୍ୟତି କଞ୍ଚିଦେନ-

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାବଦ୍ ବଦତି ତଥୈବ ଚାକ୍ଷୁଃ ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାବଚ୍ଚୈନମଗ୍ରଃ ଶୃଣୋତି

ଐହାପ୍ୟେନଂ ବେଦ ନ ଚୈବ କଞ୍ଚିତ୍ ॥୨୯

ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଃ ( ଅବଶ୍ୟକ୍ତାବିନି ) ଅର୍ଥେ ( ବିଷୟେ ) ଶୋଚିତୁଂ ନ  
ଅର୍ହସି ॥ ୨୯ ॥

ଯେହେତୁ ଜାତମାତ୍ରେର ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ମୃତ୍ତେର ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ;  
ଅତଏବ ତୁମି ଅବଶ୍ୟକ୍ତାବି ବିଷୟେ ଶୋକ କରିତେ ପାର ନା ॥ ୨୯ ॥

ହେ ଭାରତ, ଭୂତାନି ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି, ବ୍ୟକ୍ତମଧ୍ୟାନି [ ତଥା ] ଅବ୍ୟକ୍ତ-  
ନିଧନାନି ଏବ, ତତ୍ର ପରିଦେବନା ( ଶୋକନିମିତ୍ତବିଳାପଃ ) କା ? ॥୨୮॥

ହେ ଭାରତ, ଭୂତସକଳ ଆଦିତେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ( ଚକ୍ରୁରାଦିର ଅଗୋଚର )  
[ କେବଳ ] ମଧ୍ୟେ ବ୍ୟକ୍ତ ( ପ୍ରକାଶିତ ) ଏବଂ ନିଧନେଷୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ;  
ଅତଏବ ତାହାତେ ଆବାର ଶୋକ ବିଳାପ କି ? ॥ ୨୮ ॥

କଞ୍ଚିତ୍ ଏନମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାବଂ ପଶ୍ୟତି, ତଥୈବ ଚ ଅଗ୍ରଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାବଂ  
ବଦତି, ଅଗ୍ରଃ ଏନମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାବଂ ଶୃଣୋତି, ଐହା ଅପି ଚ କଞ୍ଚିତ୍  
ଏନଂ ନୈବ ବେଦ ॥ ୨୯ ॥

କେହ ଐହାକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାବଂ ଦେଖେନ, ସେହିରୂପ କେହ ଐହାକେ

দেহী নিত্যমবধোহয়ং দেহে নর্কস্তু ভারত ।

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকল্পিতুমর্হসি ।

ধর্ম্মাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছেয়োহত্মৎ ক্ষত্রিয়স্তু ন বিদ্যতে ॥ ৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২

আশ্চর্য্যবৎ বলেন । অস্তু কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনেন আর  
কেহ শুনিয়াও ইহাকে জানেন না ॥২৯॥

হে ভারত, অবধাঃ অয়ং দেহী ( আত্মা ) নিতাং সর্কস্তু দেহে  
[ ভবতি ] তস্মাৎ ত্বং সর্বাণি ভূতানি শোচিতুং ন অর্হসি ॥৩০॥

হে ভারত, অবধা এই আত্মা সর্কদা সকলের দেহে আছেন ;  
অতএব তুমি ভূত সকলের জন্ত শোক করিতে পার না ॥৩০॥

অপিচ স্বধর্ম্মম্ অবেক্ষ্য বিকল্পিতুং ন অর্হসি, হি ( যতঃ ) ;  
ধর্ম্মাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্তু অত্মৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে ॥৩১॥

পরন্তু, স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া  
উচিত নহে ; যেহেতু ধর্ম্ম্যযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই  
শ্রেয়ঃ নাই ॥৩১॥

হে পার্থ, যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্ অপাবৃতং ( যুক্তং ) স্বর্গদ্বারম্  
[ ইব ] ঐদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে ॥৩২॥



अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यां संग्रामं न करिष्यसि ।

ততঃ স্বধৰ্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্তসি ॥.৩৩

अकीर्तिश्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेहव्ययाम् ।

সম্ভাবিতশ্চ চাকীর্তিশ্চরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

ভয়াদ্রগাদুপরতং মংস্তন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।

যেষাঞ্চ ত্বং বহ্ননতো ভূত্বা যাস্তসি লাববম ॥ ৩৫

হে পার্থ আগনা হইতে উপস্থিত, মুক্তশ্বর্গদ্বারের দ্বায় ইন্দ্র  
যুদ্ধ স্থখী ক্ষত্রিয়েরাই লাভ করিয়া থাকে ॥৩২॥

অগচেৎ, ত্বং ইমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, ততঃ স্বধর্ম্যং  
কৌর্ভিক হিতা পাপম্ অবাপন্তসি ॥৩৩॥

আর যদি তুমি এই ধর্ম্মা যুদ্ধ না কর তবে স্বর্গ ও কীৰ্ত্তি  
তাগ করায় পাপ প্রাপ্ত হইবে ॥৩৩॥

অপিচ ভূতানি তে অব্যয়াম্ অকীৰ্ত্তিঞ্চ কথয়িষ্যন্তি ; সম্ভা-  
বিতস্ত ( বহুমতস্ত ) চ অকীৰ্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

পরন্তু, লোকে তোমার অকস্ম অকীৰ্ত্তি ঘোষণা করিবে :  
মানী ব্যক্তির অকীৰ্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিক হয় ॥৩৪॥

ନହାରଥାଞ୍ଚ ହାଂ ଭଗ୍ନାଂ ରଗାଂ ଉପରତଂ (ନିବୃତ୍ତଂ) ନଂଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରେ

অবাচ্যবাদাংশচ বহুন্ বদিস্যন্তি তবাহিতাঃ ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬

হতো বা প্রাপ্যাসি স্বৰ্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

( মন্তোরন ) যেবাং চ ত্বং বহুমতঃ ( সম্মানিতঃ ) ভূত্বা লাঘবং  
বাপ্তসি ॥ ৩৫ ॥

মহারথগণ তোমাকে ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত মনে করিবেন,  
তাহাদের নিকট তুমি সম্মানিত ছিলে এখন তাহাদের নিকট  
লাঘব প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫ ॥

তব অহিতাঃ ( শত্রবঃ ) তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহুন্ অবাচ্য-  
বাদান্ ( কথনাযোগ্যশব্দান্ ) বদিস্যন্তি চ ; ততঃ দুঃখতরং কিম্  
নু ॥ ৩৬ ॥

তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্য নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য  
কথা বলিবে ; তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখকর আর কি  
( আছে ) ? ॥ ৩৬ ॥

হতঃ বা স্বৰ্গং প্রাপ্যাসি, জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে তস্মাৎ হে  
কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ [ সন্ ] উত্তিষ্ঠ ॥ ৩৭ ॥

যদি হত হও স্বৰ্গ পাইবে, যদি জয়ী হও পৃথিবী ভোগ করিবে ;  
অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া উথিত হও ॥ ৩৭ ॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্তাসি ॥ ৩৬

এষা তেহ্‌ভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কৰ্ম্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥ ৩৭

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।

অগ্নমপ্যস্ত ধৰ্ম্মস্ত জায়তে মহতো ভয়াং ॥ ৪০

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ [ সমৌ কৃত্বা ]  
ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব, এবং [ সতি ] পাপং ন অবাপ্তাসি ॥ ৩৬ ॥

সুখ দুঃখ লাভালাভ এবং জয় পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিয়া  
যুদ্ধার্থ উদযুক্ত হও ; তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না ॥ ৩৬ ॥

সাংখ্যে ( আত্মতত্ত্বে ) এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা, যোগেতু  
( কর্ম্মযোগেতু ) ইমাং [ বুদ্ধিং ] শৃণু ; হে পার্থ, যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ  
[ সন্ ] কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥ ৩৭ ॥

আত্মতত্ত্বে তোমাকে এই জ্ঞান কথিত হইল ; কর্ম্মযোগে ইহা  
( যাহা বলিতেছি ) শ্রবণ কর ; হে পার্থ, যে বুদ্ধিযুক্ত হইলে তুমি  
কর্ম্মবন্ধ ত্যাগ করিতে পারিবে ॥ ৩৭ ॥

ইহ ( নিকামকর্ম্মযোগে ) অভিক্রমনাশঃ ( প্রারম্ভস্ত নাশঃ )

ব্যবসায়্যাত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।

বহুশাখা অনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঃ ব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

যানিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নাত্তদন্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২

নাস্তি, প্রত্যায়ঃ ন বিদ্যাতে, অস্ত ধর্মস্ত স্বল্পম্ অপি মহতঃ ভয়াৎ  
( সংসারাৎ ) ত্রায়তে ॥ ৪০ ॥

এই নিষ্কাম কর্মযোগে প্রারম্ভের বিফলতা নাই ; প্রত্যায়  
( বিঘ্ন ) নাই ; এই ধর্মের অল্পমাত্রও মহাভয় ( সংসার ) হইতে  
ত্রাণ করে ॥ ৪০ ॥

হে কুরুনন্দন, ইহ ( কর্মযোগে ) ব্যবসায়্যাত্মিকা ( পরমেশ্বর-  
ভক্ত্যাএব ক্রবৎ তরিয়ামীতি নিশ্চয়্যাত্মিকা ) বুদ্ধিঃ একা ; অব্যব-  
সায়িনাং ( কামিনাং ) বুদ্ধয়ঃ বহুশাখাঃ অনন্তাশ্চ ॥ ৪১ ॥

হে কুরুনন্দন, এই কর্মযোগে ব্যবসায়্যাত্মিকা ( নিশ্চয়্যাত্মিকা )  
বুদ্ধি একই হইয়া থাকে, কিন্তু অব্যবসায়ীদিগের ( কামীদিগের )  
বুদ্ধি বহুশাখায়ুক্ত ও অনন্ত ॥ ৪১ ॥

হে পার্থ, [ যে ] অবিপশ্চিতঃ ( মূঢ়াঃ ) বেদবাদরতাঃ অশ্রুৎ  
( অতঃপরম্ অশ্রুৎ ঈশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যৎ ) নাস্তি ইতি বাদিনঃ [ অত-  
এব ] কামাত্মনাঃ ( কামনাকুলিতচিত্তাঃ ) স্বর্গপরাঃ, জন্মকর্মকল-

কামাত্মানঃ স্বৰ্গপরাঃ জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিং প্রতি ॥ ৮৩

ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়াজ্জিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৮৪

ত্ৰৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিষ্টৈস্ত্ৰৈগুণ্যো ভবাজ্জুন ।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বশ্চো নির্যোগক্ষেম আশ্রবান্ ॥ ৮৫

প্রদাং ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং যাম্ ইমাং  
পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, তয়া ( পুষ্পিতয়া বাচা ) অপহৃতচেতসাং  
ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রসক্তানাং ( তেষাং ) ব্যবসায়াজ্জিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ  
( যোগে ) ন বিধীয়তে ( উৎপদ্যতে ) ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥

হে পার্থ, বেদের অর্থবাদে পরিতুষ্ট, “ইহা ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব  
প্রাপ্য আর কিছুই নাই” এইরূপ বাদী, কামাত্মা স্বৰ্গপরায়ণ যে  
মুঢ়গণ জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বৰ্য্য প্রাপ্তির সাধনভূত [ ষজাদি ]  
ক্রিয়াবিশেষবহুল এই যে পুষ্পিত [বিষলতাবৎ আপাততঃ রমণীয়]  
বাক্য ( স্বর্গাদিফলপ্রতি ) বলিয়া থাকে, সেই পুষ্পিত বাক্যে  
অপহৃতচিত্ত এবং ভোগৈশ্বৰ্য্যে আসক্ত তাহাদিগের ব্যবসায়াজ্জিকা  
বুদ্ধি সমাধিতে ( যোগে ) নিবিষ্ট হয় না ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥

হে অর্জুন, বেদাঃ ত্ৰৈগুণ্যবিষয়াঃ ( কৰ্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকাঃ )

যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতৌদকে ।

তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণশ্চ বিজানতঃ ॥৪৬

কৰ্ম্মণোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কৰ্ম্মফলহেতুভূম্মা তে সঙ্গোহস্বকৰ্ম্মণি ॥৪৭

[ ৬ং ] নিস্তৈগুণাঃ (কৰ্ম্মফলসম্বন্ধরহিতঃ নিকাম ইতি বাবৎ ) ভব,  
[ তত উপায়মাহ ] নিব্বন্দঃ (শীতোষ্ণস্থখাদিদন্দরহিতঃ) নিতাসম্বন্ধঃ  
( নিতাং কুটস্থে স্থিতঃ ) নিষৌগক্ষেমঃ ( অপ্রাপ্ত-স্বীকারো যোগঃ  
প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমঃ, তদ্রহিতঃ ) আত্মবান্ ( অপ্রমত্তঃ )  
[ ভ৭ ] ॥ ৪৫ ॥

হে অৰ্জুন, বেদ সকল ( সকাম ব্যক্তিগণের ) কৰ্ম্মফলপ্রতি-  
পাদক, তুমি নিকাম হও । তুমি শীতোষ্ণস্থখদুঃখাদি দন্দরহিত  
হও, নিতা কুটস্থান্বিত হও । অলব্ধ বস্তু লাভে ও লব্ধবস্তু রক্ষায়  
যত্নশূন্য হও এবং অপ্রমত্ত অর্থাৎ অনাসক্ত হও ॥৪৫॥

সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতৌদকে [ সতি ] উদপানে ( ক্ষুদ্রজলাশয়ে )  
যাবান্ অর্থঃ, বিজানতঃ ( ব্রহ্মনিষ্ঠশ্চ ) ব্রাহ্মণশ্চ সৰ্ব্বেষু বেদেষু  
তাবান্ অর্থঃ [ ন প্রয়োজনমিতিভাবঃ ] ॥৪৬॥

সকল স্থান জলে প্রাবিত হইয়া গেলে উদপানে ( ক্ষুদ্র জলা-  
শয়ে ) যতটুকু প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে ততটুকু  
প্রয়োজন ॥৪৬॥

কৰ্ম্মণি এব তে অধিকারঃ, কদাচন ফলেষু মা [ অন্ত ]

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮

দূরেণ হবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগাচ্চনঞ্জয় ।

বুদ্ধৌ শরণমবিচ্ছ ক্লপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯

কৰ্ম্মফলহেতুঃ মা ভূঃ, অকৰ্ম্মাণি ( কৰ্ম্মাকরণে ) তে সঙ্গঃ মা  
অন্ত ॥৪৮॥

কৰ্ম্মেই তোমার অধিকার, কৰ্ম্মফলে কদাচ না হউক ; তুমি  
কৰ্ম্মফলহেতু ( কলাখী ) হইও না ; কৰ্ম্ম না করিতে যেন তোমার  
প্রবৃত্তি না হয় ॥ ৪৮ ॥

হে ধনঞ্জয়, সঙ্গং ( কর্তৃত্বাভিনিবেশং ) ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ  
সমো ভূত্বা যোগস্থঃ ( পরমেথরৈকপরায়ণঃ ) [ সন্ ] কৰ্ম্মাণি কুরু ;  
সমত্বং যোগঃ উচ্যতে ॥৪৮॥

হে ধনঞ্জয়, কর্তৃত্ববুদ্ধি তাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে  
সমভাবাপন্ন হইয়া, যোগে ( ঈথরৈকপরতায় ) অবস্থিত হইয়া  
কৰ্ম্ম কর ; সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয় ॥৪৮॥

হে ধনঞ্জয়, হি ( যস্মাৎ ) বুদ্ধিযোগাৎ ( বুদ্ধ্যা ব্যবসায়ান্ত্রিকয়া  
কৃতঃ কৰ্ম্মযোগঃ তস্মাৎ ) [ অত্ৰ কামাৎ ] কৰ্ম্ম দূরেণ অবরম্  
( অত্যন্তম্ অপকৃষ্টম্ ) ; [ অতএব ] বুদ্ধৌ ( জ্ঞানে ) শরণম্

বুদ্ধিযুক্তো জহাতিহ উভে শ্রুতদ্রুতৈ ।

তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০

কৰ্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১

( আশ্রয়ঃ কৰ্ম্মযোগঃ ) অস্বিচ্ছ ( অনুতিষ্ঠ ) ; ফলহেতবঃ ( সকামাঃ মানবাঃ ) কুপণাঃ ( দীনাঃ, নিকৃষ্টাঃ ) ॥৪৯॥

হে ধনঞ্জয়, ব্যবসায়াজ্ঞিক বুদ্ধি দ্বারা কৃত কৰ্ম্মযোগ অপেক্ষা অগ্ৰাণ্ড কৰ্ম্ম অভ্যন্ত অপকৃষ্ট ; অতএব তুমি জ্ঞান আশ্রয় কর অর্থাৎ ( তদুপায়ভূত ) কৰ্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর ; ফলকামী মানবেরা কুপণ অর্থাৎ হের ॥৪৯॥

বুদ্ধিযুক্তঃ ( ব্যবসায়াজ্ঞিক বুদ্ধা যুক্তঃ ) ইহ ( ইহৈব জন্মনি ) উভে শ্রুতদ্রুতৈ জহাতি ( ত্যজতি ) ; তস্মাৎ যোগায় ( কৰ্ম্ম-যোগায় ) যুজ্যস্ব ; কৰ্ম্মসু কৌশলং যোগঃ ॥৫০॥

ব্যবসায়াজ্ঞিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ইহলোকে শ্রুত দ্রুত ( পুণ্য পাপ ) উভয়ই ত্যাগ করেন ; অতএব তুমি যোগে যুক্ত হও । নিকাম কৰ্ম্মে কুশলতাই যোগ ॥৫০॥

বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ ( পণ্ডিতাঃ ) হি ( নিশ্চিতং ) কৰ্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ ( সন্তঃ ) অনাময়ং ( সর্বোপদ্রবরহিতং ) পদং ( বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং ) গচ্ছন্তি ॥৫১॥



যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিৰ্ব্যাতিতরিষ্যতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যাস্তু শ্রুতস্তু চ ॥৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্নো তে যদা স্থাস্থ্যতি নিশ্চলো ।

সমাধাবচলো বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্যসি ॥৫৩

বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই কর্কশ ফলত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বোপদ্রবশূন্য মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন ॥৫১॥

যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং ( দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং ) ব্যাতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যাস্তু শ্রুতস্তু চ ( অর্থস্তু ) নির্বেদং ( বৈরাগ্যং ) গন্তা অসি ॥৫২॥

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন দুর্গ অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতাত্মক বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে ॥৫২॥

যদা শ্রুতিবিপ্রতিপন্নো ( শ্রুতিভিঃ ওঙ্কারধ্বনিপ্রবণৈঃ বিশেষণ প্রতিপন্নো নিশ্চিতো ) তে ( তব ) বুদ্ধিঃ সমাধৌ ( সমাধীয়েতে চিন্তামস্মিন্ ইতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ তস্মিন্ ) নিশ্চলো ( বিষয়াস্তুরৈঃ অনাকৃষ্টা ) [ অতএব ] অচলো ( অভ্যাসপটুত্বেন তত্রৈব স্থিরা ) স্থাস্থ্যতি তদা যোগম্ ( তত্ত্বজ্ঞানম্ ) অবাপ্যসি ॥৫৩॥

যখন ওঙ্কারধ্বনি শ্রবণে তোমার বুদ্ধি অবিচলিত হইয়া পরমেশ্বরে নিশ্চল ও অভ্যাসপটুতা বশতঃ স্থির থাকিবে তখন তুমি যোগ ( তত্ত্বজ্ঞান ) প্রাপ্ত হইবে ॥৫৩॥

অৰ্জুন উবাচ ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্ত্ব কা ভাষা সমাধিস্থস্ত কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সৰ্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মন্তেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

অৰ্জুনঃ উবাচ । হে কেশব সমাধিস্থস্ত স্থিতপ্রজ্ঞস্ত্ব ( স্বাভা-  
বিকযোগস্থিতস্ত্ব স্থিরবুদ্ধেঃ ) কা ভাষা ( কিং লক্ষণং ) ? স্থিতধীঃ  
(স্থিতপ্রজ্ঞঃ) কিং প্রভাষেত ? কিম্ আসীত ? কিং ব্রজেত ? ॥৫৪॥

অৰ্জুন কহিলেন । হে কেশব, যোগে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের  
লক্ষণ কি ? স্থিতধী ব্যক্তি কি কহেন ? কিরূপ থাকেন ? কিরূপ  
চলেন ? ॥৫৪॥

শ্রীভগবানু উবাচ । হে পার্থ, আত্মনি এব ( পরমানন্দরূপে )  
আত্মনা ( স্বয়মেব ) তুষ্টঃ ( যোগী ) যদা মনোগতান্ সৰ্বান্ কামান্  
প্রজহাতি [ আত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষান্ ত্যজতি  
ইত্যর্থঃ ] তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে ॥৫৫॥

শ্রীভগবানু কহিলেন । হে পার্থ, পরমানন্দরূপ আত্মাতে স্বয়ং  
তুষ্ট হইয়া যখন যোগী মনোগত সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করেন  
তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন ॥৫৫॥

দুঃখেষু অনুদ্বিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬

যঃ সৰ্বত্রানভিস্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষতি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কুন্মোহজ্ঞানীব সৰ্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াগীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

দুঃখেষু অনুদ্বিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ  
মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে ॥৫৬॥

দুঃখে অনুদ্বিগমিত, সুখে স্পৃহাশূন্য, অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ শূন্য  
মুনিকে স্থিতধী বলে ॥৫৬॥

যঃ সৰ্বত্র অনভিস্নেহঃ ( স্নেহ-শূন্যঃ ) তত্ত্বং শুভাশুভং প্রাপ্য  
ন অভিনন্দতি ন দ্বেষতি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥

যিনি সকল বিষয়েই মমতা শূন্য এবং সেই সেই শুভাশুভ  
প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত বা বিষাদিত হন না তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত  
হইয়াছে ॥৫৭॥

যদাচ অয়ং ( যোগী ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াগি, কুর্মঃ অঙ্গানি  
ইব ( কুন্মো যথা স্বভাবেনৈব অঙ্গানি আকর্ষতি তদ্বৎ ) সৰ্বশঃ  
সংহরতে তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥

বিসয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ ।

রসবর্জং রসোপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯

যততোহপি কৌন্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০

যখন ইনি ইন্দ্রিয়বিষয় সকল হইতে, কচ্ছপাঙ্গের স্থায় ইন্দ্রিয়-  
গণকে সৰ্ব্বথা প্রত্যাহত করেন তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত  
হয় ॥ ৫৮ ॥

( ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ানানাহরণং গ্রহণম্ আহারঃ ) নিরাহারস্ত  
ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়গ্রহণম্ অকুর্ষিতঃ ) দেহিনঃ ( দেহাভিমানিনঃ  
অজ্ঞস্ত ) বিষয়াঃ ( তদনুভবাঃ ) রসবর্জম্ ( রসঃ রাগঃ অভিলাষস্ত-  
দর্জং ) বিনিবর্ত্তন্তে [ অভিলাষস্ত ন নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ ] ; অস্ত  
( স্থিতপ্রজ্ঞস্ত ) রসঃ ( রাগঃ ) অপি পরং ( পরমাত্মানং ) দৃষ্ট্বা  
। সত্যঃ ] নিবর্ত্ততে ( নশ্চতি ) ॥ ৫৯ ॥

ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন না এমন ( আতুরাদি ) দেহা-  
ভিম্যানী অজ্ঞব্যক্তির বিষয়ানুভব নিবৃত্তি পায় কিন্তু ভোগাভিলাষ  
নিবৃত্তি পায় না, ( অর্থাৎ বিষয়ে আসক্তি থাকে ) ; পরন্তু পরমা-  
ত্মাকে দেখিয়া ইহার ( স্থিতপ্রজ্ঞের ) অভিলাষ স্বতঃ নিবৃত্তি  
পায় ॥ ৬০ ॥

হে কৌন্তেয়, যতন্তঃ ( মোক্ষে প্রবর্ত্তমানস্ত ) অপি, বিপশ্চিতঃ

তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যশ্চেन्द्रিয়াণি তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২

( বিবেকিনঃ ) পুরুষস্ত, প্রমাথীনি (প্রক্ষোভকানি, প্রমথনশীলানি)  
ইন্দ্রিয়াণি অসত্তং ( বলাৎ ) মনঃ হরন্তি ॥ ৬০ ॥

[ ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতিরেকে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না অতএব  
সাধকাবস্থায় এবিষয়ে মহান্ প্রযত্ন কর্তব্য ; কেন না ] প্রমাথী  
ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষের বন্ধনশীল বিবেকী পুরুষেরও মনকে বলপূর্বক  
হরণ করে ॥ ৬০ ॥

যুক্তঃ ( যোগী ) তানি সৰ্ব্বাণি ( ইন্দ্রিয়াণি ) সংযম্য মৎপরঃ  
[ মন্ ] আসীত ; হি ( যতঃ ) যস্ত ইন্দ্রিয়াণি বশে ( বশবর্তী ) নি  
তস্মৈ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

যোগী সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া  
অবস্থান করেন, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ ধাঁহার বশীভূত থাকে তাঁহার  
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা । [ কিমাসীত এই প্রশ্নের উত্তর ] ॥ ৬১ ॥

বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ ( আসক্তিঃ ) উপজায়তে ;  
সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে ; কামাৎ [ যেন কেনচিৎ প্রতিহতত্বাৎ ]  
ক্রোধঃ অভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

বিষয়চিন্তারত পুরুষের সেই সকলে ( বিষয়ে ) আসক্তি

ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ৰুতি ॥ ৬৩

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্ত বিষয়ানিশ্চিয়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

জন্মে ; আসক্তি হইতে কামনা জন্মে ; কামনা হইতে ( কোন কারণে কামনা প্রতিহত হইলে ) ক্রোধ উৎপন্ন হয় ॥৬২॥

ক্রোধাৎ সংমোহঃ ( কার্য্যাকার্য্যবিবেকাত্মাবঃ ) ভবতি, সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ( অচার্য্যোপদিষ্টার্থস্ত বিচলনম্ ) ; স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ ( চেতনানাশঃ ) ; বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ৰুতি ( মৃততুল্যো ভবতি ) ॥৬৩॥

ক্রোধ হইতে সংমোহ হয়, সংমোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে চেতনানাশ এবং চেতনানাশ হইতে মৃততুল্য ( হইতে ) হয় ॥৬৩॥

রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ ( রাগদ্বেষরহিতৈঃ ) আত্মবশৈঃ ( স্বাধীনৈঃ ) ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ ( ভুঞ্জানঃ ) [ অপি ] বিধেয়াত্মা ( বিধেয়ো বশবত্তী ) আত্মা মনঃ যন্ত সঃ ) প্রসাদম্ ( শান্তিম্ ) অধিগচ্ছতি ( প্রাপ্নোতি ) ॥৬৪॥

রাগদ্বেষহীন আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি শান্তিলাভ করেন ॥ [ “ব্রজেত কিম্” এই প্রশ্নোত্তর ] ॥৬৪॥

প্রসাদে সৰ্বদুঃখানাং হানিরশ্রোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসোহাশু বুদ্ধিঃ পর্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্ত নচাযুক্তস্ত ভাবনা ।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্ত কুতঃ স্মৃৎ ॥ ৬৬

প্রসাদে [ সতি ] অস্ত সৰ্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে, প্রসন্ন-  
চেতসো হি বুদ্ধিঃ আশু পর্যাবতিষ্ঠতে ( প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ) ॥ ৬৫ ॥

চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে ইহার সৰ্ব দুঃখের নাশ হয় ; প্রসন্নচিত্ত  
ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৬৫ ॥

অযুক্তস্ত ( অবশীকৃতেন্দ্রিয়স্ত ) বুদ্ধিঃ ( আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ )  
নাস্তি , অযুক্তস্ত ভাবনা চ ( ধ্যানং,—যেন বুদ্ধেঃ আত্মনি প্রতিষ্ঠা  
ভবতি ) ন [ অস্তি ] ; অভাবয়তঃ ( আত্মধ্যানমকুর্ভবতঃ ) শান্তিঃ  
ন [ অস্তি ] ; অশান্তস্ত স্মৃৎ ( মোক্ষানন্দঃ ) কুতঃ ? ॥ ৬৬ ॥

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ( আত্মবিষয়িণী ) বুদ্ধি নাই ; অজিতে-  
ন্দ্রিয়ের ( আত্মবিষয়ক ) ধ্যানও হয় না ; আত্মধ্যানবিহীন  
ব্যক্তির শান্তি নাই, শান্তিহীনের ( মোক্ষানন্দরূপ ) স্মৃপ  
কোথায় ? ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদস্যা হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবনিবাস্তসি ॥ ৬৭

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সৰ্ব্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

হি ( যতঃ ) মনঃ [ শৈবরং বিষয়েবু ] চরতান্ [ অবশীকৃতানাং ] ইন্দ্রিয়াণাং [ মধো' ] যৎ ( একমিন্দ্রিয়ম্ ) অনুবিধীয়তে ( অনু-  
গচ্ছতি ) তৎ ( অবশীকৃতম্ ইন্দ্রিয়ম্ ) বায়ুঃ অস্তসি নাবম্ ইব,  
( সমুদ্রে নাবং বায়ুযথা পরিভ্রাময়তি তদবৎ ) অস্ত ( মনসঃ পুরু-  
ষস্তথা ) প্রজ্ঞাং হরতি ( বিষয়বিক্ৰিপ্তাং করোতি ) ॥ ৬৭ ॥

যেহেতু, বায়ু যেমন ( প্রমত্ত কর্ণধারের ) নৌকাকে ভলে  
বিক্ৰিপ্ত করে সেইরূপ মন, বিষয়ে ভ্রমণশীল 'অবশীকৃত' ইন্দ্রিয়-  
গণের মধো যেটীর অনুগমন করে, সেইটাই তাহার ( মনের বা  
পুরুষের ) প্রজ্ঞাকে হরণ করে ( অর্থাৎ বিষয়ে বিক্ৰিপ্ত  
করে ) ॥ ৬৭ ॥

তস্মাৎ ( হে ) মহাবাহো যস্ত ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ( বিষ-  
য়েভ্যঃ ) সৰ্ব্বশঃ নিগৃহীতানি তস্মাৎ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অতএব হে মহাবাহো, যাহার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ার্থে বিষয়  
সকল হইতে সৰ্ব্বতোভাবে নিগৃহীত হইয়াছে তাহার প্রজ্ঞা  
প্রতিষ্ঠিতা ( জানিও ) ॥ ৬৮ ॥



যা নিশা সৰ্বভূতানাং তস্তাং জাগতি সংযমী ।

যস্যাং জাগতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ৷৬৮৷

আপূৰ্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সৰ্বে

স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

[অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতীনাং] সৰ্বভূতানাং যা নিশা ( নিশাটী :  
আত্মনিষ্ঠা ; তস্তাং তেষাং দৰ্শনাদিব্যবহারাভাবাৎ ) সংযমী  
( জিতেন্দ্রিয়ঃ ) তস্তাং ( আত্মনিষ্ঠায়াং ) জাগতি ( প্রবুধ্যতে ) ;  
যস্যাং ( বিষয়বুদ্ধ্যাং ) ভূতানি জাগতি ( প্রবুধ্যন্তে ) সা ( বিষয়  
বুদ্ধিঃ ) [ আত্মতত্ত্বং ] পশ্যতঃ মূনেঃ নিশা ( তস্তাং দৰ্শনাদিব্যাপারঃ  
তস্তা নাস্তি ইত্যর্থঃ ) ॥৬৮॥

( অজ্ঞানচ্ছন্ন ) সৰ্বভূতের পক্ষে যাহা ( আত্মনিষ্ঠা ) নিশা-  
স্বরূপ, তাহাতে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রবুদ্ধ থাকেন ; যাহাতে  
( বিষয়বুদ্ধিতে ) সৰ্বভূত প্রবুদ্ধ থাকে তাহা ( বিষয়নিষ্ঠা ) আত্ম-  
তত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশাস্বরূপ ॥৬৮॥

যদ্বৎ [ নানা নদীভিঃ ] আপূৰ্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং (অনতি-  
ক্রান্তমর্থ্যাৎ) সমুদ্রম্ [অস্তাঃ] আপঃ প্রবিশন্তি, তদ্বৎ সৰ্বের কামাঃ  
( বিষয়াঃ ) যং ( মূনিং ) প্রবিশন্তি সঃ শান্তিম্ ( কৈবল্যম্ )  
আপ্নোতি কামকামী তু ন ॥৭০॥

বিহার্য কামান্ যঃ সৰ্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।

নিৰ্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

যেমন নানা নদীকর্তৃক আগূৰ্ণ্যমান হইয়াও অচঞ্চল এতাদৃশ সমুদ্রে [অন্ত] জল প্রবেশ করে (তাহাতেই মিশাইয়া যায়) সেইরূপ যাহাতে কামনা সকল প্রবেশ করে (লীন হয়) তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন, ( অর্থাৎ কামভোগেও বিনি অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে অব-  
চলিত, তিনিই মোক্ষলাভ করেন ) কিন্তু ভোগকামনাশীল ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৭০ ॥

যঃ পুমান্ [ প্রাপ্তান্ ] সৰ্বান্ কামান্ বিহার্য ( উপেক্ষা )  
[ অপ্রাপ্তেযু ] নিস্পৃহঃ, [ যতঃ ] নিরহঙ্কারঃ [ অতএব তদ্রোগ-  
সাধনেষু ] নিৰ্ম্মমঃ [ সন্ ] চরতি ( প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙক্তে,  
যত্র কুত্রাপি গচ্ছতিবা ) সঃ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

যে ব্যক্তি সমুদায় কাম্যবস্তু উপেক্ষা করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার  
ও ভোগ সাধনে মমতা শূন্য হইয়া প্রারব্ধবশে ভোগাদি করেন  
অথবা যেখানে সেখানে ভ্রমণ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত  
হন ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।

স্থিতাস্যামস্তকালেহপি ব্রহ্মনির্ঝাণমুচ্ছতি ॥ ৭১

সাংখ্যযোগঃ ।

---

হে পার্থ, ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্ম-জ্ঞান-নিষ্ঠা) এষা, এনাং (স্থিতিঃ) প্রাপ্য [ ঈশ্বরারামেনেব বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুনান্ ] ন বিমুহ্যতি (সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি); অতুকালে (মৃত্যুসময়ে) অপি অস্ত্যাং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ঝাণম্ (ব্রহ্মণি লয়ং) মুচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥৭১॥

হে পার্থ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী, ইহা পাইয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ সংসার-মোহ প্রাপ্ত হন না; মৃত্যুকালেও ইহাতে অবস্থান করিতে পারিলে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয় ॥৭২॥

ইতি সাংখ্যযোগঃ ।

---

## তৃতীয়োধ্যায়ঃ

—ঃ—

অৰ্জুন উবাচ ।

জ্যায়সী চেৎ কৰ্মগন্তে মতা বুদ্ধিৰ্জনান্ন ।

তৎ কিং কৰ্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১

অৰ্জুনঃ উবাচ । হে জনান্ন, হে কেশব, চেৎ ( যদি ) কৰ্মগন্তে  
বুদ্ধিঃ জ্যায়সী ( শ্রেষ্ঠতরা ) তে ( তব ) মতা, তৎ ( তর্হি ) কিং  
( কথং ) ঘোরে ( হিংসাত্মকে ) কৰ্মণি মাং নিয়োজয়সি ? ॥১॥

অৰ্জুন কহিলেন । হে জনান্ন, হে কেশব, যদি কৰ্ম  
অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ ইহাই তোমার অভিমত, তবে কেন  
হিংসাত্মক কৰ্মে ( যুদ্ধে ) আমাৰে নিযুক্ত করিতেছ ? ॥১॥

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥২

শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩

ব্যামিশ্রেণ ( কচিং কৰ্ম্ম-প্রশংসা কচিং জ্ঞানপ্রশংসা ইত্যেবঃ স্নেহপ্রতিপাদকেন ) এষ বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব ; যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ তৎ একং নিশ্চিত্য বদ ॥২॥

কখনও কৰ্ম্মপ্রশংসা কখন বা জ্ঞানপ্রশংসা এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মোহিত করিতেছ ; যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি এমন একটি নিশ্চয় করিয়া বল ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ । হে অনঘ, অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা ( মোক্ষপরতা ) ময়া পুরা ( পূর্বাধ্যায় ) প্রোক্তা ; জ্ঞানযোগেন ( ধ্যানাদিনা ) সাংখ্যানাং ( শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামাক্রুতানাং ) [নিষ্ঠা] কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাং ( চিত্তশুদ্ধিকামানাং সাংখ্য-ভূমিকামারোহাৰ্থং তদুপায়ভূতকৰ্ম্মযোগাদিকারিণাম্ ) [নিষ্ঠা] ॥৩॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । হে অনঘ এই লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা ( মোক্ষপরতা ) আমি পূর্বে ( পূর্বাধ্যায় ) কহিয়াছি । জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের এবং কৰ্ম্মযোগ দ্বারা [চিত্তশুদ্ধিকাম] যোগীদিগের নিষ্ঠা ॥৩॥

ন কর্মণামনারস্তানৈকর্মাং পুরুষোহশ্রুতে ।  
 ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪  
 ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।  
 কার্য্যতে হবশঃ কর্ম্য সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈশ্চ গুণৈঃ ॥ ৫  
 কর্ম্মৈর্জিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।  
 ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারস্তাং ( অননুষ্ঠানাং ) নৈকর্মাং (জ্ঞানং)  
 ন অশ্রুতে ( প্রাপ্নোতি ) ; [ চিত্তশুদ্ধিং বিনা ] সন্ন্যাসনাং এব  
 সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারে  
 না ; [ চিত্তশুদ্ধিব্যতীত ] কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধি প্রাপ্ত  
 হয় না ॥ ৪ ॥

জাতু ( কস্তাঞ্চিৎ অবস্থায় ) ক্ষণমপি কশ্চিৎ অকর্ম্মকৃৎ  
 ( কর্ম্মাণি অকুর্ব্বাণঃ ) নহি তিষ্ঠতি ; প্রকৃতিজৈঃ ( স্বাভাবিকৈঃ )  
 গুণৈঃ ( রাগদ্বেষাদিভিঃ ) সর্ব্বঃ ( সর্ব্বোহপি জনঃ ) অবশঃ  
 ( অশ্বতন্ত্রঃ ) [ সন ] কর্ম্ম কার্য্যতে ॥ ৫ ॥

কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে  
 পারে না ; রাগদ্বেষাদি স্বাভাবিক গুণসকল সকলকেই অবশ  
 করিয়া কর্ম্ম করায় ॥ ৫ ॥

[ অজ্ঞঃ কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি ] যঃ কর্ম্মৈর্জিয়াণি সংযম্য

যস্তিল্লিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষাতে ॥৭

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়োহকর্মণঃ ।

শরীরষাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকর্মণঃ ॥৮

( নিগৃহ্য ) মনসা ইল্লিয়ার্থান্ অরন্ আস্তে, স বিমূঢ়াত্মা  
মিথ্যাচারঃ ( কপটাচারঃ ) উচ্যতে ॥ ৬ ॥

যিনি কর্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের  
বিষয় সকল অরণ করিয়া থাকেন, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার  
বলা যায় ॥ ৬ ॥

[তদ্বিপরীতঃ কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ] হে অর্জুন, যস্ত ইল্লিয়াণি  
মনসা নিয়ম্য (ঈধরপরানি কৃদ্বা) কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগম্ আরভতে  
( অনুভিষ্ঠতি ) অসক্তঃ ( ফলাভিলাষশূন্যঃ ) সঃ বিশিষাতে  
( বিশিষ্টো ভবতি ) ॥ ৭ ॥

হে অর্জুন, যিনি কিন্তু মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া  
কর্মেন্দ্রিয়গণদ্বারা কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, ফলকামনাহীন তিনি  
বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসার্যোগ্য হন ॥ ৭ ॥

ত্বং নিয়তং ( নিত্যং, অবশ্যকর্তব্যাত্ম্যাবিহিতং ) কর্ম কুরু, হি  
( যতঃ ) অকর্মণঃ ( কর্মাকরণাৎ সকাশাৎ ) কর্ম জ্যায়ঃ ( শ্রেষ্ঠং ) ;  
অকর্মণঃ ( সর্বকর্মশূন্য ) চ তে ( তব ) শরীরষাত্রাপি ন  
প্রসিধ্যোৎ ( ন ভবেৎ ) ॥ ৮ ॥

তুমি অবশ্যকর্তব্যকর্ম কর ; যেহেতু কর্ম না করা অপেক্ষা

যজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মণোহনৃত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম্ম কোন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেব বোস্ত্বিষ্টকামধুक् ॥১০

কৰ্ম্ম করা ভাল ; সৰ্ব্বকৰ্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীর যাত্রাও  
নির্বাহ হইবে না ॥ ৮ ॥

[ সাংখ্যাস্ত সৰ্ব্বমপিকৰ্ম্ম বন্ধকত্বান কার্যামিত্যাহঃ তন্নিরাকুর্ষ-  
নাই ] যজ্ঞার্থাৎ ( যজ্ঞঃ অত্র বিষ্ণুঃ, তদারাধনার্থঃ ) কৰ্ম্মণঃ অনৃত্র  
( তদেকং বিনা ) অয়ং লোকঃ কৰ্ম্মবন্ধনঃ ( কৰ্ম্মাভিঃ বধ্যতে  
ইত্যর্থঃ ) ; হে কোন্তেয় [ অতঃ ] তদর্থং ( বিষ্ণুপ্রীত্যর্থঃ ) মুক্ত-  
সঙ্গঃ ( নিষ্কামঃ ) [ সন্ ] কৰ্ম্ম সমাচর ॥৯॥

বিষ্ণুর আরাধনার্থ কৰ্ম্ম বাতীত অনৃত্রকৰ্ম্ম করিলে এই লোক  
কৰ্ম্মবন্ধন ( কৰ্ম্মে বন্ধ ) হয় ; অতএব হে কোন্তেয়, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ  
নিষ্কাম হইয়া কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান কর ॥৯॥

পুরা ( সর্গাদৌ ) প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ ( যজ্ঞেন সহ বর্তমানাঃ )  
প্রজাঃ সৃষ্টা উবাচ, অনেন ( যজ্ঞেন ) প্রসবিষ্যধ্বম্ ( উত্তরোত্তরা-  
মভিবৃদ্ধিং লভধ্বম্ ) এষঃ ( যজ্ঞঃ ) বঃ ( যুস্মাকং ) ইষ্টকামধুक्  
( অভীষ্টভোগপ্রদঃ ) অন্ত ॥১০॥

সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞসহ প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়া  
বলিয়াছিলেন এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর ;  
ইহা তোমাদের অভীষ্টভোগপ্রদ হউক ॥১০॥



দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্তুথ ॥১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্তন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো বো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২

অনেন (যজ্ঞেন) [যুয়ং] দেবান্ ভাবয়ত (হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত) তে দেবাঃ বঃ (যুয়ান্) [বৃষ্টাদিনা অন্নোৎপত্তি-দ্বারেণ] ভাবয়ন্তঃ ; [এবং] পরস্পরং (অন্যোন্ম্যং) ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্তুথ ॥১১॥

এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর, সেই দেবগণও তোমাদিগকে বৃষ্টাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত করুন । এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করিবে ॥১১॥

[কর্শ্বাকরণে দোষমাহ] হি (যতঃ) দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ [সন্তঃ] বো (যুয়ভ্যং) ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্তন্তে । তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) [পঞ্চযজ্ঞাদিভিঃ] অপ্ৰদায় (অদত্তা) বঃ ভুঙ্ক্তে সঃ স্তেনঃ (চোরঃ) এব ॥১২॥

যেহেতু, দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া (বৃষ্টাদি দ্বারা) তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন ; তাহাদিগের প্রদত্ত দ্রব্যাদি (পঞ্চযজ্ঞাদি দ্বারা) তাহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ করে সে চোরই ॥১২॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সৰ্বকিল্বিধৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে ভবং পাপা যে পচন্ত্যাম্ভকারণাং ॥১৩

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পৰ্জ্ঞাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পৰ্জ্ঞো যজ্ঞঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪

কৰ্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ॥

তস্মাৎ সৰ্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (বৈখদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টভোজিনঃ)সন্তঃ (সাধবঃ) সৰ্বকিল্বিধৈঃ ( সৰ্বপাপৈঃ) মুচ্যন্তে। যে তু আম্ভকারণাং পচন্তি, তে পাপাঃ ( ছরাচারঃ) অঘং ( পাপম্ ) [এব] ভুঞ্জতে ॥১৩॥

যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, কিন্তু যাহারা আপনার জন্ত পাক করে, সেই ছরাচারগণ পাপই ভোজন করে ॥১৩॥

ভূতানি [ শুক্লশোণিতরূপেণ পরিণতাং ] অন্নাৎ ভবন্তি, পৰ্জ্ঞ-  
ত্যাং ( বৃষ্টেঃ ) অন্নসম্ভবঃ, পৰ্জ্ঞন্তঃ যজ্ঞাৎ ভবতি, যজ্ঞস্ত কৰ্ম-  
সমুদ্ভবঃ ॥১৪॥

ভূতসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে হয় এবং যজ্ঞ কৰ্ম হইতে সমুদ্ভূত হয় ॥১৪॥

কৰ্ম ব্রহ্মোদ্ভবং ( ব্রহ্ম বেদঃ তস্মাৎ এবৃতং ) বিদ্ধি, ব্রহ্ম ( বেদঃ ) অক্ষরসমুদ্ভবং ( পরব্রহ্মসমুদ্ভূতম্ ) তস্মাৎ সৰ্বগতং

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অযায়ুরিন্দ্রিয়ারানো মোষণং পার্থ স জীবতি ॥১৬

যস্মান্নরতিরেব শ্রাদান্নতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মন্তেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যাতে ॥১৭

ব্রহ্ম নিত্যং ( সদা ) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ( যজ্ঞেন উপায়ভূতেন প্রাপ্যতে ইত্যর্থঃ ) ॥১৫॥

কৰ্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন জানিও, বেদ পরব্রহ্ম হইতে জাত; অতএব সৰ্ব্বগত ( সৰ্ব্বব্যাপী ) পরব্রহ্ম সৰ্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥১৫॥

এবং প্রবর্তিতং চক্রং ( পরমেশ্বরবাক্যভূতাং বেদাখ্যাং ব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ, ততঃ কৰ্ম্মনিষ্পত্তিঃ, ততঃ পৰ্জ্জন্মঃ, ত অন্নং, ততঃ ভূতানি, ভূতানাঞ্চ পুনঃ কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিঃ ইত্যেবম্ ) ইহ যঃ ন অনুবর্তয়তি ( অনুতিষ্ঠতি ) হে পার্থ, ইন্দ্রিয়ারামঃ ( ইন্দ্রিয়-পরায়ণঃ ) অযায়ুঃ ( অযং পাপরূপম্ আয়ুঃ যস্য সং ) সঃ মোষণং ( ব্যর্থং ) জীবতি ॥১৬॥

এই প্রকারে প্রবর্তিত চক্র ইহলোকে যে অনুবর্তন না করে, হে পার্থ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপময়জীবন সেই ( ব্যক্তি ) বৃথা জীবিত থাকে ॥১৬॥

যস্য মানবঃ আত্মরতিঃ ( আত্মনি রতিঃ যস্য সং, আত্মনি প্রীতঃ ) আত্মতৃপ্তঃ ( স্বানন্দানুভবেন তৃপ্তঃ ) এব চ, আত্মনি এব

নৈব তস্ত কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।

ন চাস্ত সৰ্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম স্মমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরনাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯

। সন্তুষ্টঃ ( ভোগাপেক্ষারহিতঃ ) চ স্তাৎ, তস্ত কার্য্যং ন বিদ্যাতে  
( কর্তব্যং নাস্তি ) ॥১৭॥

কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই শ্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই  
( আনন্দানুভবে ) পরিতোষ প্রাপ্ত, এবং ( অথ ভোগাপেক্ষা না  
করিয়া ) আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁহার কিছু কর্তব্য নাই ॥১৭॥

ইহ ( জগতি ) কৃতেন [ কৰ্ম্মণা ] তস্ত অর্থঃ ( পুণ্যং ) নৈব  
[ অস্তি ] [ ন চ ] অকৃতেন [ কৰ্ম্মণা ] কশ্চন [ প্রতাবারঃ অস্তি ]  
সৰ্বভূতেষু অস্ত কশ্চিৎ অর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ( মোক্ষো আশ্রয়ণীয়ঃ ) ন  
[ বিদ্যাতে ] ॥১৮॥

ইহলোকে কৃত কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার পুণ্য ও হয় না, অকরণ  
হেতু কোন পাপও হয় না এবং সৰ্বভূতে কেহ ইহা হার মোক্ষলাভ  
বিষয়ে আশ্রয়ণীয় নাই ॥১৮॥

তস্মাৎ অসক্তঃ ( কলাসঙ্গরহিতঃ ) [ সন্ ] সততং কার্য্যং  
( অবশ্যকর্তব্যতয়া বিহিতং ) কৰ্ম্ম সমাচর ( সমাক্ আচর ) হি  
( যতঃ ) অসক্তঃ [ সন্ ] কৰ্ম্ম আচরন্ পুরুষঃ পরং ( মোক্ষং )  
প্রাপ্নোতি ॥১৯॥

কৰ্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কৰ্ত্তু মৰ্হসি ॥ ২০

যদ্বদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১

অতএব তুমি ফলাসক্তিশূন্য হইয়া সৰ্বদা অবশ্যকর্তব্য কৰ্ম অনুষ্ঠান কর । যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কৰ্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ২০ ॥

জনকাদয়ঃ কৰ্মণা [ শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তাঃ ] এব হি সংসিদ্ধিম ( সমাক্জ্ঞানম্ ) আস্থিতাঃ ( প্রাপ্তাঃ ) ; লোকসংগ্রহম্ ( লোকস্বার্থপ্রবর্তনম্ ) এব অপি সংপশ্যন্ কৰ্ম কৰ্ত্তু মৰ্হসি ॥ ২০ ॥

জনকাদি মহাত্মারা কৰ্মদ্বারাই ( শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া ) সমাক্জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন ; লোকসকলের স্বার্থপ্রবর্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া ( তোমার ) কৰ্ম কর। উচিত ॥ ২০ ॥

শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরতি, ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব [ আচরতি ] ; সঃ ( শ্রেষ্ঠঃ ) [ কৰ্মশাস্ত্রং তদ্বিত্তিশাস্ত্রং বা ] যৎপ্রমাণং কুরুতে ( মনুষ্যে ) লোকঃ তৎ অনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

[ কেন না ] শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অশাস্ত্র লোকেও তাহা তাহা করে ; তিনি যাহা প্রমাণ করেন লোকেও তাহারই অনুবর্তন করে ॥ ২১ ॥

ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন ।  
 নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বৰ্ত্তএব চ কৰ্ম্মণি ॥ ২২  
 যদি হুহং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতদ্রিতঃ ।  
 মম বয়্মানুবৰ্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥ ২৩

হে পার্থ, মে ( মম ) কৰ্ত্তব্যং নাস্তি [ যতঃ ] ত্রিযু লোকেষু  
 অনবাপ্তম্ ( অপ্রাপ্তম্ ) অবাপ্তব্যং ( প্রাপ্যং ) কিঞ্চন ন অস্তি ;  
 [ তথাপি অহং ] কৰ্ম্মণি বৰ্ত্তে ( কৰ্ম্ম করোমি ) এব চ ॥২২॥

হে পার্থ, আমার কৰ্ত্তব্য কিছুই নাই ; ( কেননা ) ত্রিলোকে  
 আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই । তথাপি আমি কৰ্ম্মে  
 প্রবৃত্তই রহিয়াছি ॥২২॥

হে পার্থ, যদি অহং জাতু ( কদাচিৎ ) অতদ্রিতঃ ( অনলসঃ )  
 [ নন ] কৰ্ম্মণি ন বৰ্ত্তেয়ম্ ( কৰ্ম্ম নানুষ্ঠেয়ম্ ) [ তর্হি ] হি ( নিশ্চিতং )  
 মনুষ্যাঃ মম বয়্মানু ( মার্গং ) সৰ্ব্বশঃ অনুবৰ্ত্তন্তে ॥২৩॥

হে পার্থ, যদি আমি কদাচিৎ অনলস হইয়া কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান  
 না করি, তবে নিশ্চয়ই মনুষ্যাগণ আমার পথ সৰ্ব্বতোভাবে অনু-  
 সরণ করিবে ॥২৩॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুৰ্যাং কৰ্ম চেদহম্ ।

সঙ্করস্ত চ কৰ্ত্তা স্যানুপহৃত্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

সত্তাঃ কৰ্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুৰ্বন্তি ভারত ।

কুৰ্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীৰ্ণলোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

চেং ( যদি ) অহং কৰ্ম ন কুৰ্য্যাম্ [ তর্হি ] ইমে লোকাঃ  
উৎসীদেয়ুঃ ( ধর্মলোপেন নশ্চেষুঃ ) [ অহং ] চ সঙ্করস্ত ( বর্ণসঙ্করস্ত )  
কৰ্ত্তা স্তান্ ( ভবেয়ম্ ) [ এবম্ অহমেব ] ইমাঃ প্রজাঃ উপহৃত্যাম্  
( মলিনীকুৰ্য্যাম্ ) ॥ ২৪ ॥

আমি যদি কৰ্ম না করি তবে এই লোকসকল ( ধর্মলোপ-  
নশতঃ ) বিনষ্ট হইবে এবং আমি বর্ণসঙ্করের কৰ্ত্তা হইব ; এই-  
রূপে আমিই এই প্রজাগণকে মলিন করিব ॥ ২৪ ॥

হে ভারত, কৰ্ম্মণি সত্তাঃ ( অভিনিবিষ্টাঃ ) অবিদ্বাংসঃ ( অজ্ঞাঃ )  
যথা [ কৰ্ম্মণি ] কুৰ্বন্তি, অসত্তাঃ [ সন্ ] লোকসংগ্রহং চিকীৰ্ণঃ  
( লোকান্ স্বধর্মে প্রবর্তয়িতুমিচ্ছুঃ ) বিদ্বান্ তথা কুৰ্য্যাম্ ॥ ২৫ ॥

হে ভারত, কৰ্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ করিয়া থাকে,  
কৰ্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানিগণও লোকদিগকে স্বধর্মে প্রবর্তিত করিতে  
ইচ্ছুক হইয়া সেইরূপই করিবেন ॥ ২৫ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্ততে ॥ ২৭

অজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাং ( কৰ্ম্মসক্তানাম্ অকর্ত্তাশ্চোপদেশেন )  
বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ [ অপিতু ] বিদ্বান্ যুক্তঃ ( অবহিতো ভূত্বা )  
সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি সমাচরন্ [ অজ্ঞান্ কৰ্ম্মণি ] যোজয়েৎ ॥২৬॥

অজ্ঞান কৰ্ম্মসক্তদিগের ( কৰ্ম্মসকল নিঃশল ইত্যাদি বাক্যে )  
বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না ( অর্থাৎ কৰ্ম্ম হইতে অশ্রু দিকে বুদ্ধি  
বিচালিত করিবে না ) । ( বরং ) পণ্ডিতব্যক্তি অবহিত হইয়া  
নিজে সকল কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া অজ্ঞদিগকে কৰ্ম্মে যুক্ত  
করিবেন ॥২৬॥

প্রকৃতেঃ গুণৈঃ ( প্রকৃতিকার্ষ্যৈঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ ) সৰ্ব্বশঃ ( সৰ্ব্ব-  
প্রকারেণ ) কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি ; ( কিন্তু ) অহংকারবিমূঢ়াত্মা  
( অহংকারেণ ইন্দ্রিয়াদিষু আত্মাধাসেন বিমূঢ়বুদ্ধিঃ সন্ ) “অহং  
কর্ত্তা” ইতি মন্ততে ॥২৭॥

কৰ্ম্মসকল প্রকৃতির গুণ ( ইন্দ্রিয়গণ ) দ্বারা সৰ্ব্বতোভাবে  
নিষ্পাদিত হয় ; কিন্তু অহংকারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি “আমি কর্ত্তা”  
এই মনে করে ॥২৭॥



তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মহা ন সজ্জতে ॥ ২৮

প্রকৃতে গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকৰ্ম্মসু ।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

তু ( কিত্ত্ব ) হে মহাবাহো, গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ( গুণেভ্যঃ  
আত্মনো বিভাগঃ কৰ্ম্মভাশ্চ আত্মনো বিভাগঃ এতয়োঃ ) তত্ত্ববিৎ  
( সৰূপবেত্তা ) গুণাঃ ( ইন্দ্রিবাণি ) গুণেষু ( বিষয়েষু ) বর্তন্তে  
[ ন তু অহং ] ইতি মহা ন সজ্জতে ( কর্তৃত্বাভিনিবেশং ন  
করোতি ) ॥২৮॥

কিত্ত্ব হে মহাবাহো, গুণ হইতে আত্মার বিভাগ এবং কৰ্ম্ম  
হইতে আত্মার বিভাগ এই দুয়ের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি “ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে  
প্রবৃত্ত হইতেছে [ আমি নহি ]” এই মনে করিয়া কর্তৃত্বাভিমান  
করেন না ॥২৮॥

প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ ( গুণৈঃ সদ্ধাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ ) [যে জনাঃ]  
গুণকৰ্ম্মসু ( গুণেষু ইন্দ্রিয়াদিবু তৎকৰ্ম্মসু চ ) সজ্জন্তে, কৃৎস্নবিৎ  
( সৰ্ব্বজ্ঞঃ ) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ ( অজ্ঞান্ ) মন্দান্ ( মন্দমতীন্ )  
ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥

প্রকৃতির সদ্ধাদিগুণে মোহিত হইয়া যাহারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-  
কর্ম্মে আসক্ত হয়, সর্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও মন্দমতিদিগকে  
বিচালিত করিবেন না ॥২৯॥

ময়ি সৰ্বানি কৰ্ম্মানি সংহৃত্বাধ্যাত্মচেতসাম্ ।

নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

যে মে মতমিদং নিতামনুত্তিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।

শ্রদ্ধাবন্তোহনস্যন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কৰ্ম্মভিঃ ॥ ৩১

সৰ্বানি কৰ্ম্মানি ময়ি সংহৃত্ব (সমর্প্য) অধ্যাত্মচেতসাম্  
(অন্তর্যাম্যধীনোহং কৰ্ম্ম করোমি ইতি দৃষ্ট্য) নিরাশীঃ (নিকামঃ)  
নির্মমঃ (মমতাশূন্যঃ) ভূত্বা বিগতজ্বরঃ (ভ্যক্তশোকঃ) [সন্] ]  
যুধ্যস্ব ॥ ৩০।

সমুদায় কৰ্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া “আমি অন্তর্যামীর  
অধীন হইয়া কৰ্ম্ম করিতেছি” এই মনে করিয়া নিকাম ও  
মমতাশূন্য হইয়া শোক ত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ কর ॥ ৩০।

[মদ্বাক্যে] শ্রদ্ধাবন্তঃ অনস্যন্তঃ (দুঃখাত্মকে কৰ্ম্মনি  
প্রবর্তয়তি ইতি দোষদৃষ্টিমকুর্বন্তঃ) যে মানবাঃ মে (মম)  
ইদং মতং নিতাম্ অনুত্তিষ্ঠন্তি [কৰ্ম্মকুর্বাণাঃ] তে অপি  
কৰ্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে ॥ ৩১।

আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ এবং দোষদৃষ্টিবিহীন যে সকল  
মনুষ্য আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাও  
(কৰ্ম্মকারী হইয়াও) সকল কৰ্ম্ম হইতে মুক্ত হন ॥ ৩১।

যে ত্বেতদভ্যাস্থস্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।

সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতে জ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩

ইন্দ্রিয়শ্চেন্দ্রিয়স্বার্থে রাগদ্বेषৌ ব্যবহৃতৌ ।

তয়ো ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হস্ত্য পরিপস্থিনৌ ॥৩৪

যে তু অভ্যাস্থস্তঃ ( দোষদৃষ্টিং কুর্ক্বন্তঃ ) মে এতৎ মতং  
ন অনুতিষ্ঠন্তি, অচেতসঃ ( বিবেকশূন্যান্ ) তান্ সৰ্বজ্ঞান-  
বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি ॥৩২ ॥

কিন্তু যাহারা দোষমাত্রদর্শী হইয়া আমার এই মত  
অনুষ্ঠান করে না, বিবেকহীন তাহাদিগকে সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়  
ও নষ্ট বলিয়া জানিও ॥৩২ ॥

জ্ঞানবান্ অপি স্বস্তাঃ প্রকৃতেঃ (স্বভাবস্ত) সদৃশম্ (অনুরূপম্)  
চেষ্টতে [ স্বস্তাং ] ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি ( অনুবর্তন্তে ) [ অতঃ ]  
নিগ্রহঃ ( ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ) কিং করিষ্যতি ॥৩৩ ॥

জ্ঞানবান্ও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম করেন । প্রাণিগণ  
স্বভাবের অনুসরণ করে; অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে ?  
॥৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়শ্চ ইন্দ্রিয়স্ত ( সৰ্বেষামিন্দ্রিয়াণাম্ ) অর্থে ( স্ব স্ব  
বিষয়ে ) রাগদ্বেষৌ ( অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষঃ )

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিত্তগঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫

অর্জুন উবাচ ।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বাফে'য় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬

ব্যবস্থিতো ( অবশ্যস্তাবিনো ) [ তথাপি ] তয়োঃ বশং ন আগ-  
চ্ছেৎ, তো হি অস্ত (মুমুক্কোঃ) পরিপস্থিতো (প্রতিপক্ষো) ॥৩৪॥

এতোক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে ( অনুকূলে ) অনুরাগ ও  
( প্রতিকূলে ) ঘেষ অবশ্যস্তাবী । তথাপি ঐ উভয়ের বশীভূত  
হইবেনা ; কেননা তাহারা মুমুকুর প্রতিপক্ষ ॥৩৪॥

স্বনুষ্ঠিতাৎ ( সর্বাঙ্গপূর্ত্য) কৃতাৎ ) পরধর্ম্মাৎ বিত্তগঃ ( অঙ্গ-  
হীনোপি ) স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ ; স্বধর্ম্মে [ প্রবর্তমানস্ত ] নিধনং  
শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

হৃন্দর রূপে অনুষ্ঠিত পরমধর্ম্মাপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; স্বধর্ম্মে  
প্রবর্তমান ব্যক্তির নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ ॥৩৫॥

অর্জু : উবাচ । অথ ( প্রশ্নে ) হে বাফে'য় [ পাপং কর্তুং ]  
অনিচ্ছন্ অপি অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ ( প্রেরিতঃ ) বলাৎ  
নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি ॥৩৬॥

অর্জুন কহিলেন । হে বাফে'য়, পাপ করিতে ইচ্ছা  
না করিলেও এই পুরুষ কাহাকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া, যেন বল-  
পূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই, পাপ করে ? ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম এব ক্রোধ এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭

ধূমেনাব্রিয়তে বহি যথা দর্শো মলেন চ ।

যথোদ্ধেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮

শ্রীভগবান্ উবাচ । রজোগুণসমুদ্ভবঃ, মহাশনঃ ( মহৎ  
অশনং যন্ত সঃ দুস্পূরঃ ) মহাপাপ্মা ( অত্যাগ্রঃ ) এবঃ কামঃ  
[ যেন কেনচিৎ প্রতিহতত্বাৎ তস্মাৎ জাতঃ ] এবঃ ক্রোধঃ ;  
ইহ ( মোক্ষমার্গে ) এনং ( কামং ) বৈরিণং বিদ্ধি । ৩৭ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । ইহা রজোগুণজাত, দুস্পূরণীয় ও  
অত্যাগ্র কাম এবং ( উহা কোন রূপে প্রতিহত হইলে উহা  
হইতে উৎপন্ন ) ক্রোধ । মোক্ষমার্গে ইহাকে ( এই কামকে )  
বৈরী জানিও ॥ ৩৭ ॥

যথা বহিঃ ধূমেন আব্রিয়তে, যথাচ দর্শঃ ( দর্পণঃ ) মলেন  
[ আব্রিয়তে, ] যথা গর্ভঃ উল্লেন ( গর্ভবেষ্টনচক্ষুণা ) আবৃতঃ,  
তথা তেন ( কামেন ) ইদং ( আত্মজ্ঞানম্ ) আবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যেমন অগ্নি ধূম দ্বারা, দর্পণ মলদ্বারা, গর্ভ জরায়ু দ্বারা,  
আবৃত হয়, সেইরূপ ইহা ( আত্মজ্ঞান ) তাহা ( কাম ) দ্বারা  
আচ্ছন্ন ॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কোন্তেষ দুস্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।

পাপুনাং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

হে কোন্তেষ, জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রুণা) এতেন কাম-  
রূপেণ দুস্পূরেণ (অপূর্যমাণেন) অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

হে কোন্তেষ, জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নি  
দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্ত্র অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে ; এষঃ ( কামঃ )  
এতৈঃ ( ইন্দ্রিয়াদিভিঃ ) জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত  
হয়। এই কাম ইহাদিগের ( ইন্দ্রিয়গণের ) দ্বারা জ্ঞানকে  
আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে ॥ ৪০ ॥

হেভরতর্ষভ, তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞান-  
নাশনং ( জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্যোপদেশজং বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং  
ভয়োঃ নাশনং ) পাপ্‌মানম্ ( পাপরূপম্ ) এনং প্রজহি ॥ ৪১ ॥

অতএব হে ভরতর্ষভ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিନ୍ଦ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরା ବୁଦ୍ଧି ଯୋ ବୁଦ୍ଧେଃ ପରତସ୍ତ ସଃ ॥୪୨

এবং বুদ্ধে: পରং বুদ্ধা সংসৃত্যাত্মানমাত্মনা ।

জହି শତ୍ରୁଂ মহାବାହୋ କାମରୂପଂ ଦୁରାସଦମ୍ ॥୪୩

କର୍ମଯୋଗଃ ।

শାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମବିଷୟକ ଧାରା ବାହିକ ଚିନ୍ତା ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ଏହି  
ଉଭୟର ବିନାଶକ ପାପରୂପ ଏହି କାମକେ ନଷ୍ଟ କର ॥୪୨॥

ইন্দ্রিয়াণি [ দেହାଦିଭ୍ୟଃ ] পরାণি ( শ୍ରେଷ୍ଠାନି ) ଆହଃ, ইନ୍ଦ୍ରି-  
য়েଭ୍ୟଃ ମନଃ ପରମ୍ ; ମନସସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଃ ପରା ; ସସ୍ତ ବୁଦ୍ଧେଃ ପରତଃ [ ତৎ-  
ନାମ୍ନିତ୍ବେନ অবସ୍ଥିତଃ ] ସଃ [ ଏଷ ଆତ୍ମା ] ॥୪୨॥

ইন্দ্রিয়গণকে [ দেହାଦି অপେକ୍ଷା ] শ୍ରେଷ୍ଠ ବଳା যায়, ইন্দ্রিয়ଗণ  
অପେକ୍ଷା ମନ শ୍ରେଷ୍ଠ ; ମନ অপେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି শ୍ରେଷ୍ଠ; ବୁଦ୍ଧି অপେକ୍ଷା  
যিনি ପର ( শ୍ରେଷ୍ଠ ) ତିନି সেই [ ଆତ୍ମା ] ॥୪୨॥

ହେ ମହାବାହୋ, ଏବଂ ବୁଦ୍ଧେଃ ପରଂ [ ଆତ୍ମାନଂ ] ବୁଦ୍ଧା, ଆତ୍ମନା  
( ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକତା ବୁଦ୍ଧା ) ଆତ୍ମାନଂ ସଂସୃତ୍ୟ ( ନିଶ୍ଚଳଂ କୃତ୍ବା ) କାମ-  
ରୂପଂ ଦୁରାସଦଂ ( ଦୂର୍ବଚ୍ଛେୟଂ ) ଶତ୍ରୁଂ ଜହି ॥୪୩॥

ହେ ମହାବାହୋ, ଏହିରୂପେ ବୁଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାକେ ଜାନିଆ  
ଆତ୍ମା ( ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ) ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମାକେ ( ମନକେ ) ନିଶ୍ଚଳ  
କରିଆ, କାମରୂପ ଦୁର୍ବିଚାର ଶତ୍ରୁକେ ଜୟ କର ॥୪୩॥

ইতি କର୍ମଯୋগ ।

## চতুর্থোঃধ্যায়ঃ



শ্রীভগবানুবাচ ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ ॥১

শ্রীভগবান্ উবাচ । অহং বিবস্বতে ( সূর্য্যায় ) ইমম্ [অব্যয়-  
ফলদায়] অব্যয়ং ( অক্ষয়ং ) যোগং প্রোক্তবান্ ; বিবস্বান্  
[ স্বপুত্রায় ] মনবে প্রাহ ; মনুঃ [ স্বপুত্রায় ] ইক্ষাকবে  
অব্রবীৎ ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । আমি সূর্য্যকে এই অক্ষয় যোগ  
বলিয়াছিলাম, সূর্য্য স্বপুত্র মনুকে কহিয়াছিলেন ; মনু স্বপুত্র  
ইক্ষাকুকে কহিয়াছিলেন ॥১॥



এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদ্ব্রতমম্ ॥৩

অৰ্জুন উবাচ ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং যোগং রাজর্ষয়ঃ ( অন্তেহপি নিমি-  
শ্রমুখাঃ রাজর্ষয়ঃ ) বিদুঃ ( জানন্তিস্ম ) ; হে পরন্তপ ইহ [ লোকে ]  
স যোগঃ মহতা কালেন ( কালবশাৎ ) নষ্টঃ বিচ্ছিন্নঃ ॥২॥

[ নিমি প্রভৃতি ] রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরা প্রাপ্ত এই  
যোগ জানিয়াছিলেন । হে পরন্তপ ইহলোকে সেই যোগ কাল-  
বশে নষ্ট হইয়াছে ॥২॥

[ ত্বং ] মে ( মম ) ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি [ হেতোঃ ] অয়ং  
সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে ( তুভ্যং ) এষ প্রোক্তঃ ; হি  
( যতঃ ) এতৎ রহস্যম্ উত্তমম্ ॥৩॥

তুমি আমার ভক্ত এবং সখা এই জন্ত এই সেই পুরাতন যোগ  
অদ্য আমি তোমারে কহিলাম ; যেহেতু এই গূঢ়তম উত্তম ॥৩॥

অৰ্জুনঃ উবাচ । ভবতঃ জন্ম অপরং ( অর্ধাচীনং পরবর্তি

## শ্রীভগবানুবাচ ।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।

তাগ্রহং বেদ সৰ্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ॥৫

অজোহপি সন্নব্যায়ান্না ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবান্ন্যায়মায়ায়া ॥৬

ইতি যানং ), বিবস্বতঃ ( সূর্য্যাস্ত ) জন্ম পরং ( প্রাক্‌কালীনং )  
[ তন্মাং ] ত্বম্ আদৌ [ বিবস্বতে ইমং যোগং ] প্রোক্তবান্  
ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্ ( জ্ঞাতুং শক্যাম্ ) ॥৪॥

অর্জুন কহিলেন । আপনার জন্ম পরবর্তী ; এবং সূর্য্যের  
জন্ম পূর্ববর্তী ; অতএব আপনি অগ্রে সূর্য্যকে এই যোগ  
বলিয়াছেন ইহা আমি কিরূপে জানিব ? ॥৪॥

শ্রীভগবান্‌ উবাচ । হে পরন্তপ অর্জুন, মে ( মম ) তব চ  
বহুনি জন্মানি ব্যতীতানি ; অহং তানি সৰ্ব্বাণি বেদ ( বেদ্বি )  
ত্বং ( অবিদ্যাবৃত্ত্বাৎ ) ন বেথ ( বেৎসি ) ॥৫॥

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন । হে পরন্তপ অর্জুন, আমার এবং  
তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে । আমি সে সমুদায় জানি  
কিন্তু তুমি ( অবিদ্যাবৃত্ত বলিয়া ) তাহা জান না ॥৫॥

অজঃ ( জন্মরহিতঃ ) সন্‌ অপি অব্যায়ান্না ( অবিনশ্বরস্বভাবঃ )  
সন্‌ অপি ভূতানাম্‌ ঈশ্বরঃ ( কর্ম্মশারতন্ত্রারহিতঃ ) সন্‌ অপি  
[ অহং ] স্বাং প্রকৃতিম্‌ অধিষ্ঠায় আয়মায়ায়া সন্তবামি ॥ ৬ ॥

যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানিৰ্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥৮

জন্মরহিত অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আসিয়াবশতঃ প্রকাশিত হই ৷ ৬ ॥

হে ভারত, যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানিঃ ( হানিঃ ) অধৰ্ম্মস্ত চ অভ্যুত্থানং ( আধিক্যং ) ভবতি, তদা অহম্ আত্মানং সৃজামি ( আবির্ভবামি ) ॥৭॥

হে ভারত, যখন যখনই ধৰ্ম্মের হানি এবং অধৰ্ম্মের আধিক্য হয় তখনই আমি আবির্ভূত হই ॥ ৬ ॥

সাধুনাং পরিভ্রাণায় (সাধুবৃত্তিসংরক্ষণার্থায়) দুষ্কৃতাং বিনাশায় ( দুষ্কৰ্ম্ম নাশায় ) ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় ( ধৰ্ম্মং স্থিরীকৰ্ত্তুঃ ) যুগে যুগে সন্তুভামি ॥৮॥

সাধুবৃত্তিসংরক্ষার জন্ত দুষ্কৰ্ম্মনাশের জন্ত এবং ধৰ্ম্মস্থাপনের জন্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই \* ৷ ৮ ॥

\* যেমন সূর্য্যের প্রকাশে অন্ধকারের নাশ হয়, অন্ধকারের আধার জগতের নাশ হয় না ; তদ্রূপ জ্ঞানের প্রকাশে দুষ্কৃতির নাশ হয় দুষ্কৃতির আধার দেহের নাশ হয় না । নতুবা ভগবান্ যে দুষ্কৰ্ম্মকারীদিগকে বধ করেন এক্ষণ নহে—দুস্ত্রবৃত্তির নাশ করেন

জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥৯

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্রাবমাগতাঃ ॥১০

হে অর্জুন, যঃ মে এবং (স্বেচ্ছয়া কৃতং) জন্ম, দিব্যং (অলৌকিকং) কৰ্ম্ম চ তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি নঃ দেহং (দেহাভিমানং) তাত্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি [ কিন্তু ] মামেব এতি (প্রাপ্নোতি) ॥৯ ॥

হে অর্জুন, যিনি আমার এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত জন্ম ও অলৌকিক কৰ্ম্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥৯ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ [ অতএব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ ] মন্ময়াঃ (মদেকচিত্তাঃ) [ ভূত্বা ] মাম্ উপাশ্রিতাঃ [ সন্তুঃ ] জ্ঞানতপসা পূতাঃ ( আত্মজ্ঞান-স্বধৰ্ম্ম-পবিত্রাঃ ) বহবঃ [ শুকৃতিশালিনঃ ] মদভাবং ( মৎসায়ুজ্ঞাং ) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥১০ ॥

অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ শূন্য এবং মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া আত্মজ্ঞান ও স্বধৰ্ম্মে পবিত্র, অনেকে আমার ভাব (আমার সায়ুজ্য) পাইয়াছেন ॥ ১০ ॥

মাত্র । কারণ তিনি সকলেরই পক্ষে সমান এবং তাঁহার দ্বেষ বা প্রিয় কেহই নাই—। ৯ম অধ্যায় ২৯ শ্লোক দেখ ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বর্জ্যানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥১১

কাজ্জন্তুঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্তু ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্রং হি মানুযে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্ম্মজা ॥১২

যে যথা ( যেন প্রকারেণ, সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা ) মাং  
প্রপদ্যন্তে (ভজন্তু) তান্ অহং তথৈব ভজামি । হে পার্থ মনুষ্যাঃ  
সর্বশঃ মম বর্জ্য অনুবর্তন্তে ॥ ১১ ॥

( সকামভাবেই ইউক আর নিষ্কাম ভাবেই ইউক ) বাহারা  
আমাকে যে ভাবে ভজন করে তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই  
ভজন করিয়া থাকি । হে পার্থ মনুষ্যাগণ সর্বপ্রকারে আমারই  
পথ অনুবর্তন করিতেছে ॥ ১১ ॥

[ কাম্যানাং ] কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং কাজ্জন্তুঃ ইহ মানুযে লোকে  
[মাং বিহার]দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীন)যজন্তু [সিদ্ধিস্ত তেষামনিশ্চিতা] ;  
[পরন্তু] কৰ্ম্মজা (নিষ্কামকৰ্ম্মোৎপন্ন) সিদ্ধিঃ (জ্ঞানং)হি নিশ্চিতমেব  
ক্ষিপ্রং ভবতি ॥১২॥

এই মনুষ্যালোকে কাম্যকৰ্ম্মের সিদ্ধিপ্রার্থীরা (আমাকে ছাড়িয়া  
ইন্দ্রাদি ) দেবতাদিগকে ভজনা করে ; ( কিন্তু তাহাদের সিদ্ধি  
অনিশ্চিত) ; পরন্তু নিষ্কাম কৰ্ম্ম জনিত সিদ্ধি (জ্ঞান) নিশ্চয়ই শীঘ্রই  
জন্মে ॥১২॥

চাতুর্কর্মাণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।

তস্মৈ কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারনবায়ম্ ॥১৩

ন মাং কর্ম্মণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্মভি ন স বধ্যতে ॥১৪

ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ( গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈঃ ) চাতু-  
কর্মাণ্যং সৃষ্টম্ [ ইতি সত্যং তথাপোবং ] তস্মৈ কর্তার মপি [ফলতঃ]  
অবায়ং ( আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং নাশাদিরহিতং বা )  
অকর্তার মেব মাং বিদ্বি ॥১৩॥

আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা \* চাতুর্কর্মাণ্যং সৃষ্টি করিয়াছি  
[ সত্য বটে কিন্তু ] তাহার কর্তা হইলেও ( বস্তুতঃ ) আমারে  
অবায় ( আসক্তিশূণ্যতাবশতঃ শ্রমরহিত ) এবং অকর্তা ( নিক্রিয় )  
বলিয়াই জানিও ॥১৩॥

কর্ম্মণি (বিধিসূচ্যাদীন) মাং ন লিম্পন্তি ( আসক্তং কুর্কন্তি )  
কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন [ অস্তি ], ইতি যঃ মাম্ অভিজানাতি সঃ  
কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে ( নিরহঙ্কারত্বনিম্পৃহত্বাদিকং জ্ঞানতঃ তস্মাপি  
অহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ ) ॥১৪॥

( সৃষ্টাদি ) কর্ম্ম সকল আমারে আসক্ত করে না ; কর্ম্মফলে  
আমার স্পৃহা নাই এই প্রকার যিনি আমারে জানেন তিনি কর্ম্মে  
বদ্ধ হন না ( নিরহঙ্কারতা নিম্পৃহত্বাদি জ্ঞানায় তাহারও অহ-  
ঙ্কারাদি শিথিল হয় ) ॥১৪॥

সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদের কর্ম্ম শমদমাদি, সত্ত্বরজঃপ্রধান

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম পূৰ্বেৱপি মুমুক্শুভিঃ ।

কুরু কৰ্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূৰ্বেঃ পূৰ্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫

কিংকৰ্ম কিমকৰ্মেতি কবয়োহপাত্ৰ মোহিতাঃ ।

তৎ তে কৰ্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥১৬

[ অহঙ্কাররাহিত্যেন কৃতং কৰ্ম বন্ধকং ন ভবতি ] ইতি এবং জ্ঞাত্বা পূৰ্বেঃ ( জনকাদিভিঃ ) মুমুক্শুভিঃ অপি কৰ্ম কৃতং ; তস্মাৎ ত্বং পূৰ্বেঃ পূৰ্ব্বতরং ( যুগান্তরেধপি ) কৃতং কৰ্ম এব কুরু ॥১৫॥

[অহঙ্কারাদিরহিত হইয়া কৰ্ম করিলে কৰ্মবন্ধ হয় না] এইরূপ জানিয়া পূৰ্বকালীন জনকাদি মুমুক্শুগণও কৰ্ম করিয়াছেন ; অতএব তুমিও পূৰ্বতনগণকর্তৃক পূৰ্বপূৰ্ব যুগে কৃত কৰ্মই কর ॥১৫॥

কিং কৰ্ম, কিম্ অকৰ্ম ইতি অত্র (অগ্নিরর্থ) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) অপি মোহিতাঃ [অতঃ] যং জ্ঞাত্বা অশুভাৎ (সংসারাত) মোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি) তৎ কৰ্ম তে ( তুভ্যং ) প্রবক্ষ্যামি ॥১৬॥

কি কৰ্ম আর কি অকৰ্ম এই বিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন, অতএব যাহা জানিলে তুমি অশুভ ( সংসার ) হইতে মুক্ত হইবে, সেই কৰ্ম তোমারে বলিব ॥১৬॥

ক্ষত্রিয়, তাহাদের কৰ্ম শৌৰ্য্যযুদ্ধাদি ; রজস্বমঃপ্রধান বৈশ্য, তাহাদের কৰ্ম কৃষিবাণিজ্যাদি এবং তমঃপ্রধান শূদ্র তাহাদের কৰ্ম ত্রৈবর্গিক শুল্কাদি ।

কৰ্ম্মণোগোহপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধবাঞ্চ বিকৰ্ম্মণঃ ।

অকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭

কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্চেদকৰ্ম্মণি চ কৰ্ম্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ ॥১৮

কৰ্ম্মণঃ অপি বোদ্ধব্যং [ তত্ত্বম্ অস্তি ] বিকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং [ তত্ত্বম্ অস্তি ] ; অকৰ্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং [ তত্ত্বমস্তি ] ; কৰ্ম্মণোগতিঃ গহনা ( দুজের ) ॥১৭॥

( নিকাম ) কৰ্ম্মেরও বোদ্ধব্য [ বিষয় আছে ] বিকৰ্ম্মেরও বোদ্ধব্য [বিষয় আছে], আর অকৰ্ম্মেরও (সকামকৰ্ম্মেরও) বোদ্ধব্য [আছে] ; কৰ্ম্মের গতি দুজের ॥১৭॥

যঃ কৰ্ম্মণি অকৰ্ম্ম পশ্চেৎ, অকৰ্ম্মণিচ কৰ্ম্ম পশ্চেৎ, মনুষ্যেষু সঃ বুদ্ধিমান্ সঃ কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ [ অপি ] যুক্তঃ (যোগী ) ॥১৮॥

যিনি কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম দেখেন \* জনগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ এবং সৰ্ব্বকৰ্ম্মকারী হইলেও তিনিই যুক্ত ॥১৮॥

\* অর্থাৎ যিনি নৈকৰ্ম্মের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার পক্ষে কৰ্ম্ম এবং অকৰ্ম্ম কিছুই নাই ; তিনি দুইই সমান দেখেন । ৩য় অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক ও ১৮শ অধ্যায় ২য় শ্লোকের টীকা দেখ । আসক্তি না থাকায় সকল কৰ্ম্ম করিলেও তাহার কিছুই করা হয় না । এইরূপ কৰ্ম্মত্যাগকেই অর্থাৎ নৈকৰ্ম্ম্য অবস্থা প্রাপ্ত লোকের কৰ্ম্মকেই বিকৰ্ম্ম কহে ।



যশ্চ সর্বৈ সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নিদন্ধকর্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯

তাত্ত্বা কৰ্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্মণ্যভি প্রবৃত্তোহপি নৈব কিকিৎ করোতি সঃ ॥২০

নিরাশীৰ্বতচিহ্নাত্মা তাত্ত্বসৰ্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম কুৰ্ব্বদ্রাপোতি কিল্বিষম্ ॥২১

যশ্চ সর্বৈ সমারম্ভাঃ ( কৰ্মাণি ) কামসংকল্পবর্জিতাঃ, বুধাঃ  
জ্ঞানাগ্নিদন্ধকর্মাণং তং পণ্ডিতম্ আহঃ ॥১৯॥

যাঁহার সমুদায় কৰ্ম কামনা ও সংকল্পবিহীন, বুধগণ সেই  
জ্ঞানাগ্নিদন্ধকর্মাণকে পণ্ডিত বলেন ॥১৯॥

সঃ কৰ্মফলাসঙ্গং তাত্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ অতএব নিরাশ্রয়ঃ [ সন্ ]  
কৰ্মাণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিকিৎ এব ন করোতি ॥২০॥

তিনি কৰ্ম ও ফলে আসক্তি তাগ করিয়া নিত্যানন্দপরিভূত ও  
অবলম্বনিরপেক্ষ হইয়া কৰ্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না ॥২০॥

[ কথং স কৰ্মাণি প্রবৃত্তোহপি কিকিৎদেব ন করোতি তত্র  
চেতুর্মাহ, যতঃ ] শারীরং কেবলং ( কেবলরূপং ) কৰ্ম কুৰ্ব্বন্  
[ পুরুষঃ ] নিরাশীঃ ( নিষ্কামঃ ) যতচিহ্নাত্মা, তাত্ত্বসৰ্বপরিগ্রহঃ  
[ সন্ ] কিল্বিষং ন আদ্রোতি ; [ অপিচ ] বদৃচ্ছাভাসভ্রষ্টঃ,  
দন্দাতীতঃ ( সৰ্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ পশ্যন্ ) [ অতঃ ] বিমৎসরঃ  
( নিকৈরঃ ), সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ ( হর্ষবিষাদরহিতঃ ) [ সন্ ]  
[ কৰ্ম ] কুতাপি ন নিবধ্যতে ( বন্ধনমাপ্নোতি ) ॥২১১২২॥

যদুচ্ছালাভসম্ভট্টো বন্ধাভীতো কিমংসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌচ কৃত্যপি ন নিবধ্যতে ॥২২

[ তিনি কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়াও কেন কিছুই করেন না তাহার কারণ বলিতেছেন, যেহেতু ] যিনি শরীরের দ্বারা কেবল নামক \* কৰ্ম্ম করেন, তিনি নিষ্কাম যতচিত্তাভ্যা ও ভাস্কসৰ্পপরিগ্রহ হইয়া পাপ প্রাপ্ত হন না এবং যদুচ্ছালাভে সম্ভট্ট, সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মবাতীত অস্ত্র কিছু না দেখায় ভৈরবজ্ঞানশূন্য, অতএব শত্রুত্যাগশূন্য ও সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে হর্ষনিযাদহীন হইয়া কৰ্ম্ম করিয়াও বন্ধ হন না ৷২১ ২২॥

\* কেবল নামে কোন কৰ্ম্ম আছে, উহা সঙ্গতবস্তুরূপমাত্র । এই কৰ্ম্ম করিলে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না । নতুবা “শারীরং কেবলং কৰ্ম্ম”—বলিলে যদি “কেবলমাত্র দেহযাত্রা নির্বাহোপযোগী কৰ্ম্ম বুঝায়, তাহা হইলে পশুপক্ষাদিকেও মুক্তজীব বলা যায় । কারণ, মানুষ অপেক্ষা তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে কেবলমাত্র শরীর নির্বাহোপযোগী কৰ্ম্ম করিয়া থাকে । কিন্তু মুক্তাভ্যা ব্যক্তির দেহেতেও আসক্তি নাই, দেহ থাকিবে কি যাইবে তাহার প্রতি লক্ষ্যও নাই । এই ‘কেবল’ কৰ্ম্মদ্বারা যে পদলাভ হয় তাহাকে কেবলা বলে । এই ‘কেবল’ কৰ্ম্মকেই ভগবান্ ১৮শ অধ্যায় ৪৮শ শ্লোকে সহজ কৰ্ম্ম বলিয়াছেন । এই শ্লোকের টীকা দেখ । পরোদয় তত্ত্বও উক্ত আছে—

“পূরকং রেচকং ত্যক্ত্বা সহজং বায়ুধারণম্ ।

প্রাণায়ামোহয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলবুদ্ধকঃ ॥

গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হৃতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ॥২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে ।

ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫

গতসঙ্গস্ত ( নিকামস্ত ) [ রাগাদিভিঃ ] মুক্তস্ত, জ্ঞানাবস্থিত-  
চেতসঃ, যজ্ঞায় ( ব্রহ্মপ্রাপ্তার্থং ) কৰ্ম্ম আচরতঃ সমগ্রং ( সবাসনং  
কৰ্ম্ম ) প্রবিলীয়তে [ ব্রহ্মকৰ্ম্মভাবাৎ ] ॥২৩॥

নিকাম, সৰ্ব্ববন্ধনমুক্ত, জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত এবং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থ  
কৰ্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির সমুদায় কৰ্ম্ম বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥২৩॥

অৰ্পণং ( অৰ্পাতে অনেন ইতি অৰ্পণং শ্রবাদি ) ব্রহ্ম, হবিঃ  
( অৰ্প্যমাণং যুতম্ ) ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ ( ব্রহ্মৈব অগ্নিঃ তস্মিন্ ) ব্রহ্মণা  
[ কৰ্ত্তা ] হৃতং, তেন ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ( ব্রহ্ম এব কৰ্ম্ম তস্মিন্  
সমাধিঃ যন্ত তেন ) ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্ ॥২৪॥

অপণ ( শ্রবাদি যজ্ঞপাত্র ) ব্রহ্ম, যুত ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে  
ব্রহ্মকৰ্ত্তৃক হোমও ব্রহ্ম ; (সমস্তই ব্রহ্ম যাঁহায় এরূপ জ্ঞানহইয়াছে)  
তিনি সেই ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিদ্বারা ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন ॥২৪॥

অপরে যোগিনঃ দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্যুপাসতে ; অপরে  
ব্রহ্মাগ্নৌ ( ব্রহ্মরূপে অগ্নৌ ) যজ্ঞেন এব যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি ॥২৫॥

শ্রোত্রাদীনীল্দিয়াগ্ন্যন্তে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্ত ইল্দিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬

সৰ্ব্বানীল্দিয়কৰ্ম্মাণি প্রাণকৰ্ম্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

অন্ত্রযোগীগণ দৈবযজ্ঞই শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করেন । কেহ কেহ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায়দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ॥২৫॥

অন্ত্রে সংযমাগ্নিষু ( ইল্দিয়সংযমরূপেযু অগ্নিষু ) শ্রোত্রাদীনি ইল্দিয়াগ্নি জুহ্বতি । অন্ত্রে শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইল্দিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ( বিষয়ভোগসময়েহপি অনাসক্তাঃ সন্তঃ অগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইল্দিয়েষু হবিষ্টেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তি ) ॥২৬॥

অন্ত্র যোগীরা ইল্দিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইল্দিয়গণকে হোম করেন ( ইল্দিয় সংযমপ্রধান হইয়া অবস্থান করেন ) । অন্ত্র কেহ কেহ ইল্দিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকলকে নিক্ষেপ করেন, ( অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করেন ) ॥২৬॥

অপরে জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানেন প্রজ্বলিতে) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ ( আত্মনি সংযমঃ স এব যোগঃ স এব অগ্নিঃ তস্মিন্ ) সৰ্ব্বাণি ইল্দিয়কৰ্ম্মাণি প্রাণকৰ্ম্মাণিচ জুহ্বতি ২৭॥

কেহ কেহ জ্ঞানদ্বারা প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমুদয় ইল্দিয়কৰ্ম্ম এবং প্রাণকৰ্ম্ম হোম করেন ॥২৭॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাস্তাঃ ॥২৮

[ কেচিৎ ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ; ( দ্রব্যাদানমেব যজ্ঞো যেযাং তে ) ;  
[ কেচিৎ ] তপোযজ্ঞাঃ \*, ( তপ এব যজ্ঞো যেযাং তে ) ;  
[ কেচিৎ ] যোগযজ্ঞাঃ ( যোগঃ চিত্তব্রতিনিরোধঃ সএব যজ্ঞো  
যেযাং তে ) ; তথা অপরে সংশিতব্রতাস্তাঃ ( সমাক্ শিতং তীক্ষ্ণী-  
কৃতং ব্রতং যেযাং তে ) যতয়ঃ ( প্রযত্নশীলাঃ ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ  
( স্বাধ্যায়েন বেদপাঠেন \* যং জ্ঞানং স এষ যজ্ঞো যেযাং তে ) ॥২৮॥

কেহ কেহ দ্রব্যাদানরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ; কেহবা তপোরূপ  
যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ; কেহবা যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী এবং  
অপর সংশিতব্রত যতিগণ বেদপাঠরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ॥২৮॥

ন ত্পস্তপ ইত্যাহ ব্রহ্মচর্যাং তপোভ্রমন্ ।

উর্দ্ধুরেতা ভবেদ্বসন্ত স দেবো নতু মানুষঃ ।

ন বেদঃ বেদমিত্যাহর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

ব্রহ্মবিদ্যায়তো যন্ত স বিপ্রো বেদপারগঃ ।

ন হোমঃ হোমমিত্যাহঃ সমাধৌ তত্তু ভূষতে ।

ব্রহ্মহো হুয়তে প্রাপং হোমকর্ম তদুচ্যতে ॥

ইতি জ্ঞানসংকলিনী তত্ত্বম্ ।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথা পরে ।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯

সংক্লেপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৩০

অপরে অপানং প্রাণে ( পুরকেণ ) তথা প্রাণম্ অপানে ( রেচকেন ) জুহ্বতি ( এবং কুতে কেবলকুন্তকেন ) প্রাণাপানগতী রুদ্ধা ( প্রাণাপানযোক্তাধোগতী রুদ্ধা ) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ( উপরমন্তে ইত্যর্থঃ ) ; অপরে নিয়তাহারাঃ ( নিয়তঃ সংযতঃ আহারাঃ ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং যেমাং তে ) ( কেবলকুন্তকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ সন্তঃ ) প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ( গুরুপদ্বিষ্টং ক্রিয়াবিশেষং ওঙ্কাররূপং কুর্নাস্তি ) ॥২৯॥

অপর কেহ কেহ ( পুরক দ্বারা ) অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে এবং ( রেচককালে ) প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে হোম করেন ( এইরূপ করিতে করিতে কেবল নামক কুন্তকের দ্বারা প্রাণাপানের উক্তাধোগতি স্বতঃ রোধ হওয়ায় ) প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন । অপর কেহ কেহ ( কেবল নামক কুন্তকের দ্বারা প্রাণ এবং অপানের উক্তাধোগতি রহিত হওয়ায় প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া ) ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সংযম করিয়া প্রাণসকলকে প্রাণেতেই হোম করেন ( গুরুপদ্বিষ্ট ওঙ্কাররূপ ক্রিয়া করেন ) ॥২৯॥

যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ( যজ্ঞেন ক্ষয়িতং কল্মষং যেমাং তে

নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্ত কুতোহত্মঃ কুরুসত্তম ॥৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।

কৰ্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সৰ্ব্বান এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২

যজ্ঞক্ষয়িতপাপাঃ ) যজ্ঞশিষ্টামৃতভূক্তঃ ( যজ্ঞাবশিষ্টমমৃতং ভুঞ্জতঃ )

এতে সৰ্ব্বেহপি যজ্ঞবিদঃ ( যজ্ঞান্ বিন্ধন্তি লভন্তে ইতি, যজ্ঞজ্ঞাঃ  
ইতি বা ) সনাতনং ( নিত্যং ) ব্রহ্ম যান্তি ( প্রাপ্নুবন্তি ) ॥৩০॥

যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজনকারী এই সকল  
যজ্ঞজ্ঞগণ সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন ॥৩০॥

হে কুরুসত্তম, অয়ং লোকঃ ( নরলোকঃ ) অযজ্ঞস্ত ( যজ্ঞরহিতস্ত )  
ন অস্তি ; কুতঃ অত্মঃ [ পরলোকঃ ] ॥৩১॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এই নরলোকও যজ্ঞানুষ্ঠানহীন ব্যক্তির পক্ষে  
নাই—পরলোক ত নাইই ॥৩১॥

ব্রহ্মণো ( ব্রহ্মজ্ঞস্ত ) মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ  
( সাক্ষাৎ বিহিতাঃ ) তান্ সৰ্ব্বান্ কৰ্ম্মজান্ বিদ্ধি, এবং জ্ঞাত্বা  
[জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন] বিমোক্ষ্যসে ( সংসারাৎ মুক্তো ভবিষ্যসি ) ॥৩২॥

ব্রহ্মজ্ঞের মুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত আছে। সেই  
সকলকে কৰ্ম্মজ জানিও ; এইরূপ জানিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে সংসার  
হইতে বিমুক্ত হইবে ॥৩২॥

শ্রৈয়ান্ দ্রবাময়াদ্যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ ।

সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩

তদ্বিকি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪

যজ্ঞজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যশ্চসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতাত্মশেষেণ দ্রক্ষ্যস্তাত্মত্বাথো ময়ি ॥৩৫

তে পরস্তপ, দ্রবাময়াং যজ্ঞাং ( অনাত্মবাপারজ্ঞাত্বং দৈবাদি-  
যজ্ঞাং ) জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রৈয়ান্ ; হে পার্থ সৰ্ব্বম্ অখিলং কৰ্ম্ম জ্ঞানে  
পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

হে পরস্তপ, দ্রবাময় যজ্ঞ অর্থাৎ আত্মবাপার বিহীন দৈবাদি  
যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু হে পার্থ, জ্ঞানেতেই সমু-  
দায় কৰ্ম্মের সমাপ্তি ॥৩৩॥

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ( গুরুশুশ্রূষয়া চ ) তৎ জ্ঞানং  
বিকি ( প্রাপ্নুহি ) জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ তে ( তুভ্যং ) জ্ঞানম্  
উপদেক্ষ্যন্তি ॥৩৪॥

প্রণিপাত ত্রিজ্ঞাসা ও গুরুসেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর ।  
জ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণ তোমারে উপদেশ দিবেন ॥৩৪॥

হে পাণ্ডব, যৎ ( জ্ঞানং ) জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যশ্চসি,  
যেন ( জ্ঞানেন ) ভূতানি আত্মনি অথো ( অনন্তরং ) ময়ি অশেষেণ  
দ্রক্ষ্যসি ॥৩৫॥



অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্কেভ্যঃ পাপকৃতমঃ ।

সর্কং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তুরিষাসি ॥৩৬

যথৈধাংসি সমিক্রোগ্নিভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ককস্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭

হে পাণ্ডব, যে জ্ঞান অবগত হইলে পুনর্কার এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না এবং যদ্বারা ভুতগণকে আত্মাতে ও অনন্তর আমাতে অশেষরূপে দর্শন করিবে ॥৩৫॥

চেৎ ( যদি ) সর্কেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ ( পাপিভ্যঃ ) পাপ-  
কৃতমঃ ( অতিশয়েন পাপকারী ) অসি [ তথাপি ] সর্কং বৃজিনং  
( পাপসমুদ্রং ) জ্ঞানপ্লবেন ( জ্ঞানপোতেন ) এব সন্তুরিষাসি ॥৩৬॥

যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও, তথাপি  
সমুদায় পাপসমুদ্র জ্ঞানপোত দ্বারা হই সম্যক্ রূপে উত্তীর্ণ হইবে ॥৩৬

হে অর্জুন, যথা সমিক্রঃ ( প্রদীপ্তঃ ) অগ্নিঃ এধাংসি ( কাষ্ঠানি )  
ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ককস্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে ॥৩৭

হে অর্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে  
সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্মকে ভস্মসাৎ করে ॥৩৭॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাঅনি বিন্দ্ভতি ॥৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯

ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং নহি বিদ্যাতে । তৎ (আত্মজ্ঞানং) কালেন যোগসংসিদ্ধঃ (কৰ্ম্মযোগেন যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্) আত্মনি স্বয়মেব বিন্দ্ভতি (লভতে) [ ন তু কৰ্ম্মযোগং বিনা ] ॥৩৮

ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই । কৰ্ম্মযোগ দ্বারা যোগ্যতা প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আত্মজ্ঞান যথাকালে আত্মাতে স্বয়ংই লাভ করে [ কিন্তু কৰ্ম্মযোগ ব্যতীত নহে ] ॥৩৮॥

শ্রদ্ধাবান্ (গুরুপদীষ্টে অর্থে আশ্রিত্যবুদ্ধিমান্) তৎপরঃ (তদে-  
কনিষ্ঠঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে ; জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ  
পরাং শান্তিম্ (মোক্ষম্) অধিগচ্ছতি ॥৩৯॥

শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ গুরুপদেশে আশ্রিত্য বুদ্ধিশালী, তৎপরায়ণ  
ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন ; জ্ঞানলাভ করিয়া অতি  
দীর্ঘ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥৩৯॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়ায়া বিনশ্চতি ।

নায়ং লোকোহস্তুি ন পরো ন সূথং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০

যোগসংস্রান্তকৰ্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবস্তুং ন কৰ্ম্মাণি নিবধ্বন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১

অজ্ঞঃ ( গুরুপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ ) অশ্রদ্ধধানঃ ( কথঞ্চিৎ জ্ঞানে জ্ঞাতেহপি তত্র অশ্রদ্ধধানঃ ) সংশয়ায়া ( জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধোং ন বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ ) বিনশ্চতি ( স্বাধাৎ ভ্রশ্চতি ) সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তুি, নচ পরঃ ( পরলোকঃ ), নচ সূখম্ ॥৪০॥

গুরুপদিষ্ট অর্থে অনভিজ্ঞ, জ্ঞানে অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং সংশয়িত-চিত্তে ব্যক্তি স্বার্থ ইহাতে ভ্রষ্ট হয় ; সংশয়ায়া ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সূখও নাই ॥৪০॥

হে ধনঞ্জয়, যোগসংস্রান্তকৰ্ম্মাণং ( যোগেন আত্মজ্ঞানস্রু উপায়-ভূতেন ঐশ্বরে সংস্রস্তানি সমর্পিতানি কৰ্ম্মাণি যেন তম্ ) জ্ঞান-সংচ্ছিন্নসংশয়ম্ ( জ্ঞানেন আত্মবোধেন সংচ্ছিন্নঃ সংশয়ো দেহাভিমানলক্ষণো যস্মৈ তম্ ) আত্মবস্তুং ( অপ্রমাদিনং ) [ জনং ] কৰ্ম্মাণি ন নিবধ্বন্তি ॥৪১॥

হে ধনঞ্জয়, যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানলাভের উপায়ভূত যোগদ্বারা কর্ম্ম সকল ঐশ্বরে সমর্পিত করিয়াছেন, যিনি আত্মবোধ দ্বারা সংশয়

তস্মাদজ্ঞানসমুতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাঅনঃ ।

ছিৎস্বনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪২

জ্ঞানযোগঃ ।

ছেদ করিয়াছেন, এতাদৃশ আত্মবান্ অর্থাৎ অপ্রমাদী ব্যক্তিকে  
কর্ম সকল আবদ্ধ করিতে পারে না ॥৪১॥

তস্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসমুতং হৃৎস্থং ( হৃদি স্থিতম্ ) এনং  
[ শোকাদিনিমিত্তং ] সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ( আত্মজ্ঞানখড়্গেন )  
ছিদ্রা যোগম্ ( পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্মযোগম্ ) আতিষ্ঠ  
( আশ্রয় ) হে ভারত, উত্তিষ্ঠ ॥৪২॥

অতএব মনের অজ্ঞানোৎপন্ন হৃদয়স্থ এই সংশয়কে আত্ম-  
জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া পরমাত্মজ্ঞানের উপায়ভূত  
কর্মযোগ অবলম্বন কর ; হে ভারত উঠ ॥৪২॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ঃ ।

## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ

—ঃ—ঃ—

অর্জুন উবাচ ।

সংস্থাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ।

যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি স্থনিশ্চিতম্ ॥১

অর্জুনঃ উবাচ, হে কৃষ্ণ, কৰ্ম্মণাং সংস্থাসং [ কথয়িত্বা ] পুনঃ  
চ যোগং শংসসি (কথয়সি) ; এতয়োঃ (কৰ্ম্মসংস্থাসকৰ্ম্মযোগয়োঃ)  
যৎ মে (মম) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠং) স্থনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি ॥১॥

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ, কৰ্ম্মসকলের ত্যাগ উপদেশ  
করিয়া পুনরায় কৰ্ম্মযোগ উপদেশ করিতেছ ; এই দুয়ের মধ্যে  
আমার পক্ষে যেটী শ্রেয়ঃ, নিশ্চয় করিয়া সেই একটী বল ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।

তরোস্তু কৰ্ম্মসংহ্রাসাৎ কৰ্ম্মযোগৌ বিশিষ্যতে ॥২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।

নিব্বন্দো হি মহাবাহো সূখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩

শ্রীভগবান্ উবাচ, সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ ( মোক্ষপ্রদৌ ) ; তরোস্তু [মধ্যে] কৰ্ম্মসন্ন্যাসাৎ [ সকাশাৎ ] কৰ্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে ( বিশিষ্টো ভবতি ) ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, কৰ্ম্মত্যাগ ও কৰ্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষদায়ক ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কৰ্ম্মসংহ্রাস হইতে কৰ্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর ॥২॥

যঃ ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি সঃ নিত্যসন্ন্যাসী (কৰ্ম্মানুষ্ঠানকালেহপি সন্ন্যাসী) জ্ঞেয়ঃ ; হি (যতঃ) হে মহাবাহো নিব্বন্দঃ ( রাগদ্বेषাদি-দ্বন্দ্বশূন্যঃ ) সূখং (অনায়াসেন) বন্ধাৎ ( সংসারাৎ ) প্রমুচ্যতে ॥৩॥

যিনি দ্বেষ করেন না আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাহাকে নিত্যসন্ন্যাসী ( অর্থাৎ কৰ্ম্মানুষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী ) জানিও । যেহেতু হে মহাবাহো রাগদ্বেষাদি-দ্বন্দ্বশূন্য ব্যক্তি অনায়াসেই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥৩॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগ্ভয়োবিন্দতে ফলম্ ॥৪

যং সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্নতি স পশ্নতি ॥৫

বালাঃ ( অজ্ঞাঃ ) সাংখ্যযোগৌ ( সন্ন্যাসকর্মযোগৌ ) পৃথক্  
ইতি প্রবদন্তি, ন তু পণ্ডিতাঃ । [অনয়োঃ উভয়োঃ] একম্ অপি  
সম্যক্ আস্থিতঃ ( আশ্রিতঃ সন্ ) উভয়োঃ ফলং বিন্দতে  
( প্রাপ্নোতি ) ॥৪॥

অজ্ঞেরাই সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে ; কিন্তু  
পণ্ডিতেরা বলেন না। এই দুয়ের একটীও সম্যকরূপে অবলম্বন  
কারলে দুয়েরই ফল ( মোক্ষ ) প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৪॥

সাংখ্যৈঃ ( জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ ) যং স্থানং ( মোক্ষাখ্যং )  
প্রাপ্যতে, যোগৈঃ ( কর্মযোগিভিঃ ) অপি তং [এব] [জ্ঞানদ্বারেণ]  
গম্যতে চ ; যঃ সাংখ্যং যোগং চ একং পশ্নতি সঃ পশ্নতি ( সম্যক্  
পশ্নতি ) ॥৫॥

জ্ঞাননিষ্ঠগণ যে স্থান ( মোক্ষ ) লাভ করেন কর্মযোগীরাও  
তাহাই প্রাপ্ত হন । যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন তিনিই  
সম্যক্ দর্শন করেন ॥৫॥

সংশ্রাসস্ত মহাবাহো দুঃখনাশ্চুমযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভূতান্ভূতাত্মা কুর্স্বনপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

হে মহাবাহো অযোগতঃ ( কর্মযোগং বিনা ) সম্যাসঃ আশুং  
দুঃখং ( দুঃখং হেতুঃ, অশক্য ইত্যর্থঃ, চিত্তশুদ্ধাভাবে জ্ঞাননিষ্ঠাত্মা অস-  
ম্ভবাৎ ) ; যোগযুক্তস্ত মুনিঃ [ সম্যাসী ভূত্বা ] ন চিরেণ ব্রহ্ম অধি-  
গচ্ছতি, ( অপরোক্ষং জানাতি ) ॥ ৬ ॥

হে মহাবাহো কর্মযোগ ব্যতীত সম্যাস পাওয়া অসম্ভব । কিন্তু  
যোগযুক্ত মুনি [ সম্যাসী হইয়া ] অচিরে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জানেন ॥ ৬

যোগযুক্তঃ [ অতঃ ] বিশুদ্ধাত্মা ( বিশুদ্ধচিত্তঃ ) [ অতএব ] বিজি-  
তাত্মা ( বিজিতঃ আত্মা চিত্তং যেন সঃ ) [ অতএব ] জিতেন্দ্রিয়ঃ  
[ ততশ্চ ] সর্বভূতান্ভূতাত্মা ( সর্বৈবাং ভূতানাম্ আভূত আত্মা  
যস্য সঃ ) [ লোকসংগ্রহার্থঃ স্বাভাবিকং বা কর্ম ] কুর্স্বন্ অপি  
ন লিপ্যতে ( তৈ ন বধ্যতে ) ॥ ৭ ॥

যোগযুক্ত বিশুদ্ধচিত্ত বিজিতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় এবং সকলজীবের  
আত্মাই যাহার আত্মা, এতাদৃশ ব্যক্তি কর্ম করিয়াও কর্মে বদ্ধ  
হন না ॥ ৭ ॥



নৈব কিঞ্চিং করোগীতি যুক্তো মন্তেত তদ্বিৎ ।

पशन् शृण्वन् स्पर्शन् जिवन्मृशन् गच्छन् स्वपन् शंसन् ॥ ८

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ মুষনিমিষনপি ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाहुता ॥ १०

যুক্তঃ তত্ত্ববিৎ (পুরুষঃ) পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পর্শন্ জিহ্বন্ অঙ্গান্ গচ্ছন্  
 স্বপন্ স্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রি-  
 য়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেবু বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্ (বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্ত্বন্) কিঞ্চি-  
 দেব [ অহঃ ] ন করোমি ইতি মন্তেত (মন্ততে) ॥৮৯॥

যুক্ত তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি দর্শন শ্রবণ স্পর্শ ভ্রাণ গমন নিদ্রা স্বান  
কখন ভ্যাগ গ্রহণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও, ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়-  
বিষয়ে প্রবর্তিত হয়, এই নিশ্চয় করিয়া, কিছুই আমি করি না।  
এই মনে করেন অর্থাৎ এই সকল কার্য্য করিয়াও অনভিমানবশতঃ  
ব্রহ্মবিৎ কপ্তে লিপ্ত হন না। ৮৩৯॥

ব্রহ্মণি আধায় ( পরমেষ্ঠ্রে সমর্প্য ) [তৎফলেচ] সঙ্গং ত্যজ্জ।  
 যঃ কৰ্ম্মাণি কৰোতি সঃ পাপেন ( বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপা-  
 পাত্মকেন কৰ্ম্মণা ) ন লিপ্যতে, অস্তস্য পদ্মপত্রমিব ॥:০॥

পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া এবং ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিল্লিটৈয়রপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাঅশুদ্ধয়ে ॥ ১১

যুক্তঃ কৰ্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

কৰ্ম্ম করেন তিনি পুণাপাপাত্মক কৰ্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না ; যেমন  
জলে থাকিলেও পদ্মপত্র জল দ্বারা লিপ্ত হয় না ॥ ১০ ॥

[ মোক্ষহেতুতঃ সদাচারেণ দর্শয়তি ] । কায়েন (স্থানাদিনা)  
মনসা ( ধ্যানাদিনা ) বুদ্ধ্যা (তত্ত্বনিশ্চয়াদিনা) কেবলৈঃ (কৰ্ম্মাভি-  
নিবেশরহিতৈঃ) ইল্লিটৈঃ অপি যোগিনঃ (কৰ্ম্মযোগিনঃ) সঙ্গং  
(কৰ্ম্মফলাসঙ্গং) ত্যক্ত্বা অশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধয়ে) কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি ॥ ১১ ॥

শরীর দ্বারা মন দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা এবং কৰ্ম্মাভিনিবেশ রহিত  
ইল্লিটগণ দ্বারা কৰ্ম্মযোগিগণ কৰ্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া  
চিত্তশুদ্ধির জন্য কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

[ কথং ননু তেনৈব কৰ্ম্মণা কশ্চিৎক্ষুচাতে কশ্চিৎ বধ্যতে ইতি  
ব্যবস্থা, অত আহ ] । যুক্তঃ ( পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ ) কৰ্ম্মফলং ত্যক্ত্বা  
[ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ ] নৈষ্ঠিকীং ( আত্মান্তিকীং ) শান্তিম্ আশ্নোতি,  
অযুক্তঃ ( বহিমুখঃ ) কামকারেণ ( কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ) ফলে সন্তো  
নিবধ্যতে ( নিয়তং বন্ধমাশ্নোতি ) ॥ ১২ ॥

পরমেশ্বরে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি কৰ্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম করি-

সৰ্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংগৃহ্যাস্তে সূতং বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুৰ্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩

ন কর্ত্ত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্মৈ সৃজতি প্রভুঃ ।

ন কর্ম্মকলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪

লোক আত্মাত্মিকী শাস্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। অযুক্ত ব্যক্তি কামনা প্রবৃত্তি হেতু কলে আসক্ত হইয়া নিয়ত বন্ধন প্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

[ শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ ] । বশী ( যতচিত্তঃ ) দেহী [ বিবেকযুক্তেন ] মনসা সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি সংগৃহ্য সূতং [ যথা স্মৃতাং যথা ] নবদ্বারে পুরে [ পুরবদহংভাবশূণ্ণে দেহে ] নৈব কুৰ্ব্বন্ন ন [এব] কারয়ন্ আস্তে ॥ ১৩ ॥

জিতেন্দ্রিয় দেহী বিবেকযুক্ত মন দ্বারা সৰ্ব্বকৰ্ম্মতাগ করিয়া তপে নবদ্বারবিশিষ্ট পুরবৎ দেহে অয়ং কর্ম্ম না করিয়া এবং না করাইয়া বাস করেন ॥ ১৩ ॥

প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ) লোকস্মৈ কর্ত্ত্বং ন সৃজতি, কর্ম্মাণি ন [সৃজতি] তথা কর্ম্মকলসংযোগং ন ; স্বভাবস্ত (জীবন্ত স্বভাবঃ অবিদ্যা এবং) [কর্ত্ত্বাদিরূপেণ] প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

ঈশ্বর জীবের কর্ত্ত্বং সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্ম সকলও সৃষ্টি করেন নাই এবং কর্ম্মকল সংযোগও সৃষ্টি করেন নাই কিন্তু জীবের স্বভাবই ( অবিদ্যাই ) কর্ত্ত্বাদিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

নাদন্তে কশ্চিৎ পাপং ন চৈব শূকৃতং বিভুঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃত্তং জ্ঞানং তেন মুহন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬

বিভুঃ ( পরিপূর্ণঃ আগ্রকাম ইত্যর্থঃ ) কশ্চিৎ পাপং নাদন্তে, শূকৃতং (পুণ্যং) নৈবচ ; অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃত্তম্ ; তেন [হেতুনা] জন্তবঃ (জীবাঃ) মুহন্তি ( ভগবতি বৈষম্যং মুহন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিভু কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না । অজ্ঞানকর্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন রহিয়াছে ; এই জন্তই এতাদৃশ মোহিত হয় অর্থাৎ ভগবানে বৈষম্য দর্শন করে ॥ ১৫ ॥

[ জ্ঞানিনস্ত ন মুহন্তীত্যাহ ] । আত্মনঃ ( ভগবতঃ ) জ্ঞানেন যেষাং তৎ ( বৈষম্যোপলব্ধকম্ ) অজ্ঞানং নাশিতং তৎ জ্ঞানং তেষাং [ অজ্ঞানং নাশয়িত্বা ] পরম্ ( পরিপূর্ণম্ দ্বৈতবিরহরূপম্ ) আদিত্যবৎ প্রকাশয়তি ( যথা আদিত্যস্তমো নিরস্ত সমস্তং বস্তু-জাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ) ॥ ১৬ ॥

আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের সেই বৈষম্য-প্রদর্শক অজ্ঞান নাশিত হয়, আদিত্য যেনন তনোনাশ করিয়া সমুদায় বস্তুজাত প্রকাশিত করেন সেইরূপ সেই জ্ঞান তাঁহাদের অজ্ঞান বিনাশ করিয়া পরিপূর্ণ দ্বৈতরূপে প্রকাশিত করে ॥ ১৬ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭

বিদ্যাভিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮

[ এবং ভূতেষরোপাসকানাং ফলমাহ ] । তদ্বুদ্ধয়ঃ ( তস্মিন্  
এব নিশ্চয়াগ্নিকা বুদ্ধিঃ যেবাং তে ), তদাত্মানঃ ( তস্মিন্নেব আত্মা  
প্রযত্নো যেবাং তে ), তন্নিষ্ঠাঃ ( তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্যাং যেবাং  
তে ), তৎপরায়ণাঃ ( তদেব পরম্ অয়নম্ আশ্রয়ো যেবাং তে ),  
জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ( জ্ঞানেন নির্ধূতং নিরন্তং কল্মষং যেবাং  
তে ) অপুনরাবৃত্তিং ( মোক্ষং ) গচ্ছন্তি ॥ ১৭ ॥

সেই ঈশ্বরে যাঁহাদের নিশ্চয়াগ্নিকা বুদ্ধি আছে, সেই ঈশ্বরে  
যাঁহাদের প্রযত্ন আছে, সেই ঈশ্বরে যাঁহাদের নিষ্ঠা আছে, সেই  
ঈশ্বরেই যাঁহাদের পরম গতি, এবং জ্ঞান কর্তৃক যাঁহাদের পাপ  
ক্ষয় হইয়াছে এতাদৃশ ব্যক্তি মুক্তি লাভ করেন ॥ ১৭ ॥

[ কীদৃশান্তে জ্ঞানিনো যেষংপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীতা-  
পেক্ষায়ামাহ ] বিদ্যাভিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে স্বপাকে ( চণ্ডালে )  
গবি হস্তিনি শুনিচ এব পণ্ডিতাঃ ( জ্ঞানিনঃ ) সমদর্শিনঃ ( বিষমে-  
ষপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেবাং তে ) ॥ ১৮ ॥

বিদ্যাভিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গাভীতে হস্তীতে ও  
কুকুরে জ্ঞানিগণ সমদর্শী ॥ ১৮ ॥

ইহৈব তৈজ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যো স্থিতং মনঃ ।  
 নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ভ্রুক্ণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯  
 ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজ্যেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।  
 স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

যেষাং মনঃ সাম্যো ( সমভে ) স্থিতম্, ইহ এব তৈঃ সর্গঃ,  
 ( সংসারঃ ) জিতঃ ( নিরন্তঃ ) হি ( যতঃ ) ব্রহ্ম সমং নির্দোষঞ্চ ;  
 তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ ( ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তাঃ ) ॥ ১৯ ॥

যাঁহাদের মন সমতায় অবস্থিত, ইহলোকে থাকিয়াই তাঁহারা  
 সংসার জয় করিয়াছেন ; যেহেতু ব্রহ্ম ( সর্বত্র ) সমান ও নির্দোষ  
 অতএব তাঁহারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ১৯ ॥

[ ব্রহ্মপ্রাপ্তস্ত লক্ষণমাহ ] । ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি [ এব ] স্থিতঃ  
 স্থিরবুদ্ধিঃ ( নিশ্চলবুদ্ধিঃ ) অসংমূঢ়ঃ ( নিবৃত্তমোহঃ ) [ জনঃ ]  
 প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজ্যেৎ ( ন  
 বিবীদতি ) ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মে অবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি ও মোহহীন ব্যক্তি প্রিয় বস্তু  
 পাইয়া হুট হন না, অপ্রিয় পাইয়াও বিষন্ন হন না ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেঘসক্তাত্মা বিন্দত্যাশ্রয়ানি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়ানশ্নুতে ॥ ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।

আদ্যন্তবন্তঃ কোন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২

[ মোহনিবৃত্তা বুদ্ধিগৈর্যো হেতুমাহ ] । বাহ্যস্পর্শে ( বাহ্য-  
ল্দ্রিয়বিষয়েষু ) অসক্তাত্মা ( অনাসক্তচিত্তঃ ) আশ্রয়ানি ( অন্তঃকরণে )  
যৎ সুখং [ তৎ ] বিন্দতি ( লাভতে ) ; সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা  
( ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তঃ আত্মা যন্ত সঃ ) অক্ষয়ং সুখম্  
অশ্নুতে ॥ ২১ ॥

বাহ্যল্দ্রিয়বিষয় সকলে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণে যে  
শান্তিসুখ, তাহা লাভ করেন ; তিনি ব্রহ্মে সমাধি দ্বারা যুক্তাত্মা  
হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন ॥ ২১ ॥

[ ননু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ  
জ্ঞাৎ তত্রাহ ] । সংস্পর্শজাঃ ( সংস্পর্শাঃ বিষয়াঃ তেভাঃ জাতাঃ যে  
ভোগাঃ সুখানি ) তে হি দুঃখযোনয়ঃ ( দুঃখশ্চৈব কারণভূতাঃ )  
এব, আদ্যন্তবন্তশ্চ ( আদিমন্তঃ অন্তবন্তশ্চ ) [ অতএব ] বুধঃ  
( বিবেকী ) তেষু ন রমতে ॥ ২২ ॥

বিষয়জনিত যে সকল সুখ, সে সকল নিশ্চয়ই দুঃখের হেতু  
এবং আদি ও অন্ত বিশিষ্ট অর্থাৎ অনিত্য ; এজন্য বিবেকী  
ব্যক্তি সে সকলে রত হন না ॥ ২২ ॥

শক্ৰোতীহৈব যঃ সোচ্চুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ ।

কামক্ৰোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স স্তখী নরঃ ॥ ২৩

[ কামক্ৰোধবেগসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগিতাহ ] যঃ শরীরবি-  
মোক্ষণাৎ প্রাক্ ( যাবৎ দেহপাতং ) কামক্ৰোধোদ্ভবং বেগম্ ইহ  
( উদ্ভবসময়ে এব ) সোচ্চুং ( প্রতিরুদ্ধুং ) শক্ৰোতি স এব যুক্তঃ  
( সমাহিতঃ ) স এব নরঃ স্তখী । যদা মরণাদুর্দ্ধ্বং বিলপন্তীভিঃ  
যুবতীভিঃ ভাষ্যাভিঃ আলিঙ্গ্যমানোহপি, পুত্রাদিভিঃ দহমানোহ  
পি যদা প্রাণশূন্তঃ কামক্ৰোধবেগং সহতে তথা মরণাৎ প্রাণপি  
জীবনৈব যঃ সোচ্চুং শক্ৰোতি স এব যুক্তঃ স্তখী চ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥\*

যিনি দেহত্যাগের পূর্বে পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন কামক্ৰোধ-  
জাতবেগ তৎক্ষণাৎ প্রতিরোধ করিতে পারেন তিনিই সমাহিত,  
এবং সেই ব্যক্তিই স্তখী । অথবা মৃত্যুর পরে যুবতী ভাষ্যা কর্তৃক  
আলিঙ্গ্যমান হইয়াও এবং পুত্রাদিকর্তৃক দহমান হইয়াও যেমন  
প্রাণহীন ব্যক্তি কামক্ৰোধবেগ সহ করে সেইরূপ জীবিত থাকিয়াও  
যিনি সহ করিতে পারেন তিনিই সমাহিত এবং স্তখী ॥ ২৩ ॥

\* তদুক্তং বশিষ্ঠেন—

প্রাণে গতে যদা দেহঃ স্থথহুঃখে ন বিন্দতি ।

তথা চেৎ প্রাণযুক্তোহপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥



যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাস্তজ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নবৈধা যতান্নানঃ সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫

[ ন কেবলং কামক্রোধবেগসংবরণমাত্রেন মোক্ষং প্রাপ্নোতি  
অপিতু ] যঃ অন্তঃসুখঃ ( অন্তরাঙ্গনি এব, নতু বিষয়েষু, সুখং  
যন্ত সঃ ) অন্তরারামঃ ( অন্তরেব, নতু বহিঃ, আরামঃ ক্রীড়া  
যন্ত সঃ ) তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ, ( অন্তরেব, নতু গীতনৃত্যাদিষু,  
জ্যোতিঃ দৃষ্টিঃ যন্ত সঃ ), সএব যোগী, ব্রহ্মভূতঃ ( ব্রহ্মণি স্থিতঃ )  
ব্রহ্মনির্বাণম্ ( লয়ম্ ) অধিগচ্ছতি ( প্রাপ্নোতি ) ॥ ২৪ ॥

আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আমোদ, আত্মা-  
তেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই যোগীই, ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ  
অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥২৪॥

ক্ষীণকল্মষাঃ ( ক্ষীণপাপাঃ ) ছিন্নবৈধাঃ ( ছিন্নসংশয়াঃ ) যতান্নানঃ  
( সংযতচিত্তাঃ ) সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়ঃ ( সম্যগ্ দর্শিনঃ )  
ব্রহ্মনির্বাণং লভন্তে ॥২৫॥

ক্ষীণপাতক, ছিন্নসংশয়, সংযতচিত্ত, কুপালু এবং সম্যগ্দর্শী  
ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ॥২৫॥

কামক্ৰোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্কীণং বর্ততে বিদিতাশ্রনাম্ ॥ ২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্কীর্ষাংশ্চক্ষুঃশ্চবাস্তরে ক্রবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

কামক্ৰোধবিযুক্তানাং, যতচেতসাং ( সংযতচিত্তানাং ) বিদিতা-  
শ্রনাং ( জ্ঞাতাশ্রতজ্ঞানাং ) যতীনাম্ ( সন্ন্যাসিনাম্ ) অভিতঃ  
( উভয়তঃ ; জীবতাং মৃতানাঞ্চ ) ব্রহ্মনির্কীণং ( মোক্ষঃ ) বর্ততে ॥ ২৬ ॥

কামক্ৰোধবিযুক্ত, সংযতচিত্ত ও আশ্রতজ্ঞ সন্ন্যাসিগণের উভ-  
য়ত্র ব্রহ্মনির্কীণ আছে । অর্থাৎ দেহান্তেই যে তাঁহাদের মুক্তিলাভ  
ঘটে এমন নয় কিন্তু জীবিতাবস্থায়ও তাঁহারা মুক্তপুরুষ ॥ ২৬ ॥

বাহ্যান্ স্পর্শান্ ( স্পর্শাঃ রূপরসাদয়ৌ বিষয়াঃ, যেহি চিন্তিতাঃ  
সন্তঃ অন্তঃ প্রবিশন্তি, তান্ ) [ চিন্তাত্যাগেন ] বহিঃ [ এব ] কৃত্বা,  
চক্ষুশ্চ ক্রবোঃ অন্তরে এব [ কৃত্বা ] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ( প্রাণা-  
য়ামেন বায়ুযু স্থিরত্বমাপনৈষু প্রাণাপানয়ো রূর্কীর্ষাগতিরাহিত্যাৎ  
নাসিকাভ্যন্তরে এব সঞ্চরন্তৌ ) প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা যতেন্দ্রিয়-  
মনোবুদ্ধিঃ, মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধঃ যঃ [ এবংভূতঃ ]  
মুনিঃ সঃ সদা ( জীবন্নপি ) মুক্ত এব ॥ ২৭-২৮ ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা নাং শান্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯

কৰ্ম্মসংন্যাসযোগঃ ।

রূপরসাদি বাহ্যবিষয়সকলকে বাহিরেই রাখিয়া ( বিষয় সকল চিত্তিত হইলে মনে প্রবেশ করে, চিত্তাত্যাগ দ্বারা সে সকলকে মনে প্রবেশ করিতে না দিয়া) চক্ষুকেও ক্রবয়ের মধ্যে রাখিয়া (ক্রবয়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া) নাসান্ধ্যন্তরচারী (প্রাণায়ামদ্বারা বায়ু হির হইলে প্রাণ ও অপানের উর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রহিত হওয়ায় তাহারা কেবলমাত্র নাসামধ্যেই সঞ্চরণ করে এবং বাহিরের বায়ু বাহিরে ও ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাকে এইরূপ) প্রাণাপান বায়ুকে সমান করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযমকারী, মোক্ষপ্রদায়ক, ইচ্ছাভয় ও ক্রোধশূন্য যে মুনি, তিনি সদা ( জীবিত থাকিয়াও ) মুক্ত ॥ ২৭-২৮ ॥

যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সৰ্বলোকমহেশ্বরং (সকল লোকানামহান্তম্ ঈশ্বরং) সৰ্বভূতানাং সুহৃদং নাং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ (মোক্ষং) মুচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৯ ॥

আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের ভোক্তা বা পালক, সৰ্বলোকের মহান্ ঈশ্বর এবং সৰ্বজীবের সুহৃদ বলিয়া জানিয়া তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন ॥ ২৯ ॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায় ॥

## ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

—ঃ○ঃ—

শ্রীভগবানুবাচ ।

অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম কৰোতি যঃ ।

• স সংত্ৰাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১

[ সন্ন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কৰ্ম্মযোগং স্তোতি ] শ্রীভগবান্ উবাচ,  
যঃ কৰ্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ ( অপেক্ষমাণঃ ) কাৰ্য্যং ( অবশ্যকর্তৃবা-  
ত্বাৎ বিহিতং ) কৰ্ম্ম কৰোতি সঃ সন্ন্যাসী চ যোগীচ ; ন নিরগ্নিঃ  
( অগ্নিসাধোষ্টাধ্যাকৰ্ম্মত্যাগী ) ন চ অক্রিয়ঃ ( অনগ্নিসাধ্যপূৰ্ত্তাধ্যা-  
কৰ্ম্মত্যাগী ) ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যিনি কৰ্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া  
অবশ্যকর্তৃতা বলিয়া বিহিত কৰ্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং  
যোগী ; নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য ইষ্টাদি কৰ্ম্মত্যাগীও নহেন আর  
অক্রিয় অর্থাৎ অনগ্নিসাধ্য পূৰ্ত্তাদি কৰ্ম্মত্যাগীও নহেন ॥১॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হসংস্রস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২

আরুৰুক্ষোমূ'নেৰ্যোগং কৰ্ম্ম কাৰণমুচ্যাতে ।

যোগাক্ৰুতস্ত তত্শ্চৈব শমঃ কাৰণমুচ্যাতে ॥ ৩

[ কৰ্ম্মযোগত্শ্চৈব সন্ন্যাসত্বং সম্পাদয়ন্নাহ ] হে পাণ্ডব, যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহঃ [ কেবলাৎ ফলসন্ন্যাসাৎ ] তং যোগং বিদ্ধি ; হি ( যতঃ ) অসংস্রস্তসংকল্পঃ [ কৰ্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠোবা ] কশ্চন ( কশ্চিদপি ) যোগী ন ভবতি ॥২॥

হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে কেবল ফলসংস্রাস হেতু তাহাকে যোগ বলিয়া জানিও । যেহেতু যিনি ফলকামনা ত্যাগ করেন নাই এরূপ কেহই যোগী নহেন ॥২॥

[ কৰ্ম্মযোগস্তাবধিমাহ ] যোগম্ ( জ্ঞানযোগম্ ) আরুৰুক্ষোঃ ( আরোঢ়ুং প্রাপ্তুম্ ইচ্ছোঃ ) মুনেঃ কৰ্ম্ম কাৰণম্ উচ্যাতে [ চিত্ত-শুদ্ধিকরত্বাৎ ] ; যোগাক্ৰুতস্ত তত্শ্চৈব (জ্ঞাননিষ্ঠস্ত) শমঃ (সমাধিঃ) [ জ্ঞানপরিপাকে ] কাৰণমুচ্যাতে ॥৩॥

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির সম্বন্ধে চিত্তশুদ্ধিকর বলিয়া কৰ্ম্মই কাৰণৰূপে উক্ত হয় ; কিন্তু জ্ঞানযোগে আরুঢ় তাঁহারই সম্বন্ধে সমাধি \* জ্ঞানপরিপাকে কাৰণ বলিয়া উক্ত হয় ॥৩॥

\* সমাধি বলিলেই সাধারণতঃ লোকের মনে যেন জড়ভা-  
বাগ্ন অবহাবিশেষ বুঝায়, কিন্তু তাহা নহে । সমাধি দুই প্রকার ;

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্ম্মস্বনুযজ্জতে ।

সৰ্বসংকল্পসংন্যাসী যোগাক্রুতস্তদোচ্যতে ॥ ৪

যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু ( ইন্দ্রিয়ভোগেষু ) কৰ্ম্মস্ব ন অনুযজ্জতে  
( আসক্তিং ন করোতি ) তদা সৰ্বসংকল্পসংন্যাসী ( আসক্তিমূল-  
ভূতান্ সৰ্বান্ ভোগবিষয়ান্ কৰ্ম্মবিষয়াংশ্চ সংকল্পান্ সংশ্লিসিতুং  
শীলং যন্ত সঃ ) যোগাক্রুতঃ উচ্যতে ॥ ৪ ॥

যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এবং তৎসাধনভূত কৰ্ম্মে আসক্তি না  
করেন, সৰ্বসংকল্পত্যাগী তখন যোগাক্রুত বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৪ ॥

জড় ও চৈতন্য । দুইই এক; যেমন জল ও জলের তরঙ্গ । তবে  
চৈতন্য সমাধির অবস্থায় অনাসক্ত ভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল  
করিতে পারা যায়, জড় সমাধিতে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কোন কার্য্যই হয়  
না । জনকাদি ঋষিগণ চৈতন্যসমাধির দ্বারা অনাসক্তভাবে জীবমুক্ত  
অবস্থায় সাধারণের স্থায় সকল কার্য্যই করিতেন অথচ সৰ্ব-  
দাই আত্মানন্দে থাকিতেন । যোগ সাধন করিলে কিস্তুত কিমা-  
কার একটি জড় বিশেষ হইতে হইবে, অথবা উৎকট রোগ হইবে,  
কিংবা গৃহত্যাগ করিতে হইবে, এ সকল ভ্রান্তলোকের অথবা  
দ্বিহাদের সদৃশ লাভ হয়নাই এমন লোকের কথা ।

উদ্ধরেদাত্মনা আনং না আনমদসাদয়েৎ ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুর্না আনঃ ॥ ৫

বন্ধুরাত্মানস্তস্মৈ যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।

অনাগ্ননস্ত শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

[ রাগাদি স্বভাবং তাভ্যেৎ ইত্যাহ ] আত্মনা আত্মানং ( গুরু-  
পদ্বিষ্টেন মার্গেণ ) উদ্ধরেৎ ( উদ্ধং নয়ৎ ) ন তু আত্মানন্ অবনা-  
দয়েৎ ( অধোনয়েৎ ) হি ( যতঃ ) আত্মাএব আত্মনঃ [ গুরুপদে-  
শেন ] বন্ধুঃ আত্মাএব [ গুরুপদেশং বিনা ] আত্মনঃ রিপুঃ ॥৫॥

আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে ; আত্মাকে অধঃপাতিত  
করিবে না । যেহেতু (গুরুপদেশ দ্বারা) আত্মাই আত্মার উপকারক  
এবং ( গুরুপদেশ বিনা ) আত্মাই আত্মার অপকারক ॥৫॥

যেন আত্মনাএব [ কার্য্যকারণসংঘাতরূপঃ ] আত্মা ( মনঃ )  
জিতঃ ( বশীকৃতঃ ) আত্মা তস্মৈ আত্মনঃ বন্ধুঃ ; অনাত্মনস্ত ( অজি-  
তাত্মনস্ত ) আত্মা এব শত্রুত্বে ( অপকারিত্বে ) শত্রুবৎ বর্তেত ॥৬॥

যিনি আত্মাদ্বারাই কার্য্যকারণসংঘাতরূপ মনকে বশীকৃত  
করিয়াছেন, আত্মা (বুদ্ধি) সেই ব্যক্তির আত্মার বন্ধু ; কিন্তু অজিতে-  
দ্রিয়ার আত্মাই অপকারকতায় শত্রুবৎ প্রবর্তিত হইয়া থাকে ॥৬॥

জিতান্ননঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

যুক্ত ইত্যাচ্যতে যোগী সনলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮

জিতান্ননঃ ( জিতেন্দ্রিয়স্ত ) প্রশান্তস্ত ( রাগাদিরহিতস্ত ) পরং ( কেবলম্ ) আত্মা ( মনঃ ) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ ( আত্মনিষ্ঠঃ ) [ ভবতি ] ; অথবা তস্ত হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ ভবতি ॥ ৭ ॥

জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্ত অর্থাৎ রাগাদিগুণস্ত ব্যক্তিরই কেবল আত্মা ( মন ) শীতোষ্ণ সুখদুঃখে ও মানাপমানে সমাহিত অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ হয় ; অথবা তাঁহার হৃদয়ে পরমাত্মা সমাহিত হন ॥ ৭ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা ( জ্ঞানম্ ঔপদেশিকম্, বিজ্ঞানম্ অপরোক্ষানুভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তঃ নিরাকাজ্জঃ আত্মা চিত্তং যন্ত সং ) [ অতঃ ] কূটস্থঃ ( নির্বিকারঃ ) [ অতএব ] বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সনলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ( মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিগুণ্ডঃ ) যোগী যুক্তঃ ( যোগাক্রটুঃ ) ইতি উচ্যতে ॥ ৮ ॥

উপদেশজাত জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষানুভবরূপ বিজ্ঞান দ্বারা আকাজ্জাহীনচিত্তবিশিষ্ট, নির্বিকার, বিজিতেন্দ্রিয় অতএব যুক্তিকা পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিবিশিষ্ট যোগীকে যোগাক্রটু বলে ॥ ৮ ॥



সুহৃন্মিত্রাযুঁদামীনমধ্যাস্ত্বেষাবন্ধুযু ।

সাধুযপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯

যোগী যুঞ্জীত সত্যতমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিন্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

সুহৃন্মিত্রাযুঁদামীনমধ্যাস্ত্বেষাবন্ধুযু (সুহৃৎ স্বভাবেন হিতাশংসী, মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ, অরিঃ ঘাতুকঃ, উদাসীনঃ বিবাদ-মানয়ো রুভয়োরপি উপেক্ষকঃ, মধ্যাস্ত্বেঃ বিবাদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী, দেষাঃ দেষবিষয়ঃ, বন্ধুঃ সংবন্ধী তেষু) সাধুযু (সদাচারেযু) পাপেষু (দুরাচারেযু) চ অপি সমবুদ্ধিঃ (রাগদ্বेषশূন্তবুদ্ধিঃ) বিশিষ্যতে ॥৯॥

সুহৃৎ ( স্বভাবতঃ হিতৈষী ) মিত্র ( স্নেহবশতঃ হিতৈষী ) অরি ( ঘাতুক ) উদাসীন ( বিবাদী দুই পক্ষেরই উপেক্ষাকারী ) মধ্যাস্ত্বে ( বিবাদী দুই পক্ষেরই হিতৈষী ) দেষা ( দেষের পাত্র ) বন্ধু ( সম্বন্ধবিশিষ্ট ) সাধু ( সদাচার ) এবং পাপ ( দুরাচার ) এ সকলে সমান বুদ্ধি যাহার তিনিই বিশিষ্ট হন ॥৯॥

[ ইদানীং সাক্ষং যোগং বিধত্তে ] যোগী (যোগীকৃতঃ) সত্যতং রহসি ( একান্তে ) স্থিতঃ [সন্] একাকী (সঙ্গশূন্তঃ) যতচিন্তাত্মা ( যতং সংযতং চিন্তন্ আত্মা দেহশ্চ যন্ত সঃ ) নিরাশীঃ (নিরা-কাঙ্ক্ষঃ) অপরিগ্রহঃ ( পরিগ্রহশূন্তঃ ) [ সন্ ] আত্মানং ( মনঃ ) যুঞ্জীত ( সনাহিতং কুৰ্য্যাৎ ) ॥১০॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।

নাত্যচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিশ্রাসনে যুজ্যাদ্ব্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২

যোগী সর্বদা একান্তে অবস্থিত হইয়া একাকী, সংযতচিত্ত, সংযতদেহ, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, ও পরিগ্রহশূন্য, হইয়া মনকে সমাহিত করিবেন ॥১০॥

[ আসননিয়মঃ দর্শয়ত্বেহ ] শুচৌ দেশে (শুদ্ধে স্থানে) আত্মনঃ ( স্বত্ব ) স্থিরং (অচলং) ন অত্যচ্ছিতং ( ন অত্যুন্নতং ) ন অতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরং ( চৈলং বস্ত্রম্ অজিনং বাত্রাদিচর্ম, চৈলাজিনে কুশেভ্যঃ উত্তরে যস্মিন্, কুশানামুপরি চর্ম তদুপরি বহুমান্তীর্ষ্য ইত্যর্থঃ ) আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং ( বিক্ষেপরহিতং ) কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ( যতাঃ সংযতাঃ চিত্তশ্চ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়াঃ যশ্চ সং ) আত্মবিশুদ্ধয়ে ( আত্মনঃ মনসঃ বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে ) যোগং যুজ্যাত্ ( অভ্যাসেৎ ) ॥১১॥১২॥

পবিত্র স্থানে আপনার স্থির, নাত্যচ্ছ, নাতিনীচ কুশের উপর বাত্রাদি চর্ম, তদুপরি বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া আসন স্থাপন করিয়া সেই আসনে বসিয়া মনকে একাগ্র করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিয়া চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন ॥১১॥১২॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।

সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বেং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভী ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ।

মনঃ সংবম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪

[ চিত্তৈক্যাগ্ৰোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নগ্রহ ] কায়-  
শিরোগ্রীবং ( কায়ঃ দেহমধ্যভাগঃ শিরঃ গ্রীবা চ, মূলাধারাদারভ্য  
মধ্যগ্রন্থপৰ্য্যন্ত ) সমং ( অবক্রং ) অচলং ( নিশ্চলং ) ধারয়ন্, স্থিরঃ  
( চৈতন্যবতঃ ) [ সন্ ] স্বেং ( স্বকীয়ং ) নাসিকাগ্রং সংপ্ৰেক্ষ্য [ উত-  
পত্যং ] দিশশ্চ অনবলোকয়ন্, প্রশান্তাত্মা ( প্রশান্তচিত্তঃ ) বিগ-  
তভীঃ ( নির্ভীকঃ ) ব্রহ্মচারিব্রতে ( ব্রহ্মচর্য্যে ) স্থিতঃ [ সন্ ] মনঃ  
সংবম্য ( প্রত্যাহৃত্য ) মচ্ছিত্তঃ ( মন্যনাঃ ) মৎপরঃ ( অহমেব পরঃ  
পূর্ব্বসার্থো যন্ত সঃ ) [ এবং ] যুক্তঃ [ ভূত্বা ] আসীত ( তিষ্ঠেৎ )  
( ব্রহ্মপদিষ্টং সাধনং কুর্যাদিতার্থঃ ) ॥১৩॥১৪॥

দেহের মধ্যভাগ মস্তক ও গ্রীবাদেশকে ( অর্থাৎ মূলাধার  
হেতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ) সরল ও নিশ্চল ভাবে ধারণ  
করিয়। স্থির হইয়া স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন করিয়া  
এবং আশ্রমিক অবলোকন না করিয়া প্রশান্তচিত্ত, নির্ভীক ও ব্রহ্ম-  
চার্য্য অবস্থিত হইয়া মনকে সংবৃত্ত করিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ  
করিয়। মৎপরায়ণ হইয়া যোগারূঢ় ব্যক্তি অবস্থান করিবেন  
( অর্থাৎ ব্রহ্মপদিষ্ট সাধন করিবেন ) ॥১৩॥১৪॥

যুগ্মেন্বং সদাঅনিং যোগী নিয়তমানসঃ ।

শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

নাত্যগ্নতন্ত্ব যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনগ্নতঃ ।

ন চাতিস্বপ্নশীলশ্চ জাগ্রতোনৈব চার্জুন ॥ ১৬

[ যোগাভাসফলমাহ ] এবং ( উক্তপ্রকারেণ ) সদা আয়ানং ( মনঃ ) যুগ্মন্ ( সমাহিতং কুর্বন্ ) নিয়তমানসঃ ( নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যন্ত সঃ ) যোগী নির্বাণপরমাং ( নির্বাণং পরমং প্রাপ্য যন্তাং তাং ) মৎসংস্থাং ( মদ্রূপেণ অবস্থিতাং ) শান্তিং ( সংসারোপরতিং ) অধিগচ্ছতি ( প্রাপ্নোতি ) ॥ ১৫ ॥

উক্ত প্রকারে সদা মনকে সমাহিত করিয়া সংযতচিত্ত যোগী নির্বাণপরমা অর্থাৎ যাহাতে নির্বাণ পাওয়া যায় এমন, মৎসংস্থা অর্থাৎ আমার স্বরূপে অবস্থিত শান্তি লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

[ যোগাভাসনিষ্ঠশ্চ আহারাদিনিয়মমাহ ] হে অর্জুন, তু ( কিস্ত ) অত্যাগ্নতঃ ( অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানশ্চ ) যোগঃ ন অস্তি, ন চ একান্তম্ অনগ্নতঃ ( অভুঞ্জানশ্চ ) ; ন চ অতিস্বপ্নশীলশ্চ ( অতিনিদ্রাশীলস্য ) ন চৈব জাগ্রতঃ ( অতিজাগ্রতঃ ) [ যোগঃ অস্তি ] ॥ ১৬ ॥

কিস্ত হে অর্জুন, অত্যাধিক ভোজনকারীর যোগ হয় না, একান্ত অনাহারীরও হয় না, অতি নিদ্রাশীলেরও হয় না, অতি জাগরণ শীলেরও হয় না ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্ত কৰ্ম্মসু ।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্তেবাবতিষ্ঠতে ।

নিষ্পৃহঃ সৰ্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥ ১৮

যুক্তাহারবিহারস্ত ( নিয়মিতাহারবিহারকারিণঃ ) কৰ্ম্মসু  
( কাৰ্য্যে) যুক্তচেষ্টস্ত ( যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যন্ত তন্ত ) যুক্তস্বপ্নাব-  
বোধস্ত ( নিয়মিতনিদ্রাজাগরণস্ত ) যোগঃ দুঃখহা ( দুঃখনিবৰ্ত্তকঃ )  
ভবতি ॥ ১৭ ॥

যিনি নিয়মিত আহার বিহার করেন, কৰ্ম্ম সকলে নিয়মিত  
রূপ চেষ্টা করেন এবং নিয়মিত রূপ নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন,  
তাহার যোগ দুঃখ নিবারক হয় ॥ ১৭ ॥

[ কদা নিষ্পন্নযোগো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ ] যদা বিনিয়তং  
( বিশেষণ নিরুদ্ধং সৎ ) চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে ( নিশ্চলং  
স্থিতি ) তদা সৰ্ব্বকামেভ্যঃ নিষ্পৃহঃ [ সন ] যুক্তঃ ( প্রাপ্তযোগঃ )  
ইতি উচ্যতে ॥ ১৮ ॥

যখন বাহ্য চিত্তা হইতে বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া চিত্ত আত্ম-  
তেই নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে তখন সৰ্ব্বকামনা হইতে নিষ্পৃহ  
ব্যক্তি যুক্ত অর্থাৎ যোগপ্রাপ্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেপ্ততে সোপমা স্মৃতা ।

যোগিনো যতচিত্তস্ত যুঞ্জতো যোগমাঅনঃ ॥ ১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিকৃদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবাত্মনাঅনং পশুনাঅনি তুষ্যাতি ॥ ২০

যথা নিবাতস্থঃ ( বাতশূন্যে দেশে স্থিতঃ ) দীপঃ ন ইপ্ততে (চলতি) আঅনঃ যোগং (আঅনবিষয়কং যোগং) যুঞ্জতঃ (অভ্যাসতঃ) যতচিত্তস্ত যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা ॥১৯॥

যেমন নির্বাতস্থানে স্থিত প্রদীপ বিচলিত হয় না, আঅনবিষয়ক যোগের অভ্যাসকারী সংযতাত্মা যোগীর অচঞ্চল চিত্তের সেইটী উপমা ॥১৯॥

যত্র ( যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে ) যোগসেবয়া ( যোগাভ্যাসেন ) নিকৃদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে, যত্রচ আঅনা (শুদ্ধেন মনস্যা) আঅনং পশুন্ আঅনি এব [ নতু বিষয়েষু ] তুষ্যাতি [ তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ ] ॥২০॥

যে অবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাস দ্বারা নিকৃদ্ধ চিত্ত উপরত হয় এবং যে অবস্থাবিশেষে শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা পরমাত্মাকে দেখিতে দেখিতে আত্মাতেই পরিতোষ পাওয়া যায় তাহাই যোগশব্দ-বাচ্য জানিও ॥২০॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র নটৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১

যং লক্ষ্য চাপরং লাভং মগ্নতে নাদিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২

[ আত্মশ্ৰেণেব তোষে হেতুমাং ] যত্র ( যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে )  
যং তং ( কিমপি ) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্ ( বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং )  
আত্মন্তিকং ( নিত্যং ) সুখং বেত্তি [ যত্র চ ] স্থিতঃ [ সন্ ] তত্ত্বতঃ  
( আত্মস্বরূপাৎ ) ন চলতি, [ তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ ] ॥২১॥

যে অবস্থাবিশেষে, সেইযে অনির্বচনীয় বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ে-  
ন্দ্রিয়সম্বন্ধের অতীত নিত্যসুখ বোধ করে এবং যে অবস্থাবিশেষে  
অবস্থিত থাকিয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত না হয়, তাহাই  
যোগশব্দ বাচ্য জানিবে ॥২১॥

[ অচলত্বমেব উপপাদয়তি ] যং ( আত্মস্বরূপং ) লক্ষ্য ততঃ  
অধিকম্ অপরং লাভং ন মগ্নতে, যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন  
অপি ( শীতোষ্ণনা ) ন বিচাল্যতে ( ন অভিভূয়তে ) [ তং যোগ-  
সংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ ] ॥২২॥

যাহা পাইয়া, অপর লাভকে তাহার অপেক্ষা অধিক মনে  
করে না এবং যে অবস্থায় থাকিয়া শীতোষ্ণাদি মহাদুঃখেও অভি-  
ভূত হয় না তাহাই যোগশব্দ বাচ্য জানিবে ॥২২॥

ତଂ ବିଦ୍ୟାଦୁଃଖସଂଯୋଗବିଯୋଗଂ ଯୋଗସଂକ୍ଷିତମ୍ ।

ସ ନିଶ୍ଚୟେନ ଯୋକ୍ତବ୍ୟୋ ଯୋଗୋହିନିର୍ବିଗ୍ନଚେତସୀ ॥୧୩

ସଂକଳ୍ପପ୍ରଭବାନ୍ କାମାଂସ୍ତ୍ୟାକ୍ତୃା ସର୍ବାନଶେଷତଃ ।

ମନସୈବେନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାମଂ ବିନିୟମ୍ୟ ସମସ୍ତତଃ ॥ ୧୪

ତଂ ( ଏବଞ୍ଚୁତମ୍ ଅବସ୍ଥାବିଶେଷଂ ) ଦୁଃଖସଂଯୋଗବିଯୋଗଂ ( ଦୁଃଖ-  
 ଶବ୍ଦେନ, ଦୁଃଖମିଶ୍ରିତତ୍ତ୍ୱାଂ ବୈଷୟିକସ୍ୱପ୍ନମପି ଗୃହ୍ୟତେ ; ଦୁଃଖସ୍ତା ସଂଯୋ-  
 ଗେନ ସ୍ପର୍ଶମାତ୍ରେଣାପି ବିଯୋଗୋ ଯଶ୍ଚିନ୍ ) ଯୋଗସଂକ୍ଷିତଂ (ଯୋଗଶବ୍ଦ-  
 ବାଚ୍ୟଂ ) ବିଦ୍ୟାଂ ( ଜ୍ଞାନୀୟାଂ ) । [ଯଦ୍ୟାପି ଶୀଘ୍ରଂ ନ ସିଦ୍ଧାତି ତଥାପି]  
 ଅନିର୍ବିଗ୍ନଚେତସୀ ( ନିର୍ବେଦରହିତେନ ଚେତସୀ ) ସଂକଳ୍ପପ୍ରଭବାନ୍  
 [ଯୋଗପ୍ରତିକୂଳାନ୍] ସର୍ବାନ କାମାନ୍ ଅଶେଷତଃ [ସର୍ବାସନାମ୍] ଯାକ୍ତୃ ।  
 [ ବିଷୟଦୋଷଦର୍ଶନା ] ମନସା ଚ ସମସ୍ତତଃ [ ସର୍ବତଃ ପ୍ରସରନ୍ତଂ ]  
 ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାମଂ ବିନିୟମ୍ୟ ସ ଯୋଗଃ [ ଶାସ୍ତ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟୋପଦେଶଜନିତେନ ]  
 ନିଶ୍ଚୟେନ ଯୋକ୍ତବ୍ୟଃ ( ଅଭ୍ୟାସନୀୟଃ ) ॥୧୩॥୧୪॥

ଏବଞ୍ଚୁତ ଅବସ୍ଥାବିଶେଷକେ ବୈଷୟିକସ୍ୱପ୍ନଦୁଃଖସମ୍ପର୍କଶୂନ୍ୟ ଯୋଗଶବ୍ଦ  
 ବାଚ୍ୟ ଜ୍ଞାନିବେ । ( ଯଦିଓ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧ ନା ହୟ ତଥାପି ) ନିର୍ବେଦ \*  
 ରହିତ ଚିନ୍ତାଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପସଞ୍ଚୁତ ଯୋଗେର ଐତିକୂଳ ବାସନାର  
 ସହିତ କାମନା ସମୁଦାୟକେ ନିଃଶେଷରୂପେ ପରିତ୍ୟାଗ କାରଣ, ବିଷୟ-  
 ଦୋଷଦର୍ଶୀ ମନଦ୍ୱାରାହି ସର୍ବତଃ ପ୍ରସାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣକେ ବିଶେଷରୂପେ

---

\* ଦୁଃଖବୁଦ୍ଧିହେତୁ ଅସତ୍ତ୍ୱେର ଶିଖିଳତାକେ ନିର୍ବେଦ ବଳେ ।



শটনঃ শটনরূপরমেদ্ বুদ্ধা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মশ্চেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

নিয়মিত করিয়া, শাস্ত্রাচার্যের উপদেশজনিত নিশ্চয়দ্বারা, সেই যোগ অভ্যাস করিবে ॥ ২৩।২৪॥

[ ধারণা মনঃ স্থিরীকৃত্যাদিত্যাহ ] ধৃতিগৃহীতয়া ( ধারণা-বশীকৃতয়া ) বুদ্ধা মনঃ আত্মসংস্থং ( আত্মনি এবং সম্যক্ স্থিতং, নিশ্চলং ) কৃত্বা শটনঃ শটনঃ ( অভ্যাসক্রমেণ নতু সহসা ) উপরমেৎ ; কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ২৫॥

ধারণাবশীকৃত বুদ্ধি দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে স্থাপন করিয়া অল্পে অল্পে উপরত হইবে ( বিরতি অভ্যাস করিবে ) ; ( উপরত হওয়া এই যে ) অত্ম কিছুই চিন্তা করিবে না ॥ ২৫॥

[ এবমপি রজোগুণবশাৎ যদি মনঃ প্রচলেৎ তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকৃত্যাদিত্যাহ ] [ স্বভাবতঃ ] চঞ্চলং [ ধায়মাগমপি ] অস্থিরং মনঃ স্তুতঃ বতঃ নিশ্চরতি ( যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি ) ততঃ ততঃ এতৎ নিয়মা ( প্রত্যাহৃত্য ) আত্মনি এবং বশং নয়েৎ ( স্থিরং কৃত্যৎ ) ॥ ২৬॥

স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং ( ধায়মাগ হইলেও ) অস্থির এমন মন

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭

যুগ্মেনেবং সদাআনং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমতান্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

যে যে বিষয়ে যায় সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে ফিরাইয়া আত্মাতেই স্থির করিবে ॥২৬॥

[ রজোগুণক্ৰয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ ] শান্তরজসং [ অতএব ] প্রশান্তমনসম্ অকল্মষং ব্রহ্মভূতম্ (ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তং) এনং যোগিনম্ উত্তমং সুখং ( সমাধিসুখং ) [ স্মরমেব ] উপৈতি হি ॥২৭॥

এই প্রকারে রজোগুণহীন প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্ত এই যোগীকে উত্তম সুখ অর্থাৎ সমাধি জনিত সুখ আপনিই আশ্রয় করে ॥২৭॥

[ ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ ] এবম্ ( অনেন প্রকারেণ ) সদা আন্যনং (মনঃ) যুগ্মেন্ (বশীকূর্বন্) বিগতকল্মষঃ (বিগতপাপঃ) যোগী সুখেন ( অনায়াসেন ) ব্রহ্মসংস্পর্শং ( ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ ) অবিদ্যানিবর্তকঃ সাক্ষাৎকারঃ তদেব ) অতান্তং ( সর্বোত্তমং ) সুখম্ অশ্নুতে (জীবনুত্তোভবতি) ॥২৮॥

এইরূপে সদা মনকে বশীভূত করতঃ নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ সর্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন ( অর্থাৎ জীবনুত্ত হন ) ॥২৮॥

সৰ্বভূতস্বমাত্মানং সৰ্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সৰ্বত্র সমদৰ্শনঃ ॥ ২৯

যো মাং পশুতি সৰ্বত্র সৰ্বঞ্চ ময়ি পশুতি ।

তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশুতি ॥ ৩০

[ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারম্বেব দৰ্শয়তি ] যোগযুক্তাত্মা ( যোগেন সমাহিতচিত্তঃ ) সৰ্বত্র সমদৰ্শনঃ ( সমং ব্রহ্মৈব পশুতীতি তথা ) [ সংযোগী ] [অবিদ্যাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যম্] আত্মানং সৰ্বভূতস্বং ( ব্রহ্মাদিস্তাবরাস্তেষু অবস্থিতং ) সৰ্বভূতানিচ আত্মনি [অভেদেন] ঈক্ষতে ॥২৯॥

যোগদ্বারা সমাহিতচিত্ত এবং সৰ্ব বিষয়ে সমদৰ্শন অর্থাৎ ব্রহ্মাবলোকনকারী সেই যোগী নিরবচ্ছিন্ন আত্মাকে ব্রহ্মাদিস্তাবর পর্যান্ত সৰ্বভূতে অবস্থিত দেখেন, এবং সৰ্বভূতকে আত্মাতে অভেদে দৰ্শন করেন ॥২৯॥

[ আত্মজ্ঞানশ্চ সৰ্বভূতাত্মতয়া মনুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ ] যঃ মাং সৰ্বত্র ( ভূতমাত্রে ) পশুতি, ময়ি চ সৰ্বং পশুতি, তস্মাহং ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্যো ভবামি) সচ মে ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্যো ভবতি ) ॥৩০॥

যিনি আমাকে সৰ্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্রে দেখেন এবং আমাতে জীবমাত্রকে দেখেন আমি তাঁহার অদৃশ্য হইনা, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না ॥ ৩০ ॥

সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সৰ্বথা বৰ্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বৰ্ত্ততে ॥ ৩১

আত্মোপমোন সৰ্বত্র সমং পশ্যতি যোহৰ্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

[ নট্বেবংভূতো বিধিকঙ্করঃ স্তাদিত্যাহ ] যঃ সৰ্বভূতস্থিতং  
মাম্ একত্বম্ আস্থিতঃ ( অভেদমাস্থিতঃ ) ভজতি সৰ্বথা অপি  
( সৰ্বেষু বিষয়েষুপি ) বৰ্ত্তমানঃ স যোগী ময়ি বৰ্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

যিনি সৰ্বভূতে অবস্থিত আমাকে একত্বে আশ্রয় করিয়া  
( ভেদজ্ঞানপরিতাগপূৰ্বক ) ভজনা করেন, সকল বিষয়ে থাকি-  
য়াও সেই যোগী আমাতে অবস্থান করেন ॥ ৩১ ॥

[ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সৰ্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ ]  
হে অৰ্জুন, যঃ সৰ্বত্র ( সৰ্বেষু ভূতেষু ) আত্মোপমোন ( আত্মতুল-  
নয়া ) সমং পশ্যতি [ তথা ] সুখং বা যদিবা ( অথবা ) দুঃখং  
[ সমং পশ্যতি ইতি শেষঃ ] সঃ যোগী পরমোমতঃ ॥ ৩২ ॥

হে অৰ্জুন, যিনি আত্মতুলনায় সৰ্বজীবে সমান দেখেন এবং  
সুখ দুঃখ সমান দেখেন আমার মতে সেই যোগী শ্রেষ্ঠ ॥ ৩২ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

যোহিং যোগস্তু য়া প্রোক্তঃ স্যাম্যেন মধুসূদন ।

এতস্তাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম্ ।

তস্তাহং নিগ্রহং মন্ত্রে বায়োরিব সূক্ষ্মকরম্ ॥ ৩৪

[উক্তরূপস্য যোগস্তাসম্ভবং মন্থানঃ] অৰ্জুন উবাচ, হে মধুসূদন, ত্বয়া স্যাম্যেন (মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন) অয়ং যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ, এতস্য (যোগস্য) স্থিরঃ (নিশ্চলঃ) স্থিতিং (অবস্থাং) [মনসঃ] চঞ্চলত্বাৎ অহং ন পশ্যামি ॥৩৩॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন, তুমি সমতা দ্বারা (অর্থাৎ মনের লয়বিক্ষেপশূন্যতা হেতু কেবল আত্মাকারে অবস্থান দ্বারা) এই যে যোগ কহিলে, মনের চাঞ্চল্য বশতঃ আমি ইহার নিশ্চল অবস্থা (অর্থাৎ ভেদজ্ঞানশূন্যতা হেতু কেবল আত্মাকারে অবস্থানরূপ মনের যে স্থিতি তাহা) বুঝিতে পারিতেছি না ॥৩৩॥

[এতৎ ক্ষুণ্ণয়তি] হে কৃষ্ণ, হি [নিশ্চিতং] মনঃ চঞ্চলং [স্বভাবেন চঞ্চলং] প্রমাথি [দেহেন্দ্রিয়কোভকরং] [কিঞ্চ] বলবৎ [বিচারেণাপি অজৈয়ং] [কিঞ্চ] দৃঢ়ং [বিষয়বাসনানু-বদ্ধতয়া দুর্ভেদ্যম্] অহং তস্য [মনসঃ] নিগ্রহং [নিরোধং] বায়োঃ ইব সূক্ষ্মকরং মন্ত্রে ॥৩৪॥

হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়কোভকর, অজৈয় ও দৃঢ় ;

শ্রীভগবানুবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কোন্তেষ বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥ ৩৫

অসংযতান্না যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যান্না তু যততা শক্যোহ্বাপ্তু মুপায়তঃ ॥ ৩৬

আমি তাহার নিরোধ বায়ুর নিরোধের ন্যায় ছুকের মনে করিতেছি ॥৩৪॥

[ মনোনিগ্রহোপায়ঃ ] শ্রীভগবান্ উবাচ, হে মহাবাহো, মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং [ চঞ্চলং ] চ, [ এতৎ ] অসংশয়ম্ [ এব ] ; তু ( কিন্তু ) হে কোন্তেষ, অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥৩৫॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল ইহাতে সংশয় নাই ; কিন্তু হে কোন্তেষ, অভ্যাস দ্বারা এবং বিষয়বিতৃষ্ণা দ্বারা মনকে নিগৃহীত করিতে পারা যায় ॥৩৫॥

[এতাব্যংস্ত্রিহ নিশ্চয় ইত্যাহ] অসংযতান্না (অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাসমংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (প্রাপ্তুমশকাঃ) ইতি মে মতিঃ; বশ্যান্না (বশ্যঃ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাসং বশবর্তী আত্মা চিত্তং যস্ত তেন ) তু [ পুরুষেণ ] উপায়তঃ যততা ( গুরুপদ্বিষ্টোপায়েন শ্রয়ত্বং কুর্ব্বতা ) [ যোগঃ ] অবাপ্তুংশকাঃ ॥ ৩৬ ॥

যাঁহার চিত্ত সংযত নহে, এতাদৃশ ব্যক্তির যোগ দুষ্প্রাপ্য ইহা আমার বোধ হয়, কিন্তু সংযতচিত্ত ব্যক্তি গুরুপদ্বিষ্ট উপায় দ্বারা

অৰ্জুন উবাচ ।

অযতিঃ শ্রদ্ধাযোগেপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্ট শিহ্নান্নমিব নশ্রুতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮

প্রযত্নশীল হইলে যোগ পাইতে পারেন । [ সংযত=অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীকৃত ] ॥৩৬॥

[ অভ্যাসবৈরাগ্যভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসমগ্জ্ঞানঃ কিং ফল-  
মাপ্নোতীতি ] অৰ্জুনঃ উবাচ, যে কৃষ্ণ, [ প্রথমঃ ] শ্রদ্ধয়া উপেতঃ  
( শ্রদ্ধাযুক্তঃ ) [ যোগে প্রবৃত্তঃ ] [ ততঃ পরম্ ] অযতিঃ ( সমাক্  
ন যততে কিন্তু শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ ) যোগাৎ চলিতমানসঃ  
( মন্দবৈরাগ্যঃ ) যোগসংসিদ্ধিং ( যোগফলং জ্ঞানং ) অপ্রাপ্য  
কাং গতিং গচ্ছতি ( প্রাপ্নোতি ) ॥৩৭॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগে প্রবৃত্ত  
হইয়া তৎপরে শিথিলাভ্যাস হওয়ায় যোগ হইতে যাহার মানস  
বিচলিত হইয়াছে সে ব্যক্তি যোগফল (জ্ঞান) না পাইয়া কি গতি  
প্রাপ্ত হইবে ? ॥৩৭॥

[ প্রশ্নাভিপ্রায়ঃ বিব্রণোতি ] হে মহাবাহো, ব্রহ্মণঃ পথি  
( ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ে মার্গে ) বিমূঢ়ঃ [সন্] অপ্রতিষ্ঠঃ ( নিরাশ্রয়ঃ )  
উভয়বিভ্রষ্টঃ সঃ শিহ্নান্নমিব ন নশ্রুতি কচ্চিৎ ॥৩৮॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তু মইশ্চশেষতঃ ।

ত্বদন্তঃ সংশয়স্ত্যস্ত ছেত্তা ন হ্যাপপদ্যতে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্ত্যস্ত বিদ্যতে ।

নহি কল্যাণকুং কশ্চিদুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

হে মহাবাহো, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথে বিমূঢ় হইয়া নিরাশ্রয় ও উভয়বিভ্রষ্ট \* সেই ব্যক্তি ছিন্ন মেঘের স্থায় নষ্ট হইয়া কি ? ॥৩৮॥

হে কৃষ্ণ, মে (মম) এতৎ সংশয়ম্ অশেষতঃ ছেত্তুন্ম্ অহঁসি ; ত্বদন্তঃ অস্ত্য সংশয়স্ত্য ছেত্তা ( নিবর্তকঃ ) ন উপপদ্যতে ॥৩৯॥

হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন কর ; তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের নিবর্তক আর নাই ॥৩৯॥

[ অত্রোত্তরঃ ] শ্রীভগবান্ উবাচ, হে পার্থ, নৈব ইহ [লোকে] ত্যস্ত বিনাশঃ ( উভয়ভ্রংশাৎ পাতিতাং ) নচ অমুত্র ( পরলোকে ) [ ত্যস্ত বিনাশঃ নরকপ্রাপ্তিঃ ] বিদ্যতে ; হি ( যতঃ ) হে তাত, কল্যাণকুং ( শুভকারী ) কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি ॥৪০॥

---

\* ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ হেতু এবং কর্মের অননুষ্ঠান হেতু কর্মফল স্বর্গাদি পান না ; এ দিকে যোগভ্রষ্ট হওয়াতে মোক্ষও প্রাপ্ত হন না, অতএব উভয় বিভ্রষ্ট ।



প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিদ্ধা শাস্বতীঃ সমাঃ ।  
 শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগব্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১  
 অথবা যোগিনান্যেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।  
 এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২

ঐভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ, ইহলোকে তাঁহার বিনাশ  
 ( উভয়ভ্রংশ হেতু পাতিত্য ) এবং পরলোকেও তাঁহার বিনাশ  
 ( নরকপ্রাপ্তি ) হয় না ; যে হেতু, হে তাত, শুভকারী কেহই  
 দুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ ৪০ ॥

[ তর্হি বিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ ] যোগব্রষ্টঃ পুণ্য-  
 কৃতাং ( পুণ্যকারিণাং ) লোকান্ প্রাপ্য [ তত্র ] শাস্বতীঃ সমাঃ  
 ( বহুন্ বৎসরান্ ) উষিদ্ধা ( বাসসুখমলুভূয় ) শুচীনাং ( সদাচারিণাং )  
 শ্রীমতাং ( ধনিনাং ) গেহে অভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

সেই যোগব্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারিগণের লোক সকল প্রাপ্ত  
 হইয়া তথায় বহুবৎসর বাসসুখ অনুভব করিয়া পরে সদাচার  
 ধনিগণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

[ চিরান্ত্যন্তযোগব্রংশেতু পক্ষান্তরমাহ ] অথবা যোগিনাঃ  
 ( যোগনিষ্ঠানাং ) ধীমতাম্ ( জ্ঞানিনাম্ ) এব কুলে ভবতি ;  
 ঐদৃশং যৎ জন্ম, লোকে এতৎ হি দুর্লভতরম্ ॥ ৪২ ॥

অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণেরই বংশে জন্মগ্রহণ করেন ; ঐদৃশ  
 যে জন্ম, তাহা জগতে নিশ্চয়ই দুর্লভতর ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্ব্বেদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

পূৰ্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হবশোহপি সঃ ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগশ্চ শব্দব্রজ্ঞাতিবৰ্দ্ধতে ॥ ৪৪

তত্র ( দ্বিপ্রকারেহপি জন্মনি ) পৌৰ্ব্বেদেহিকং ( পূৰ্ব্বেদেহে  
ভবং ) তং বুদ্ধিসংযোগং ( ব্রজ্ঞবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং ) লভতে ।  
ততশ্চ হে কুরুনন্দন, ভূয়ঃ ( অধিকং ) সংসিদ্ধৌ (মোক্ষে) যততে  
( প্রযত্নং করেতি ) ॥৪৩॥

তিনি সেই দুইপ্রকার জন্মেই পূৰ্ব্বেদেহে জাত সেই ব্রজ্ঞবিষয়ক  
বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন ; অনন্তর মোক্ষবিষয়ে অধিক প্রযত্ন  
করিয়া থাকেন ॥৪৩॥

[তত্রহেতুঃ] তেনৈব হি পূৰ্ব্বাভ্যাসেন (পূৰ্ব্বেদেহকৃত্যভ্যাসেন)  
এব অবশঃ ( কৃতশ্চিৎ অন্তরায়ং অনিচ্ছুরপি ) সঃ হ্রিয়তে  
( ব্রজ্ঞনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে ) ; যোগশ্চ [ স্বরূপং ] জিজ্ঞাসুরপি ( জিজ্ঞা-  
সুরেব, ন তু প্রাপ্তযোগঃ ) শব্দব্রজ্ঞ (বেদং) অতিবৰ্দ্ধতে (বেদোক্ত-  
কৰ্ম্মফলানি অতিক্রামতি, তেভ্যঃ অধিকং ফলং প্রাপা মুচ্যতে  
ইত্যর্থঃ ) ॥৪৪॥

তিনি কোন অন্তরায় হেতু অনিচ্ছুক হইলেও সেই পূৰ্ব্বেদেহ-  
জাত অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রজ্ঞনিষ্ঠ করিয়া থাকে । যোগের

প্রযত্নাদ্যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিলিষঃ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কর্শ্নিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবাজ্জুন ॥ ৪৬

স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিও বেদকে অতিক্রম করিয়া থাকেন  
অর্থাৎ বেদোক্ত কর্মফলসকল অপেক্ষাও অধিক ফল পাইয়া  
মুক্ত হইয়া থাকেন ॥৪৪॥

তু ( কিস্তু ) প্রযত্নাৎ যতমানঃ ( উত্তরোত্তরমধিকং যোগে যত্নং  
করন্ ) যোগী সংশুদ্ধকিলিষঃ ( বিধৃতপাপঃ ) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ  
( অনেকষু জন্মসু উপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যক্ জ্ঞানী হুত্বা )  
ততঃ পরাং ( শ্রেষ্ঠাং ) গতিং যাতি ॥৪৫॥

কিস্তু প্রযত্নসহকারে উত্তরোত্তর যোগে অধিক যত্নশীল যোগী  
নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মে সংবান্ধিত যোগ দ্বারা সম্যক্ জ্ঞানী  
হইয়া অনন্তর পরমগতি প্রাপ্ত হন ( ইহা কি আর বলিতে  
হইবে ? ) ॥৪৫॥

যোগী তপস্বিভ্যঃ ( তপোনিষ্ঠেভ্যঃ ) অধিকঃ ( শ্রেষ্ঠঃ ) ;  
জ্ঞানিভ্যঃ ( শাস্ত্রবিজ্ঞানবদভ্যঃ ) আপ অধিকঃ ; কর্শ্নিভ্যশ্চ (ইষ্টা-  
পূর্তাথাকর্মকারিভ্যঃ ) অধিকঃ [মম] মতঃ ( অভিমতঃ ) ; তস্মাৎ  
হে অর্জুন, ত্বং যোগী ভব ॥৪৬॥

যোগী তপোনিরতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রবিজ্ঞানবিৎদিগের

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তুরাশ্বনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭

অভ্যাসযোগঃ ।

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইষ্টাপূর্ত্তাদি \* কৰ্ম্ম পরায়ণগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ,  
আমার অভিমত ; অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও ॥৪৬॥

[ যোগিনামপি যমনিয়মাদিপর্যাং মধ্যে মদন্ততঃ শ্রেষ্ঠ  
ইত্যাহ ] শ্রদ্ধাবান্ যঃ মদগতেন ( মযাসক্তেন ) অস্তুরাশ্বনা  
( মনসা ) মাং ভজতে সঃ সর্বেষাং যোগিনামপি যুক্ততমঃ ( যোগ-  
যুক্তেষু শ্রেষ্ঠঃ ) মে মতঃ ( অভিমতঃ ) ॥৪৭॥

শ্রদ্ধাবান্ যে ব্যক্তি মদগতচিত্ত দ্বারায় আমাকে ভজনা করেন  
তিনি সকল যোগীদিগের মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ অতি শ্রেষ্ঠ যোগী  
এবং আমার অভিমত ॥৪৭॥

ইতি অভ্যাসযোগ ।

\* সাধারণের হিতার্থ ষড়্ভুজাদি খনন প্রভৃতি কৰ্ম্ম ॥

## সপ্তমোঃধ্যায়ঃ



শ্রীভগবান্ উবাচ ।

মমাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রা মাং যথা জ্ঞাস্তসি তচ্ছৃণু ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ । হে পার্থ, ময়ি আসক্তমনাঃ (অভিনিবিষ্ট-  
চিত্তঃ) মদাশ্রয়ঃ (অন্যশরণঃ) [সন্] যোগং যুঞ্জন্ (অভ্যাসন্)  
সমগ্রং (বিভূতিবলৈশ্বর্যাদিসহিতং) মাম্ অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্তসি  
তৎ শৃণু ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন । হে পার্থ, তুমি আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ও  
অন্যশরণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিলে বিভূতিবল ও ঐশ্বর্যাদি-  
যুক্ত আমাকে নিঃসংশয়ে যেক্রমে জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ  
কর ॥১॥

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

বজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্জাতবামবশিষ্যতে ॥ ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

অহং তে (তুভ্যং) সবিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞানম্ অনুভবঃ তৎসহিতম্) ইদং [মদবিষয়ং] জ্ঞানম্ অশেষতঃ (সাকল্যেন) বক্ষ্যামি; যৎ জ্ঞাত্বা ইহ (জগতি) ভূয়ঃ (পুনঃ) অন্তঃ জাতবাং ন অবশিষ্যতে ॥২॥

আমি তোমায় বিজ্ঞান সহিত এই মদবিষয়ক জ্ঞান বিশেষ-রূপে বলিব; যাহা জানিয়া জগতে আর কিছু জানিবার বিষয় অবশিষ্ট থাকে না ॥২॥

[মদভক্তিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ] মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ [পুণ্যবশাৎ] সিদ্ধয়ে (আত্মজ্ঞানায়) যততি (প্রযততে); যততামপি (প্রযত্নং কুর্বতামপি) [সহস্রেষু কশ্চিৎ প্রাপ্তনপুণ্যবশাৎ] আত্মানং বেত্তি; তাদৃশানাং সিদ্ধানাং (আত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং) [সহস্রেষু কশ্চিৎ] মাং (পরমাত্মানং) তত্ত্বতঃ বেত্তি ॥৩॥

মনুষ্যাদিগের অনেক সহস্রের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃষ্ট পুণ্যবশে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্ত প্রযত্ন করেন; প্রযত্নকারিগণের অনেক সহস্রের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বজন্মের পুণ্যবশে আত্মজ্ঞান লাভ করেন; তাদৃশ আত্মজ্ঞানসিদ্ধগণের অনেক সহস্রের মধ্যে কেহ বা আমায় পরমাত্মস্বরূপে প্রকৃতপ্রস্তাবে জানিতে পারেন ॥৩॥

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪

অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো বয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫

[ পরাপরভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ ] ভূমিঃ (গন্ধতন্মাত্রাং) আপঃ (রসতন্মাত্রাং) অনলঃ (রূপতন্মাত্রাং) বায়ুঃ (স্পর্শতন্মাত্রাং) খং (আকাশঃ শব্দতন্মাত্রাং) মনঃ (তৎকারণভূতঃ অহঙ্কারঃ) বুদ্ধিঃ (তৎকারণভূতঃ মহত্ত্বং) অহঙ্কারঃ (তৎকারণমবিদ্যা) ইতি এব মে প্রকৃতিঃ (অপরা প্রকৃতিঃ) অষ্টধা ভিন্না (বিভাগং প্রাপ্তা) ॥ ৪ ॥

ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ বোম মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আট রূপে আমার প্রকৃতি বিভক্তা ॥৪॥

[অষ্টধা বা প্রকৃতিঃ উক্তা] ইয়ং তু অপরা (জড়ত্বাৎ নিকৃষ্টা) ; ইতঃ [সকাশাৎ] পরাম্ (প্রকৃষ্টাং) অত্যাং জীবভূতাং (জীবস্বরূপাং) মে প্রকৃতিং বিদ্ধি ; হে মহাবাহো, যয়া (চেতনয়া) [ স্বকর্মদ্বারেণ ] ইদং জগৎ ধার্য্যতে ॥৫॥

হে মহাবাহো, অষ্ট প্রকার যে প্রকৃতির কথা কহিলাম, ইহা কিন্তু অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য একটি জীবস্বরূপ অর্থাৎ চেতনময়ী আমার প্রকৃতি অবগত হও ; যে প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে ॥৫॥

এতদ্যোনীনি ভূতানি সৰ্ব্বাণীত্বাপধারয় ।

অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬

মন্তঃ পরতরং নাশ্রুৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সৰ্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥ ৭

রসোহহমপ্সু কোন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ।

প্রণবঃ সৰ্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

[ স্বস্ত তদ্বারা সৃষ্টাদিকারণস্থ মাহ ] সৰ্ব্বাণি ভূতানি এতদ্ যোনিনি ( এতে দ্বিবিধে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তানি ) ইতি অবধারয় [ বুধাশ্ব ] ; অহং কৃৎসন্ত ( সপ্রকৃতিকন্ত ) জগতঃ প্রভবঃ ( পরমকরণং ) তথা প্রলয়ঃ ( সংহর্তা ) ॥ ৬ ॥

সমুদায়ভূত এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা জানিও । আমি প্রকৃতিসমেত জগতের পরম কারণ এবং সংহার কর্তা ॥ ৬ ॥

[ যস্মাৎ এবং তস্মাৎ ] হে ধনঞ্জয়, মন্তঃ পরতরং ( শ্রেষ্ঠং ) অশ্রুৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি ; সূত্রে মণিগণা ইব ময়ি ইদং সৰ্ব্বং [ জগৎ ] প্রোতং ( গ্রথিতম্ ) ॥ ৭ ॥

হে ধনঞ্জয়, আমি হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ; সূত্রে মণিগণের স্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে ॥ ৭ ॥

[ জগতঃ স্থিতিহেতুত্বং প্রণকয়তি ] হে কোন্তেয়, অহং অপ্সু রসঃ, শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা, সৰ্ব্ববেদেষু প্রণবঃ, খে ( আকাশে ) শব্দঃ, নৃষু পৌরুষম্ অস্মি ॥ ৮ ॥



পুণ্যোগকঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ ।  
 জীবনং সৰ্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপস্বিষু ॥ ৯  
 বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।  
 বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০

হে কৌন্তেয়, আমি জলে রসস্বরূপ, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভাস্বরূপ,  
 সৰ্ববোধে ওঁকারস্বরূপ, আকাশে শব্দ স্বরূপ, এবং মনুষ্যসকলে  
 পৌরুষ স্বরূপ অবস্থিত আছি ॥৮॥

পৃথিব্যাং চ পুণ্যোগকঃ, বিভাবসৌ ( অগ্নৌ ) চ তেজঃ অস্মি,  
 সৰ্বভূতেষু জীবনং, তপস্বিষু চ তপঃ অস্মি ॥৯॥

আমি পৃথিবীতে পবিত্রগন্ধ, অগ্নিতে তেজঃ, সৰ্বভূতে জীবন,  
 এবং তপস্বিগণে তপঃস্বরূপে আছি । ৯॥

হে পার্থ, মাং সৰ্বভূতানাং বীজং, সনাতনং ( নিত্যং ) বিদ্ধি,  
 অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ ( প্রজ্ঞা ), তেজস্বিনাং ( প্রগল্ভানাং )  
 তেজঃ অস্মি ॥১০॥

হে পার্থ, আমাকে সৰ্বভূতের বীজ এবং সনাতন অর্থাৎ নিত্য  
 বলিয়া জানিও ; আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের  
 তেজঃ স্বরূপে আছি ॥১০॥

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।

ধর্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১

হে ভরতর্ষভ, অহং বলবতাম্ কামরাগবিবর্জিতং ( কামঃ  
অপ্রাপ্তেষু বস্তুষু অভিলাষঃ ( রাজসঃ ) ; রাগঃ অভিলষিতে  
অর্থে প্রাপ্তেহপি পুনরধিকে অর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকতৃষ্ণাপরপর্যায়ঃ  
( তামসঃ ) তাভ্যাং বিবর্জিতং ) বলং [ সাত্ত্বিকং স্বধর্মানুষ্ঠান-  
সামর্থ্যং ] : ভূতেষু ধর্মাবিরুদ্ধঃ ( স্বদারেষু পুত্রোৎপত্তিমাত্রো-  
পযোগী ) কামঃ অস্মি ॥১১॥

আমি বলবানদিগের কামরাগ বিবর্জিত \* বল অর্থাৎ সাত্ত্বিক  
স্বধর্মানুষ্ঠান সামর্থ্য ; এবং প্রাণিসকলে ধর্মের অবিরুদ্ধ কাম  
অর্থাৎ স্বীয় স্ত্রীতে পুত্রোৎপত্তিমাত্রোপযোগী বলরূপে অবস্থিত  
আছি ॥১১॥

\* কাম=অপ্রাপ্ত বস্তুতে অভিলাষ [ রাজসিক ] ; রাগ=  
অভিলষিত অর্থ প্রাপ্ত হইলেও আরো অধিক বিষয়ে চিত্তরঞ্জন-  
াত্মক তৃষ্ণা [ তামসিক ] এই উভয় রহিত ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে ।

মত্ত এবৈতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সৰ্ব্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩

যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ ( শমদমাদয়ঃ ) রাজসাঃ ( হর্ষদ-  
র্পাদয়ঃ ) তামসাঃ ( শোকমোহাদয়ঃ ) [ প্রাণিনাং স্বকর্্মবশাৎ  
জায়ন্তে [তান্ সৰ্ব্বান মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি ; [ তথাপি ] তেষু  
অহং ন [ বর্তে ] ( জীববৎ তদধীনোহং ন ভবামি ) তে তু [ মদ-  
ধীনাঃ সন্তঃ ] ময়ি [ বর্তন্তে ] ॥১২॥

যে সকল সাত্ত্বিক ভাব অর্থাৎ শমদমাদি, রাজসিক ভাব  
অর্থাৎ হর্ষদর্পাদি এবং তামসিকভাব অর্থাৎ শোকমোহাদি প্রাণি-  
গণের কর্্মবশে জন্মে, সে সকলকে আমি হইতে উৎপন্ন জানিও ;  
তথাপি আমি সে সকলে থাকি না অর্থাৎ জীববৎ সে সকলের  
অধীন নহি ; কিন্তু সে সকল ( আমার অধীন হইয়া ) আমাতে  
আছে ॥১২॥

[ এবংভূতং ত্বাং পরমেশ্বরময়ং ক্লানঃ কিমতি ন জানাতীত্যাত  
আহ ] এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ( কামলোভাদিগুণবিকারৈঃ )  
ভাবৈঃ ( স্বভাবৈঃ ) মোহিতম্ ইদং সৰ্ব্বং জগৎ এভ্যঃ ( ভাবেভ্যঃ )  
পরং ( এতেষাংনিয়ন্তারং ) অব্যয়ং ( নির্বিকারং ) মাং ন  
অভিজানাতি ॥১৩॥

দৈবী হেযা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যায়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪

ন মাং দুষ্টতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।

মায়াপহৃতজ্ঞানা আসুরা ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫

এই ত্রিবিধগুণময় ( অর্থাৎ গুণবিকার কামলোভাদি ) ভাব-  
সকল কর্তৃক মোহিত এই সমুদায় জগৎ, এই সকল ভাব হইতে  
শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ইহাদের নিরন্তর এবং নির্বিকার আমার স্বরূপতঃ  
জানিতে পারে না ॥১৩॥

[ কে তহি'ত্বাং জানন্তীত্যত আহ ] এষা গুণময়ী ( সৎবাদি-  
গুণবিকারাত্মিকা ) দৈবী ( অলৌকিকী ) মম মায়া ( শক্তিঃ ) হি  
( নিশ্চিতং ) দুরত্যায়া ( দুষ্টরা ) : যে মামেব প্রপদ্যন্তে ( ভজন্তি )  
তে এতাং মায়াং তরন্তি [ অতঃ মাং জানন্তি ] ॥১৪॥

এই সৎবাদিগুণবিকারময়ী, অলৌকিকী আমার মায়া অর্থাৎ  
শক্তি নিশ্চয়ই দুষ্টরা : যাহারা আমারেই ভজনা করেন তাহারা  
এই সুদুষ্টরা মায়াকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ আমারে স্বরূপতঃ  
জানিতেপারেন ॥১৪॥

[ কিমিতি তহি' সর্বে ত্বামেব ন ভজন্তি তত্রাহ ] দুষ্টতিনঃ  
( পাপশীলাঃ ) মূঢ়াঃ ( বিবেকশূণ্ণাঃ ) নরাধমাঃ মায়ায়া অপহৃত-  
জ্ঞানাঃ আসুরা ভাবমাশ্রিতাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে ॥১৫॥

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহর্জুন ।

আর্ত্তো জিজ্ঞাস্বরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহতার্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

পাপশীল বিবেকহীন নরাধমগণ মায়া দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া  
আত্মরিক স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আমারে ভজনা করে না ॥ ১৫ ॥

হে ভরতর্ষভ, অর্জুন, আর্ত্তঃ ( রোগাদ্যভিভূতঃ ) জিজ্ঞাসুঃ  
( আত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ ) অর্থার্থী ( অত্র পরত্রচ ভোগসাধনভূতার্থপ্রে-  
প্তঃ ) জ্ঞানী ( আত্মবিৎ ) চ [ ইতি ] চতুর্বিধাঃ ( পূর্বজন্মস্ব-  
কৃতপুণ্যাঃ ) জনাঃ মাং ভজন্তে ॥ ১৬ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, রোগাদিতে অভিভূত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু,  
ইহলোক ও পরলোকে ভোগ সাধনভূত অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছু এবং  
আত্মজ্ঞানশালী এই চারি প্রকার স্কৃতিশালী ব্যক্তির। আমাকে  
ভজনা করে ॥ ১৬ ॥

তেষাং [ মধ্যে ] নিত্যযুক্তঃ ( সদা মনিষ্ঠঃ ) একভক্তিঃ  
( একস্মিন্ মযোব ভক্তির্যস্য সঃ ) জ্ঞানী বিশিষ্যতে ( বিশিষ্টোভবতি );  
অহং হি জ্ঞানিনঃ অত্যাং প্রিয়ঃ স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তাহাদের মধ্যে সর্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান ও একমাত্রআমাতে  
ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, আর  
তিনিও আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

উদারাঃ সৰ্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাঐব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাহুদেবঃ সৰ্ব্বমিতি স মহাত্মা স্নহুল্লভঃ ॥ ১৯

[ তর্হি কিমিতরে ত্রয় স্বদুভক্তাঃ সংসরন্তি ? নহি নহি ইত্যাহ ] এতে সৰ্ব্বে এব উদারাঃ ( মহান্তঃ, মোক্ষভাগীঃ এব ইত্যর্থঃ ) জ্ঞানীতু আত্মা এব [ ইতি ] মে মতম্ ( নিশ্চয়ঃ ) ; হি ( যস্মাৎ ) যুক্তাত্মা ( মদেকচিত্তঃ ) সঃ অনুত্তমাং ( সৰ্ব্বোৎকৃষ্টাং ) গতিং মাম্ এব আস্থিতঃ ( আশ্রিতবান্ ) ॥ ১৮ ॥

ইংহারা সকলেই মহান্ অর্থাৎ মোক্ষভাগী ; কিন্তু জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ এই আমার মত, যেহেতু মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট গতি আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

বহুনাং জন্মনাং [কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন] অন্তে [জন্মনি] জ্ঞানবান্ [ সন্ ] সৰ্ব্বম্ ( ইদং চরাচরম্ ) বাহুদেবঃ ইতি [ সৰ্ব্বা-অদৃষ্টা ] মাং প্রপদ্যতে ; স মহাত্মা স্নহুল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

অনেক জন্মের পরে ( কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া পুণ্যের উপচয় দ্বারা শেষ জন্মে ) জ্ঞানবান্ হইয়া, এই চরাচর বিশ্বই বাহুদেব এই প্রকার আত্মদৃষ্টিতে আমাকে উপাসনা করেন ; তেমন মহাত্মা স্নহুল্লভ ॥ ১৯ ॥

কামৈশ্চৈশ্চৈব্রতজ্ঞানাস্থৈঃ প্রপদ্যন্তেহুদেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃশ্রদ্ধয়াচিঁতুমিচ্ছতি ।

তস্মৈ তস্মৈচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধান্যাহম্ ॥২১

[ যে তু কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে তে সংসরন্তী-  
স্তাহ ] তৈঃ তৈঃ ( পুত্রকীর্তিশত্রুজয়াদিবিষয়েঃ ) কামৈঃ হুত-  
জ্ঞানঃ ( অপহৃতবিবেকাঃ ) [ সন্তুঃ ] [ তত্তদেবতারাদানে যো যো  
নিয়মঃ উপবাসাদিলক্ষণঃ ] তং তং নিয়মম্ আগ্রায় ( সৌকৃত্য ) স্বয়া  
( স্বকীয়য়া ) প্রকৃত্যা ( পূর্বাভ্যাসবাসনয়া ) নিয়তাঃ [ সন্তুঃ ]  
অশ্রুদেবতাঃ ( ক্ষুদ্রদেবতাঃ ভূতপ্রেতযক্ষাদয়ঃ ) প্রপদ্যন্তে ॥২০॥

(পুত্রকীর্তি শত্রুজয়াদি বিষয়ক) সেই সেই সেই কামনায় হুত-  
জ্ঞান ব্যক্তিয়া, সেই সেই দেবতার আরাধনে (উপবাসাদি যে যে  
নিয়ম আছে) সেই সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া স্বকীয় প্রকৃতি  
অর্থাৎ পূর্বাভ্যাস বাসনায় নিয়মিত হইয়া অশ্রু দেবতা অর্থাৎ  
ভূত প্রেত যক্ষাদি ক্ষুদ্র দেবতা সকল ভজনা করিয়া থাকে ॥২০॥

যো যো ভক্তঃ যাং যাং তনুং ( দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিঃ )  
শ্রদ্ধয়া অর্চিঁতুম্ ইচ্ছতি ( প্রবর্ত্ততে ) অহং তস্মৈ তস্মৈ [ তৎতনুমূর্ত্তি-  
বিষয়াং ] তাম্ এব অচলাং ( দৃঢ়াং ) শ্রদ্ধাং বিদধামি ॥২১॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যাৱাধনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়েব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২

অস্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্বত্যান্নমেধসাম্ ।

দেবান্ দেবযজোঁ যান্তি মদন্তা যান্তি মাংপি ॥ ২৩

যে যে ভক্ত দেবতারূপ মদীয় যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে  
অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই সেই ভক্তের সেই সেই  
মূর্ত্তি বিষয়ক তাদৃশই দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি ॥ ২১ ॥

সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ [ সন ] তস্মৈ ( তনোঃ ) আৱাধনম্  
ঈহতে ( করোতি ) ততশ্চ ( দেবতাবিশেষাং ) [ তদ্বদেবতান্ত-  
র্যামিনা ] ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ ( সংকল্পিতান্ ) হি  
( নিশ্চিতং ) লভতে ॥ ২২ ॥

সেই ভক্ত সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহার ( মূর্ত্তির ) আৱাধনা  
করে ; এবং সেই সেই দেবতার অন্তর্যামিকপে অবস্থিত আমা-  
কর্তৃক বিহিত সেই সকল কামনা সেই সেই দেবতা বিশেষ হইতে  
লাভ করে ॥ ২২ ॥

[ তথাপি সাক্ষাৎ মদন্তক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতী-  
তাহ ] তু ( কিন্তু ) অল্পমেধনাং ( পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং ) তেষাং তৎফলং  
অস্তবৎ ( বিনাশি ) ; দেবযজঃ [ অস্তবতঃ ] দেবান্ যান্তি, মদন্তক্তাঃ  
[ অন্যদ্যন্তং পরমানন্দং ] মাং যান্তি ॥ ২৩ ॥

কিন্তু ক্ষুদ্রদৃষ্টি তাহাদিগের সেই ফল বিনাশশীল ; দেবযা-



অব্যক্তং ব্যক্তিমা পন্নং মন্তস্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

নাহং প্রকাশঃ সৰ্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজান্নাতি লোকে। নানজমব্যয়ম্ ॥ ২৫

জীরা অন্তবিশিষ্ট দেবগণকে প্রাপ্ত হয় ; আমার ভক্তগণ অনাদ্যন্ত  
পরমানন্দস্বরূপ আমাকে পান ॥ ২৩ ॥

[ নতুচ সমানে প্রয়াসে মহতিচ ফলবিশেষে সতি সৰ্ব্বোহপি  
কিমিতি দেবতাস্তরং হিত্বা ত্রামেব ন ভজন্তি তত্রাহ ] অবুদ্ধয়ঃ  
( অল্পবুদ্ধয়ঃ ) মম অব্যয়ম্ ( নিত্যম্ ) অনুত্তমং ( সৰ্ব্বোত্তমং ) পরং  
ভাবম্ ( স্বরূপম্ ) অজানন্তঃ অব্যক্তং ( প্রপঞ্চাতীতং ) মাং ব্যক্তিন্  
( মনুষ্যমৎশুকূর্মাদিভাবম্ ) আপন্নং ( প্রাপ্তং ) মন্তস্তে ॥ ২৪ ॥

অল্পবুদ্ধি মানবগণ আমার নিত্য, সৰ্ব্বোত্তম, পরমস্বরূপ না  
জানিয়া মায়াতীত আমাকে ব্যক্তি ( মনুষ্যমৎশুকূর্মাদি ভাব )  
প্রাপ্ত মনে করে ॥ ২৪ ॥

[ তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ ] অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ  
( যোগঃ যুক্তিঃ মদীয়ঃ কোহপি অচিন্ত্যপ্রজ্ঞাবিলাসঃ সএব মায়া  
অঘটনঘটনাচাতুর্য্যং তয়া সমাবৃতঃ সংচ্ছন্নঃ ) সৰ্ব্বশ্চ [ সৰ্ব্বক্কে ]  
প্রকাশঃ ন [ ভবামি ] ; মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ অজম্ অব্যয়ং মাং ন  
অভিজান্নাতি ॥ ২৫ ॥

আমি যোগমায়ায় সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬

ইচ্ছাদেষসমুথেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।

সৰ্বভূতানি সংমোহং সর্গে যাস্তি পরস্তপ ॥ ২৭

নহি ; আমার স্বরূপজ্ঞানে মূঢ় এই লোক জন্মরহিত ও নিত্য-  
স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

[ অন্তেষামজ্ঞান মেবাহ ] হে অর্জুন, অহং সমতীতানি  
( বিনষ্টানি ) বর্তমানানি ভবিষ্যাণি চ ভূতানি ( অর্থাৎ ত্রিকাল-  
বর্ত্তানি সর্বাণি স্থাবরজঙ্গমানি ) বেদ ( জানামি ) ; মাং তু ন  
কোহপি বেদ ( জানাতি ) ॥ ২৬ ॥

হে অর্জুন, আমি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল-  
বর্ত্তী ভূত সকলকে জানি; কিন্তু আমাকে কেহই জানে না ॥ ২৬ ॥

[ তস্মৈব অজ্ঞানশ্চ দৃঢ়ং কারণমাহ ] হে পরস্তপ ভারত,  
সর্গে ( স্থলদেহোৎপত্তৌ সত্যং ) ইচ্ছাদেষসমুথেন ( তদনুকূলে  
ইচ্ছা তৎপ্রতিকূলে চ দেষঃ তাভ্যাং সমুথঃ সমুভূতঃ তেন ) দ্বন্দ্ব-  
মোহেন ( শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তঃ মোহঃ বিবেকভ্রংশঃ  
তেন ) সৰ্বভূতানি সংমোহং যাস্তি ( অহমেব সূখী দুঃখী বেতি  
গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবস্তি ) ॥ ২৭ ॥

হে পরস্তপ ভারত, স্থলদেহের উৎপত্তি হইলে ইচ্ছা ও দেষ  
হইতে জাত দ্বন্দ্ব মোহ হেতু ( শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বজনিত

যেবাং ত্তন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ।

তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

জরামরণমোক্ষায়, নামাশ্রিতা যতন্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তদ্বিদ্মঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কৰ্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

বিবেকভ্রংশ হেতু ) সমুদায় জীব সংমোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি  
প্রার্থী আমি দুঃখী ইত্যাদিরূপ গাঢ় অভিভাবেশযুক্ত হয় ॥ ২৭ ॥

যেবাং তু পুণ্যকৰ্ম্মণাং জনানাং পাপম্ অন্তগতং ( নষ্টং ) দ্বন্দ্ব-  
মোহনির্মুক্তাঃ ( দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন নির্মুক্তাঃ ) দৃঢ়ব্রতাঃ  
( একান্তিনঃ সন্তঃ ) তে মাং ভজন্তে ॥ ২৮ ॥

কিন্তু যে সকল পুণ্যকৰ্ম্মকারী জনগণের পাপ নষ্ট হইয়াছে  
দ্বন্দ্বজনিত মোহ ( বিবেকভ্রংশ ) হইতে মুক্ত তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া  
আমারে ভজনা করেন ॥ ২৮ ॥

জরামরণমোক্ষায় ( জরামরণয়োঃ নিরাসার্থং ) [ সদগুরুপদে-  
শেন ] মাম্ আশ্রিতা যে যতন্তি, তে তৎ ( পরং ) ব্রহ্ম, কৃৎস্নম্  
অধ্যাত্মম্ অপিলং ( সরহস্তং ) কৰ্ম্ম চ বিদ্মঃ ( জানন্তি ) ॥ ২৯ ॥

জরামরণের নাশজন্য ( সদগুরুর উপদেশে ) আমাকে আশ্রয়  
করিয়া তাঁহারা প্রযত্ন করেন ( সাধনা করেন ) তাঁহারা সেই পর-  
ব্রহ্মকে, সমস্ত অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মাকে এবং  
সরহস্ত সমুদায় কৰ্ম্মকে জানেন ॥ ২৯ ॥

সাদ্বিত্ত্বতাদ্বিদৈবং মাং সাদ্বিষজ্জ্ঞং যে বিদুঃ ।

প্রয়াগকালেহপি চ মাং তে বিদ্ব্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ ।

[ নচ এবংভূতানাং যোগজংশঙ্কাপীত্যাহ ] যে চ মাং সাদ্বিত্ত্বতাদ্বিদৈবং সাদ্বিষজ্জ্ঞং চ বিদুঃ, তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াগকালেহপি মাং বিদুঃ ॥ ৩০ ॥

যাহারা আমাকে অদ্বিত্ত্ব, অদ্বিদৈব এবং অদ্বিষজ্জ্ঞের সহিত জ্ঞানেন, আমাতে আসক্তচিত্ত সেই সকল ব্যক্তি মৃত্যু কালেও আমাকে জানিতে পারেন ॥ ৩০ ॥

ইতি সপ্তম অধ্যায়ঃ ।

## অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

—:0:—

অৰ্জুন উবাচ ।

কিন্তুদব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কৰ্ম পুরুষোত্তম ।

অধিভূতং চ কিং প্রোক্ত মধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

অধিষজ্জঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্মধুসূদন ।

প্রয়াগকালে চ কথং জ্যেয়োহসি নিয়তান্নভিঃ ॥ ২

অৰ্জুনঃ উবাচ । হে পুরুষোত্তম, তৎ ব্রহ্ম কিম্ ? অধ্যাত্মং কিম্ ? কৰ্ম কিম্ ? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্ ? কিং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে ? অত্র দেহে ( সৰ্বস্বকঃ যো যজ্ঞো বৰ্ত্ততে তস্মিন্ ) কঃ অধিষজ্জঃ ( অধিষ্ঠাতা প্রয়োজকঃ ফলদাতা চ ) ? কথং ( কেন রূপেণ ) [ অসৌ ] অস্মিন্ দেহে [ স্থিতঃ, যজ্ঞমধিষ্ঠিততি ] ? হে মধুসূদন, প্রয়াগকালেচ ( অন্তকালেচ ) নিয়তান্নভিঃ ( নিয়ত-চিহ্নৈঃ পুরুষৈঃ ) কথং জ্যেয়ঃ অসি ? ১ ॥ ২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন । হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্ম কি ? কৰ্ম কি ? অধিভূত কাহাকে বলে ? আর কাহাকেই বা

শ্রীভগবানুবাচ ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩

অধিদৈব বলে ? এই দেহে সর্বকৰ্ম্মাত্মক যে যজ্ঞ আছে তাহাতে অধিযজ্ঞ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা প্রয়োজক ও ফলদাতা কে ? কিরূপে তিনি এই দেহে অবস্থিত থাকিয়া যজ্ঞে অধিষ্ঠান করেন ? হে মধুসূদন, অন্তকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণের কি উপায়ে তুমি জেয় হও ? ॥ ১ ॥ ২ ॥

[ প্রশ্নক্রমেণ উত্তরঃ ] শ্রীভগবান্ উবাচ । পরমম্ [ যৎ ] অক্ষরং ( জগতাং মূলকারণং ) [ তৎ ] ব্রহ্ম, স্বভাবঃ ( স্বশ্চৈব ব্রহ্মণঃ এব অংশভ্যো জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ, স এব আত্মানং দেহম্ অধিকৃতা ভোক্তৃত্বে বর্ত্তমানঃ ) অধ্যাত্মম্ উচ্যতে ; ভূতভাবোদ্ভবকরঃ ( ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ উৎপত্তিঃ উদ্ভবশ্চ আদিত্যাং জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টিরনং ততঃ প্রজা ইত্যুক্তক্রমেণ বৃদ্ধিঃ তৌ করোতি যঃ সঃ ) বিসর্গঃ ( দেবোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ ) কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ ( কৰ্ম্মণব্দবাচ্যঃ ) ॥ ৩ ॥

প্রশ্ন ক্রমে উত্তর । শ্রীভগবান্ কহিলেন, পরম যে অক্ষর ( যাহার ক্ষয় নাই অর্থাৎ জগতের মূল কারণ ) তিনিই ব্রহ্ম ; স্বভাব ( স্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম—তাহারই অংশ হইতে জীবভাব ; আত্মা দেহকে অধিকার করিয়া ভোক্তৃত্বে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ]

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাদিদৈবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাংবর ॥ ৪

অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয় ; ভূতভাবোদ্ভবকর ( জরায়ুজাতি ভূত সকলের ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি এবং উদ্ভব ( ক্রমশঃ বৃদ্ধি ) এই উভয়কারী ) বিসর্গ ( অর্থাৎ দেবোদ্দেশে তাগরূপ যজ্ঞ ) কর্ম-শব্দবাচ্য ( ভূত সকলের উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বৃদ্ধিকর দ্রব্যতাগ-রূপ যজ্ঞাদিকে কর্ম বলা যায় ॥ ৩ ॥

হে দেহভূতাংবর, ক্ষরঃ ( বিনশ্বরঃ ) ভাবঃ ( দেহাদিপদার্থঃ ) [ ভূতং প্রাণিমাাত্রম্ অধিকৃত্যভবতি অতঃ ] অধিভূতম্ [ উচ্যতে ] ; পুরুষঃ ( বৈরাজঃ সূর্য্যামণ্ডলমধাবর্তী স্বাংশভূতসর্বদেবানামধিপতিঃ ) অধিদৈবতম্ [ উচ্যতে ] ; অত্র দেহে [ অন্তর্য্যামিতয়া অবস্থিতঃ ] অহমেব অধিযজ্ঞঃ ( যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম-প্রবর্তকঃ তৎফলদাতাচ ) ॥ ৪ ॥

হে দেহিশ্রেষ্ঠ, বিনশ্বর দেহাদিপদার্থ প্রাণিমাাত্রকে অধিকার করিয়া অবস্থান করে এজন্ত তাহা অধিভূত ; পুরুষ অর্থাৎ সূর্য্যামণ্ডলমধাবর্তী বিরাট পুরুষ বলিয়া অধিদৈবত ; এবং এই দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্মের প্রবর্তক এবং ফলদাতা বলিয়া অধিযজ্ঞ ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব অরনুষ্ঠা কলেবরম্ ।

যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতিনাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

যং যং বাপি অরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

[ অন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলং চ দর্শয়তি ] অন্তকালে চ মামেব অরন্ কলেবরং মুক্তা ( তাত্ত্বা ) যঃ প্রযাতি সঃ মদ্ভাবং ( মদ্রূপতাং ) যাতি, অত্র সংশয়ঃ নাস্তি ॥৫॥

অন্তকালে আমাকেই অরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই ॥৫॥

যং যম্ অপি বা [ দেবতাস্ত্বরং বা অন্তমপি বা ] ভাবম্ অন্তে-  
( অন্তকালে ) অরন্ কলেবরং ত্যজতি, হে কোন্তেয়, সদা তদ্ভাব-  
ভাবিতঃ ( তন্তু ভাবো ভাবনা, তেন ভাবিতঃ বাসিতচিত্তঃ ) তং  
তম্ এব ( অর্য্যমাণং ভাবং ) এতি প্রাপ্নোতি ॥৬॥

যে যে ভাব অরণ করিতে করিতে লোকে দেহ ত্যাগ করে,  
হে কোন্তেয়, সর্বদা সেই সেই ভাবে ( ভাবনায় ) চিত্ত নিবিষ্ট  
থাকায় সেই সেই ভাবই পায় ॥৬॥



তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু মামনুশ্বর যুধ্য চ ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি মামেবৈষান্ত্রসংশয়ম্ ॥ ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাশ্রগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু মাম্ অনুশ্বর (অনুচিন্তয়) যুধ্য চ (যুধ্যচ্) ( স্বধর্ম্মনুতিষ্ঠ ) ; ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ ( অর্পিতং সংকল্পাত্মকং মনঃ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিশ্চ যেন সং ) [ ত্বং ] অসংশয়ং মামেব এষ্যসি ॥ ৭ ॥

অতএব সর্বদা আমারে শ্রবণ \* কর এবং যুদ্ধকর ( স্বধর্ম্মানুষ্ঠান কর ) ; আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিঃসন্দেহ আমাকেই পাইবে ॥ ৭ ॥

[ সততশ্রবণশ্চ অভ্যাসোহন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়গ্রাহ ] হে পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্তেন ( অভ্যাসঃ সঙ্গাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ, সএব যোগঃ উপায়ঃ তেন যুক্তেন একাগ্রেণ ) নাশ্রগামিনা চেতসা দিব্যং ( দ্যোতনাত্মকং ) পরমং পুরুষম্ অনুচিন্তয়ন্ [ তমেব ] যাতি ॥ ৮ ॥

হে পার্থ, অভ্যাসরূপ উপায়দ্বারা একাগ্র এবং অনশ্রগামী চিত্তদ্বারা প্রভাসময় পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৮ ॥

---

\* শ্রবণ কি করিয়া করিতে হয় তাহা ভগবান্ পরবর্তী ৯, ১০ শ্লোকে বলিতেছেন ।

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-  
 মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।  
 সৰ্ব্বস্য ধাতারমচিস্ত্যরূপ-  
 মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥ ৯  
 প্রয়াণকালে মনসাহচলেন  
 ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।  
 ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্চ সমাক্  
 স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

[ পুনরপ্যনুচিস্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি ] কবিং ( সৰ্ব্বজ্ঞঃ )  
 পুরাণম্ ( অনাদিসিদ্ধম্ ) অনুশাসিতারম্ ( নিয়ন্তারম্ ) অণোঃ  
 ( স্থগ্নাৎঅপি ) অনীয়াংসং ( অতিস্থগ্নঃ ) সৰ্ব্বশ্চ ধাতারম্  
 ( পোষকম্ ) অচিস্ত্যরূপম্ ( মলীমসয়োঃ মনোবুদ্ধ্যাঃ অগোচরম্ )  
 আদিত্যবর্ণং ( আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকস্বরূপং ) তমসঃ  
 ( প্রকৃতেঃ ) পরস্তাং [ বৰ্ত্তমানং ] [ পুরুষং ] প্রয়াণকালে ( অন্ত্যকালে )  
 ভক্ত্যযুক্তঃ অচলেন মনসো যোগবলেন ( গুরুপদেষ্টেন উপায়েন )  
 সমাক্ ( স্থব্জামার্গেণ ) এব ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্চ যঃ  
 অনুস্মরেৎ সঃ তং দিব্যং পুরুষম্ ( পরমাত্মস্বরূপম্ ) উপৈতি  
 ( প্রাপ্নোতি ) ॥৯।১০॥

কবি ( সৰ্ব্বজ্ঞ ) পুরাণ ( অনাদি ) অনুশাসিতা ( নিয়ন্তা )

যদক্ষরং বেদবিদ্যা বদন্তি

বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি

তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

স্বপ্ন হইতেও স্বপ্নতম, সকলের পালনকর্তা, মলিনমনোবুদ্ধির  
অগোচর, প্রকৃতির পর বর্তমান, সূর্যাসন্ন ভাষার এতাদৃশ পুরুষকে  
অন্তকালে ভক্তিয়ুক্ত হইয়া হিরচিত্তে যোগবলের দ্বারা সুষুম্নাপথে  
ক্রম্বয়ের মধ্যে প্রাণকে আবেশিত করিয়া \* যিনি ধ্যান করেন  
তিনি সেই দিব্য পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ॥১১১॥

বেদবিদঃ ( বেদান্তজ্ঞাঃ ) যৎ অক্ষরং বদন্তি, বীতরাগাঃ যতয়ঃ  
( প্রযত্নবন্তঃ, ) যৎ বিশন্তি, যৎ [ জাতুম্ ] ইচ্ছন্তঃ [ গুরুকূলে ]  
ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি তৎ তে ( তুভ্যং ) পদং ( প্রাপ্যং ) সংগ্রহেণ  
( সংক্ষেপেণ ) প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

বেদান্তজ্ঞগণ যাহাকে অক্ষর বলেন, অনুরাগবিহীন যতিগণ

\* এখানে স্পষ্টই বলা হইল যে স্মরণ শব্দে সাধারণতঃ যে  
অর্থ বুঝায় সেরূপ স্মরণে কিছু হয় না। প্রকৃত স্মরণ করিতে  
হইলে সঙ্গতির আশ্রয় আবশ্যক। তিনি যে উপায় দর্শাইয়া  
দেন তদ্বারাই স্মরণ হয় নতুবা যিনি অচিন্ত্যরূপ অর্থাৎ মনোবুদ্ধির  
অগোচর তাঁহাকে স্মরণ করা চঞ্চল মনের সাধ্য নহে।

সৰ্বদ্বারানি সংযম্য মনোহাদিনিৰুধ্য চ ।

মুক্ত্যাধায়াঅনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণামনুশ্রবন্ ।

যঃ প্রযাতি তাজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া গুরুকুলে ব্রহ্মচর্যা করিয়া থাকেন, আমি তোমাকে সেই প্রাপ্য বস্তু সংক্ষেপে বলিতেছি ॥১১॥

[ প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং যৎ গুরুবক্তৃগমাং তৎ সাক্ষমাহ ] সৰ্বদ্বারানি ( সৰ্বাণি ইন্দ্রিয়দ্বারানি ) সংযম্য ( প্রত্যাহৃত্য ; ইন্দ্রিয়াদিভিঃ বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুৰ্ব্বন্ ) মনঃ হৃদি নিরুধ্য ( বাহ্যবিষয়-স্মরণমপি অকুৰ্ব্বন্ ) মুক্তি ( ক্রবোর্মধ্যে ) প্রাণম্ আধায় আননঃ যোগধারণাং ( ঐশ্বর্য্যাম্ ) আস্থিতঃ ( আশ্রিতবান্ সন্ ) ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ ( উচ্চারয়ন্ ) মাম্ অনুশ্রবন্ দেহং তাজন্ যঃ [ অর্চিরাদিমাগেণ ] প্রযাতি সঃ পরমাং গতিং ( মদগতিং ) বাতি । ইদন্তু সদ্গুরুপদেশেন জেয়ম্ ॥১২॥১৩॥

সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার প্রত্যাহরণ করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া এবং মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া অর্থাৎ বাহ্য বিষয় স্মরণও না করিয়া এবং ক্রবোর্ময়ের মধ্যে প্রাণকে ধারণ করিয়া, আত্মার স্থৈর্য্যো অবস্থিত থাকিয়া ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাকে শ্রবণ করিতে করিতে দেহ

অনন্তচেতাঃ সততং হৈম্যমাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্মাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥ ১৪

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫

তাগ করিয়া যিনি জ্যোতিষাদি পথে যান তিনি পরমা গতি  
প্রাপ্ত হন \* ॥১২॥১৩॥

অনন্তচেতাঃ [ সন ] যঃ মাং নিত্যশঃ ( প্রতিদিনং ) সততং  
( নিরন্তরং ) স্মরতি, হে পার্থ, নিত্যযুক্তস্ত ( সমাহিতস্ত ) তস্ত  
যোগিনঃ অহং সুলভঃ ॥১৪॥

অনন্তচিত্ত হইয়া যিনি আমায় প্রতিদিন সর্বদা স্মরণ করেন,  
হে পার্থ, নিত্যযুক্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি সুলভ ॥১৪॥

মহাত্মানঃ ( উত্তলক্ষণাঃ মদভক্তাঃ ) মাম্ উপেত্য ( প্রাপ্য )  
পুনঃ দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতং ( অনিত্যং ) চ জন্ম [ অথবা পুনর্জন্মনো  
দুঃখানাঞ্চ আলয়ং স্থানম্ ] ন আপ্নুবন্তি [ যতঃ তে ] পরমাং  
সংসিদ্ধিং ( মোক্ষং ) গতাঃ ( প্রাপ্তাঃ ) ॥১৫॥

মহাত্মাগণ আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয় স্বরূপ  
অনিত্য জন্ম পান না [ অথবা পুনর্জন্ম এবং দুঃখ সকলের স্থান

\* এই শ্লোকদ্বয়ে ভগবান্ যে প্রক্রিয়ার বিষয় বলিলেন তাহা  
সদগুরুপদেশ ব্যতীত জানা যায় না।

আব্রহ্মভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥১৬॥

সহস্রযুগপর্যাস্তমহর্ষদব্রহ্মণো বিদুঃ ।

রাত্রিঃ যুগসহস্রাস্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥

এই অনিত্য সংসার প্রাপ্ত হন না ] যে হেতু তাঁহারা পরমা সিদ্ধি অর্থাৎ যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥১৫॥

হে অর্জুন, [ ব্রহ্মণো ভুবনং ব্রহ্মলোকঃ তম্ অভিব্যাপ্য ] আব্রহ্মভুবনাং লোকাঃ পুনরাবর্তিনঃ ( পুনরাবর্তনশীলাঃ ) তু ( কিন্তু ) হে কোন্তেয়, মাম্ উপেত্য [ বর্তমানানাং ] পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥১৬॥

হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক হইতেও সকল লোক পুনরায় আবর্তন-শীল হয়, অর্থাৎ পুনরায় ভুলোকে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু হে কোন্তেয়, আমাকে পাইয়া লোকের পুনর্জন্ম হয় না ॥১৬॥

সহস্রযুগপর্যাস্তং ( সহস্রং যুগানি পর্যাস্তঃ অবসানং যন্ত তৎ ) ব্রহ্মণো যৎ অহঃ [ তৎ যৎ বিদুঃ ; তথা ] যুগসহস্রাস্তাং ( যুগসহস্রম্ অন্তো যন্তাঃ তাম্ ) রাত্রিঞ্চ [ যোগবলেন ] ( য়ে ) বিদুঃ তে ( সর্বজ্ঞাঃ ) জনাঃ অহোরাত্রবিদাঃ । [ যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমন্তি-প্রোক্তম্ ] ॥১৭॥

সহস্রযুগ পর্যাস্ত ব্রহ্মার যে একটা দিন তাহা যাঁহারা জানেন এবং সহস্রযুগান্তা যে রাত্রি তাহাও যোগবলে যাঁহারা জানেন,

অব্যক্তাদ্যাক্তয়ঃ ~~কর্মাঃ~~ প্রভবস্তাহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যাহরাগমে ॥ ১৯

সেই সর্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই বাস্তবিক অহোরাত্রবেত্তা । [এখানে যুগ-  
শব্দে সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ বুঝিতে হইবে] ॥ ১৭

অহরাগমে (ব্রহ্মণো দিনস্ত উপক্রমে) অব্যক্তাৎ (কারণরূপাৎ)  
সর্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (চরাচরাণি ভূতানি) প্রভবন্তি (প্রাদুর্ভবন্তি) ;  
রাত্র্যাগমে তত্র (তস্মিন্বেব) অব্যক্তসংজ্ঞকে (কারণরূপে) এব  
প্রলীয়ন্তে (প্রলয়ং যান্তি) ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মার দিবসের উপক্রমে কারণরূপ অব্যক্ত হইতে সমুদায়  
ব্যক্ত (চরাচর প্রাণিগণ) প্রাদুর্ভূত হয়, এবং ব্রহ্মার রাত্রির  
উপক্রমে সেই অব্যক্তস্বরূপ কারণ রূপেই প্রলীন হয় ॥ ১৮ ॥

হে পার্থ, অয়ং [যঃ প্রাগাসীৎ] স এব ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা  
রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে ; [প্রলীয় প্রলীয় পুনরপি] অহরাগমে  
অবশঃ (কর্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্) প্রভবতি ॥ ১৯ ॥

হে পার্থ, যে সমুদায় ভূত পূর্বে ছিল, এই সেই চরাচর  
ভূত সকল বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রি সমাগমে প্রলীন  
হয় এবং পুনরায় দিবসাগমে স্ব স্ব কর্মাদিপরতন্ত্র হইয়া প্রাদুর্ভূত  
হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

পরন্তু আত্ম ভাবোহন্তোহব্যাক্তাহব্যাক্তাং সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্চৎসু ন বিনশ্চতি ॥ ২০

অব্যাক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তন্মাম পরমং মম ॥ ২১

তস্যাং (চরাচরকারণভূতাং) তু অব্যাক্তাং পরঃ (তস্তাপি  
কারণভূতঃ) অন্তঃ অব্যক্তঃ (চক্ষুরাদ্যাগোচরঃ) সনাতনঃ (অনাদিঃ)  
যঃ ভাবঃ [অস্তি] সঃ [কার্য্যাকারণলক্ষণেষু] সর্বভূতেষু নশ্চৎসু  
[অপি] ন বিনশ্চতি ॥ ২০ ।

কিন্তু সেই চরাচরের কারণভূত অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ  
তাহারও কারণভূত) অতীন্দ্রিয় অনাদি যে একটি ভাব আছে  
তাহা সমুদায় ভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

[যঃ] অব্যক্তঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ) [ভাবঃ] অক্ষরঃ (প্রবেশনাশ-  
শূন্যঃ) ইতি উক্তঃ [শ্রুতিষু ইতি শেষঃ] ; তং পরমাং গতিম্ (গমাং  
পুরুষার্থম্) আহঃ ; যং প্রাপ্য [পুনঃ] ন নিবর্তন্তে তং মম পরমং  
ধাম (স্বরূপং) [অহমেব পরমা গতিঃ ইত্যর্থঃ] ॥ ২১ ॥

যে অব্যক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়ভাব অক্ষর বলিয়া (বেদে) উক্ত  
হইয়াছে, তাহাকে পরমা গতি অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ বলে ;  
যাহাকে পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয় তাহা আমারই  
পরম ধাম (স্বরূপ) অর্থাৎ আমিই পরমা গতি ॥ ২১ ॥



পুরুষঃ স পরঃ পার্থ তন্ত্ৰা লভাস্তনশ্চয়া ।

যশ্চান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ॥২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

হে পার্থ, ভূতানি যশ্চ ( কারণভূতশ্চ ) অন্তঃস্থানি ( মধ্যে স্থিতানি ) যেন ( কারণভূতেন ) ইদং সৰ্ব্বং ( জগৎ ) ততং ( ব্যাপ্তং ) সঃ পরঃ পুরুষঃ [অহং] তু অনশ্চয়া ভক্ত্যা ( একান্তভক্ত্যা ) লভাঃ [নাশ্চয়া] ॥২২॥

হে পার্থ, কারণভূত যাহাতে ভূতগণ অবস্থিত রহিয়াছে এবং কারণভূত যাহা কর্তৃক এই সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ আমি একান্ত ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য। ( অশ্চ কিছুরেই প্রাপ্য নহি ) ॥২২॥

হে ভরতর্ষভ, যত্র ( যস্মিন্ ) কালে ( কালান্তিমানিনীতিঃ দেব-তাভিঃ উপলক্ষিতে মার্গে ) প্রয়াতাঃ যোগিনঃ [যথাক্রমং] অনা-বৃত্তিম্ আবৃত্তিঃ চ এব যাস্তি তং কালং ( কালান্তিমানিনীতিঃ দেব-তাভিঃ উপলক্ষিতং মার্গং ) বক্ষ্যামি ॥২৩॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যে যে কালে অর্থাৎ কালরূপ পথে (নরগাত্তে) প্রয়াত হইয়া যোগিগণ অপুনরাবৃত্তি (মোক্ষ) এবং পুনরাবৃত্তি (সংসারে পুনরাগমন) প্রাপ্ত হন সেই কাল অর্থাৎ কালরূপ পথ কহিতেছি ॥২৩॥ [ পরিশিষ্ট দেখ ]

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫

অগ্নির্জ্যোতিঃ ( শ্রুতাক্তা অর্চিরভিমানিনী দেবতা ) অহঃ ( দিবসভিমানিনী দেবতা ) শুক্লঃ ( শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা ) ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্ ( উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসাঃ ইতি উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা ) [ এতাসাং দেবতানাং যোমাগঃ ] তত্র প্রযাতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি ॥ ২৪ ॥

অগ্নি এবং জ্যোতিঃ ( তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল ) অহঃ ( দিবসভিমানিনী দেবতা ) শুক্ল ( শুক্লপক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) উত্তরায়ণরূপ ষণ্মাস ( উত্তরায়ণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) ঐ ঐ দেবতা গণের উপলক্ষিত যে মার্গ (পথ) তাহাতে ( মৃত্যুর পর ) গমনশীল ব্রহ্মজগণ ব্রহ্মকে পান ॥ ২৪ ॥ [পরিশিষ্ট দেখ]

ধূমঃ ( ধূমাভিমানিনী দেবতা ) রাত্রিঃ ( রাত্র্যভিমানিনী দেবতা ) কৃষ্ণঃ ( কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা ) তথা ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ ( দক্ষিণায়নরূপাঃ ষণ্মাসাঃ ইতি দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা ) [এতাভিঃ উপলক্ষিতো যোমার্গঃ] তত্র [প্রযাতঃ] যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং) প্রাপ্য [তত্র কর্মফলং ভুক্ত্য] নিবর্ততে (পুনরাবর্ততে) ॥ ২৫ ॥

কর্মযোগিগণ, ( মরণান্তে ) ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন

শুক্লকৃষ্ণে গতী হেতৌ জগতঃ শাস্বতে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্ত্রয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬

নৈতে স্ততী পার্থ জানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥ ২৭

যথাস ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমীপে উত্তরোত্তর উপগত হইয়া ক্রমে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন, এবং ভোগাবসানে তথা হইতে সংসারে পুনরায় আগমন করেন ॥২৫॥ [পরিশিষ্ট দেখ]

জগতঃ শুক্লকৃষ্ণে ( শুক্লা অর্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ তমোময়ত্বাৎ ) এতে গতী (মার্গৌ) শাস্বতে (অনাদৌ) মতে (সংজ্ঞিতে) [সংসারশ্চ অনাদিত্বাৎ]; [তয়োঃ] একয়া (শুক্লয়া) অনাবৃত্তিঃ (মোক্ষঃ) যতি ; অন্তয়া (কৃষ্ণয়া) পুনঃ আবর্ততে ॥২৬॥

“প্রকাশময় বলিয়া অর্চিরাদি শুক্লা গতি এবং তমোময় বলিয়া ধূমাদি কৃষ্ণা গতি” জগতের এই দুই মার্গ অনাদিরূপে প্রসিদ্ধ আছে : এই দুয়ের মধ্যে একটা দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অপরটা দ্বারা পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয় ॥২৬॥ [পরিশিষ্ট দেখ]

হে পার্থ, এতে স্ততী (মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ মার্গৌ) জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহুতি (স্বথবুদ্ধ্যা স্বর্গাদি ফলং ন কাময়তে) তস্মাৎ হে অর্জুন, সৰ্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভব ॥২৭॥

হে পার্থ, মোক্ষ ও সংসার প্রাপক এই দুইটা মার্গ জ্ঞাত হইলে কোন যোগী মোহ প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ স্বথবুদ্ধিবশতঃ স্বর্গাদি ফল কামনা করেননা অতএব অর্জুন, তুমি সর্বদা যোগযুক্ত হও ॥২৭॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব  
 দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদীষ্টম্ ।  
 অতোতি তৎ সৰ্ব্বমিদং বিদিত্বা  
 যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮

অক্ষরব্রহ্মযোগঃ ।

[ অধ্যয়নাদিভিঃ ] বেদেষু, [ অনুষ্ঠানাদিভিঃ ] যজ্ঞেষু, [ কায়-  
 শৌষণ্যাদিভিঃ ] তপঃসু, [ সংপাত্রে অর্পণাদিভিঃ ] দানেষু এব যৎ  
 পুণ্যফলং প্রদীষ্টম্ ( উপদীষ্টম্ ) ; ইদং ( ময়া উক্তং তৎ ) বিদিত্বা  
 যোগী তৎ সৰ্ব্বম্ অতোতি ( ততোহপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্যং প্রাপ্নোতি )  
 আদ্যং ( জগন্মূলভূতং ) পরং ( উৎকৃষ্টং ) স্থানং ( বিষ্ণোঃ পদং )  
 উপৈতি চ ( প্রাপ্নোতি চ ) ॥ ২৮ ॥

( অধ্যয়নাদি দ্বারা ) বেদ সকলে, ( অনুষ্ঠানাদি দ্বারা ) যজ্ঞ  
 সকলে, ( কায়শৌষণ্যাদি দ্বারা ) তপস্যা সকলে, ( সংপাত্রে অর্পণাদি  
 দ্বারা ) দানে যে পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদীষ্ট আছে, আমার কথিত এই  
 তত্ত্ব জানিয়া যোগী সে সমুদায় অতিক্রম করিয়া থাকেন অর্থাৎ  
 তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যোগৈশ্বর্য প্রাপ্ত হন এবং জগতের মূলভূত  
 উৎকৃষ্ট স্থান অর্থাৎ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

ইতি অষ্টম অধ্যায় ।

## নবমোঃধ্যায়ঃ

—:○:—

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ইদন্ত তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ঞজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাং ॥১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যাং সূক্ষ্মং কৰ্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২

শ্রীভগবান্ উবাচ, ইদং গুহ্যতমং তু বিজ্ঞানসহিতং (প্রকৃষ্টং) জ্ঞানং (ঈশ্বরবিষয়ম্) অনসূয়বে (দোষদৃষ্টিরহিতায়) তে ( তুভ্যং ) প্রবক্ষ্যামি ; যং জ্ঞাত্বা অশুভাং মোক্ষ্যসে (মুক্তোভবিষ্যসি) ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই পরম গুহ্য প্রকৃষ্ট জ্ঞান (ঈশ্বর বিষয়) দোষদৃষ্টিবিহীন তোমারে কহিতেছি, যাহা জানিয়া অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥১॥

ইদং (জ্ঞানং) রাজগুহ্যং (গুহ্যানাং রাজা) রাজবিদ্যা। (বিদ্যানাং রাজা [ বিদ্যাসু গোপোষু চ অতিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ] উত্তমং পবিত্রং ( অত্যন্তপাবনং ) প্রত্যক্ষাবগমং ( প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টঃ অবগমঃ বোধঃ

অশ্রদ্ধাধানাঃ পুরুষা ধৰ্ম্মশ্রাস্ত্রা পরন্তপ ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসার বন্ধনি ॥ ৩

মায়া ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সৰ্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ ৪

যশ্র, দৃষ্টফলমিতার্থঃ ধৰ্ম্ম্যং কৰ্ত্ত্বং সুস্থখম্ (স্থথেন কৰ্ত্ত্বং শক্যম্) অবায়ঞ্চ ॥২॥

এই ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান অতি গুহ্য এবং বিদ্যা সকলের শ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র, প্রত্যক্ষ জ্ঞানপ্রদ, ধৰ্ম্মসম্মত, সুখসাধ্য এবং অক্ষয় ফলপ্রদ ॥২॥

হে পরন্তপ, অশ্রদ্ধাধানাঃ পুরুষাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবন্ধনি ( মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে ) নিবর্তন্তে ॥৩॥

হে পরন্তপ, এই ধৰ্ম্মের অশ্রদ্ধাকারী পুরুষেরা আমারে না পাইয়া মৃত্যুব্যাপ্ত সংসার-পথে পরিত্রমণ করিয়া থাকে ॥৩॥

অব্যক্তমূর্তিনা ( অতীন্দ্রিয়স্বরূপেণ ) ময়া ইদং সৰ্বং জগৎ ততম্ ( ব্যাপ্তম্ ) ; সৰ্বভূতানি মৎস্থানি ( ময়ি স্থিতানি ) অহং চ [ অসঙ্গত্বাৎ ] তেষু ন অবস্থিতঃ ॥৪॥

অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছি ; চরাচর ভূত সমুদায় কারণভূত আমাতে অবস্থিত, আমি নির্লিপ্ত বলিয়া সে সকলে অবস্থিত নহি ॥৪॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।  
 ভূতভৃগ চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫  
 যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।  
 তথা সৰ্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্বাপধারয় ॥ ৬  
 সৰ্ব্বভূতানি কোন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।  
 কল্পক্বে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিম্ভজামাহম্ ॥ ৭

নচ ভূতানি মৎস্থানি [ মম অঙ্গভ্যাং ] মে ( মম ) ঐশ্বরং  
 যোগং পশু ; মম আত্মা ভূতভৃগ ( ভূতধারকঃ ) ভূতভাবনঃ  
 ( ভূতপালকঃ ) চ [ তথাপি ] ন ভূতত্বঃ ॥৫॥

আমি নির্লিপ্ত, একান্ত ভূতসকলও আমাতে অবস্থিত নহে ;  
 আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ ; আমি ভূতধারক ও ভূতপালক,  
 তথাপি ভূতগণে অবস্থিত নহি ॥৫॥

বায়ুঃ সর্বত্রগঃ [ অপি ] মহান্ [অপি] যথা নিত্যম্ আকাশ-  
 স্থিতঃ [ আকাশেন সংশ্লিষ্যতে ] তথা সৰ্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানি  
 ( ময়ি স্থিতানি ) ইতি উপধারয় ( জানীহি ) ॥৬॥

সর্বব্যাপী এবং মহান্ বায়ু যেৰূপ অসংশ্লিষ্ট ভাবে আকাশে  
 অবস্থিত, সমুদায় ভূতও সেইরূপ ভাবে আমাতে অবস্থিত ;  
 ইহা জানিও ॥৬॥

হে কোন্তেয়, কল্পক্বে ( প্রলয়কালে ) সৰ্ব্বানি ভূতানি

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজ্যামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাং ॥ ৮

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবৰ্দ্ধন্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেধু কৰ্ম্মসু ॥ ৯

মামিকাং ( মদীয়াং ) প্রকৃতিং বাস্তি, ( মায়ায়াং লীয়ন্তে ) পুনঃ  
কল্পাদৌ ( সৃষ্টিকালে ) তানি বিসৃজ্যামি ( উৎপাদয়ামি ) ॥ ৭ ॥

হে কৌন্তেয়, প্রলয়কালে সমুদায় ভূত মদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত  
হয় ( মদীয় মায়াতে লয় প্রাপ্ত হয় ) ; এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে  
আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি ॥ ৭ ॥

স্বাং ( স্বাধীনাং ) প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য ( অধিষ্ঠায় ) প্রকৃতেঃ  
বশাং ( প্রাচীনকৰ্ম্মনিমিত্ততত্ত্বংস্বভাববশাং ) ইমং কৃৎস্নম্ অবশং  
( কৰ্ম্মাদিপরবশং ) ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজ্যামি ॥ ৮ ॥

আমি স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ায় অধিষ্ঠান করিয়া পূর্বকৃত  
কৰ্ম্ম নিমিত্ত স্বভাববশে কৰ্ম্মাদিপরবশ এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ  
পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

হে ধনঞ্জয়, তেধু কৰ্ম্মসু অসক্তম্ উদাসীনবৎ আত্মনং ( বর্ত্ত-  
মানং ) চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি ন নিবৰ্দ্ধন্তি ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয়, সেই সকল কৰ্ম্মে অনাসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত  
আমাকে সেই সকল কৰ্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৯ ॥



ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্ময়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১০

অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমানুস্রীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২

অধ্যাক্ষেণ ( অধিষ্ঠাতা ) ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং [ বিশ্বং ] স্ময়তে ( জনয়তি ) ; হে কোন্তেয়, অনেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ততে ( পুনঃপুনর্জায়তে ) ॥ ১০ ॥

অধিষ্ঠাতা আমাকর্তৃক প্রকৃতি চরাচরসহিত বিশ্ব প্রসব করে, হে কোন্তেয়, এই হেতু জগৎ বারংবার উৎপন্ন হয় ॥ ১০ ॥

মোহিনীং ( বুদ্ধিবংশকরীং ) রাক্ষসীং ( তামসীং ) আনুস্রীং ( রাজসীং ) চ প্রকৃতিমেব শ্রিতাঃ ( আশ্রিতাঃ ) সন্তঃ মোঘাশাঃ মোঘকর্মাণঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ ( বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ ) ভূতমহেশ্বরং মম পরং ভাবম্ ( তত্ত্বম্ ) অজানন্তঃ মুঢ়াঃ ( মূর্খাঃ ) মানুষীং তনুমাশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি ( অবমণ্যন্তে ) ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

বুদ্ধিবংশকরী তামসী রাজসী প্রকৃতি অবলম্বনকারী বিফলা-শাবিশিষ্ট, বিফলকর্মা ও বৃথাজ্ঞানবিশিষ্ট বিক্ষিপ্তচিত্ত মূর্খগণ সর্বভূতমহেশ্বর আমার পরমতত্ত্ব না জানিয়া মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

মহাঅনন্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যানন্তমনসো জাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমস্তন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪

হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ মহাঅনঃ তু অনন্তমনসঃ  
[ সন্তঃ ] ভূতাদিম ( জগৎকারণম ) অব্যয়ং ( নিত্যং ) জাত্বা  
ভজন্তি ॥ ১৩ ॥

হে পার্থ, দৈবীপ্রকৃতিযুক্তঃ মহাঅগণ অনন্যচিত্ত হইয়া  
আমাকে জগৎকারণ ও নিত্যস্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

[ কেচিৎ ] সততং [ স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ ] কীর্তয়ন্তঃ মাম্ [ উপা-  
সতে ] ; [ কেচিৎ ] দৃঢ়ব্রতাঃ [ সন্তঃ ] যতন্তশ্চ ( প্রযত্নং কুর্বন্তশ্চ )  
[ উপাসতে ] [ কেচিৎ ] ভক্ত্যা নমস্তন্তশ্চ ( প্রণমন্তশ্চ ) [ উপাসতে ],  
[ অন্তে ] নিত্যযুক্তাঃ ( অনবরতমবহিতাঃ ) মাম্ উপাসতে ॥ ১৪ ॥

কেহ কেহ সর্বদা স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা কীর্তন করিয়া, কেহ  
কেহ দৃঢ় নিয়মস্থ হইয়া প্রযত্ন করিয়া, কেহ কেহ ভক্তি সহকারে  
প্রণাম করিয়া, কেহ কেহ বা সর্বদা অবহিত হইয়া আমাকে  
ভজনা করেন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

নদ্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হৃতম্ ॥ ১৬

অনোহপিচ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তুঃ (পুণ্যযজ্ঞঃ) উপাসতে [তদ্রূপি]  
কেচিৎ একত্বেন (অভেদভাবনয়া) [ কেচিৎ ] পৃথক্ত্বেন ( দাসোহ-  
হমিতি ) . [ কেচিৎ তু ] বিশ্বতোমুখং ( সৰ্ব্বাত্মকং ) মাং বহুধা  
( ব্রহ্মরূপাদিরূপেণ ) উপাসতে ॥ ১৫ ॥

অগ্নি কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া আমাকে উপাসনা  
করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভেদ ভাবনায়, কেহ কেহ  
'আমি দাস' এই ভাবে, কেহ কেহ বা সৰ্ব্বাত্মক আমাকে ব্রহ্ম-  
রূপাদিরূপে উপাসনা করেন ॥ ১৫ ॥

অহং ক্রতুঃ ( শ্রীতঃ অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞঃ ), অহং যজ্ঞঃ ( স্মার্তঃ  
পঞ্চযজ্ঞাদিঃ ), অহং স্বধা ( পিতৃর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিঃ ), অহম্ ওষধম্ ( ওষধি-  
প্রভবম্ অন্নম্ ), অহং মন্ত্রঃ, অহম্ আজ্যম্ ( হোমাদিসাধনম্ )  
অহম্ অগ্নিঃ ( আহবনীয়াদিঃ ), অহং হৃতম্ ( হোমঃ ) ॥ ১৬

আমিই অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমিই স্মৃত্তান্ত পঞ্চযজ্ঞ, আমিই  
পিতৃর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি, আমিই ওষধিজাত অন্ন, আমিই মন্ত্র, আমিই  
হোমাদিসাধন যুত, আমিই অগ্নি এবং আমিই হোম ॥ ১৬ ॥

পিতাহমশ্চ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদাং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুঃ এব চ ॥ ১৭

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্নহৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

তপামাহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যংস্জামি চ ।

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯

অহম্‌ অশ্চ জগতঃ পিতা মাতা ধাতা পিতামহঃ বেদাং (জ্ঞেয়ং) পবিত্রম্‌ (শোধকম্‌) ওঙ্কারঃ ঋক্‌সামযজুঃ এব চ ॥১৭॥

আমি এই জগতের পিতা মাতা ধাতা (কর্মন্‌কলবিধাতা) এবং পিতামহ ; আমি জ্ঞাতব্য, পবিত্র, ওঁ'কার, ঋক্‌ সাম এবং যজুঃ ॥১৭॥

গতিঃ, ভর্তা, প্রভুঃ (নিয়ন্তা), সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা), নিবাসঃ (ভোগস্থানঃ), শরণং (রক্ষকঃ), স্নহৎ (হিতকর্তা), প্রভবঃ (স্রষ্টা) প্রলয়ঃ (সংহর্তা), স্থানম্‌ (আধারঃ), নিধানং (লয়স্থানঃ), বীজম্‌ (কারণম্‌) অব্যয়ং (অবিনাশি) ॥১৮॥

আমি এই জগতের গতি, পোষণকর্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভদ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্তা, স্রষ্টা, সংহর্তা, আধার, লয়স্থান, এবং বীজ অর্থাৎ কারণ ও অবিনাশী ॥১৮॥

হে অর্জুন, অহং [আদিত্যরূপেণ] তপামি, অহং বর্ষম্‌ উংস্জামি, নিগৃহ্ণামি চ, অহম্‌ এব অমৃতং (জীবনং), মৃত্যুঃ (নাশঃ) চ, নং (স্থূলং দৃশ্যম্‌) অসং (স্বক্ষম্‌ অদৃশ্যঞ্চ) ॥১৯॥

তৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পুতপাপা

যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যামাসাদ্য হুরেন্দ্রলোক

মশন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

হে অর্জুন, আমিই সূর্য্যরূপে তাপ দিয়া থাকি, আমি বৃষ্টি  
বর্ষণ করি এবং বৃষ্টি আকর্ষণ করি, আমিই জীবন, আমিই  
মৃত্যু ; আমিই স্থল এবং আমিই সূক্ষ্ম ॥ ১৯ ॥

তৈবিদ্যাঃ ( বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরাঃ ) যজ্ঞেঃ মাম্ ইষ্টা  
(সংপূজ্য) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি তথোক্তাঃ )  
পুতপাপাঃ (শোধিতপাপাঃ সন্তঃ) স্বর্গতিং (স্বর্গং প্রতিগতিং) প্রার্থ-  
য়ন্তে ; তে পুণ্যং (পুণ্যফলরূপং) হুরেন্দ্রলোকং (স্বর্গং) আসাদ্য  
(প্রাপ্য) দিবি ( স্বর্গে ) দিব্যান্ (উত্তমান্ ) দেবভোগান্ অশন্তি  
(ভুঞ্জতে) ॥ ২০ ॥

বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞসকলদ্বারা আমাকে  
পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরস পান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ-  
গতি প্রার্থনা করেন । তাঁহার পুণ্যফলরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া  
স্বর্গে উত্তম দেবভোগসকল ভোগ করেন ॥ ২০ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং  
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।  
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

অনন্তাশ্চিত্তয়ন্তোনাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২

তে তং বিশালং (বিপুলং) স্বর্গলোকং (তৎসুখং) ভুক্ত্বা পুণ্যে  
ক্ষীণে [সতি] মর্ত্যালোকং বিশন্তি [পুনরপি] এবং ত্রয়ীধর্মম্  
(বেদত্রয়বিহিতং ধর্মম্) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুগতাঃ) কামকামাঃ  
(ভোগান্ কাময়মানাঃ) গতাগতং লভন্তে ॥ ২১ ॥

তাহারা সেই বিপুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে  
পুনরায় মর্ত্যালোকে প্রবেশ করেন ; এবং পুনরায় বেদত্রয়বিহিত  
ধর্ম অবলম্বন করিয়া কামনাপরতন্ত্র হওয়ায় সংসারে যাতায়াত  
করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

অনন্তাঃ ( নাস্তি অন্তঃ কামাং যেষাং তে ) মাং চিত্তয়ন্তঃ যে  
জনাঃ পর্যুপাসতে ( সেবন্তে ) অহং নিত্যাভিযুক্তানাং ( সর্বথা  
মদেকনিষ্ঠানাং ) তেষাং যোগক্ষেমং ( যোগঃ সমাধেরনুষ্ঠানং,  
ক্ষেমং তৎপালনং মোক্ষং বা ) বহামি ॥ ২২ ॥

অন্যকামনাহীন হইয়া আমাকে চিন্তা করতঃ যাহারা উপা-

যেহপাত্তদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেষ্য যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩

অহং হি সৰ্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪

সনা করেন, আমি সৰ্ব্বপ্রকারে মৎপরায়েণ তাঁহাদের যোগক্ষেম (সমাধির অনুষ্ঠান এবং তৎসংরক্ষণ বা মোক্ষ) বহন করি ॥২২॥

হে কোন্তেষ্য, শ্রদ্ধয়া ষিতাঃ ( শ্রদ্ধাযুক্তাঃ ) ভক্তাঃ [ সন্তাঃ ]  
যে অত্মদেবতাঃ অপি যজন্তে, তে অপি মামেব যজন্তি [ কিন্তু ]  
অবিধিপূর্বকম্ ( মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা ) ॥২৩॥

হে কোন্তেষ্য, শ্রদ্ধাযুক্ত ও ভক্ত হইয়া যাঁহারা অত্ম দেবতাও  
ভজনা করেন তাঁহারাও আমাকেই অবিধিপূর্বক ( অর্থাৎ মোক্ষ-  
প্রাপক বিধি বিনা ) ভজনা করেন ॥২৩॥

হি (যতঃ) সৰ্ব্বযজ্ঞানাং অহমেব ভোক্তা প্রভুঃ চ ( স্বামী ফল-  
দাতা অপি ) ; তে তু মাং তত্বেন (যথাবৎ) ন অভিজানন্তি ; অতঃ  
চ্যবন্তি ( পুনরাবর্তন্তে ) ॥২৪॥

যেহেতু আমিই সৰ্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ স্বামী  
এবং ফলদাতা ; কিন্তু তাঁহারা আমারে যথার্থরূপে জানেন না এই  
কন্তাই পুনরাবর্তিত হইয়া থাকেন ॥২৪॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।  
 ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ব্যাজিনোহপি মাম্ ॥২৫  
 পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।  
 তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতান্ননঃ ॥ ২৬

দেবব্রতাঃ (যজ্ঞপরায়ণাঃ) দেবান্ যান্তি, পিতৃব্রতাঃ (শ্রাদ্ধাদি-  
 ক্রিয়াপরায়ণাঃ) পিতৃন্ যান্তি, ভূতেজ্যাঃ (ভূতেষু ইজ্যা পূজা  
 দ্বেষাং তে বিনায়কাদিপূজাপরায়ণাঃ) ভূতানি যান্তি, মদ্ব্যাজিনঃ  
 অপি মাং ( অক্ষয়ং পরমানন্দরূপং ) যান্তি ॥২৫॥

দেবার্চনাকারিগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদিদ্বারা পিতৃ-  
 গণের অর্চনাকারিগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, বিনায়কাদি ভূত-  
 পূজাকারিগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন, আর আমার অর্চনাকারিগণ  
 অর্থাৎ পরমান্ননিষ্ঠগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥২৬॥

যঃ মে (মহাং) ভক্ত্যা পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি, অহং  
 প্রযতান্ননঃ ( শুদ্ধচিত্তস্ত নিষ্কামভক্তস্ত ) ভক্ত্যুপহৃতং ( ভক্ত্যা  
 তেন সমর্পিতং ) তৎ অশ্নামি ( গ্রীত্যা গৃহ্ণামি ) ॥২৬॥

যিনি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান  
 করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ব্যক্তি কর্তৃক ভক্তি পূর্বক  
 প্রদত্ত পত্রপুষ্পাদি গ্রহণ করি ॥২৬॥



যৎ কৰোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যৎ তপস্ত্বসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব নদৰ্পণম্ ॥২৭

শুভাশুভফলৈৰেবং মোক্ষ্যসে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ।

সংশ্রাসযোগযুক্তান্না বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥২৮

সমোহং সৰ্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেযু চাপ্যহম্ ॥২৯

হে কৌন্তেয়, যৎ কৰোষি, যৎ অশ্বাসি, যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্ত্বসি, তৎ নদৰ্পণং (ময়ি অৰ্পণঃ) কুরুষ্ব ॥২৭॥

হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্তা কর, তৎ সমস্তই আমাতে অৰ্পণ করিবে ॥২৭॥

এবং [কুৰ্ব্বন্ ] কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ( কৰ্ম্মনিমিত্তশুভাশুভফলৈঃ ) মোক্ষ্যসে ( মুক্তো ভবিষ্যসি ) ; বিমুক্তঃ [সন্ ] সন্শ্রাসযোগ-যুক্তান্না ( সন্শ্রাসঃ কৰ্ম্মণাং মদৰ্পণং স এব যোগঃ তেন যুক্তঃ আত্মা চিত্তং যস্ত তথাভূতঃ ) [ত্বং] মাম্ উপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

এইরূপ করিলে কৰ্ম্ম নিমিত্ত শুভাশুভ ফল হইতে মুক্ত হইবে ; পরে সন্শ্রাসযোগযুক্তান্না অর্থাৎ আমাতে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সম-পৰ্ণ রূপ যোগে যুক্তচিত্ত হইয়া তুমি আমাকে পাইবে ॥ ২৮ ॥

অহং সৰ্বভূতেষু সমঃ [অতঃ] মে (মম) দ্বেষাঃ প্রিয়শ্চ নাস্তি ; যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি তে ময়ি [বর্ত্তন্তে] অহমপি চ তেযু [বর্ত্তে] ॥২৯॥

অপি চেৎ সূহ্রাচারো ভজতে মামনন্তভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ম মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥৩১

আমি সর্ব্বভূতেই সমান, অতএব আমার ঘেঘা বা প্রিয় নাই ; কিন্তু আমাকে যাহারা ভক্তিসহকারে ভজনা করেন তাহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি ॥২৯॥

সূহ্রাচারঃ অপি চেৎ (যদ্যপি) অনন্তভাক্ (অপৃথক্‌ত্বেন পৃথক্‌ দেবতাপি বাহুদেব এব ইতি বুধ্য) দেবতান্তরভক্তিম্ অকু-  
র্ব্বন্ মাং ভজতে [তর্হি] সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ ; হি (যতঃ) সঃ সমাক্‌ ব্যবসিতঃ (শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্) ॥৩০॥

যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্তভজনশীল (অর্থাৎ অন্ত  
দেবতাও বাহুদেব এই মনে করিয়া যিনি দেবতান্তরে ভক্তি  
করেন না এতাদৃশ) হইয়া আমাকে ভজন করেন তবে তিনিও  
সাধু বলিয়া গণ্য ; যেহেতু তিনি উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছেন ॥৩০

[সূহ্রাচারোহপি মাং ভজন্] ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ধর্ম্মাত্মা ভবতি ;  
[ততশ্চ] শশ্বচ্ছান্তিং (শাশ্বতীম্পশান্তিং, পরমেশ্বরনিষ্ঠাং) নিগ-  
চ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ; হে কৌন্তেয়, [পরমেশ্বরশ্চ] মে ভক্তঃ  
[সূহ্রাচারোহপি] ন প্রণশ্চতি ইতি প্রতিজানীহি (নিঃশঙ্কং  
প্রতিজ্ঞাং কুরু) ॥৩১॥

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্ম্যঃ পাপযোনয়ঃ ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩১॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩২॥

অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমারে ভজনা করিলে শীঘ্র ধর্ম্মান্বিত হন, নিত্য শান্তি (ঈশ্বরনিষ্ঠা) প্রাপ্ত হন ; হে কোন্সেয়, আমার ভক্ত প্রণষ্ট হয় না ইহা তুমি নিঃশঙ্ক ভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার ॥৩১॥

হে পার্থ, যে অপি পাপযোনয়ঃ (নিকৃষ্টজন্মনঃ অন্ত্যজাদয়ঃ) স্ম্যঃ ( ভবেয়ুঃ ) স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ তে অপি মাং ব্যাপাশ্রিত্য ( সংসেব্য ) হি ( নিশ্চিতং ) পরাং গতিং যান্তি ॥৩২॥

হে পার্থ, যাহারা পাপবংশসম্ভূত অথবা স্ত্রীলোক বৈশ্য কিংবা শূদ্র তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয়ই পরম গতি প্রাপ্ত হন ॥৩২॥

পুণ্যাঃ ( স্কৃতিনঃ ) ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ [ পরাং গতিং যান্তি ইতি ] কিং পুনঃ ? [ অতঃ ত্বং ] অনিত্যম্ ( অক্ষয়ম্ ) অসুখম্ ( অশ্রমহিতম্ ) ইমং লোকং ( মর্ত্যালোকং ) প্রাপ্য, মাং ভজস্ব ॥৩৩॥

স্কৃতিশালী ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরমগতি লাভ করিবেন ইহাতে আর কথা কি ? অতএব তুমি অনিত্য এবং

মম্বনা ভব মদ্বক্তো মদ্ব্যজী মাং নমস্কর ।

মাযেবৈষ্যসি যুতৈবমাঅানং মংপরায়ণঃ ॥৩৪

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগঃ ।

অস্থখকর এই মর্ত্যলোক পাইয়া (সংসারে আসিয়া) আমাদের  
ভজনা কর ॥৩৩॥

মম্বনাঃ (ময়ি এব মনো যন্ত সঃ) মদ্বক্তঃ (মংসেবকঃ) ।  
মদ্ব্যজী (মংপূজনশীলঃ) ভব ; মাং নমস্কর ; এবং (এভিঃ  
প্রকাটৈঃ) মংপরায়ণঃ [সন্] আঅানং (মনঃ) [ময়ি] যুত্বা  
(সমাধায়) মাম্ এব এষ্যসি ॥৩৪॥

তুমি মদগতচিন্ত, মদ্বক্ত এবং আমার উপাসক হও ;  
আমাকেই নমস্কার কর ; মংপরায়ণ হইয়া এইরূপে মনকে  
আমাতে সমাহিত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥৩৪॥

ইতি নবম অধ্যায় ।

## দশমোঃধ্যায়ঃ ।

—:—

শ্রী ভগবান্ উবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যত্তেহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্বশঃ ॥২

শ্রীভগবান্ উবাচ, হে মহাবাহো, ভূয়ঃ এব মে পরমং ( পর-  
মাত্মনিষ্ঠং ) বচঃ শৃণু, যৎ প্রীয়মাণায় ( প্রীতিং প্রাপ্নুবতে ) তে  
( তুভ্যং ) অহং হিতকাম্যয়া ( হিতেচ্ছয়া ) বক্ষ্যামি ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো, পুনর্বার আমার পরমা-  
ত্মনিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কর, যাহা প্রীতিমান্ তোমারে আমি হিতার্থ  
কহিতেছি ॥১॥

সুরগণাঃ মে প্রভবং ন বিদুঃ ( জ্ঞানন্তি ) মহর্ষয়শ্চ ন ; হি  
( যতঃ ) অহং দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্বশঃ আদিঃ ॥২॥

দেবগণ আমার উৎপত্তি ( আবির্ভাব ) অবগত নহেন, মহর্ষি-

যোমামজমনাদিক্ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষ্ সৰ্ব্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

সুখং দুঃখং ভবোহভাবো তয়ক্কাভয়মেব চ ॥৪

গণও অবগত নহেন; যেহেতু আমি দেবগণের ও মহর্ষিগণের সৰ্ব্বতোভাবে আদি ॥২॥

যঃ মাম্ অনাদিম্ অজং লোকমহেশ্বরক্ বেত্তি সঃ মর্ত্যেষ্  
(মানুষেষ্) অসংমূঢ়ঃ (সংমোহরহিতঃ) [সন্] সৰ্ব্বপাটৈঃ  
প্রমুচ্যতে ॥৩॥

যিনি আমারে অনাদি, জন্মরহিত ও লোকসকলের মহান্  
ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মনুষ্যালোকে মোহরহিত হইয়া সমু-  
দায় পাপ হইতে মুক্ত হন ॥৩॥

বুদ্ধিঃ (সারসারবিবেকনৈপুণ্যং), জ্ঞানম্ (আত্মবিষয়ম্),  
অসংমোহঃ (ব্যাকুলতাভাবঃ), ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), সত্যং (যথার্থ-  
ভাষণং), দমঃ (বাতোল্লিয়সংযমঃ) শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ),  
সুখং, দুঃখং, ভবঃ (উদ্ভবঃ), অভাবঃ (নাশঃ), ভয়ং চ অভয়ম্  
এব চ, অহিংসা (পরপীড়ানিবৃত্তিঃ), সমতা (রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং),  
তুষ্টিঃ (দৈবলঙ্কেন সন্তোষঃ), তপঃ, দানং (ত্যাগার্জ্জিতস্ত্রু ধনাদেঃ  
সৎপাত্রে অর্পণঃ), যশঃ (সৎকীর্তিঃ), অযশঃ (দুষ্কীর্তিঃ), ভূতানাং  
[এতে] পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব (মৎসকশাদেব) ভবন্তি ॥৪॥৫॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং বশোহযশঃ ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা ।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোকইমাঃ প্রজাঃ ॥৬

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য দম, শম, সুখ, ছঃ', ভব, অস্তাব. ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ, অযশঃ—প্রাণিগণের এই সকল নানাবিধ ভাব আমা হইতেই জন্মে । ( বুদ্ধি প্রভৃতির অর্থ টীকায় দেখ ) ॥৫।৫॥

সপ্ত মহর্ষয়ঃ ( ভৃগুপ্রভৃতয়ঃ ), [এতেভ্যঃ অপি] পূর্বে [অন্যে] চত্বারঃ [ মহর্ষয়ঃ সনকাদয়ঃ ], তথা মনবঃ (স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ চতুর্দশ) [ এতে ] মদ্ভাবাঃ ( মদীয়োভাবঃ প্রভাবো যেষু তে ) মানসাঃ জাতাঃ ( হিরণ্যগর্ভাশ্বনো মম সংকল্পমাত্রাং জাতাঃ ); লোকে [বর্দ্ধমানাঃ] ইমাঃ (ব্রাহ্মণাদ্যাঃ) যেষাং প্রজাঃ (সন্ততয়ঃ) ॥৬॥

ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি, তাঁহাদেরও পূর্ববর্তী সনকাদি চারিজন মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দজন মনু—ইহারা সকলে আমার প্রভাববিশিষ্ট এবং হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই সংকল্প মাত্র হইতে জাত ; জগতে বুদ্ধিপ্রাপ্ত এই সমুদায় ব্রাহ্মণাদি ঐহাদের সম্বন্ধানসম্বন্ধি ॥৬॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তদ্বতঃ ।

সেহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭

অহং সৰ্ব্বশ্চ প্রভবো মত্তঃ সৰ্ব্বং প্রবৰ্ত্ততে ।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥৮

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯

যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ (ঐশ্বর্যালক্ষণং) তদ্বতঃ বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন (নিঃসংশয়েন) যোগেন (সমাগৃহণেন) যুজ্যতে (যুক্তোভবতি) অত্র ন সংশয়ঃ ॥৭॥

যিনি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আমার এই বিভূতি এবং যোগ (ঐশ্বর্যালক্ষণ) জানেন, তিনি নিঃসন্দেহ যোগে যুক্ত হন ইহাতে সংশয় নাই ॥৭॥

অহং সৰ্ব্বশ্চ প্রভবঃ (উৎপত্তিহেতুঃ) মত্তঃ সৰ্ব্বং প্রবৰ্ত্ততে ; ইতি মত্বা বুধাঃ (বিবেকিনঃ) ভাবসমম্বিতাঃ (প্রীতিযুক্তাঃ) [সন্তঃ] মাং ভজন্তে ॥৮॥

আমি সমুদায় জগতের উৎপত্তিহেতু এবং আমি হইতেই সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়, এই মনে করিয়া বিবেকিগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমারে ভজনা করেন ॥৮॥

মচ্ছিত্তাঃ মদগতপ্রাণাঃ মাং পরম্পরং বোধয়ন্তঃ, নিত্যং কথয়ন্তশ্চ, তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥



তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥১০

তেষামেবানুকম্পার্থ মহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্তো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১

গীতাদেব চিত্ত কেবল আমাতেই রত, এবং যাহাদের \* প্রাণ কেবল আমাতেই অর্পিত, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া এবং সদা আমার কথা কীর্তন করিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হন এবং নিবৃত্তি পান ॥৯॥

সততযুক্তানাং (সদৈব মম্যর্পিতচিত্তানাং, মদেকচিত্তানাংবা) প্রীতিপূর্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিরূপম্ উপায়ং) দদামি যেন তে মাম্ উপযাস্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥১০॥

সদা আমাতে অর্পিতচিত্ত এবং প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা-কারী তাঁহাদিগকে আমি এতাদৃশ বুদ্ধিযোগ (বুদ্ধিরূপ উপায়) প্রদান করি যাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন ॥১০॥

তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব অহম্ আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তৌ

\* কিরূপে ভগবানকে প্রাণ অর্পণ করিতে হয় তাহা জানিতে হইলে সঙ্গুতর আবশ্যক। ভাগ্যবলে ও পূর্ব স্মৃতি বলে যাহারা সঙ্গুতরূপায় ভগবানকে ঐরূপে প্রাণ সমর্পণ করিতে আনিয়াছেন, তাঁহাদের ১০ ১১ শ্লোকের লিখিত অবস্থা ক্রমশঃ আপনা হইতেই হইয়া থাকে ।

## অৰ্জুন উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্তং দিব্য মাদিদেবমজং বিভূম্ ॥১২

আহুত্বামৃষয়ঃ সর্কে দেবর্ষিনারদ স্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংৈব ব্রবীষি মে ॥১৩

স্থিতঃ ) [ সন্ ] ভাষতা ( প্রভাবশালিনা ) জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং  
তমঃ নাশয়ামি ॥১১॥

তঁাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্তই আমি তাঁহাদের বুদ্ধি-  
বৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁহা-  
দের অজ্ঞানজাত অন্ধকার নাশ করি ॥১১॥

অৰ্জুনঃ উবাচ, ভবান্ পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম ( আশ্রয়ঃ ),  
পরমং পবিত্রং চ ; সর্কে ঋষয়ঃ, দেবর্ষিঃ নারদঃ, তথা অসিতঃ,  
দেবলঃ, ব্যাসশ্চ যাং শাস্তং ( নিত্যং ) পুরুষং দিব্যং ( স্বপ্রকাশং ),  
আদিদেবম্ ( দেবানামাদিভূতম্ ), অজং ( জন্মরহিতং ) বিভূম্  
( ব্যাপকং ) চ আহুঃ ; স্বয়ং চ এব মে ব্রবীষি ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, তুমি পরব্রহ্ম, পরমাশ্রয় এবং পরম পবিত্র ;  
ভূক্ত প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস

সৰ্ব্বমেতদুতং মন্ত্ৰে ষম্মাং নদসি কেশব ।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪

তোমাকে নিত্য পুরুষ, স্বপ্রকাশ, আদিদেব ( দেবগণেরও কারণ স্বরূপ ), জন্মরহিত ও সৰ্বব্যাপক कहिया থাকেন ; তুমি স্বয়ংও আমাকে এইরূপ कहিতেছ ॥১২॥১৩॥

হে কেশব, যৎ মাং বদসি এতৎ সৰ্বম্ স্বতং ( সত্যং ) মন্ত্ৰে ; হি ( যতঃ ) হে ভগবন্ দেবাঃ তে ব্যক্তিং ( আবির্ভাবং ) ন বিদুঃ, দানবাশ্চ ন ॥ ১৪ ॥

হে কেশব তুমি আমারে যাহা বলিলে সে সকল আমি সত্য মনে করি ; \* যেহেতু হে ভগবন্, দেবগণ তোমার আবির্ভাব ( আবির্ভাব কারণ ) জানেন না দানবগণও জানেন না ॥ ১৪ ॥

\* সদগুরুকৃপায় জ্ঞানোদয় হইতে আরম্ভ হইলে ভগবদ্-বাক্যের সাথার্থ্য স্বয়ংই অনুভব করিতে পারা যায়, তখন আর কোন প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা থাকে না ; যেহেতু ভগবান গীতায় যে সকল অবস্থার কথা বলিয়াছেন ঐ সকল অবস্থা সাধকের ক্রমশঃ আপনা আপনিই হইয়া থাকে । ফলতঃ সদগুরুকৃপা ব্যতীত কিছুই হয় না ।

স্বয়মেবাঅন্যান্যানং বেথ ত্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫

বক্তু মহত্ত্বশেষেণ দিব্যাহ্যাবিভূতয়ঃ ।

যাভির্বিভূতিভিলোকানিম্যংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।

কেষু কেযু চ ভাবেষু চিস্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥১৭

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন ( ভূতোৎপাদক ), হে ভূতেশ, হে দেবদেব ( দেবানাম্ আদিত্যানাং দেব প্রকাশক ), হে জগৎপতে ( বিশ্বপালক ), ত্বং স্বয়ম্ এব আঅন্য আঅন্যং বেথ ( জানাসি ) [ নাচ্যঃ ] ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব ( আদিত্যাদির প্রকাশক ), যে জগৎপতে, তুমি আপনিই আপনাকে আপনার দ্বারা জান ॥ ১৫ ॥

ত্বং যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, তাঃ দিব্যাঃ (অদ্ভুতাঃ) বিভূতয়ঃ অশেষেণ বক্তুন্ম্ অর্হসি ॥ ১৬ ॥

তুমি যে সকল বিভূতি দ্বারা এই লোক সমুদয়কে ব্যাপিয়া রহিয়াছ সেই সমুদায় আঅবিভূতি অশেষরূপে বল ॥১৬ ॥

হে যোগিন, কথং সদা ত্বাং পরিচিস্তয়ন্ অহং ত্বাং বিদ্যাম্ ( জানীয়াম্ ); হে ভগবন্, কেযু কেযু ভাবেষুচ ( পদার্থেষু ) ময়া চিস্ত্যঃ অসি ? ॥১৭॥

বিস্তরেণান্ননো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন ।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥১৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাবিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্ত মে ॥১৯

হে যোগিন্, সর্বদা কিরূপে ( কিরূপ বিভূতি ভেদ দ্বারা ) তোমা-  
রে ভাবনা করিয়া জানিতে পারিব ? হে ভগবন্, কোন  
কোন পদার্থে আমি তোমা-  
রে চিন্তা করিব ? ১৭॥

হে জনার্দন, আত্মনঃ যোগং ( যোগৈশ্বর্যং ) বিভূতিঞ্চ বিস্ত-  
রেণ ভূয়ঃ কথয় ; হি ( যতঃ ) অমৃতং ( বাক্যমমৃতরূপং ) শৃণ্বাঃ  
মে তৃপ্তিঃ নাস্তি ॥১৮॥

হে জনার্দন, তোমার যোগৈশ্বর্য ও বিভূতি বিস্তররূপে পুনরায়  
বল । যেহেতু তোমার অমৃতরূপ বাক্য শুনিয়া আমার তৃপ্তি  
হইতেছে না ॥১৮॥

শ্রীভগবান্ উবাচ, হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ, দিব্যাঃ [ যা মম ] আত্ম-  
বিভূতয়ঃ [ তাঃ ] প্রাধান্ততঃ ( প্রাধান্বেন ) তে ( তুভ্যং ) কথয়ি-  
ষ্যামি ; হি ( যতঃ ) মে ( মম ) বিস্তরস্ত ( বিভূতিবিস্তরস্ত ) অন্তঃ  
নাস্তি ॥১৯॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ আমার দিব্য বিভূতি সকল

অহমাত্মা গুড়াকেশ, সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যাঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।

মরীচির্নক্ষত্রানামস্মি নক্ষত্রাণীমহং শশী ॥২১

ভুলরূপে তোমারে কহিতেছি, যেহেতু আমার বিভূতিবাহুল্যের  
অন্ত নাই ॥১৯॥

হে গুড়াকেশ, সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ (সৰ্বভূতানাম্ অন্তঃকরণেষু  
অবস্থিতঃ) আত্মা (পরমাত্মা) অহম্; ভূতানাম্ আদিঃ (জন্ম)  
মধ্যাং (স্থিতিঃ) অন্তঃ (সংহারঃ) চ অহমেব ॥২০॥

হে গুড়াকেশ, ভূতগণের অন্তঃকরণে অবস্থিত পরমাত্মা আমি;  
ভূতগণের সৃষ্টি স্থিতি এবং সংহারও আমি (অর্থাৎ আমিই ভূত-  
গণের সৃষ্টি স্থিতি এবং ধ্বংসের হেতু ॥২০॥

অহম্ আদিত্যানাং (মধ্যে) বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাং (প্রকাশ-  
কানাং মধ্যে) অংশুমান্ রবিঃ (বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তঃ সূর্য্যঃ),  
নক্ষত্রাং (বায়ূনাং মধ্যে) মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাং (মধ্যে) শশী অস্মি ॥২১

আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিঃ সকলের মধ্যে  
বিশ্বব্যাপিকিরণশালী সূর্য্য, নক্ষত্রগণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্র-  
গণের মধ্যে চন্দ্র ॥২১॥

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।  
 ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২  
 রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিভ্রেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।  
 বহুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণানহম্ ॥২৩  
 পুরোধসাক্ষং মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।  
 সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪

বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ ( ইন্দ্রঃ ) অস্মি ।  
 ইন্দ্রিয়াণাং চ মনঃ অস্মি, ভূতানাং চ চেতনা ( জ্ঞানশক্তিঃ )  
 অস্মি ॥২২॥

আমি বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র,  
 ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের জ্ঞানশক্তি ॥২২॥

[ একাদশানাং ] রুদ্রানাং [ মধ্যে ] শঙ্করঃ অস্মি, যক্ষরক্ষসাং  
 [ মধ্যে ] বিভ্রেশঃ ( কুবেরঃ ), [ অষ্টানাং ] বহুনাং [ মধ্যে ] পাবকঃ  
 ( অগ্নিঃ ) অস্মি, শিখরিণাং ( পর্বতানাং মধ্যে ) মেরুঃ অস্মি ॥২৩॥

আমি একাদশ রুদ্র মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসের মধ্যে কুবের,  
 অষ্টবহুর মধ্যে অগ্নি, এবং পর্বতগণের মধ্যে সূমেরু ॥২৩॥

হে পার্থ, মাং পুরোধসাং মুখ্যং ( প্রধানং ) বৃহস্পতিং বিদ্ধি ।  
 অহং সেনানীনাং [ মধ্যে ] স্কন্দঃ, [ তথা ] সরসাং ( হিরজলা-  
 শয়ানাং মধ্যে ) সাগরঃ অস্মি ॥২৪॥

মহর্ষীগাং ভৃগুরহং গিরামশ্রোকমক্ষরম্ ।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীগাঞ্চ নারদঃ ।

গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ ॥ ২৬

হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও । আমি সেনানীগণের মধ্যে কার্তিকেয় এবং হির জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর ॥২৪॥

অহং মহর্ষীগাং [ মধ্যে ] ভৃগুঃ, গিরাম্ ( বাক্যানাং মধ্যে ) একম্ অক্ষরম্ ( ওঁ কারাখ্যাম্ ) অস্মি, যজ্ঞানাং [ মধ্যে ] জপযজ্ঞঃ ( অজপাক্রপো জপযজ্ঞঃ ) [ তথা ] স্থাবরাণাং [ মধ্যে ] হিমালয়ঃ অস্মি ॥ ২৫ ॥

আমি মহর্ষীগণের মধ্যে ভৃগু এবং বাক্য সকলের মধ্যে এক অক্ষর অর্থাৎ ওঁকার, যজ্ঞগণের মধ্যে ( অজপাক্রপ ) জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥২৫॥

সর্ববৃক্ষাণাং [ মধ্যে ] অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীগাঞ্চ নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ ॥২৬॥

আমি বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষীগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি ॥২৬॥



উট্টৈঃশ্রবসমস্থানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।

ঐরাবতং গজেন্দ্ৰাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্ ।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাহুকিঃ ॥ ২৮

অস্থানাং [ তথা ] গজেন্দ্ৰাণাং [ মধ্যে ] মাম্ অমৃতোদ্ভবম্  
( অমৃতার্থঃ ক্ষীরাক্ষিমহনাং উদ্ভূতম্ ) উট্টৈঃশ্রবসম্ ঐরাবতঞ্চ  
[ বিদ্ধি ] ; নরাণাং [ মধ্যে ] মাং নরাধিপং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥

অখগণের মধ্যে এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমারে (অমৃতার্থ  
ক্ষীরোদ মথনোদ্ভূত) উট্টৈঃশ্রবাঃ এবং ঐরাবত জানিও । মানবগণ  
মধ্যে আমারে নরাধিপ জানিও ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানাম্ [ মধ্যে ] অহং বজ্রং, ধেনুনাং [ মধ্যে ] কামধুক্  
অস্মি ; অহং প্রজনঃ ( উৎপত্তিহেতুঃ ) কন্দর্পঃ অস্মি, [ তথা ]  
সর্পাণাং \* [ মধ্যে ] বাহুকিঃ অস্মি ॥ ২৮ ॥

অস্ত্র সকলের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কাম-  
ধেনু, আমি প্রজাগণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প এবং সর্পগণের  
[ রাজা ] বাহুকি ॥ ২৮ ॥

---

\* সর্প = বিষধর সর্প ।

অনন্তুশ্চাস্মি নাগানাং বরুণোবাদসামহম্ ।

পিতৃণামধ্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

অহং নাগানাং \* [ রাজা ] অনন্তুঃ অস্মি, [ তথা ] বাদসাম্  
( জলচরাণাং ) চ [ রাজা ] বরুণঃ অস্মি, পিতৃণাম্ [ রাজা ] অধ্যমা  
অস্মি, সংযমতাং ( নিয়মং কুর্ব্বতাং ) [ মধ্যে ] যমঃ অস্মি ॥২৯॥

আমি নাগগণের মধ্যে অনন্তু, জলচরগণের মধ্যে বরুণ পিতৃ-  
গণের মধ্যে অধ্যমা, এবং নিয়মকারিগণের মধ্যে যম ॥২৯॥

দৈত্যানাং চ [ মধ্যে ] প্রহ্লাদঃ অস্মি ; কলয়তাং ( বশী-  
কুর্ব্বতাং গণয়তাং বা ) [ মধ্যে ] অহং কালঃ, মৃগাণাঞ্চ [ মধ্যে ]  
অহং মৃগেন্দ্রঃ, পক্ষিণাঞ্চ [ মধ্যে ] বৈনতেয়ঃ ॥৩০॥

আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ ; বশীভূতকারিগণের মধ্যে  
( অথবা সংখ্যাকারীদিগের মধ্যে ) আমি কাল, মৃগগণের মধ্যে  
আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড় ॥৩০॥

---

\* নাগ=নির্বিষ সর্প ।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভূতামহম্ ।  
 কবাণাং মকরশ্চাস্মি শ্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১  
 সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যাক্ষৈবাহমর্জুন ।  
 অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

পবতাং ( বেগবতাং মধ্যে ) পবনঃ [ তথা ] শস্ত্রভূতাং [ মধ্যে ]  
 রামঃ অস্মি । কবাণাং ( মৎস্তানাং মধ্যে ) মকরঃ অস্মি [ তথা ]  
 শ্রোতসাং [ মধ্যে ] জাহ্নবী অস্মি ॥ ৩১ ॥

আমি বেগবান্দিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে রাম,  
 মৎস্তগণের মধ্যে মকর, শ্রোতা মধ্যে জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

হে অর্জুন, সর্গাণাং ( সৃষ্টবস্তুণাং ) আদিঃ অস্তঃ মধ্যঃ চ  
 অহমেব ; বিদ্যানাং [ মধ্যে ] অধ্যাত্মবিদ্যা ( আত্মবিদ্যা ) ; প্র-  
 বদতাং ( বাদিনাং ) চ অহং বাদঃ ॥ ৩২ ॥

হে অর্জুন আমিই সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত ; বিদ্যা সক-  
 লের মধ্যে আমি আত্মবিদ্যা এবং বাদিগণের ( বাদ জ্ঞান ও  
 বিতণ্ডা \* নামক যে তিন প্রকার কথা প্রসিদ্ধ আছে তন্মধ্যে )  
 আমি বাদ ॥ ৩২ ॥

\* বাদ = পরস্পর জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের  
 তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বাদী প্রতিবাদীর যে বিচার ; বথার্থ বিচার ।

জ্ঞান = পরমত যে কোনরূপে খণ্ডন করিয়া স্বমত ব্যবস্থাপন ।

বিতণ্ডা = স্বমত ব্যবস্থাপন হটক বা না হটক কেবল পরমত  
 খণ্ডনার্থ বাগাড়ম্বর ।

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ স্যামাসিকস্ত চ ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

মৃত্যু : সৰ্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।

কীর্তিঃ শ্রীর্কাক্ চ নারীগাং স্মৃতিশ্চৈধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪

অক্ষরাণাং ( বর্ণানাং মধ্যে ) অকারঃ, [ তস্ত বায়ুরত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ ] ; [ তথা ] স্যামাসিকস্ত ( সমাসসমূহস্ত মধ্যে ) দ্বন্দ্বঃ অস্মি ( উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ ) ; অহমেব অক্ষয়ঃ ( প্রবাহ-রূপঃ ) কালঃ ; অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা ( সৰ্ব্বকৰ্ম্মফল-বিধাতা ) ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরগণের মধ্যে আমি অকার ; সমাস সমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব ; আমি প্রবাহরূপ অক্ষয় কাল, এবং বিশ্বতোমুখ ধাতা অর্থাৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলবিধাতা ॥ ৩৩ ॥

অহং [ সংহারকাণাং মধ্যে ] সৰ্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাং ( ভাবিকল্পানাং প্রাণিনাং ) চ উদ্ভবঃ ( অভ্যুদয়ঃ ) ; নারীগাং ( স্ত্রীগাং মধ্যে ) কীর্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ ( সপ্ত দেবতারূপা স্ত্রিয়ঃ ) অহমেব ॥ ৩৪ ॥

আমি সংহারকগণ মধ্যে সৰ্ব্বসংহারক মৃত্যু, এবং ভবিষ্যৎ প্রাণীদিগের উদ্ভব, আর নারীগণ মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা এই সপ্ত দেবতা রূপা ( অর্থাৎ যাহাদের আভাস মাত্রেই প্রাণিগণ লাভ্য হয়, তাহাও আমি ) ॥ ৩৪ ॥

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫

দ্যুতং ছলয়তামস্মি, তেজস্তুজস্মিনামহম্ ।

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

অহং সাম্নাং [ মধ্যে ] বৃহৎ সাম ( তেন চ ইন্দ্রঃ সর্বেশ্বরত্বেন  
সূর্যতে ইতি শ্রেষ্ঠত্বং ) ছন্দসাং ( ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং )  
[ মধ্যে ] গায়ত্রী, [ তথা ] মাসানাং [ মধ্যে ] অহং মার্গশীর্ষঃ, ঋতুনাং  
[ মধ্যে ] কুসুমাকরঃ ( বসন্তঃ ) ॥ ৩৫ ॥

আমি সাম সকলের মধ্যে বৃহৎ সাম ; ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র  
সকলের মধ্যে গায়ত্রী ; সাম সকলের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং  
ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

অহং ছলয়তাং ( অশ্রোতৃবঞ্চনপরাণাং ) [ সম্বন্ধি ] দ্যুতং,  
[ তথা ] তেজস্মিনাং ( প্রভাবতাং ) তেজঃ ( প্রভা ) অস্মি ; অহং  
[ জৈত্রীণাং ] জয়ঃ অস্মি, [ উদ্যমবতাং ব্যবসায়িনাং ] ব্যবসায়ঃ  
( উদ্যমঃ ) অস্মি, সত্ত্ববতাং ( সাত্বিকানাং ) সত্ত্বম্ [ অস্মি ] ॥ ৩৬ ॥

আমি বঞ্চনাপরায়ণগণের দ্যুত, তেজস্বীদিগের তেজ, জয়শীল-  
দিগের জয় ; উদ্যমশালীদিগের উদ্যম, এবং সাত্বিকগণের সত্ত্ব ॥ ৩৬ ॥

বৃক্ষীগাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।

মুনীনামপ্যহং বাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭

দণ্ডোদময়তানস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।

মৌনং চৈবাস্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮

যচ্চাপি সৰ্ব্ভূতানাং বীজং তদহমৰ্জ্জুন ।

ন তদস্তি বিনা যৎ শ্রান্নয়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

অহং বৃক্ষীগাং বাসুদেবঃ, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনামপি ( বেদার্থতত্ত্বজ্ঞানামপি ) বাসঃ, কবীনাম্ ( শাস্ত্রদর্শিনাম্ ) উশনাঃ [ নাম ] কবিঃ ( শুকঃ ) অস্মি ॥ ৩৭ ॥

আমি বৃষ্টিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় ; আমি ( বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ ) মুনিগণের মধ্যে বাস এবং ( শাস্ত্রদর্শী ) কবিগণের মধ্যে উশনাঃ কবি ( শুক্রাচার্য্য ) ॥ ৩৭ ॥

অহং দময়তাং (দমনকর্তৃগাং) [সম্বন্ধী] দণ্ডঃ অস্মি, [যেন অসং-যতা অপি সংযতা ভবন্তি] জিগীষতাং (জেতুমিচ্ছতাং) [সম্বন্ধিনী] নীতিঃ অস্মি, গুহানাং ( গোপ্যানাং ) [গোপনহেতুঃ] মৌনম্ এব চ অস্মি ; জ্ঞানবতাং ( তত্ত্বজ্ঞানিনাং ) জ্ঞানম্ অস্মি ॥ ৩৮ ॥

আমি দমনকারিগণের দণ্ড ( যাহাতে অসংযতগণও সংযত-চিত্ত হয় ) ; জয়েচ্ছুগণের নীতি , গুহগণের গোপনহেতু মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানিগণের জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

হে অৰ্জ্জুন, যৎ চ সৰ্ব্ভূতানাং বীজং ( প্ররোহকারণম্ ) তৎ অহম্ । ন্নয়া বিনা যৎ শ্রাৎ তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি ॥ ৩৯ ॥

নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ।

এষতুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥ ৪০

যদ্যদ্বিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ স্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

হে অর্জুন, যাহা সর্ব ভূতের উৎপত্তির কারণ তাহা আমি ।  
যেহেতু আমি ব্যতীত যাহা থাকে একরূপ চর বা অচর ভূত নাই  
( আমি ছাড়া আর কিছুই নাই ) ॥৩৯॥

হে পরস্তপ, মম দিব্যানাং বিভূতীনাং অস্তঃ ন অস্তি ; এব  
তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ ( সংক্ষেপতঃ ) প্রোক্তঃ ॥৪০॥

হে পরস্তপ, আমার দিব্যবিভূতিসকলের অস্ত নাই । এই  
বিভূতি বাহ্য্য আমি সংক্ষেপে কহিলাম ॥৪০॥

বিভূতিমং ( ঐশ্বর্যযুক্তং ), শ্রীমং ( সম্পত্তিযুক্তং ), উর্জিতং  
( কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেন অতিশয়িতং ) যৎ যৎ সত্ত্বং  
তৎ তৎ এব মম তেজোহংশসম্ভবম্ ( তেজসঃ প্রভাবস্ত অংশেন  
সম্ভূতম্ ) অবগচ্ছ ( জানীহি ) ॥৪১॥

ঐশ্বর্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, অথবা প্রভাববলাদিগুণদ্বারা সমৃদ্ধ  
যাহা যাহা আছে, তুমি সে সমুদায়ই আমার প্রভাবের অংশ  
সম্ভূত জানিও । ॥৪১॥

অথবা বহ্নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন ।

বিষ্টভাহ্মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

বিভূতিযোগঃ ।



অথবা হে ধনঞ্জয়, এতেন বহ্না জ্ঞাতেন ( পৃথক্ জ্ঞাতেন )  
কিম্ ? অহম্ ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন ( একদেশমাত্রেণ )  
বিষ্টভা ( ধূত্বা ) স্থিতঃ । ( ন মদব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদপি অস্তি  
ইত্যর্থঃ ) ॥৪২ ।

অথবা হে ধনঞ্জয়, এইরূপ পৃথগ্বিধ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়ো-  
জন কি ? আমি এই সমুদায় জগৎ একাংশে ধরিয়া অবস্থিত  
আছি ( অর্থাৎ আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই ) ॥৪২॥

ইতি দশম অধ্যায় ।





## একাদশোইধ্যায়ঃ

—:○:—

অর্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজিতম্ ।

যত্বয়োক্তং বচন্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।

তত্ত্বঃ কমলপত্রাক্ষ মহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

অর্জুনঃ উবাচ, মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্মসংজিতং  
( আত্মবিবেকবিষয়কং ) যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ  
( অহং হস্তা ) এতে হস্তান্তে ইত্যাদি লক্ষণঃ ভ্রমঃ ) বিগতঃ ॥১॥

অর্জুন কহিলেন, আমার অনুগ্রহার্থ পরম গোপনীয় আত্ম-  
বিবেক বিষয়ক যে বাক্য তুমি বলিলে, তাহাতে আমার ( আমি  
হস্তা, ইহার হত হইতেছে এইরূপ ) মোহ দূর হইল ॥১॥

হে কমলপত্রাক্ষ তত্ত্বঃ ( ভবংসকাশাৎ ) ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ  
( সৃষ্টিপ্রলয়ো ) ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ, অব্যয়ং ( অক্ষরং ) মহাত্ম্য-  
মপি চ [শ্রুতম্] ॥২॥

এবমেতদ্যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

মন্ত্ৰসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

হে কমলপত্রাক্ষ, তোমার নিকট হইতে আমি ভূতগণের  
সৃষ্টি ও প্রলয় এবং অক্ষয় মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ শুনিলাম ॥২॥

হে পরমেশ্বর, যথা ত্বম্ আত্মানং আথ ( ত্রবীষি ) এতৎ এবম্  
( অত্রাপি অবিখ্যাসো মে নাস্তি ) [ তথাপি ] হে পুরুষোত্তম, তব  
ঐশ্বর্য রূপং দ্রষ্টু মিচ্ছামি ॥৩॥

হে পরমেশ্বর যেরূপ তুমি আপনার বিষয় বলিলে ইহা এই-  
রূপই বটে \* ; পুরুষোত্তম, আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে  
ইচ্ছা করি ॥৩॥

হে প্রভো, যদি তৎ [রূপং] ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্ত্ৰসে,  
ততঃ হে যোগেশ্বর ত্বং মে ( মহৎ ) অবায়ম্ ( নিতাম্ ) আত্মানং  
দর্শয় ॥৪॥

হে প্রভো, যদি আমি সেইরূপ দেখিতে পারি এরূপ মনে কর  
তবে হে যোগেশ্বর তুমি আমারে সেই অবায় আত্মা দেখাও ॥৪॥

\* সদ্গুরুকৃপায় ভগবৎসম্বন্ধে সাধকের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়,  
এই অধ্যায়ে অর্জুনের সেই জ্ঞানের কথা হইতেছে ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

পশাদিত্যান্ বহুন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।

বহুদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাস্চর্যাণি ভারত ॥ ৬

শ্রীভগবান্ উবাচ, হে পার্থ মে দিব্যানি ( অলৌকিকানি )  
নানাবিধানি, নানাবর্ণাকৃতীনি চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি  
পশু ॥৫॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ আমার অলৌকিক, নানাবিধ,  
নানাবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ অবলোকন  
কর ॥৫॥

হে ভারত, আদিত্যান্ বহুন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ  
পশু ; বহুনি অদৃষ্টপূর্বাণি আশ্চর্যাণি পশ্য ॥৬॥

হে ভারত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবহু, একাদশরুদ্র, অশ্বিনয়,  
ও উনপঞ্চাশৎ মরুৎ ( আমাতে ) দেখ ; অনেক অদৃষ্টপূর্ব ও  
আশ্চর্য্য বস্তু আমাতে অবলোকন কর ॥৬॥

ইহৈকহং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চাত্তদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্ট মনেনৈব স্বচক্ষুবা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগটৈশ্বরম্ ॥ ৮

হেগুড়াকেশ, ইহ ( অগ্নিন্ ) মম দেহে একহং ( অবয়বরূপেণ একত্র স্থিতং ) কৃৎস্নং সচরাচরং জগৎ অগ্ৰচ্চ যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি [তৎ] অদ্য পশু ॥ ৭ ॥

হে গুড়াকেশ, আমার এই শরীরে একত্রস্থিত সমুদায় চরাচর জগৎ \* এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা এখনি দেখ ॥ ৭ ॥

অনেন স্বচক্ষুবা এব তু মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে ; [ অতঃ ] তে ( তুভ্যং ) দিব্যং ( জ্ঞানাত্মকং ) চক্ষুঃ দদামি ; মে ( মম ) ত্রৈধরং ( অসাধারণং ) যোগং ( অঘটনঘটনাসামর্থ্যং ) পশ্য ॥ ৮ ॥

এই স্বীয় চক্ষুদ্বারা কিন্তু তুমি আমারে দেখিতে পাইবে না, অতএব তোমারে দিব্য ( জ্ঞানময় ) চক্ষু দিতেছি ; আমার অসাধারণ অঘটনঘটনাসামর্থ্য দেখ ॥ ৮ ॥

\* ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এই দেহ ; আত্মজ্ঞানে দেহতত্ত্ব জানিতে পারিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে জ্ঞান অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা জন্মে তাহারই কথা হইতেছে ।

সঙ্কল্প উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরোহরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

অনেকবক্তুনয়নমনেকাভ্যুতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদাতায়ুধম্ ॥ ১০

দিব্যমালাশ্বরধরং দিবাগন্ধাহুলেপনম্ ।

সর্বশর্চ্যাময়ং দেবগনস্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

সঙ্কল্পঃ উবাচ, হে রাজন, মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস ॥৯॥

সঙ্কল্প কহিলেন, হে রাজন, মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া পরে পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন ॥৯॥

অনেকবক্তুনয়নম্ অনেকাভ্যুতদর্শনম্ অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদাতায়ুধম্ ॥১০॥

(তাহা)অনেক মুখনেত্রবিশিষ্ট,অনেক অভ্যুতদর্শনবিশিষ্ট,অনেক আলৌকিক আভরণবিশিষ্ট এবং অনেক উদাত দিব্যাঙ্গবিশিষ্ট ॥১০॥

দিব্যমালাশ্বরধরং, দিবাগন্ধাহুলেপনং সর্বশর্চ্যাময়ং দেবং (দোতনাঅক্) অনন্তং ( অপরিচ্ছিন্নং ) বিশ্বতোমুখং ( সর্বতোমুখবিশিষ্টম্ ॥১১॥

দিব্যমালা ও দিব্যবস্ত্রধারী দিবাগন্ধদ্রব্যে অনুলেপিত, সর্বশর্চ্যাময়, প্রভাময়, অনন্ত এবং সর্বত্র মুখ বিশিষ্ট ॥১১॥

দিবি সূর্যাসহস্রশ্চ ভবেদ্যুগপছুখিতা ।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্ত্রাদ্ভাসস্তশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ১২

তত্রৈকস্বং জগৎ কুৎসং প্রবিভক্তমনেকধা ।

অপশ্চদেবদেবশ্চ শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ১৪

দিবি ( আকাশে ) সূর্যাসহস্রশ্চ ভাঃ ( প্রভা ) যদি যুগপৎ  
উখিতা ভবেৎ, সা ( প্রভা ) তশ্চ মহাত্মনঃ ভাসঃ ( প্রভাভাঃ )  
সদৃশী স্তাৎ ॥ ১২ ॥

আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যদি এককালে উদ্ভিত হয় তাহা  
হইলে সেই মহাত্মার প্রভার সদৃশী হইতে পারে ॥ ১২ ॥

তদা পাণ্ডবঃ তত্র দেবদেবশ্চ শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং  
( নানাভাগেন অবস্থিতং ) কুৎসং জগৎ একস্বম্ অপশাৎ ॥ ১৩ ॥

তখন অর্জুন সেই দেবদেবের শরীরে নানা ভাগে অবস্থিত  
সমুদায় জগৎ একত্র ব্যবস্থিত অবলোকন করিলেন \* ॥ ১৩ ॥

ততঃ স ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ ( বিস্মিতঃ ) হৃষ্টরোমা ( রোমা-  
কিতঃ ) দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাজ্জলিঃ অভাষত ॥ ১৪ ॥

\* “সকল ব্রহ্মময়ং জগৎ” জ্ঞান হইল । ৭ম শ্লোকের  
টীকা দেখ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে

সৰ্বাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ ।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-

মৃষীংশ্চ সৰ্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫

অনেক বাহুদরবক্ত্রুনেত্রং

পশ্যামি ত্রাং সৰ্বতোহনন্তরূপম্ ।

অনন্তর বিম্মিত ও রোমান্বিতকলেবর সেই অৰ্জুন দেবকে  
মন্তকধারা প্রণাম করিয়া কৃতাজলি হইয়া কহিলেন ॥১৪॥

অৰ্জুনঃ উবাচ, হে দেব, তব দেহে সৰ্বান্ দেবান্ তথা  
ভূতবিশেষসংজ্ঞান্, দিব্যান্ ঋষীন্, সৰ্বান্ উরগাংশ্চ, [তেষাং  
দেবাদীনাম্] ঈশং (স্বামিনং) কমলাসনস্থং (পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়ান্  
মেরৌ স্থিতম্) ব্রহ্মাণং চ পশ্যামি ॥১৫॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে দেব, তোমার দেহে সমুদায় দেবগণ ও  
পৃথক পৃথক প্রাণিবিশেষ সকল, দিব্য ঋষিগণ, সমুদায় সর্পগণ  
ও দেবতা প্রভৃতির ঈশ্বর কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি ॥১৫॥

হে বিধেয়র বিশ্বরূপ, অনেকবাহুদরবক্ত্রুনেত্রম্ অনন্তরূপং  
ত্রাং সৰ্বতঃ পশ্যামি, তব পুনঃ ন অন্তঃ ন মধ্যং ন আদিং  
পশ্যামি ॥১৬॥

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ

তেজোরাশিং সৰ্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।

পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমস্তা-

দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭

হে বিশেষ্বর বিশ্বরূপ, অনেক বাহু উদর বহু ও নেত্রবিশিষ্ট  
এবং অনন্তরূপ তোমাকে সৰ্ব্বত্রই দেখিতেছি । কিন্তু সৰ্ব্বব্যাপি-  
পিত্বহেতু তোমার ন, অঃ না মধ্য না আদি দেখিতেছি ॥১৬॥

কিরীটিনং গদিনং চ সৰ্ব্বতো দীপ্তিমন্তং তেজোরাশিং  
দুর্নিরীক্ষ্যং দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্তবাহুদ্যুতাসমুদ্রাতিশালিনম্)  
অপ্রমেয়ঞ্চ ত্বাং সমস্তাং পশ্যামি ॥১৭॥

মুকুটবান, গদা চক্রিণঃ সারী, সৰ্ব্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জ,  
দুর্নিরীক্ষ্য, প্রচণ্ড অগ্নিঃ সৰ্ব্বব্যাপী প্রভাশালী এবং অপ্রমেয়  
তোমাকে সৰ্ব্বত্র দেখিতেছি ॥১৭॥



ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং  
 ত্বমশ্চ বিশ্বশ্চ পরং নিধানম্ ।  
 ত্বমব্যয়ঃ শাস্ততদ্ব্যঙ্গোগোপ্তা  
 সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে ॥১৮  
 অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীৰ্য্য-  
 মনস্তবাহং শশিসূর্য্যানেত্রম্ ।

ত্বম্ অক্ষরং পরমং ( ব্রহ্ম ) বেদিতব্যং ( মুমুক্শুভিঃ জ্ঞাতব্যম্ ) ;  
 ত্বম্ অশ্চ বিশ্বশ্চ পরং নিধানং ( প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ ) ; ত্বম্ অব্যয়ঃ  
 ( নিত্যঃ ), শাস্ততদ্ব্যঙ্গোগোপ্তা ( সনাতনধর্ম্মপালকঃ ), ত্বং সনাতনঃ  
 ( চিরন্তনঃ ) পুরুষঃ মে মতঃ ॥১৮॥

তুমি অক্ষর পরমব্রহ্ম, তুমি মুমুক্শুগণের জ্ঞাতব্য, তুমি  
 এই বিশ্বের প্রধান আশ্রয়, তুমি নিত্য ও সনাতনধর্ম্মের  
 পালক, তুমি চিরন্তন পুরুষ আমি জানি ॥১৮॥

অনাদিমধ্যান্তম্ ( উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতম্ ) অনন্তবীৰ্য্যম্  
 ( অমিতপ্রভাবম্ ), অনন্তবাহং শশিসূর্য্যানেত্রম্, দীপ্তহৃতাশবত্ত্বং  
 ( প্রদীপ্তাগ্নিমুখং ), স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তঃ ত্বাং  
 পশ্যামি ॥১৯॥

উৎপত্তিস্থিতিবিনাশরহিত, অমিতপ্রভাব, অনন্তবাহ, চল্লসূর্য্য-

পশ্যামি স্বাং দীপ্তহতাশবক্রং  
 স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯  
 দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি  
 ব্যাপ্তং ত্বৈকেন দিশশ্চ সৰ্বাঃ ।  
 দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং  
 লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহান্নম্ ॥ ২০

নেত্র, দীপ্তাগ্নিমুখ, এবং স্বীয় তেজে এই সমুদায় বিশ্বনস্তাপক  
 তোমাতে দেখিতেছি ॥১৯॥

হে মহান্নম্, দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ ( অন্তরীক্ষম্ )  
 একেন ত্বয়া হি ( নিশ্চিতং ) ব্যাপ্তম্ ; তথা সৰ্বাঃ দিশশ্চ  
 [ব্যাপ্তাঃ] ; তব অভুতম্ ইদম্ উগ্রং ( ঘোরং ) রূপং দৃষ্ট্বা লোক-  
 ত্রয়ং প্রব্যথিতম্ ( অতীবভীতং ) [ পশ্যামি ] ॥২০॥

হে মহান্নম্, স্বৰ্গ ও পৃথিবীর এই অন্তর ( অর্থাৎ অন্তরীক্ষ )  
 এবং সমুদায় দিক্ একমাত্র তোমাকর্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে ;  
 তোমার এই অভুত, ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ত্রিলোক অতীব ভীত  
 হইতেছে দেখিতেছি ॥২০॥

অগ্নী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশস্তি  
 কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণস্তি ।  
 স্বস্তীতুক্ত্বা মহর্ষিসিন্ধুসংঘাঃ  
 স্তবস্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্পলাভিঃ ॥ ২১  
 রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা  
 বিধেহশ্বিনৌ মরুতশ্চৈশ্বপাশচ ।  
 গন্ধর্ব্ববক্ষাসুরসিন্ধুসংঘাঃ  
 বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২

অগ্নী সুরসংঘাঃ ( দেবাঃ ) হি ( নিশ্চয়ে ) ত্বাং বিশস্তি ( শরণে  
 প্রবিশস্তি ), কেচিৎ ভীতাঃ [সত্ত্বঃ] প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণস্তি ( প্রার্থয়ন্তে )  
 মহর্ষিসিন্ধুসংঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা পুষ্পলাভিঃ ( উৎকৃষ্টাভিঃ )  
 স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তবস্তি ॥ ২১ ॥

ঐ দেবতাসমূহ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছে ; কেহ বা ভীত  
 হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে রক্ষা প্রার্থনাকরিতেছে ; মহর্ষি ও সিদ্ধগণ  
 "স্বস্তি" এই বলিয়া উৎকৃষ্ট স্তবসমূহে তোমার স্তব করিতেছে ॥ ২১ ॥

রুদ্রাদিত্যাঃ, বসবঃ, যে চ সাধ্যাঃ, বিধে অশ্বিনৌ মরুতশ্চ  
 উশ্বপাশচ (পতরঃ) গন্ধর্ব্ববক্ষাসুরসিন্ধুসংঘাঃ, সর্বে এব বিস্মিতাঃ  
 [সত্ত্বঃ] ত্বাং বীক্ষন্তে ॥ ২২ ॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং

মহাবাহো বহুবাহুরূপাদমু ।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং

দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং

ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।

একাদশ রক্ত, দ্বাদশ আদিভা, অষ্টবহু, যে সকল সাধা নামক দেবগণ, বিধদেবগণ, অধিনীকুমারদয়, উনপঞ্চাশৎ মক্কে, উদ্ভাঙ্গ ( পিতৃগণ ) এবং গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুর ও সিদ্ধসমূহ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমারে অবলোকন করিতেছে ॥২২॥

হে মহাবাহো, তে (তব) বহুবক্ত্রনেত্রং, বহুবাহুরূপাদং বহু-দরং বহুদংষ্ট্রাকরালং ( বহুভিঃ দংষ্ট্রাভিঃ দশনৈঃ করালং ভয়ঙ্করং ) মহৎরূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ ( আতঙ্কিতাঃ ) অহং [অপি] তথা ॥২৩॥

হে মহাবাহো, তোমার বহু বদন ও নেত্রবিশিষ্ট, বহুবাহু উরু ও চরণ বিশিষ্ট, বহু উদর বিশিষ্ট, বহু দংষ্ট্রাদ্বারা ভয়ঙ্কর, মহৎ রূপ দেখিয়া সমুদায় লোক ও আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি ॥২৩॥

হে বিষ্ণো, নভস্পৃশং ( অন্তরীক্ষগাপিনং ) দীপ্তম্ ( তেজো-ময়ম্ ) অনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং ( ব্যাত্তানি বিবৃতানি আননানি

দৃষ্ট্বা হি হ্রাং প্রব্যথিতাস্তুরাত্মা  
 ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষণ্ণা ॥ ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি  
 দৃষ্টেব কালানলসন্নিভানি ।  
 দিশো ন জানেন ন লভে চ শম্ম  
 প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

যন্ত তং বিবৃতমুখং ) দীপ্তবিশালনেত্রং হ্রাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতাস্তু-  
 রাত্মা ( অতিভীতচিত্তঃ ) [অহং] ধৃতিং ( ধৈর্য্যং ) শমং ( উপশমং )  
 চ ন বিন্দামি ( ন লভে ) ॥ ২৪ ॥

হে বিষ্ণো, অন্তরীক্ষব্যাপী, তেজোময়, অনেকবর্ণ, বিবৃতমুখ  
 ও প্রদীপ্তবিশালনেত্র তোমাতে দেখিয়া অতিভীতচিত্ত আমি  
 ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥

হে দেবেশ, দংষ্ট্রাকরালানি, কালানলসন্নিভানি, ( প্রলয়াগ্নি-  
 সদৃশানি ) তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব [অহং] [ভয়াবেশেন] দিশঃ ন জানে,  
 শম্ম ( সুখং ) চ ন লভে, হে জগন্নিবাস, প্রসীদ ( প্রসন্নোত্তব ) ॥ ২৫ ॥

হে দেবেশ, বিকৃতদন্তবিশিষ্ট, কালাগ্নিতুল্য তোমার মুখ সমূহ  
 দেখিয়া আমি দিগ্-নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, সুখও পাইতেছি  
 না, হে জগন্নিবাস তুমি প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পুত্রাঃ  
 সৰ্বে সইবাবনিপালসজৈবঃ ।  
 ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ  
 সহান্মদীতৈরপি যোধমুৰ্খৈঃ ॥ ২৬  
 বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি  
 দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।  
 কেচিদ্ধিলগ্না দশনান্তরেষু  
 সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাতঙ্গৈঃ ॥ ২৭

অবনিপালসজৈবঃ ( রাজ-সমূহৈঃ ) সহ অমী চ [ তে ] ধৃত-  
 রাষ্ট্রশ্চ সৰ্বেএব পুত্রাঃ, তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ (কর্ণঃ)  
 চ অস্মদীতৈঃ যোধমুৰ্খৈঃ সহ ত্বরমাণাঃ ( ধাবন্তঃ ) [ সন্তঃ ] তে  
 দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি ( বদনানি ) বিশস্তি [ তেষাং  
 মধ্যে ] কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাতঙ্গৈঃ ( শিরোভিঃ ) [ উপলক্ষিতাঃ ]  
 দশনান্তরেষু ( দন্তসন্ধিষু ) সংদৃশ্যন্তে ॥২৬।২৭॥

ভূপালগণ সহিত ঐ সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ সকলেই এবং ভীষ্ম  
 দ্রোণ ও ঐ কর্ণ আমাদের প্রধান যোদ্ধাদিগের সহিত ধাবমান  
 হইয়া তোমার দংষ্ট্রা দ্বারা ভয়ানক ভয়ঙ্কর মুখ সকলে প্রবেশ  
 করিতেছে। তাহাদের মধ্যে চূর্ণিতমস্তকবিশিষ্ট কেহ কেহ দন্ত  
 সন্ধিতে লগ্ন রহিয়াছে দৃষ্ট হইতেছে ॥২৬.২৭॥

যথা নদীনাং বহবোহস্থবেগাঃ  
 সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।  
 তথা তবামী নরলোকবীরা  
 বিশস্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্ঞলন্তি ॥ ২৮  
 যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা  
 বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।  
 তথৈব নাশায় বিশস্তি লোকা  
 স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

যথা নদীনাং [ অনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং ] বহবঃ অস্থবেগাঃ  
 ( বারিপ্রবাহাঃ ) অভিমুখাঃ ( সমুদ্রাভিমুখাঃ ) [ সন্তঃ ] সমুদ্রম্বেষ  
 দ্রবন্তি ( বিশস্তি ), তথা অসী নরলোকবীরাঃ [তে] অভিবিজ্ঞলন্তি  
 ( সর্বতঃ প্রদীপ্যমানানি ) তব বক্ত্রাণি বিশস্তি ॥২৮॥

যেমন নদী সকলের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া  
 সমুদ্রেই প্রবেশ করে সেইরূপ এই নরলোকবীরগণ সর্বতঃ  
 প্রদীপ্যমান তোমার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে ॥২৮॥

যথা সমৃদ্ধবেগাঃ পতঙ্গাঃ নাশায় ( মরণায় ) প্রদীপ্তং জ্বলনং  
 ( অগ্নিঃ ) বিশস্তি তথাএব সমৃদ্ধবেগাঃ লোকাঃ অপি নাশায় এব  
 তব বক্ত্রাণি বিশস্তি ॥২৯॥

ଲେଲିହାସେ ଶ୍ରମମାନଃ ସମନ୍ତା-  
 ଶ୍ଳୋକାନ୍ ସମଗ୍ରାନ୍ ବଦନୈର୍ଜ୍ଜ୍ଵଳିତଃ ।  
 ତେଜୋଭିରାପୂର୍ବ୍ୟ ଜଗତ୍ ସମଗ୍ରଂ  
 ଭାସନ୍ତୁସୋଗ୍ରାଃ ପ୍ରତପନ୍ତି ବିଷ୍ଣୋ ॥ ୩୦  
 ଆଧ୍ୟାହି ମେ କୋ ଭବାନ୍ତୁଶ୍ରକ୍ରମୋ  
 ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ଦେବବର ପ୍ରସୀଦ ।

ଯେମନ ବେଗଶାଳୀ ପତଞ୍ଜଗମ୍ବରମ୍ବର ନିମିତ୍ତେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ  
 ପ୍ରବେଶ କରେ ସେହିରୂପ ବେଗଶାଳୀ ଜନଗଣମ୍ବରମ୍ବର ନିମିତ୍ତେ  
 ତୋମାର ମୁଖ ସକଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି ॥୨୯॥

ଶ୍ଳୋକଃ ବଦନୈଃ ସମଗ୍ରାନ୍ ଶ୍ଳୋକାନ୍ ଶ୍ରମମାନଃ ସମନ୍ତାଃ  
 ଲେଲିହାସେ ( ଅତିଶୟେନ ଉଦ୍ଧୃଷ୍ୟମି ) । ହେ ବିଷ୍ଣୋ ତବ ଭାସଃ  
 ( ଦୀପ୍ତତା ) ଉଗ୍ରାଃ ( ଭୀରାଃ ) [ ସତାଃ ] ତେଜୋଭିଃ ସମଗ୍ରଂ ଜଗତ୍  
 ଆପୂର୍ବ୍ୟ ( ବ୍ୟାପ୍ୟ ) ପ୍ରତପନ୍ତି ॥୩୦॥

ଶ୍ଳୋକ ବଦନ ସକଳ ଦ୍ଵାରା ଲୋକ ସକଳଙ୍କେ ଶ୍ରମ କରିଆ ବିଲକ୍ଷଣ  
 ରୂପେ ଉଦ୍ଧୃଷ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି । ହେ ବିଷ୍ଣୋ, ତୋମାର ଉଗ୍ର ପ୍ରଭା ସକଳ  
 ତେଜ ଦ୍ଵାରା ସମୁଦାୟ ଜଗତ୍ ବ୍ୟାପିଆ ତାପ ଦିଅଅଛନ୍ତି ॥୩୦॥

ଉଗ୍ରରୂପଃ ଭବାନ୍ କଃ, ମେ ଆଧ୍ୟାହି, ତେ ( ତୁଭ୍ୟା ) ନମଃ ଅସ୍ତୁ,  
 ହେ ଦେବବର ପ୍ରସୀଦ, ଆଦ୍ୟଃ ଭବନ୍ତଃ ବିଜ୍ଞାତୁମ୍ବିଚ୍ଛାମି ; ହି ( ଯତଃ )  
 ତବ ପ୍ରବୃତ୍ତିଃ ( ଚେଷ୍ଟାଃ ) ନ ପ୍ରଜ୍ଞାନାମି ॥୩୧॥



বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাद्यां  
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো  
লোকান্ সমাহৰ্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।  
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্ব্বে  
যেহবহ্নিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

উগ্ররূপ আপনি কে ? আমার বলুন, আপনাকে নমস্কার ।  
হে দেববর প্রসন্ন হউন, আদিপুরুষ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি,  
কারণ কি জন্ত আপনার এরূপ চেষ্টি আমি তাহা জানি না ॥৩১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ, লোকক্ষয়কৃৎ ( লোকানাং ক্ষয়কর্তা )  
প্রবুদ্ধঃ ( উৎকটঃ ) কালঃ অস্মি ; লোকান্ ( প্রাণিনঃ ) সমাহৰ্ত্তুম্  
( সংহৰ্ত্তুম্ ) ইহ ( লোকে ) প্রবৃত্তঃ অস্মি, ত্বাম্ ঋতে প্রত্যনীকেষু  
যে যোধাঃ অবহ্নিতাঃ সৰ্ব্বেহপি [ তে ] ন ভবিষ্যন্তি ॥৩২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমি লোকক্ষয় কর্তা উৎকট কাল ;  
লোক সকলকে সংহার করিতে ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি ।  
তুমি ব্যতীত প্রতি মৈগ্ধদলে যেসকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে,  
তাহারা কেহই থাকিবে না ॥৩২॥

তস্মাদ্ভুমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব  
 জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।  
 মরৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্ব্বমেব  
 নিমিত্তমাত্রং ভব সবাসাচিন্ ॥ ৩৩  
 দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ  
 কর্ণং তথাত্মানপি যোধবীরান্ ।

তস্মাৎ ভুম্ [ যুদ্ধায় ] উত্তিষ্ঠ ; যশো লভস্ব ; শত্রূন্ জিত্বা  
 সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব ; মরাএব এতে পূৰ্ব্বম্ এব নিহতাঃ, হে  
 সবাসাচিন্ ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব ॥ ৩৩ ॥

অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্তিত হও ; যশোলাভ কর ; শত্রু-  
 গণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর ; ইহারা সকলে  
 পূৰ্বেই আমা কর্তৃক নিহত হইয়াছে ; হে সবাসাচিন্, তুমি  
 নিমিত্তমাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

“ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরনো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো  
 জয়েয়ুরিতি ” যা আশঙ্কা সাপি ন কার্য্যা ইত্যাহ । ‘মরা হতান্  
 দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং চ তথা অত্মান্ যোধবীরান্  
 অপি ত্বং জহি (ঘাতয়) ; মা ব্যাধিষ্ঠাঃ (ভয়ং মা কার্ষাঃ) রণে ন সপ-  
 ত্রান্ ( শত্রূন্ ) জেতাসি ( জেযাসি ) [ অতঃ ] যুদ্ধস্ব ॥ ৩৪ ॥

ময়া হতাংস্বঃ জহি মা বাথিষ্ঠা  
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ ।

এতচ্চুত্বা বচনং কেশবশ্চ  
কৃতাজ্জলিবেপমানঃ কিরীটী ।  
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ  
সগদাদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

আমা কর্তৃক নিহত দ্রোণ ভীষ্ম জয়দ্রথ ও কর্ণ এবং অন্যান্য  
যোদ্ধাবীরগণকেও তুমি হনন কর ; ভয় করিও না ; যুদ্ধে শত্রু-  
গণকে নিশ্চয়ই পরাভূত করিতে পারিবে ; অতএব যুদ্ধ কর ॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ, কেশবশ্চ এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ ( কম্প-  
মানঃ ) কিরীটী ( অর্জুনঃ ) কৃতাজ্জলিঃ কৃষ্ণঃ নমস্কৃত্বা ( নমস্কৃত্য )  
ভীতভীতঃ ( অতিভীতঃ ) [ সন্ ] প্রণম্য ( অবনতোভূত্বা ) ভূয়ঃ  
এব সগদগদম্ আহ ॥৩৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, কেশবের এই বাক্য শুনিয়া কম্পমান অর্জুন  
কৃতাজ্জলি হইয়া কৃষ্ণকে নমস্কার পূর্বক অতি ভীত হইয়া প্রণতি-  
পূরঃসর পুনরায় গদগদ বচনে কহিলেন ॥৩৫॥

অৰ্জুন উবাচ ।

স্থানে হৃদীকেশ তব প্রকীৰ্ত্তা

জগৎ প্রহৃষাতানুরজাতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি

সর্বৈ নমস্তস্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরগ্নাহান্

গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ত্তে ।

অৰ্জুনঃ উবাচ, হে হৃদীকেশ, তব প্রকীৰ্ত্তা (মহাত্ম্যাসংকীৰ্ত্ত-  
নেন) জগৎ প্রহৃষতি (পুরুষ্টেঃ হৃদ্যমাপ্রোতি) অনুরজাতেচ (অনুরাগ-  
মুপেতি চ), [ ইতিযং ], রক্ষাংসি ভীতানি [সন্তি] দিশঃ [প্রতি]  
দ্রবন্তি (পলায়ন্তে) [ ইতিযং ], সর্বৈচ সিদ্ধসংঘাঃ ( সিদ্ধসমূহাঃ )  
নমস্তস্তিচ [ ইতিযং এতচ্চ ] স্থানে ( যুক্তমেব ) ॥৩৬॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে হৃদীকেশ, তোমার মহাত্ম্যাকীৰ্ত্তনে জগৎ  
যে অতিশয় আনন্দ লাভ করে এবং অনুরাগবিশিষ্ট হয়, রাক্ষ-  
সেরা যে ভীত হইয়া ইত্যন্তঃ পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ যে  
নমস্কার করে এই সকলই যুক্তিযুক্ত ॥৩৬॥

হে মহাত্মন, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মণঃ  
অপি গরীয়সে ( গুরুতরায় ) আদিকর্ত্তেচ (ব্রহ্মণোহপি জনকায়)  
তে তুভ্যং কস্মাৎ [ হেতোঃ ] ন নমেরন্ ( ন নমস্কারং কুৰ্যুঃ ) ;

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস

ত্বমক্ষরং সদসত্ত্বং পরং যৎ ॥ ৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

ত্বমশ্রু বিশ্বশ্রু পরং নিধানম্ ।

বেত্তাসি বেদাঞ্চ পরঞ্চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বননন্তরূপ ॥ ৩৮

সৎ (বাক্তং) অসৎ ( অবাক্তং ) পরং ( তাভ্যাং পরং মূলকারণম্ )  
যৎ অক্ষরং ( ব্রহ্ম ) তচ্চ ( ত্বমেব ) ॥ ৩৭ ॥

হে মহাঅনন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মা  
অপেক্ষাও গুরুতর এবং ব্রহ্মারও জনক তোমাকে জগৎ কেন  
না নমস্কার করিবে ? যেহেতু তুমি ব্যক্ত অব্যক্ত এবং এই দুয়ের  
মূল কারণ যে ব্রহ্ম তাহাও তুমিই ॥ ৩৭ ॥

হে অনন্তরূপ, ত্বম্ আদিদেবঃ ( দেবানামাদিঃ ) [ যতঃ ]  
পুরাণঃ ( অনাদিঃ ) পুরুষঃ ; [ অতএব ] অশ্রু বিশ্বশ্রু পরং নিধানং  
( স্থিতিস্থানং ) [ তথা ] বেত্তা ( জ্ঞাতা ) বেদাঃ ( জ্ঞাতবাং ) পরঞ্চ  
ধাম ( বৈষ্ণবং পদম্ ) [ অতএব ] ত্বয়া বিশ্বং ততম্ ( ব্যাপ্তম্ ) ॥ ৩৮ ॥

হে অনন্তরূপ তুমি দেবগণের আদি ; যেহেতু তুমি অনাদি  
পুরুষ ; অতএব তুমি এই বিশ্বের পরম স্থিতি স্থান, এবং জ্ঞাতা  
জ্ঞাতবা ও পরম ধাম ( বিষ্ণুপদ ) ; অতএব তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া  
আছ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্যমোহগ্নিবরুণঃ শশাঙ্কঃ  
 প্রজাপতিস্বঃ প্রপিতামহশ্চ ।  
 নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃৎঃ  
 পুনশ্চ ভূরোহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯  
 নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে  
 নমোহস্ত তে সৰ্ব্বত এব সৰ্ব্ব ।

ত্বং বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিঃ প্রপিতামহশ্চ ;  
 [অতঃ] তে ( তুভ্যং ) সহস্রকৃৎঃ ( সহস্রশঃ ) নমঃ অস্ত ; পুনশ্চ  
 [ সহস্রকৃৎঃ ] নমঃ অস্ত, ভূরোহপি ( পুনরপি ) সহস্রকৃৎঃ নমঃ  
 নমঃ ॥৩৯॥

তুমি বায়ু যম অগ্নি বরুণ শশাঙ্ক প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ ;  
 তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় সহস্রবার নমস্কার, আবারও  
 সহস্রবার নমস্কার ॥৩৯॥

হে সৰ্ব্ব ( সৰ্ব্বাত্মন ) তে ( তুভ্যং ) পুরস্তাৎ ( সম্মুখে ) অথ  
 পৃষ্ঠতঃ ( পশ্চাৎ ) নমঃ ; তে ( তব ) সৰ্ব্বতঃ ( সৰ্ব্বাঙ্গ দিক্ ) এব নমঃ  
 অস্ত ; হে অনন্তবীৰ্য্য, অমিতবিক্রমঃ ত্বং সৰ্ব্বঃ [ বিধঃ ] সমাপ্রোষি  
 ( বা্যপ্রোষি ; ব্যাপ্য বৰ্ত্তসে ) ততঃ ত্বং সৰ্ব্বঃ ( সৰ্ব্বস্বরূপঃ )  
 অসি ॥৪০॥

অনন্তবীৰ্য্যান্নিতবিক্রমস্তং

সৰ্বং সনাপ্নোষি ততোহসি সৰ্বঃ ॥৪০॥

সংযতি মত্তা প্রসভং যজ্ঞকং

হে কৃষ্ণ হে বাদব হে সংযতি ।

অজ্ঞানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

যচ্চাবহাসার্থমনংকৃতোহসি

বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।

হে সৰ্ব্বাঙ্গান্ তোমার সমুপে এবং পশ্চাতে নমস্কার । তোমার সকল দিকেই নমস্কার ; হে অনন্তবীৰ্য্য! অপরিমিত বিক্রম তুমি সমুদায় বিধ বাপিয়া আছ, অতএব তুমি সৰ্ব্বস্বৰূপ ॥৪০॥

তব মহিমানম্, ইদং ( বিধরূপং ) চ অজ্ঞানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন অপি বা সথা ইতি মদ্য, হে কৃষ্ণ হে বাদব হে সখা (সপে) ইতি প্রসভং (হঠাৎ তিরস্কারেণ) যৎ উক্তং, হে অচ্যুত, বিহারশয্যাসনভোজনেষু একঃ ( কেবলঃ সখীন্ বিনা, রহসিষ্ঠিতঃ ) অথবা তৎসমক্ষং ( তেযাং সখীনাম্ পুরতঃ ) অপি অবহাসার্থং ( পরিহাসার্থং ) যৎ অসংকৃতঃ ( তিরস্কৃতঃ ) অসি, অহন্ অপ্রমেয়ং ( অচিন্ত্যপ্রভাবং ) ত্বাং তৎ [ সৰ্বং ] ক্ষানয়ে ( ক্ষমং কারয়ামি) ॥৪১॥৪২॥

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২

পিতাসি লোকশ্চ চরাচরশ্চ

ত্বমশ্চ পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।

ন ত্বৎসনোহস্ত্যভাধিকঃ কুতোহত্মো

লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

তোমার মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানিয়া আমি প্রমাদ  
বশতঃ বা প্রণয় বশতঃ সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ হে যাদব হে  
নখে ইত্যাদি হঠাৎ তিরস্কারভাবে যাহা বলিয়াছি, হে অচ্যুত,  
বিহার শয়ন উপবেশন ও ভোজনকালে যখন তুমি একাকী  
থাকিতে বা সখীগণের সমক্ষে থাকিতে তখন পরিহাসার্থ যে  
তিরস্কার করিয়াছি, আমি অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার নিকট তাহার  
জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করি ॥৪১:৪২॥

হে অপ্রতিমপ্রভাব, তুমি অশ্চ চরাচরশ্চ লোকশ্চ পিতা  
অসি, [অতএব] পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ, গরীয়ান্শ্চ (গুরোরপি গুরুতরশ্চ)  
অসি, অতঃ লোকত্রয়েহপি ত্বৎসমঃ ন অস্তি, অতঃ অভ্যধিকঃ  
(ত্বতোহধিকঃ) কুতঃ [স্থানং] ॥৪৩॥

হে অতুল্যপ্রভাব, তুমি এই চরাচর লোকের পিতা; অতএব  
পূজ্য গুরু এবং গুরু হইতেও গুরুতর; লোকত্রয়েও তোমার  
সমান কেহ নাই; তোমা অপেক্ষা অধিক কোথা? ॥৪৩॥



তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং

প্রসাদয়ে ত্বামহগীশমীডাম্ ।

পিতৈব পুত্রস্ত সখৈব সখাঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়য়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৩

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্ৱা

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

হে দেব, তস্মাৎ অহং কায়ং প্রণিধায় ( দণ্ডবৎ নিপতা ; প্রণম্য ( নম্রা ) ঈডাম্ ( স্তুতাম্ ) ঈশং ত্বাং প্রসাদয়ে ; পুত্রস্ত [ অপরাধং ] পিতা ইব সখাঃ [ অপরাধং ] সখাইব, [ প্রিয়স্ত অপরাধং ] প্রিয়ায় ( প্রিয়ার্থং ) প্রিয়ঃ [ ইব ] সোঢ়ুম্ অর্হসি ॥ ৪৩ ॥

হে দেব, অতএব আমি দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রণাম করিয়া স্তুতা ঈশ্বর তোমারে প্রসন্ন করিতেছি । যেমন পিতা পুত্রের অপরাধ, সখা মিত্রের অপরাধ এবং প্রিয়বাক্তি তাঁহার প্রিয়-বাক্তির অপরাধ প্রিয়ার্থ সহ্য করিয়া থাকেন সেইরূপ আমার অপরাধ সহ্য কর ॥ ৪৩ ॥

হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব্বং [ তব রূপং ] দৃষ্ট্ৱা হৃষিতঃ ( হুঃ ) অস্মি, [ তথা ] ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং ( প্রচলিতম্ ) , [ তস্মাৎ ] তৎ রূপম্ এব মে দর্শয় ; হে দেবেশ, হে জগ-  
ন্নিবাস প্রমীদ ॥ ৪৩ ॥

তদেব মোদর্শয় দেব রূপং  
 প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫  
 কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত  
 মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।  
 তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন  
 সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬

হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইতেছি, অথচ ভয়ে আমার মন অস্থির হইতেছে ; অতএব তোমার সেই রূপ আমায় দেখাও, হে দেব, হে জগন্নিবাস প্রসন্ন হও ॥ ৪৫ ॥

অহং তথা এব [ যথা পূর্ব্বং দৃষ্টবান্ ] ত্বাং কিরীটিনং গদিনং ( গদাবন্তং ) চক্রহস্তং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি, হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্ত্তে [ ইদং রূপম্ উপসংহৃত্য ] তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব ( আবির্ভব ) ॥ ৪৬ ॥

আমি পূর্ব্বকৈ তোমাতে যেমন দেখিয়াছি সেইরূপই কিরীটী গদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্ত্তে, হে সহস্রবাহো, সেই চতুর্ভুজ রূপেই আবিভূত হও ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং  
 রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাত্ ।  
 তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং  
 যন্মে ত্বদন্তেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭  
 ন বেদযজ্ঞাধায়নৈ ন দানৈ-  
 নচ ক্রিয়াভিন তপোভিরুগ্রৈঃ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ, হে অর্জুন, তব আত্মযোগাত্ ( আত্মনো  
 যোগবলেন হেতুনা ) প্রসন্নেন ময়া ইদং তেজোময়ং বিশ্বম্ ( বিশ্বা-  
 ত্তকম্ ) অনন্তম্ আদ্যক মে পরং রূপং দর্শিতম্ ; যৎ ( মম রূপং )  
 ত্বদন্তেন ( ত্বৎসদৃশাৎ ভক্তাদন্তেন ) ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন, আমি তোমার যোগ-  
 বলপ্রভাবে প্রসন্ন হইয়া আমার এই তেজোময় বিশ্বাত্মক  
 অনন্ত এবং আদ্য পরমরূপ দেখাইলাম \* যাহা তোমার স্থায়  
 ভক্ত বাতীত আর কেহ পূর্বে দেখে নাই ॥ ৪৭ ॥

হে কুরুপ্রবীর, ন বেদযজ্ঞাধায়নৈঃ নচ দানৈঃ নচ ক্রিয়াভিঃ  
 ( অগ্নিহোত্ৰাদিভিঃ ) নচ উগ্রৈঃ তপোভিঃ ( চান্দ্রায়ণাদিভিঃ )  
 এবংরূপঃ অহং ত্বদন্তেন নৃলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ ॥ ৪৮ ॥

\* ৫৫শ শ্লোকের টীকা দেখ ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে

দ্রষ্টুং ত্বদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো

দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃশ্যমেদম্ ।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং

তদেব মে রূপমিদং প্রপশু ॥ ৪৯

হে কুরুপ্রবীর, না বেদের দ্বারা, না যজ্ঞের দ্বারা, না অধার-  
নের দ্বারা, না দানের দ্বারা, না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা,  
না চাল্লায়ণাদি উগ্র তপস্তার দ্বারা আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন  
মনুষ্যালোকে কেহ দেখিতে সমর্থ হয়\* ॥ ৪৮ ॥

ঐদৃক্ ঘোরং মম ইদং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা [ অস্ত ]  
বিমূঢ়ভাবশ্চ মা [ অস্ত ] ; ব্যপেতভীঃ ( বিগতভয়ঃ ) প্রীতমনাশ্চ  
[ সন্ ] পুনঃ ত্বং মে ইদং তৎ রূপম্ এব প্রপশু ॥ ৪৯ ॥

আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তোমার ব্যথা যেন না  
হয়, বিমূঢ়ভাবও যেন না হয় ; ভয়হীন ও প্রীতমনা হইয়া  
পুনরায় তুমি আমার এই সেই রূপই দেখ ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যৰ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা ।

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং

ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

অৰ্জুন উবাচ ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষ্যং রূপং তব সৌম্যং জনাৰ্দ্দন ।

ইদানীমগ্নি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

সঞ্জয় উবাচ, বাসুদেবঃ অৰ্জুনম্ ইতি উক্ত্বা ভূয়ঃ তথা (কিরীটাদিবৃত্তং) স্বকং (স্বীয়ং) রূপং দর্শয়ামাস ; সৌম্যবপুঃ ভূত্বা মহাত্মা পুনঃ ভীতম্ এনম্ আশ্বাসয়ামাস চ ॥৫০॥

সঞ্জয় কহিলেন, বাসুদেব অৰ্জুনকে এই বলিয়া আবার সেই স্বীয় মূর্তি দেখাইলেন ; মহাত্মা প্রসন্নমূর্তি হইয়া বিধিরূপদর্শনভীত অৰ্জুনকে পুনরায় আশ্বাসিত করিলেন ॥৫০॥

অৰ্জুনঃ উবাচ, হে জনাৰ্দ্দন তব ইদং সৌম্যং মানুষ্যং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীম্ অহং সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্তঃ) সংবৃত্তঃ (জাতঃ) অগ্নি ; প্রকৃতিং (স্বাস্থ্যং) চ গতঃ [ অগ্নি ] ॥৫১॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে জনাৰ্দ্দন তোমার এই সৌম্য মানুষ্য মূর্তি দেখিয়া এক্ষণে আমি প্রসন্নচিত্ত এবং স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলাম ॥৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুহৃদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।

দেবা অপাশ্চ রূপশ্চ নিত্যং দর্শনকাজ্জিগং ॥৫২

নাহং বেদৈ ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধোদ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩

শ্রীভগবান্ উবাচ, মম ইদং সুহৃদর্শং যৎ রূপং দৃষ্টবান্ অসি,  
দেবা অপি অশ্চ রূপশ্চ নিত্যং দর্শনকাজ্জিগং ॥৫২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমার এই সুহৃদর্শ যে রূপ দেখিলে  
দেবগণও সদা এইরূপের দর্শনকাজ্জী\* ॥৫২॥

মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি, ন বেদৈঃ, ন তপসা, ন দানেন, নচ  
ইজ্যয়া ( যজ্ঞেন ) এবংবিধঃ অহং উদ্রষ্টুং শক্যঃ ॥৫৩॥

আমাকে যে রূপ দেখিলে, না বেদদ্বারা, না তপস্বী দ্বারা, না  
দান দ্বারা, না যজ্ঞ দ্বারা ঈদৃশ আমাকে দেখিতে পাওয়া যায় ॥৫৩॥

---

\* দেবতারাত্ত যাহা দেখিতে পান না সদগুরুকৃপায় সাধক  
নিজসাধনবলে তাহাও দেখিতে পান। এমন হ্রলভ ও অমূল্য  
মানব জন্ম পাইয়া তছুচিত কার্য্য করা কর্তব্য ।

ভক্ত্যা জনন্তয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥ ৫৪

হে পরস্তপ অর্জুন, জনন্তয়া ( মদেকনিষ্ঠয়া ) ভক্ত্যা তু  
এবংবিধঃ ( ইদৃশঃ ) অহং তত্ত্বেন ( স্বরূপতঃ ) জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং  
চ শক্যঃ ॥ ৫৪ ॥

হে পরস্তপ অর্জুন, আমার প্রতি অনন্তভক্তিদ্বারা \* এবংবিধ  
আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ  
করিতে পারা যায় ॥ ৫৪ ॥

\* যতদিন পর্য্যন্ত মনের চাকল্য একেবারে না যায় তত  
দিন পর্য্যন্ত অনন্তভক্তি হইতে পারে না। যে অবস্থায় মন  
শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদির দ্বারা বিচলিত না হয় তাহাই অনন্তভক্তির  
অবস্থা। ভগবান্ ২য় অধ্যায় ৫৩শ শ্লোকেও মনের এই নিশ্চল  
অবস্থার কথা বলিয়াছেন। যতদিন ফলাফলের দিকে লক্ষ্য  
থাকে ততদিন মনের স্থিরতা জন্মে না। সমগ্র গীতার তাৎপর্য্যই  
এই যে, সাধনদ্বারা মন স্থির কর তাহা হইলেই ভগবৎপ্রাপ্তি  
হইবে। সেই সাধন প্রণালী সদগুরুবক্তৃগম্য।

মৎকশ্মক্শ্মপৰমো মদুভূতঃ সঙ্গবৰ্জিতঃ ।

নির্কৈরঃ সৰ্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ ।

হে পাণ্ডব, যঃ মৎকশ্মক্শ্ম ( মৎকশ্মানুষ্ঠানকারী ), মৎপৰমঃ ( অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যন্ত সঃ ), মদুভূতঃ, ( ইন্দ্রিয়েষু ) সঙ্গ-বৰ্জিতঃ, সৰ্বভূতেষু নির্কৈরশ্চ সঃ মাম্ এতি (প্রাপ্নোতি) ॥৫৫॥

হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমার কশ্মানুষ্ঠানকারী, \* আমিই যাহার পরম পুরুষার্থ, যিনি আমার ভক্ত, ( ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়ে ) অনাসক্ত এবং সৰ্বভূতে সমদর্শী তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন ॥৫৫॥

ইতি একাদশ অধ্যায় ।

\* এখানে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে ভগবানের কশ্ম কি ? আত্মকশ্মই ভগবানের কশ্ম—যাহা সদুৎকৃষ্যভীত অশ্রের নিকট জানা যায় না। ঐ কশ্মের দ্বারা যে অনন্তভক্তি হয় তাহাই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। সাধকের যখন ঐরূপ ভক্তির অবস্থা হয় তখনই তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে সঙ্গ-বৰ্জিত, সকল ভূতে সমদর্শী, নিত্যযুক্ত ইত্যাদি হইতে পারেন, নতুবা অল্প অবস্থায় ঐরূপ হওয়া যায় না। এই আত্মকশ্মই আত্মযোগ এবং ইহারই প্রভাবে অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। ৪৭শ শ্লোক দেখ।



## দ্বাদশোইধ্যায়ঃ ।

—ঃ○ঃ—

অর্জুন উবাচ ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্থাং পর্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দ্মাঃ ॥১

অর্জুনঃ উবাচ, এবং (সর্বকর্ষ্মসমর্পণাদিনা) সততযুক্তাঃ (সদা হৃদগতচিত্তাঃ) যে ভক্তাঃ [ বিশ্বরূপং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিঞ্চ ] ত্বাং পর্যুপাসতে (ধ্যায়ন্তি) যে চাপি অব্যক্তম্ (নির্বিশেষম্) অক্ষরং (বিনাশশূন্যং) পর্যুপাসতে, তেষাং মধ্যে কে যোগবিন্দ্মাঃ (অতিশয়েন যোগবিদঃ) ॥১।

অর্জুন কহিলেন, এইরূপে সর্বকর্ষ্মসমর্পণাদিদ্বারা সদা তোমাগতচিত্ত যে সকল ভক্ত, বিশ্বরূপ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ তোমাকে ধ্যান করেন, আর যঁহারা অব্যক্ত অবিনাশীর উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারো অতিশয় যোগবিৎ ? ॥১।

শ্রীভগবানুবাচ ।

মধ্যাবেশে মনো য়ে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাংস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

যে ভক্তরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যাপাসতে ।

সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

শ্রীভগবান্ উবাচ, ময়ি মনঃ আবেশে ( একাগ্রং কৃৎস্না ) নিত্য-  
যুক্তাঃ ( সনৈব মদর্পিতপ্রাণাঃ ) [ সন্তঃ ] পরয়া ( শ্রেষ্ঠয়া ) শ্রদ্ধয়া  
উপেতাঃ ( যুক্তাঃ ) য়ে মাম্ উপাসতে, তে, মে ( ময়া ) মতাঃ ( অভি-  
মতাঃ ) যুক্ততমাঃ ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,আমাতে মন একাগ্রকরিয়া সর্বদা আমাতে  
যুক্ত থাকিয়া ও পরম শ্রদ্ধাবিত হইয়া যাঁহার আমার উপাসনা  
করেন তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম (প্রধান) ষোগী, \* ॥২॥

সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ যে তু ইন্দ্রিয়গ্রামঃ সংনিয়মা অনির্দেশ্যম্  
( শব্দেন নির্দেশ্যমশক্যম্ ) অব্যক্তং ( রূপাদিহীনং ) সর্বত্রগম্  
( সর্বব্যাপিনম্ ) অচিন্ত্যং কূটস্থম্ ( কূটে মায়াপ্রপঞ্চে অধিষ্ঠানত্বেন  
অবস্থিতম্ ) অচলং ( স্পন্দনরহিতং ) [ অতএব ] ধ্রুবম্ ( নিতাম্ )  
অঙ্করং ( অবিনাশি ) পর্য্যাপাসতে, সর্বভূতহিতেরতাঃ তে  
মামেব প্রাপ্নুবন্তি ॥৩॥৪॥

---

\* ১০ম অধ্যায় ৯ম শ্লোকের, ১১শ অধ্যায় ৫৫শ শ্লোকের ও  
১২শ অধ্যায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোকের টীকা দেখ ।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সৰ্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্ণু বন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ধিরবাপ্যতে ॥ ৫

সৰ্বত্র সমদর্শী যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ সম্যাক্রূপে সংযত  
করিয়া শব্দদ্বারা নির্দেশ করিবার অযোগ্য, রূপাদিবিহীন, সৰ্ব-  
ব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ ( মায়াপ্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠানরূপে  
অবস্থিত, ) স্পন্দনরহিত স্তব্ধতাং নিত্য অর্থাৎ বুদ্ধাদি-শূন্য, অবি-  
নাশীর উপাসনা করেন, সমুদায় প্রাণিগণের হিতকারী তাঁহারাও  
আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥৩।৪॥

তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ( অব্যক্তে আসক্তং চেতঃ যেষাং )  
[সিদ্ধিপ্রাপ্তিবিষয়ে] অধিকতরঃ ক্লেশঃ [ভবতি]; হি (যতঃ)  
অব্যক্তা (অব্যক্তবিষয়া) গতিঃ (নিষ্ঠা) দেহবদ্ধিঃ দুঃখং [যথাস্থাৎ  
তথা] অবাপ্যতে ॥৫॥

অব্যক্তে বাঁহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে তাঁহাদের [ সিদ্ধি  
প্রাপ্তিবিষয়ে ] অধিকতর ক্লেশ হয় ; যেহেতু অব্যক্ত বিষয়ক নিষ্ঠা  
মনুষ্যগণ দুঃখে লাভ করিয়া থাকে ॥৫॥

যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্রুত মৎপরাঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬

তেষামহং সমুদ্ধৃতা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

যে তু অনন্তেন ( নবিদ্যাতে অন্তঃ ভজনীয়ঃ যস্মিন্ তেন ) এব যোগেন ( ভক্তিযোগেন ) সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্রুত ( সমৰ্প্য ) মৎপরাঃ [ ভূত্বা ] মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে, হে পার্থ অহং ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ( মৃত্যুবৃত্তাৎ সংসারসাগরাৎ ) নচিরাৎ সমুদ্ধৃতা ভবামি ॥৬।৭॥

কিন্তু যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদার কৰ্ম্ম আমাতে অৰ্পণ করিয়া \* মৎপরায়ণ হইয়া আমারে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমাতে অর্পিতচিত্ত তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমি মৃত্যুবৃত্ত সংসার সমুদ্র হইতে শীঘ্রই উদ্ধারকারী হই ॥৬।৭॥

\* অনন্তভক্তির অবস্থা ভিন্ন মনের অন্ত অবস্থায় প্রকৃত পক্ষে ভগবানে কোন কৰ্ম্মেরই অৰ্পণ হইতে পারে না ; যেহেতু অনন্ত-ভক্তি বাতীত আত্মসমৰ্পণ হয় না এবং আত্মসমৰ্পণ না হইলে কৰ্ম্ম-সমৰ্পণ সম্ভবে না । ১১শ অধ্যায় ৫৪শ শ্লোকের টীকা দেখ ।

মযোব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি মযোব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্লোষি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯

ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব ( স্থিরীকুরু ) ময়ি [ বাবসায়াজ্জিকাং ]  
বুদ্ধিং নিবেশয় [ এবং কুরুন্ ] অতঃ উদ্ধং ( উদ্ধদেশে ) ময়ি এব  
নিবসিষ্যসি [ অত্র ] সংশয়ঃ ন ॥৮॥

আমাতেই মনঃস্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর ; এই-  
রূপ করিলে উদ্ধদেশে আমাতেই থাকিবে, \* সংশয় নাই ॥৮॥

হে ধনঞ্জয়, অথ ( যদি ) ময়ি চিত্তং স্থিরং [ যথাশ্রাৎ তথা  
সমাধাতুং ( ধারয়িতুং ) ন শক্লোষি ততঃ অভ্যাসযোগেন ( সদগুরু-  
পদিষ্টেন উপায়েন ) নাম্ আপ্তুন্ ( প্রাপ্তুন্ ) ইচ্ছ ( প্রযত্নং  
কুরু ) ॥৯॥

হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার †

\* সদগুরুপদেশ গম্য । ১৬শ শ্লোকের টীকা দেখ ।

† অর্থাৎ যে অবস্থায় তোমার বিশ্বরূপ দর্শন হইয়াছে সে  
অবস্থায় তুমি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে সমর্থ হইয়াছ, তথাপি  
বলিতেছি যে যদি আপনাকে অসমর্থ মনে কর তবে অভ্যাস  
যোগ ইত্যাদি ।

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকৰ্ম্মপরমো ভব ।

মদর্থনপি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥১০

তবে অভ্যাস যোগ দ্বারা অর্থাৎ সদগুরুপদিষ্ট উপায় দ্বারা  
আমাকে প্রাপ্ত হইতে প্রযত্ন কর ॥১০॥

[যদি পুনঃ] অভ্যাসেহপি অসমর্থঃ অসি [তর্হি] মৎকৰ্ম্মপরমঃ  
ভব, মদর্থং কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ অপি সিদ্ধিঃ (মোক্শঃ) অবাপ্যসি ॥১০॥

আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তবে আমার কৰ্ম্মে \* নিরত  
হও । কেবল আমার জন্ত ( অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্বাভিমান ছাড়িয়া  
কেবল আমাতে অর্থাৎ আত্মাতে ) লক্ষ্য রাখিয়া সকল  
কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে ॥১০॥

\* অর্থাৎ আত্মকৰ্ম্মে । ১১শ অধ্যায় ৫৫শ শ্লোকের টীকা দেখ ।  
সাধক মাত্রই বুদ্ধিতে পারেন যে ভগবান্ ৯ম শ্লোকে যে কার্য্য  
বলিয়াছেন ১০ম শ্লোকে তাহা হইতে কঠিন কার্য্যের উল্লেখ করিয়া-  
ছেন এবং ১০ম শ্লোক অপেক্ষা ১১শ শ্লোকে আরো অধিক কঠিন  
কাণ্ডের কথা বলিয়াছেন । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে অবস্থা  
প্রাপ্ত হওয়ার অৰ্জুনের বিধিরূপ দর্শন হইয়াছে সে অবস্থার পক্ষে  
এ কয়েকটি কার্য্যই সহজ ও উপযোগী ; তবে এ গুলির মধ্যে  
অৰ্জুন যেটিকে সহজ ও সাধ্য মনে করেন তাহাই করিবেন ।  
এ কয়েকটির মধ্যে যেটি করা যায় তাহাতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয় ।  
কিন্তু অগ্রে সদগুরুর উপদেশ দ্বারা বিধিরূপদর্শনযোগ্য অবস্থা  
প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক নতুবা কোনটিই সহজ ও সাধ্য হইবে না ॥

অর্থেতদপ্যশক্তোহসি কর্তুং মদযোগমাশ্রিতঃ ।

সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যত্নবান্ ॥ ১১

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাক্ষানং বিশিষ্যতে ।

ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

অথ ( যদি ) এতং অপি কর্তুং অশক্তঃ অসি, ততঃ ( তর্হি ) মদযোগম্ ( মদেকশরণত্বম্ ) আশ্রিতঃ [ সন ] যত্নবান্ ( সংযত-চিত্তঃ ) [ ভূত্বা ] সর্বকর্মফলত্যাগং কুরু ॥ ১১ ॥

যদি ইহাও করিতে অসমর্থ হও তবে একমাত্র আমার শরণা-পন্ন ও সংযতচিত্ত হইয়া সমুদয় কর্মের ফল পরিত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

[ সমাক্ জ্ঞানরহিতাৎ ] অভ্যাসাৎ ( অপরোক্ষং প্রত্যক্ষং বা ) জ্ঞানং শ্রেয়ঃ, তদ্রূপাৎ জ্ঞানাৎ [ প্রত্যক্ষবিষয়স্ত ] ধ্যানং বিশিষ্যতে ; ধ্যানাৎ [ উক্তলক্ষণঃ ] কর্মফলত্যাগঃ [ শ্রেষ্ঠঃ ], ( উক্ত-রূপাৎ ) ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ [ ভবতি ] ॥ ১২ ॥

সমাক্ জ্ঞানরহিত অভ্যাস হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে প্রত্যক্ষ বিষয়ের ধ্যান \* শ্রেষ্ঠ ; উক্তরূপ ধ্যান হইতে কথিতরূপ কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ ; এইরূপ ত্যাগ হইতে শীঘ্রই শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

\* প্রকৃত ধ্যানাবস্থা সদগুরুপদেশলভ্য, যেহেতু প্রত্যক্ষ বিষয় ব্যতীত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের ধ্যান হইতে পারে না ।

অদ্বেষ্টা সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এর চ ।

নিৰ্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদ্রুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

সৰ্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ, করুণঃ, (কৃপালুঃ) এব চ, নিৰ্ম্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ, সমদ্রুঃখসুখঃ (সমে সুখদুঃখে যন্ত সং), ক্ষমী (ক্ষমাশীলঃ), সততং (সদা) সন্তুষ্টঃ, যোগী, যতাত্মা (সংযতচিত্তঃ), দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়ঃ মদবিষয়ঃ নিশ্চয়োযন্ত সং), ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ [ এবংভূতঃ ] যঃ মদভক্তঃ সং মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩, ১৪ ॥

সৰ্বভূত সম্বন্ধে অদ্বেষ্টা, মৈত্র এবং কৃপালু, মমতাহীন, নির-  
হঙ্কার, সুখদুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত,  
যোগী, মদ্বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য ও আমাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী  
(একপ) যে আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয় \* ॥ ১৩। ১৪ ॥

\* যিনি ভগবানের প্রকৃত ভক্ত তাঁহার লক্ষণ কি তাহাই ভগ-  
বান ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। সদগুরুকৃপায়  
সাধনমার্গে উন্নতিশীল সাধক ক্রমশঃ এই সকল অবস্থা আপনা-  
আপনিই অনুভব করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন না হইলে  
ভগবানের প্রকৃতভক্ত ও প্রিয় হওয়া যায় না। যাঁহারা প্রকৃত পথ  
পাইয়াছেন তাঁহারা নিজেনিজেই ইহা সহজে বুঝিতে পারেন এবং  
তাঁহাদের আর কোনরূপ প্রশংসা প্রয়োগের আবশ্যক থাকে না।



যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈশ্চ মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিতাগী যো মদ্বক্ত্ত্বঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে ( ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভঃ ন প্রাপ্নোতি )  
যশ্চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, যশ্চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈঃ ( হর্ষঃ স্বহৃৎ  
ইষ্টলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরশ্চ লাভে অসহনঃ, ভয়ং ত্রাসঃ,  
উদ্বৈগঃ ভয়াদিনিনিবৃত্তচিত্তক্ষোভঃ এতৈঃ ) মুক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে  
উদ্বিগ্ন হন না আর যিনি হর্ষ পরশ্রীকাতরতা ভয় ও চিত্তক্ষোভ  
হইতে মুক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ ( সর্ব্বেষেব বিষয়েষু নিম্পৃহঃ ), শুচিঃ ( বাহ্য-  
ভাস্তরশৌচসম্পন্নঃ ), দক্ষঃ ( অনলসঃ ), উদাসীনঃ ( পক্ষপাতশূন্যঃ ),  
গতব্যথঃ ( বিগতক্লেশঃ ), সর্ব্বারম্ভপরিতাগী ( সর্ব্বান আরম্ভান  
উদ্যমান্ পরিত্যক্ত্ব শীলং যশ্চ সঃ ) যঃ মদ্বক্ত্ত্বঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

সকল বিষয়েই নিম্পৃহ, শুচি, অনলস, উদাসীন \* ( পক্ষপাত-  
শূন্য ), চিন্তাশূন্য এবং সমুদার উদ্যম পরিত্যাগী যে আমার ভক্ত  
তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

---

\* ৮ম শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন উদাসীন শব্দের প্রকৃত অর্থ  
তাহাই । উৎ+আসীন = উদাসীন, অর্থাৎ উর্দ্ধদেশে (জর উর্দ্ধে)

যো ন হযাতি ন হেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা নানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণঃ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮

যঃ [ প্রিয়ং প্রাপ্য ] ন হযাতি, [ অপ্রিয়ং প্রাপ্য ] ন হেষ্টি [ ইষ্টনাশে ] ন শোচতি, [ অপ্রাপ্তং ] ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভ-  
পরিত্যাগী ( পুণ্যপাপত্যাগী ) যঃ ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭॥

যিনি প্রিয়বস্তু পাইয়া হুষ্ট হন না, অপ্রিয় পাইয়া বেদন করেন  
না, ইষ্টনাশে শোক করেন না অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না,  
ও যিনি পুণ্যপাপ পরিত্যাগী এবং মদভক্তিমান্, তিনি আমার  
প্রিয় ॥ ১৭॥

শত্রৌ মিত্রে চ তথা নানাপমানয়োঃ সমঃ ( একরূপঃ ), শীতোষ্ণ-  
সুখদুঃখেষু সমঃ, সঙ্গবিবর্জিতঃ ( কচিদপি অমাসক্তঃ ), তুলা-  
নিন্দাসুখতিঃ, মৌনী ( সংযতবাক্ ), যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ  
( বাসশূন্যঃ ), স্থিরমতিঃ ( ব্যবস্থিতচিত্তঃ ), [ এবং ভূতঃ ] ভক্তিমান্  
নরঃ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৮ ১৯॥

প্রাণের স্থিতি হইলে যে অবস্থা হয় সেই অবস্থাপন্ন লোকই যথার্থ  
উদাসীন । ইহা সদগুরুপদেশগম্য । সাধারণতঃ উদাসীন শব্দে  
যাহা বুঝায় তাহা ঐকুণ্ণ অবস্থাপন্ন লোকের বাহ্য অনুকরণ  
মাত্র ।

তুল্যানিন্দাস্তুতির্মোহনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিত্ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥১৯

শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপमानে একরূপ, শীতোষ্ণস্থ-  
ত্রঃখে বিকার শূন্য, আসক্তিশূন্য, নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন,  
মোহনী, যৎকিঞ্চিৎ পাইলেই সন্তুষ্ট, বাসস্থানহীন \*, স্থিরচিত্ত,  
এতাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥১৮, ১৯॥

\* বাস যেখানে সেখানে হউক না কেন, সদগুরুকৃপায়  
সাধকের মন যখন এইভাবে পরিণত হয় তখনই তিনি ভগবানের  
প্রকৃতভক্ত হন । ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্ত স্ত্রীপুত্রগৃহাদি সংসার  
ত্যাগ করিয়া যাইবার আবশ্যক নাই । গৃহে বাসকরতঃ অতুল  
ঐশ্বর্যো পরিবেষ্টিত থাকিয়াও যিনি আপনাকে গৃহশূন্য মনে  
করেন ও এইরূপ ভাবাপন্ন হন তিনিই বীর সাধক ও ভক্ত ।  
বাসনাহী সংসার, গৃহে থাকিয়া বাসনাত্যাগ হইলেই সংসার  
ত্যাগ হয়, নতুবা বাসনা সত্ত্বে বনে যাইলেও নিস্তার নাই ।  
জনকাদি ঋষিগণ অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকিয়াও উক্তরূপ ভক্ত  
ও মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভরত রাজা রাজত্বত্যাগ  
করিয়া বনে যাইয়াও হরিণশিশুর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া ছিলেন ।  
প্রকৃত পথ পাইলে কিছুই ত্যাগ করিতে হয় না, সংসারে  
থাকিয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।

যে তু ধৰ্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।

শ্রদ্ধাধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০

ভক্তিযোগঃ ।

—•—

যেতু যথোক্তম্ ( উক্তপ্রকারম্ ) ইদং ধৰ্ম্মামৃতং পর্যুপাসতে  
( অনুতিষ্ঠন্তি ) শ্রদ্ধাধানাঃ ( শ্রদ্ধাংকুর্ষন্তঃ ) মৎপরমাঃ ( মৎ-  
পরায়ণাঃ ) ভক্তাঃ ( মদভক্তাঃ ) তে অতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

যাঁহারা উক্তবিধ এই অমৃতরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধা-  
শীল মৎপরায়ণ আমার ভক্ত তাঁহারা আমার অতীব প্রিয় ॥২০॥

ইতি দ্বাদশ অধ্যায় ।

—

## ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

—○—

অর্জুন উবাচ ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্জমেব চ ।

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীরং কোন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে ।

এতদ্বো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্জইতি তদ্বিদঃ ॥১

শ্রীভগবান্ উবাচ, হে কোন্তেয় ইদং ( ভোগায়তনং ) শরীরং ক্ষেত্রমিতি অভিধীয়তে [ সংসারস্ত প্ররোহভূমিহ্মাৎ ] ; যঃ এতদ্বেত্তি ( তত্ত্বতো জানাতি ) তদ্বিদঃ ( ক্ষেত্রজ্ঞাঃ ) তং ক্ষেত্রজ্জং প্রাহঃ ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে কোন্তেয় ( সংসারের প্ররোহভূমি বলিয়া ) এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, যিনি ইহাকে তত্ত্বতঃ জানেন ক্ষেত্রজগণ তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন ॥১॥

ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিক্ৰি সৰ্বক্ষেত্রেসু ভারত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োক্তানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥২

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ বদিকারি যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৩

হে ভারত, সৰ্বক্ষেত্রেসু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ বিক্ৰিঃ  
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ [ মোক্ষহেতুহাং ] জ্ঞানং মম  
মতম্ ॥২।

হে ভারত, সমুদায় ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে ।  
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান ( মুক্তির হেতু  
বলিয়া ) আমার অভিমত ॥২।

তৎ ক্ষেত্রং [ স্বরূপতঃ ] যৎ, যাদৃক্ [ ইচ্ছাদিধৰ্ম্মকম্ ], যদ-  
বিকারি ( যৈঃ ইল্লিয়াদিবিকারৈঃ যুক্তং ), যতশ্চ [ ভবতি ], যৎ চ  
( স্বাবরজঙ্গমাдиভেদৈঃ ভিন্নম্ ইত্যর্থঃ ) স চ ( ক্ষেত্রজ্ঞঃ ) [ স্বরূপতঃ ]  
যঃ, যৎপ্রভাবঃ ( অচিন্ত্যৈশ্বৰ্য্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নঃ ) তৎ  
সমাসতঃ ( সংক্ষেপতঃ ) মে ( মন্তঃ ) শৃণু ॥৩।

সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ যাহা, যেরূপ ইচ্ছাদি ধৰ্ম্মবিশিষ্ট, যে যে  
ইল্লিয়াদি বিকারযুক্ত, যাহা হইতে উৎপন্ন এবং স্বাবর জঙ্গমাদি  
ভেদে যেরূপ ভিন্ন, আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যাহা এবং যেরূপ  
অচিন্ত্য ঐশ্বৰ্য্যযোগে প্রভাবসম্পন্ন তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট  
শ্রবণ কর ॥৩।

ঋষিভির্বহধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।  
ব্রহ্মসূত্রপট্টৈশ্চৈব হেতুমন্ত্ৰির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥৪

[ যৎ ] ঋষিভিঃ ( বশিষ্ঠাদিভিঃ ) বহধা গীতং ( নিরূপিতম্ ) ;  
ব্রহ্মসূত্রপট্টৈঃ ( ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পট্টৈশ্চ ) [ বহধা গীতম্ ] ; হেতু-  
মন্ত্ৰিঃ ( যুক্তিমন্ত্ৰিঃ ) বিনিশ্চিতৈঃ ( অসন্দ্বিগ্ধপ্রতিপাদকৈঃ )  
বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ ( বেদৈঃ ) [ বহধাগীতম্ ], [ তৎ সংক্ষেপতঃ  
তুভ্যাং কথয়িস্থামি ] ॥৪॥

( যাহা ) বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কর্তৃক নানা প্রকারে নিরূপিত  
হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্র (অর্থাৎ বাহ্যদ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হন মেরুদণ্ডস্থিত  
সেই সূত্র \*) এবং ব্রহ্মপদ (অর্থাৎ বহ্যদ্বারা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জ্ঞান  
করা যায় সেই ব্রহ্মপদ \*) এই উভয় দ্বারা ঐ ঋষিগণ বাহ্য নানা-  
রূপে নিরূপণ করিয়াছেন, আর বাহ্য তাহার যুক্তিবিশিষ্ট বিনি-  
শ্চিত (অসন্দ্বিগ্ধপ্রতিপাদক) বিবিধ বেদ সকল দ্বারা নানা প্রকারে  
বলিয়াছেন ( তাহা সংক্ষেপে আমি তোমারে বলিতেছি ) ॥৪॥

---

\* স্দগুরুবক্তৃগম্য ।

মহাভূতাগ্রহকারো বুদ্ধিরবান্ধবো মেব চ ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্মৃৎং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৬

মহাভূতানি ( ভূমাদীনি পঞ্চ ), [ তৎকারণভূতঃ ] অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ ( জ্ঞানাত্মকং মহত্ত্বং ), অব্যক্তং চ ( মূলপ্রকৃতিঃ ), এব, [ বাহ্যভাস্তরাণি ] ইন্দ্রিয়াণি দশ, একং [ মনঃ ] চ, ইন্দ্রিয়-গোচরাশ্চ পঞ্চ ( তন্মাত্ররূপাএব শব্দাদয়ঃ আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্তুঃ ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ ) [ তদেবং চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি উক্তানি ] ॥৫॥

মহাভূতসকল অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চ, তাহাদের কারণভূত অহঙ্কার, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক মহত্ত্ব, মূলপ্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ তন্মাত্র ( শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ ) ( এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব কথিত হইল ) ॥৫॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্মৃৎং দুঃখং সংঘাতঃ ( শরীরং ) চেতনা ( জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ ) ধৃতিঃ ( ধৈর্য্যঃ ) এতৎ সবিকারং ( ইন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং ) ক্ষেত্রং সমাসেন ( সংক্ষেপতঃ ), উদাহৃতম্ ॥৬॥

ইচ্ছা দ্বেষ স্মৃৎং প শরীর জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তিরূপা চেতনা ও ধৈর্য্য এই ইন্দ্রিয়াদিবিকারসহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল ॥৬॥



অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।

আচার্যোপাসনং শৌচং তৈশ্বৰ্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৭

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিভুংখদোষানুদর্শনম্ ॥৮

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥৯

অমানিত্বম্ (স্বগুণপ্লাঘাঘাহিতাম্), অদস্তিত্বম্ ( দস্তরাহিতাম্ ),  
 অহিংসা (পরপীড়াবর্জনং), ক্ষান্তিঃ (সহিষ্ণুতা), আর্জবম্, (সরলতা),  
 আচার্যোপাসনং ( সঙ্গুরুসেবনং ), [বাহুম্. আভ্যন্তরঞ্চ] শৌচং,  
 তৈশ্বৰ্য্যম্ ( মনসঃ স্থিরত্বম্ ), আত্মবিনিগ্রহঃ ( শরীরসংযমঃ );  
 ইন্দ্রিয়ার্থেষু ( বিষয়াদিষু ) বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কার এবচ, জন্মমৃত্যু-  
 জরাব্যাদিভুংখদোষানুদর্শনম্ ; পুত্রদারগৃহাদিষু অসক্তিঃ (আসক্তি-  
 শৃঙ্খতা ), অনভিষঙ্গশ্চ ( পুত্রাদিনাং হৃথে দুঃখে বা অহমেব স্থখী  
 দুঃখীচ ইতি বোধশৃঙ্খতা, ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ( ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিষু )  
 নিত্যং সমচিত্তত্বম্ ; মরি চ অনন্তযোগেন (সর্বাত্মদৃষ্ট্য) অব্যভি-  
 চারিণী (একান্তা ভক্তিঃ), বিবিক্তদেশসেবিত্বং (বিবিক্তঃ নির্জনঃ তং  
 দেশং সেবিতুং শীলং যন্ত তস্ত ভাবঃ তত্বম্ ), জনসংসর্গি ( জনানাং  
 সভায়াং ) অরতিঃ ( বিরাগঃ ); অধ্যাত্মজ্ঞাননিতাত্বং ( আত্মানম্  
 অধিকৃত্য বর্তমানং জ্ঞানং তস্মিন্ নিত্যত্বং নিত্যভাবে ) তত্ত্বজ্ঞানার্থ-

ময়ি চানন্ত্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥১০

দর্শনম্ ( তত্ত্বজ্ঞানস্য অর্থঃ মোক্ষঃ তস্য দর্শনম্ ) এতৎ ( অমানিত্ব-  
মিত্যাदि विंशति संथाकम् ) জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ ; যৎ অতঃ  
অন্যাথা ( অস্মাদ্ বিপরীতং ) [ তৎ ] অজ্ঞানম্ ॥৭॥৮॥৯॥১০॥১১ ॥

আত্মশাখারাহিত্য, দন্তহীনতা, পরপীড়াত্যাগ, সহিষ্ণুতা,  
সরলতা, সদ্গুরুসেবা, অন্তর্বহিঃশুচিতা, মনের স্থিরতা এবং শরীর-  
সংযম ; বিষয় সকলে বৈরাগ্য, অহঙ্কাররাহিত্য এবং জন্মমৃত্যু-  
জরাব্যাধিতে দুঃখ এবং দোষের অনুদর্শন অর্থাৎ স্পষ্ট উপলব্ধি ;  
পুত্রদারগৃহাদিতে অনাসক্তি আর তাহাদের সুখ অথবা দুঃখে  
আমি সুখী বা দুঃখী এইরূপ জ্ঞান না করা এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট  
উভয়েরই প্রাপ্তিতে সর্বদা চিত্তের একরূপত্ব ; আমাতে  
অনন্তযোগ ( অর্থাৎ সর্বত্র আত্মদৃষ্টি ) দ্বারা একান্ত ভক্তি, নির্জন  
স্থানে \* অবস্থিতি এবং মনুষ্য সমাজে বিরাগ ; আর আত্মজ্ঞান-

\* এই দেহের মধ্যে এমন স্থান আছে যেখানে প্রাণকে  
লইয়া রাখিলে নির্জন অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হইতে পারা যায় ।  
তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্থানই নাই যথায় জীব নির্জন বা  
নিঃসঙ্গ হইতে পারে । সদ্গুরুর উপদেশ দ্বারা প্রাণকে ঐ স্থানে  
লইয়া যাইতে পারিলে মন নিঃসঙ্গ ও ভক্তি অব্যভিচারিণী  
হয় । পরম করুণাময় ঈশ্বর আমাদেরই একরূপ একাকী  
পাইলেই দর্শন দেন এবং দর্শন দিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তিমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥১১

পরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তাহার দর্শন—এই অমানিহ প্রভৃতি চতুর্বিংশতি সংখ্যক জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; আর যাহা ইহা হইতে অন্য প্রকার অর্থাৎ ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান ॥৭॥৮॥৯॥১০॥১১॥

কিরিতেছেন । কিন্তু আমরা এমনই ঘোর পাষাণ ও সংসারের কীট যে এক মুহূর্তের জন্যও ঐরূপ একাকী হইতে ইচ্ছা বা চেষ্টা করি না, যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে পাই এবং এই দুর্লভ মানব জন্ম সফল করি । তিনিই সকল বিষয় সকল বিভব ও সকল সুখের আকর । তাঁহাকে পাইলে সকল অভাব সকল দুঃখ ও জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিরূপ মহাঘন্ত্রণা হইতে যে চিরকালের জন্য মুক্ত হইতে পারিব ইহা ভ্রমেও আমাদের চিন্তাপথে উদয় হয় না । আমরা এতই বিকৃতমস্তক হইয়াছি যে আমাদের নিজের রত্নভাণ্ডার অমূল্যরত্নে পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও তাহা শূন্য অথবা অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া থাকি । বস্তুতঃ এই শ্রীমদ্ভগবদঙ্গীতারূপ মহাগ্রন্থে না আছে এমন বিষয়ই নাই । আমাদের সমুদায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থে যাহা যাহা আছে তৎসমস্তেরই নার এই গীতাতে আছে । এই জন্য মহাত্মারা ইহাকে সর্বশাস্ত্রময়ী বলিয়া থাকেন । পরন্তু ইহা কোন ধর্ম্মেরই বিরোধী নহে । তবে ইহা বুদ্ধিবীর ও বুঝাইবার লোক অতি বিরল ।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি বজ্জাহ্নামৃতমম্মুতে ।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসদৃচ্যতে ॥১২

সৰ্বতঃ পাণিপাদন্তং সৰ্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সৰ্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সৰ্বম্ভাবত্য তিষ্ঠতি ॥১৩

যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি ; যৎ জাহ্না অমৃতং (মোক্ষং) অম্মুতে (প্রাপ্নোতি) ; তৎ অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে ॥১২॥

যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি ; যাহা জানিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ।  
তিনি অনাদি, পরব্রহ্ম, সৎও নহেন অসৎ ও নহেন \* ॥১২॥

তৎ সৰ্বতঃ পাণিপাদং সৰ্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং সৰ্বতঃ শ্রুতি-  
মং (শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ যুক্তং) লোকে সৰ্বম্ ভাবত্য তিষ্ঠতি ॥১৩॥

তিনি (ব্রহ্ম) সৰ্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট সৰ্বত্র চক্ষু মস্তক ও  
মুখবিশিষ্ট সৰ্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া লোকে সৰ্বস্থান  
ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥১৩॥

\* তিনি সৎ অসৎ এতদ্ব্যয় বর্জিত । ১২শ হইতে ১৮শ শ্লোক  
পর্যন্ত জ্ঞেয় বস্তুর বিষয় বাহা বলিতেছেন তাহা বুঝা মুক্তাত্মা  
ব্যতীত অন্যের সাধ্যাতীত । যিনি মুক্তাত্মা তিনি নিজেই বুঝেন  
অন্তকে বুঝাইতে পারেন না ; তবে যে উপায়ে ইহা বোধগম্য  
হয় তিনি সেই সাধনপ্রণালী বলিয়া দেন এবং তদ্বারা সাধক  
ক্রমশঃ উন্নতি সহকারে আপনিই বুঝিতে থাকেন ।

সৰ্কেন্দ্রিয়গুণাভাসং সৰ্কেন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ ।

অসত্তং সৰ্বভূতৈষ নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৪

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।

স্বক্ষত্ৰাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫

সৰ্কেন্দ্রিয়গুণাভাসং ( সৰ্কেষামিन्द्रিয়াণাং গুণেবু রূপাদ্যাকাশায় বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসতে যৎ তৎ ), সৰ্কেন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্, অসত্তং ( সঙ্গশূন্যং ), সৰ্বভূৎ ( সৰ্বশ্চ আধারভূতং ), নিগুণং ( সত্ত্বাদিগুণরহিতং ) চ, গুণভোক্তৃ ( গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকং ) চ ॥১৪।

তিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়গণের গুণস্বরূপ রূপাদি বৃত্তিতে সেই সেই আকারে প্রকাশমান, অথচ সৰ্কেন্দ্রিয়বিবৰ্জিত, সঙ্গশূন্য অথচ সত্ত্বাদিগুণের পালক ॥১৪।

ভূতানাং বহিঃশ্চ অস্থঃশ্চ তৎ এব, অচরং ( স্থাবরং ) চরং ( জঙ্গমকং ); স্বক্ষত্ৰাৎ ( রূপাদিহীনত্বাৎ ) তৎ অবিজ্ঞেয়ং ; [ অবিদুষাক্ ] দূরস্থং [ বিদুষাং পুনঃ ] অন্তিকে [ নিত্যসন্ধি-হিতম্ ] ॥১৫॥

জীবগণের বাহিরে এবং অন্তরে আছেন ; স্থাবর ও জঙ্গমও তিনি ; স্বক্ষত্ৰত্বাৎ অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয় ; অজ্ঞানিগণের সম্বন্ধে তিনি দূরস্থ এবং জ্ঞানিগণের নিত্য সন্ধি-হিত ॥১৫ ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভৰ্ত্তৃ চ তজ্জ্যেয়ং গ্রামিঞ্চ প্রভবিঞ্চ চ ॥১৬

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্যেয়ং জ্ঞানগম্যাং হৃদি সৰ্ব্বস্য বিদ্বিতম্ ॥১৭

ভূতেষু চ অবিভক্তং বিভক্তঞ্চ ইব স্থিতং ( জ্ঞানচক্ষুষা অভিন্নম্, অজ্ঞানেন ভিন্নমিব প্রতীয়মানং ), জ্যেয়ং তৎ চ [ স্থিতিকালে ] ভূতভৰ্ত্তৃ ( ভূতানাং পোষকং ), [ প্রলয়কালে ] গ্রামিঞ্চ ( গ্রাসনশীলং ), [ সৃষ্টিকালে ] প্রভবিঞ্চ ( ভবনশীলম্ ) \* ॥১৬॥

জীবগণে তিনি অবিভক্ত ও বিভক্ত রূপে অবস্থিত ; জ্ঞানীর চক্ষে অভিন্ন ও অজ্ঞানীর চক্ষে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান ) ; সেই জ্যেয় বস্তু স্থিতিকালে ভূতগণের পালক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী, সৃষ্টিকালে প্রভবিঞ্চ (স্বয়ং নানা কার্যরূপে উৎপত্তিশীল) ॥১৬॥

তৎ জ্যোতিষাম্ ( সূর্যাদীনাম্ ) অপি জ্যোতিঃ ( প্রকাশকম্ ) [ অতএব ] তমসঃ ( অজ্ঞানাং ) পরম্ ( তেন অসংস্পৃষ্টম্ ) উচ্যতে ; জ্ঞানং [ তদেব ] জ্যেয়ং, জ্ঞানগম্যাঞ্চ ( জ্ঞানসাধনেन প্রাপ্যং চ ) সৰ্ব্বস্য হৃদি বিদ্বিতং ( বিশেষেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্ ) চ ॥১৭॥

\* সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রতি মুহূর্ত্তেই হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য সঙ্গুপদেশগম্য ।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ক্ষেত্রং সমাসতঃ ।

মদন্ত এতদ্বিজায় মদ্যাবায়োপপদ্যতে ॥১৮

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্বানাদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাঞ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥১৯

তিনি সূর্যাদি জ্যোতিঃসকলেরও জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক অতএব অজ্ঞান হইতে পর অর্থাৎ তাহা কর্তৃক অস্পষ্ট বলিয়া কথিত হন । তিনিই জ্ঞান তিনিই জ্ঞেয়, ও জ্ঞানগম্য অর্থাৎ অমানিত্বাদি জ্ঞান সাধন দ্বারা প্রাপ্য ; এবং সমুদায় জীবের হৃদয়ে নিয়ন্ত্ৰরূপে অবস্থিত ॥১৭॥

ইতি ( এবং ) ক্ষেত্রং ( মহাত্মাদি ধ্রুত্যন্তং ) তথা জ্ঞানং ( অমানিত্বাদিতত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনমিত্যন্তং ) জ্ঞেয়ঞ্চ ( অনাদিমং পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিস্তৃতিমিত্যন্তং ) সমাসতঃ ( সংক্ষেপেণ ) উক্তন্থ ; মদন্তঃ এতদ্বিজায় মদ্যাবায় ( ব্রহ্মত্বায় ) উপপদ্যতে ॥১৮॥

এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলিলাম । আমার ভক্ত ইহা জানিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হয় ॥১৮॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চ উভৌএব অনাদাং বিদ্ধি ( অনাদেরীশ্বরস্ত শক্তিভাৱং প্রকৃতিরনাদিত্বং ) বিকারাংশ্চ ( দেহেন্দ্রিয়াদীন্ ) গুণান্ ( ত্রীন্ গুণান্ ) চ এব প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি ॥১৯॥

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে ; দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সত্ত্বরজ স্তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতিজাত জানিবে ॥১৯॥

কার্যাকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূঢ়্যতে ।

পুরুষঃ স্মখহুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূঢ়্যতে ॥২০

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্ত্বে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহ্য সদ্দনদ্যোনিজন্মসু ॥২১

কার্যাকারণকর্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে ; পুরুষঃ স্মখহুঃখানাং  
ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে ॥২০॥

কার্য এবং কারণ ইহাদের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু  
বলিয়া উক্ত হন ; আর পুরুষ স্মখহুঃখাদির ভোক্তৃত্বে হেতু  
বলিয়া কথিত হন ॥২০॥

হি ( যতঃ ) পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ [ সন্ ] প্রকৃতিজান্ গুণান্  
ভুঙ্ত্বে ; অথ চ ( পুরুষস্য ) সদ্দনদ্যোনিজন্মসু গুণসঙ্গঃ ( গুণৈঃ  
ত্রিভিঃ গুণৈঃ সঙ্গঃ ) কারণম্ ॥২১॥

যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাতগুণ সকল ভোগ  
করেন কিন্তু এই পুরুষের সং এবং অসং যোনিতে যে জন্ম,  
তদ্বিষয়ে সম্বন্ধসত্তমঃ এই তিন গুণের সংসর্গই কারণ \* ॥২১॥

\* প্রকৃতি ও পুরুষ কি এবং পুরুষ কেমন করিয়া ও  
কেনই বা প্রকৃতিস্থ হন এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত  
গুণ সকলই বা কেন ও কিরূপে ভোগ করেন এবং ঐ গুণ-  
ত্রয়ের সম্বন্ধেতু তাঁহার জন্মই বা কেন ও কিরূপে হয় এই



উপদ্রষ্টানুমত্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরন্যত্রৈতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২২॥

অস্মিন্ ( প্রকৃতিকার্য্যো ) দেহে [ বর্তমানঃ অপি ] পুরুষঃ  
পরঃ ( ভিন্নঃ ন তদগুণৈঃ যুক্তো ইত্যর্থঃ ) [ যস্মাৎ ] উপ-  
দ্রষ্টা ( পৃথগ্ভূত এব সমীপে স্থিতা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ ), [ তথা ]  
অনুমত্তা ( সন্নিধিমাত্রেন অনুগ্রাহকঃ ) চ, ভর্তা ( বিধায়কঃ ),  
ভোক্তা ( পালকঃ ), মহেশ্বরঃ ( ব্রহ্মাদীনামপি পতিঃ ), পরন্যত্রা  
( অন্তর্যামী ) চ ইতি অপি উক্তঃ ॥২২॥

এই প্রকৃতিকার্য্যস্বরূপ শরীরে বর্তমান থাকিয়াও পুরু-  
প্রকৃতি ইহাতে ভিন্ন অর্থাৎ তদগুণে যুক্ত নহেন, বেহেতু তিনি  
উপদ্রষ্টা ( সাক্ষীমাত্র ), অনুমত্তা ( অনুগ্রাহক ), ভর্তা ( ভরণকর্তা ),  
ভোক্তা ( প্রতিপালক ), মহেশ্বর ( ব্রহ্মাদিরও অধিপতি ) এবং  
অন্তর্যামী স্বরূপ ইহাও উক্ত আছে \* ॥২২॥

সকল বিষয় সদগুরুর উপদেশ দ্বারা সাধন মার্গে উন্নতিলাভ  
করিলে সাধক ক্রমশঃ নিজেই বুঝিতে পারেন ।

\* ২৩শ শ্লোকের টীকা দেখ ।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥২৩

ধ্যানেনান্ননি পশুন্তি কেচিদান্নানমাত্মনা ।

অন্ত্রে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪

যঃ এবং পুরুষং বেত্তি, গুণৈঃ ( ত্রিভিগুণৈঃ ) সহ প্রকৃতিঞ্চ [বেত্তি] সঃ সর্বথা (যেন কেন প্রকারেণ, যন্তাং কত্থাক্ষিদবস্থায়ং বা) বর্তমানঃ অপি ভূয়ঃ ন অভিজায়তে [মুচ্যতে এব] ॥২৩॥

যিনি এই প্রকারে পুরুষকে জ্ঞানেন এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জ্ঞানেন তিনি যে কোন প্রকারে অথবা যে কোন অবস্থায় বর্তমান থাকিলেও পুনরায় জন্মেন না অর্থাৎ মুক্ত হন ॥২৩॥

কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি (দেহেএব) আত্মনা (দিব্যচক্ষুঃ) আত্মানং পশুন্তি, অন্ত্রে সাংখ্যেন যোগেন (জ্ঞানযোগেন) অপরেচ কর্ম্মযোগেন [পশুন্তি] ॥২৪॥

কেহ কেহ ধ্যানযোগে দেহেই দিব্যচক্ষুঃদ্বারা আত্মাকে দেখেন, অন্ত্র কেহ কেহ সাংখ্য যোগ \* দ্বারা আর কেহ কেহ বা (নিকাম) কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন ॥২৪॥

\* কর্ম্ম যোগ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে সাংখ্য কহে । এই নিমিত্তই ৫ম অধ্যায়ের ৪র্থ । ৫ম শ্লোকে ভগবান সাংখ্যকে ও যোগকে একই বলিয়াছেন । কর্ম্মযোগ সদুপদেশগম্য ।

অন্তে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রদ্ধাত্তেভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৫

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাত্ত্বিকি ভরতর্ষভ ॥২৬

অন্তেতু এবং (সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ আত্মানং সাক্ষাৎ  
কর্তুন্ম) অজানন্তঃ অন্তেভ্যঃ ( আচার্যোভ্যঃ উপদেশতঃ ) শ্রদ্ধা  
উপাসতে ; তেহপি চ শ্রুতিপরায়ণাঃ (উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তঃ)  
মৃত্যুন্ম অতিতরন্তি এব ॥২৫॥

কিন্তু কেহ কেহ এই প্রকারে অর্থাৎ সাংখ্যযোগাদি দ্বারা  
আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে না জানিয়া আচার্যাদির নিকট উপ-  
দেশ ক্রমে শুনিয়া উপাসনা করেন ; তাহারা উপদেশশ্রবণ-  
পরায়ণ হইয়া মৃত্যু অতিক্রম করেন ॥২৫॥

হে ভরতর্ষভ, যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং ( যৎকিঞ্চিৎ  
বস্তুমাত্রং ) সংজায়তে, তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ ত্বিকি ॥২৬॥

হে ভরতর্ষভ, যে কিছু স্থাবর জঙ্গম সত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তৎ  
সমুদা যক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ হইতে হয় জানিও ॥২৬॥

সমং সৰ্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরনেশ্বরম্ ।

বিনশ্চৎস্ববিনশ্চন্তং যঃ পশ্চতি স পশ্চতি ॥২৭

সমং পশ্চন্ হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যা আনা আনং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৮

প্রকৃতে্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্বশঃ ।

যঃ পশ্চতি তথা আনমকর্তারং স পশ্চতি ॥২৯

সৰ্কেষু ভূতেষু সমং ( নির্বিশেষস্বরূপেণ যথাতথা ) তিষ্ঠন্তং, বিনশ্চৎস্ব [ অপি ] অবিনশ্চন্তং, পরমেধরং ( পরমাত্মানং ) যঃ পশ্চতি সঃ [ সম্যক্ ] পশ্চতি : [ নাশঃ ] ॥২৭॥

সৰ্বজীবে সমভাবে অবস্থিত, এবং ভূতগণের বিনাশে অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি দেখেন তিনিই সম্যক্ দেখেন ॥২৭॥

সৰ্বত্র ( ভূতমাত্রে ) সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং ( পরমাত্মানং ) পশ্চন্ আনান্ [ সচ্চিদানন্দরূপম্ ] আনানং ন হিনস্তি (ক্রিয়ান্তি), ততঃ পরাং গতিং (মোক্ষং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥২৮॥

সৰ্বভূতে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মদর্শনকারী ব্যক্তি আপ-  
নাকে কষ্ট দেন না তজ্জগৎ শ্রেষ্ঠ গতি (মুক্তি) লাভ করেন ॥২৮॥

যশ্চ কৰ্ম্মাণি প্রকৃত্যাএব সৰ্বশঃ ( সৰ্বপ্রকারৈঃ ) ক্রিয়মা-  
ণানি তথা আনানম্ অকর্তারং পশ্চতি সঃ (সম্যক্) পশ্চতি ॥২৯॥

প্রকৃতিই সৰ্ব-প্রকারে কার্য্য করিতেছেন এবং আত্মা  
অকর্তা ইহা যিনি দর্শন করেন তিনিই সম্যক্ দেখেন ॥২৯॥

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্চতি ।

ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যাতে তদা ॥৩০

অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমাত্মান্নবায়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন কৰোতি ন লিপ্যাতে ॥৩১

যদা ভূতপৃথগ্ভাবম্ ( ভূতানাং পৃথগ্ভাবং ভেদম্ ) একস্থম্  
( একমাত্রে ব্রহ্মণি এব স্থিতম্ ) অনুপশ্চতি ( আলোকয়তি )  
ততএব ( তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ এব ) [ ভূতানাং ] বিস্তারং চ [ অনুপ-  
শ্চতি ], তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যাতে ( ব্রহ্মৈব ভবতি ) ॥৩০॥

যখন ভূতগণের পৃথগ্ভাবকে একস্থ অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মে  
অবস্থিত অবলোকন করেন \* এবং তাঁহা হইতেই ভূতগণের  
বিস্তার অবলোকন করেন তখন তিনি ব্রহ্মই হয়েন ॥৩০॥

হে কৌন্তেয়, অনাদিত্বাৎ নিগুণত্বাৎ অয়ং পরমাত্মা অবায়ঃ  
( অবিকারী ); শরীরস্থোহপি ন কৰোতি, [ কৰ্ম্মফলৈঃ ] ন  
লিপ্যাতে ॥৩১॥

হে কৌন্তেয়, অনাদিত্ব ও নিগুণত্ব জন্ত এই পরমাত্মা  
অবিকারী, এবং শরীরে অবস্থিত থাকিয়াও কিছুই করেন না  
এবং কৰ্ম্মফলে লিপ্ত হন না ॥৩১॥

যথা সৰ্ব্বগতং সৌজ্জাৎ আকাশং নোপলিপ্যতে ।  
 সৰ্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহ্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২  
 যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎসং লোকমিমং রবিঃ ।  
 ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎসং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩

যথা সৰ্ব্বগতন্ ( পঙ্কাদিষু অপি স্থিতন্ ) আকাশং সৌজ্জাৎ  
 ( অসঙ্গত্বাৎ ) [ পঙ্কাদিভিঃ ] ন উপলিপ্যতে, তথা সৰ্ব্বত্র  
 ( উত্তমে মধ্যমে অধমে বা ) দেহে অবস্থিতঃ [ অপি ] অহ্মা  
 ন উপলিপ্যতে ( দৈহিকৈঃ দোষগুণৈঃ ন যুজ্যতে ) ॥৩২॥

যেমন সৰ্ব্বগত অর্থাৎ পঙ্কাদিতেও অবস্থিত আকাশ সূক্ষ্মত্ব  
 জন্ত পঙ্কাদি দ্বারা লিপ্ত হয় না সেইরূপ সর্বপ্রকার ( উত্তম  
 মধ্যম বা অধম ) দেহে অবস্থিত থাকিয়াও অহ্মা দৈহিক  
 দোষগুণ দ্বারা লিপ্ত হন না ॥৩২॥

হে ভারত, যথা একঃ রবিঃ ইমং কুৎসং লোকং প্রকা-  
 শয়তি, তথা ক্ষেত্রী কুৎসং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি ॥৩৩॥

হে ভারত, যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমস্ত লোককে  
 প্রকাশিত করেন সেইরূপ ক্ষেত্রী অর্থাৎ পরমাত্মা সমুদায় ক্ষেত্র  
 অর্থাৎ মহাভূতাদি প্রকাশিত করিতেছেন ॥৩৩॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদ্যাস্তি তে পরম্ ॥৩৪

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ ।

এবং ( উক্তপ্রকারেণ ) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং ( ভেদং )  
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ ( ভূতানাং প্রকৃতিঃ তন্ত্রাঃ সকাশাৎ  
মোক্ষোপায়ঃ ) জ্ঞানচক্ষুষা যে বিদ্যঃ তে পরং [পদং] যাস্তি ॥৩৪॥

উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং জীবগণের  
প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা যাহারা  
জানিতে পারেন তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥৩৪॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

## চতুর্দশোধ্যায়ঃ

—:○:—

শ্রীভগবানুবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।

যজ্জাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধি মিতোগতাঃ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ, জ্ঞানানাং ( তপঃকর্ম্মবিষয়কানাং ) [ মধ্যে ]  
উত্তমং পরং ( পরমাত্মনিষ্ঠং ) জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি ; যঃ জাত্বা  
সর্বে মুনয়ঃ ইতঃ ( দেহবন্ধনাং ) পরাং সিদ্ধিং ( মোক্ষং )  
গতাঃ ( প্রাপ্তাঃ ) ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, তপঃকর্ম্মাদিবিষয়ক জ্ঞান সকলের  
মধ্যে উত্তম পরমাত্ম নিষ্ঠ জ্ঞান পুনরায় বলিব । যাহা জানিয়া  
মুনিগণ এই দেহবন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥১॥



ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্মাণ্যামাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যাধন্তি চ ॥২

মম যোনির্মহদব্রক্ষ তস্মিন্ গৰ্ভে দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩

ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য ( জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় ) মম সাধর্মাণ্যাম (মঙ্গলভূত) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] সর্গেহপি ( সৃষ্টিকালেহপি ) ন উপজায়ন্তে ( ন উৎপদ্যন্তে ) প্রলয়ে ন ব্যাধন্তি চ ( প্রলয়-দুঃখং ন অনুভবন্তি ) ॥২॥

এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হন না এবং প্রলয় কালেও প্রলয়-দুঃখ অনুভব করেন না ॥২॥

হে ভারত, [ অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ ] মহৎ, [ বৃহদিত্বত্বাৎ ] ব্রক্ষ মম যোনিঃ ( গর্ভাধানস্থানং ) ; তস্মিন্ অহং গৰ্ভং ( জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং ) দধামি ( নিক্ষিপামি ) ততঃ ( গর্ভাধানাৎ ) সৰ্বভূতানাং ( ব্রক্ষাদীনাং ) সম্ভবঃ ( উৎপত্তিঃ ) ভবতি ॥৩॥

হে ভারত, মহৎ ( পরিচ্ছিন্নশূন্য ) ব্রক্ষ আমার যোনি ( গর্ভাধান স্থান ), এবং তাহাতেই আমি গৰ্ভ ( জগদ্বিস্তারের হেতুস্বরূপ চিদাভাস ) ক্ষেপণ করি, তাহাহইতেই ব্রক্ষাদি ভূত-সকলের উৎপত্তি হয় ॥৩॥

সৰ্ব্বযোনিষু কোন্তেষ মূৰ্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদেবানিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫

তত্র সত্ত্বং নিশ্চলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।

সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬

হে কোন্তেষ সৰ্ব্বযোনিষু ( মনুষ্যাদ্যাহ ) যাঃ মূৰ্ত্তয়ঃ ( স্বাবর-  
জঙ্গমাস্থিকারঃ ) সম্ভবন্তি, তাসাং ( মূৰ্ত্তীনাম্ ) মহৎ ব্রহ্ম যোনিঃ  
( মাতৃস্থানীয়া ) অহং বীজপ্রদঃ ( গর্ভাধানকর্তা ) পিতা ॥৪॥

হে কোন্তেষ, মনুষ্যাদি যোনিসকলে স্বাবরজঙ্গমস্বরূপ যে  
সকল মূৰ্ত্তি উৎপন্ন হয় মহদব্রহ্ম তাহাদের যোনি ( মাতৃস্থা-  
নীয়া ) এবং আমি বীজপ্রদ ( গর্ভাধানকর্তা ) পিতা ॥৪॥

হে মহাবাহো, সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ  
দেহে অব্যয়ং ( নিৰ্বিকারং ) দেহিনং নিবধ্নন্তি ( স্বকাৰ্য্যোঃ  
সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তি ) ॥৫॥

হে মহাবাহো, সত্ত্বং রজঃ তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে  
উৎপন্ন হইয়া দেহে স্থিত নির্বিকার দেহীকে সুখদুঃখ মোহাদি  
দ্বারা আবদ্ধ করে ॥৫॥

হে অনঘ, তত্র ( তেষাং গুণানাং মধ্যে ) নিশ্চলত্বাৎ  
( স্বচ্ছত্বাৎ ) [ জ্ঞানস্র ] প্রকাশকম্ অনাময়ং ( নিকৃপত্ৰবৎ শান্তং )  
সত্ত্বং সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি ॥৬॥

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।

তন্নিবধ্নাতি কোন্তেয় কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭

তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সৰ্ব্বদেহিনাম্ ।

প্রমাদালস্ত্রনিদ্রাভিত্তনিবধ্নাতি ভারত ॥৮

হে অগাপ, সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্মলত্বহেতু ( জ্ঞানের ) প্রকাশক এবং অনাময় ( শাস্ত ) সমুদ্ভব ( দেহীকে ) তৃষাসঙ্গ দ্বারা (তৃষে আসক্তি দ্বারা) এবং জ্ঞান সঙ্গ দ্বারা (জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা) বদ্ধ করে ॥৬॥

হে কোন্তেয়, রজঃ রাগাত্মকং ( অনুরাগাত্মকং ) তৃষাসঙ্গ-সমুদ্ভবং বিদ্ধি, তৎ দেহিনং কৰ্ম্মসঙ্গেন নিবধ্নাতি ॥৭॥

হে কোন্তেয়, রজোগুণকে রাগাত্মক অর্থাৎ অনুরাগাত্মক এবং তৃষা \* ও সঙ্গ † হইতে উৎপন্ন জানিও ; তাহা দেহীকে কৰ্ম্ম সকলের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে ॥৭॥

হে ভারত, তমস্ত অজ্ঞানজং [ অতএব ] সৰ্ব্বদেহিনাং মোহনং (ভ্রান্তিজনকং) বিদ্ধি, তৎ প্রমাদালস্ত্রনিদ্রাভিঃ দেহিনং নিবধ্নাতি । (প্রমাদঃ অনবধানম্, অলস্ত্রম্ অনুদ্যমঃ নিদ্রা চিত্তস্ত্র অবসাদঃ) ॥৮॥

হে ভারত, তমোগুণ অজ্ঞানসমুৎপন্ন এজস্ত্র সকল প্রাণীর ভ্রান্তি-জনক জানিও । ইহা অনবধানতা, অনুদ্যম ও চিত্তের অবসন্নতা দ্বারা দেহীদিগকে আবদ্ধ করে ॥৮॥

\* তৃষা = অভিলাষ ।

† সঙ্গ = আসক্তি ।

সদ্বৎ সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তাত ॥৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সদ্বৎ ভবতি ভারত ।

রজঃ সদ্বৎ তমশ্চৈব তমঃ সদ্বৎ রজস্তথা ॥১০

হে ভারত, সদ্বৎ [ দেহিনং ] সুখে সঞ্জয়তি ( সংশ্লেশয়তি ) ;  
রজঃ কৰ্ম্মণি [ সঞ্জয়তি ], তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে  
উত সঞ্জয়তি ॥৯॥

হে ভারত, সদ্বৎগুণ দেহীকে সুখে সংশ্লিষ্ট করে, রজোগুণ  
কৰ্ম্মে সংশ্লিষ্ট করে আর তমোগুণ জ্ঞানকে আবরণ করিয়া  
প্রমাদে সংশ্লিষ্ট করে ॥৯॥

হে ভারত, সদ্বৎ রজস্তমশ্চ অভিভূয় ( তিরস্কৃত্য ) ভবতি  
( অদৃষ্টবশাৎ উদ্ভবতি ), রজঃ সদ্বৎ তমশ্চ [ অভিভূয় উদ্ভবতি ]  
তথা তমঃ সদ্বৎ রজশ্চ [ অভিভূয় উদ্ভবতি ] ॥১০॥

হে ভারত, জীবের অদৃষ্টবশে রজঃ এবং তমোগুণকে পরাভূত  
করিয়া সদ্বৎগুণ উদ্ভূত হয় ; সদ্বৎ এবং তমোগুণকে পরাভূত  
করিয়া রজোগুণ উদ্ভূত হয় ; আর সদ্বৎ এবং রজোগুণকে  
পরাভূত করিয়া তমোগুণ উদ্ভূত হয় ॥১০॥

সৰ্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সম্বমিত্যুত ॥১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কৰ্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।

‘রজস্ত্রোতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২

যদা অস্মিন্ দেহে সৰ্বদ্বারেষু (শ্রোত্রাদিষু) জ্ঞানং (জ্ঞানাত্মকঃ) প্রকাশঃ উপজায়তে, তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাং ॥১১॥

যখন এই দেহে ( শ্রোত্রাদি ) সৰ্বদ্বারে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয় তখন সত্ত্বগুণকে বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত জানিবে \* ॥১১॥

হে ভরতর্ষভ, লোভঃ ( বহু ধনাদ্যাগমেহপি পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধমানোহস্তিলাষঃ ) প্রবৃত্তিঃ ( নিতাং কুসংস্কারপা ) কৰ্ম্মণাম্ আরম্ভঃ ( মহাগৃহাদিনির্গমনাদ্যমঃ ) অশমঃ ( ইদং কৃত্বা ইদং করিব্যামীত্যাদি সংকল্পবিকল্পানুপরনঃ ) স্পৃহা ( দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুবু জিহৃষা ) এতানি [ লিঙ্গানি ] রজসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে ॥১২॥

হে ভরতর্ষভ, লোভ ( বহু ধনাগমেও বারংবার ধনবর্দ্ধনেচ্ছা ), প্রবৃত্তি ( সৰ্বদা কৰ্ম্মকরণেচ্ছা ), কৰ্ম্ম সকলের আরম্ভ ( অট্টালিকাাদি নির্ব্বাণোদ্যম ), অশম ( ইহা করিয়া ইহা করিব ইত্যাদি রূপ সংকল্পের অনিবার্য্যতা ), এবং স্পৃহা ( দৃষ্ট বস্তু মাত্রেয়ই গ্রহণেচ্ছা ) এই সকল চিহ্ন রজোগুণ বার্কিত হইলেই জন্মে ॥১২॥

\* সাধক যখন কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থিত হন তখন তিনি

অপ্রকাশোহ প্রবৃদ্ধিশ্চ প্রমাদোমোহএব চ।

তমসোতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩

যদা সত্ত্ব প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ।

তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪

হে কুরুনন্দন, অপ্রকাশঃ ( বিবেকভ্রংশঃ), অপ্রবৃদ্ধিশ্চ ( অনু-  
ধ্যামঃ ), প্রমাদঃ ( কর্তব্যানুসন্ধানরাহিত্যং ), মোহঃ ( মিথ্যাভি-  
নিবেশঃ ) এব চ এতানি তমসি বিবুদ্ধে জায়ন্তে ॥১৩॥

হে কুরুনন্দন, বিবেকভ্রংশ, উদ্যমহীনতা, কর্তব্যের অনুসন্ধান-  
রাহিত্য ও মিথ্যাভিনিবেশ এই সকল চিহ্ন তমোগুণ বুদ্ধিপ্রাপ্ত  
হইলে উৎপন্ন হয় ॥১৩॥

যদা তু সত্ত্ব প্রবুদ্ধে দেহভূৎ ( জীবঃ ) প্রলয়ং ( মৃত্যুং ) যাতি  
তদা উত্তমবিদাম্ ( উত্তমান্ বিন্ধতি উপাসতে ইতি উত্তমবিদঃ  
তেষাম্ ) অমলান্ ( প্রকাশময়ান্ ) লোকান্ প্রতিপদ্যতে  
( প্রাপ্নোতি ) ( তস্য পরমা গতিঃ ভবতীত্যর্থঃ ) ॥১৪॥

যদি সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জীব মৃত্যু প্রাপ্ত  
হয়, তখন সে উত্তম উপাসকাদিগের প্রকাশময় লোক সকল  
প্রাপ্ত হয় ( অর্থাৎ তাহার উত্তম গতি হয় ) ॥১৪॥

প্রত্যেক বিষয় হইতেই প্রকৃত জ্ঞানের আভাস পান এবং তাহার  
পক্ষে আত্মজ্ঞান অতি মূলভ হয়। ১৮শ শ্লোক ও তৎপটিকা দেখ।

রজসি প্রলয়ং গতা কৰ্মসঙ্গিষু জায়তে ।

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫

কৰ্মণঃ স্কৃতশ্রাহঃ সাত্বিকং নির্মলং ফলম্ ।

রজসস্ত ফলং দুঃখ মজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬

রজসি [ বিবৃদ্ধে সতি ] প্রলয়ং গতা ( মৃত্যুং প্রাপ্য ) কৰ্ম-  
সঙ্গিষু ( কৰ্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু ) জায়তে ; তথা তমসি [ বিবৃদ্ধে  
সতি ] প্রলীনঃ ( মৃতঃ ) মূঢ়যোনিষু ( পশাদিষু ) জায়তে ॥১৫॥

রজোগুণের বিবৃদ্ধি সময়ে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া কৰ্মাসক্ত মনুষ্য-  
লোকে জন্মে এবং তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে মৃত ব্যক্তি পশাদি  
মূঢ়যোনিতে জন্মে ॥১৫॥

স্কৃতশ্র (সাত্বিকশ্র) কৰ্মণঃ নির্মলং (প্রকাশবহলং ) সাত্বিকং  
( সত্ত্বপ্রধানং ) ফলম্ [ পণ্ডিতাঃ ] আহঃ ; রজসঃ তু ( রাজসস্ত  
তু কৰ্মণঃ ) দুঃখং ফলং [ আহঃ ] ; তমসঃ ( তামসস্ত কৰ্মণঃ ) অজ্ঞানং  
( মূঢ়ত্বং ) ফলম্ [ আহঃ ] ॥১৬॥

স্কৃত অর্থাৎ সাত্বিক কৰ্মের সত্ত্বপ্রধান নির্মলতাই ফল, [ইহা  
পণ্ডিতেরা ] কহিয়াছেন ; রাজস কৰ্মের ফল দুঃখ এবং তামস  
কৰ্মের ফল অজ্ঞান অর্থাৎ মূঢ়ত্ব ॥১৬॥

সত্ত্বাং সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।

প্রমাদমোহৌ তমসৌ ভবতোহি জ্ঞানমেব চ ॥১৭

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধো তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।

জঘন্যগুণবৃত্তিহা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮

সত্ত্বাং জ্ঞানং সংজায়তে, রজসশ্চ লোভঃ এব, তমসঃ  
অজ্ঞানম্ প্রমাদমোহৌচ এব ভবতঃ ॥১৭॥

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, রজঃ হইতে লোভই জন্মে এবং  
তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও অবিবেক জন্মে ॥১৭॥

সত্ত্বস্থাঃ ( সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানাঃ ) উর্দ্ধং গচ্ছন্তি ; রাজসাঃ ( তৃণা-  
দ্যাকুলাঃ ) মধো তিষ্ঠন্তি ; জঘন্যগুণবৃত্তিহাঃ ( নিকৃষ্টস্ত তনোগুণস্ত  
প্রমাদমোহাদিবৃত্তৌ স্থিতাঃ ) তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি ॥১৮॥

সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ উর্দ্ধে গমন করে, রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ  
মধো থাকে, আর নিকৃষ্টগুণাবলম্বী তামসেরা ( তনোগুণ  
প্রধান ব্যক্তির ) অধঃপথে গমন করে \* ॥১৮॥

\* আজ্ঞাচক্রে নীচে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণের স্থান, কণ্ঠ হইতে  
নাভি পর্য্যন্ত রজোগুণের স্থান এবং নাভির নীচে তমো-  
গুণের স্থান । যিনি সদগুরুপদেশের দ্বারা জ্ঞানের মধ্যবর্তী  
আজ্ঞাচক্রস্থিত কূটস্থে থাকিতে পারেন তিনিই ত্রিগুণাতীত ।  
সাধনদ্বারা কণ্ঠের উর্দ্ধে থাকিতে পারিলেই রজস্তমঃ অতিক্রম  
করিয়া কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থান করা যায় এবং তখনই



নাত্মং গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারং যদা দৃষ্টানুপশ্চতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সৌহৃদিগচ্ছতি ॥১৯

গুণানেনতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাদ্ভুঃপৈবিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥২০

যদা দৃষ্টা [ জ্ঞানচক্ষুযা ] গুণেভ্যঃ অত্মং কৰ্ত্তারং ন অনুপশ্চতি ( গুণাএব কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্তি ইতি পশ্চতি ), গুণেভ্যশ্চ পরং ( ব্যতিরিক্তং, তৎসাক্ষিণম্ আত্মানং ) বেত্তি তদা সঃ মদ্ভাবম্ । ব্রহ্মায়ম্ ) অধিগচ্ছতি ( প্রাপ্নোতি ) ॥১৯॥

যখন জ্ঞানী ব্যক্তি গুণ ব্যতিরিক্ত অত্ম কৰ্ত্তাকে না দেখেন অর্থাৎ গুণসকলই কৰ্ম্ম করিতেছে, তিনি কিছুই করিতেছেন না এইরূপ দেখেন এবং গুণ সকল হইতে পর অর্থাৎ তৎসাক্ষী আত্মাকে জানেন তখন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন ॥১৯॥

দেহসমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্মমৃত্যুজরা-  
দ্ভুঃপৈঃ বিমুক্তঃ [ সন্ ] দেহী অমৃতম্ ( পরমানন্দম্ ) অশ্নুতে  
( প্রাপ্নোতি ) ॥২০॥

দেহ সমুদ্ভব এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যু-  
জরারূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহী পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥২০॥

সদ্ব্যগুণের বিরুদ্ধাবস্থা আর তখনই দেহের সকল দ্বারে জ্ঞান  
প্রকাশ পায় । ১১শ শ্লোক দেখ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

কৈলি'ঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেনানতীতোভবতি প্রভো ।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবৰ্ত্ততে ॥২১

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃদ্ধিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন দ্বৈষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজ্জতি ॥২২

অৰ্জুনঃ উবাচ, হে প্রভো, [ দেহী ] কৈঃ লিঙ্গৈঃ ( কীদৃশৈঃ  
আত্মলিঙ্গৈঃ ) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি ? কিমাচারঃ  
( কঃ আচারঃ অশ্রু ইতি কিমাচারঃ, কথং বৰ্ত্ততে ইত্যর্থঃ )  
কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবৰ্ত্ততে ॥২১॥

অৰ্জুন কহিলেন, প্রভো, দেহী কীদৃশ চিহ্ন দ্বারা এই  
তিন গুণের অতীত হন ? তাঁহার আচার কিরূপ ? এবং  
কি উপায় দ্বারা এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া অবস্থান  
করেন ॥২১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ, হে পাণ্ডব, প্রকাশঃ ( সৰ্বদ্বায়েষু  
দেহেহুগ্নিন্ ইতি পূৰ্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যং ), প্রবৃদ্ধিঞ্চ ( রজঃ কার্য্যং ),  
মোহমেবচ ( তমঃ কার্য্যং ), [ এতানি সৰ্বদ্বায়াপি কার্য্যানি  
যথার্থঃ ] সংপ্রবৃত্তানি ( স্বতঃ প্রবৃত্তানি ) [ সত্ত্বি ] [ যঃ ] ন  
দ্বৈষ্টি, নিবৃত্তানি চ [ সত্ত্বি ] ন কাজ্জতি, [ সং গুণাতীতঃ  
উচ্যতে ] ॥২২॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচালাতে ।

গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নৈঙ্গতে ॥২৩

ঈশ্বরান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব, প্রকাশ (স্বকার্য্য) প্রবৃতি (রজঃকার্য্য) এবং মোহ (তমঃকার্য্য) এই সকল গুণকার্য্য প্রবৃত্ত হইলে যিনি ঘেষ না করেন, এবং নিবৃত্ত থাকিলে আকাজ্ঞাও না করেন অর্থাৎ গুণকার্য্যের প্রবৃতি বা নিবৃতি চান না, [ তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন ] ॥২২॥

যঃ উদাসীনবৎ (সাক্ষিতয়া) আসীনঃ (স্থিতঃ সন্) গুণৈঃ (গুণকার্য্যৈঃ স্পৃহদুঃখাদিভিঃ) ন বিচালাতে (স্বরূপাৎ ন প্রচ্যবতে) [অপিতু] গুণাঃ (গুণেষ্বেব) বর্তন্তে ইত্যেবং (মহা) অবতিষ্ঠতি, ন চ ইঙ্গতে (চলতি) [সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে] ॥২৩॥

যিনি উদাসীনবৎ \* অর্থাৎ সাক্ষিরূপে অবস্থিত থাকিয়া স্পৃহদুঃখাদি গুণকার্য্যসকলকর্তৃক বিচালিত হন না; গুণ সকল (কেবল) স্বীয় স্বীয় কার্য্যেই আছে এইরূপ মনে করিয়া অবস্থান করেন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয় করিতেছে, তিনি কিছুই করিতেছেন না এই রূপ মনে করেন) ও বিচলিত হন না (তাহাকে গুণাতীত বলে) ॥২৩॥

\* ১২শ অধ্যায় ১৬শ শ্লোকের টীকা দেখ। এই শ্লোকে যাহা বলিতেছেন ৩য় অধ্যায় ২৮শ শ্লোকেও সেই কথা বলিয়াছেন ।

সমদুঃখসুখঃ স্বহৃঃ সমলোষ্টাশ্চাকাঞ্চনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যানিন্দাঅসংস্তুতিঃ ॥২৪

মানাপমানয়োস্তল্যাস্তল্যোমিত্রারি পক্ষয়োঃ ।

সর্কারন্তপরিভ্যাগী গুণাভীতঃ স উচ্যতে ॥২৫

যঃ সমদুঃখসুখঃ, স্বহৃঃ (স্বরূপে আত্মনি এব স্থিতঃ), সমলোষ্টাশ্চ-  
কাঞ্চনঃ, তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ, ধীরঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ), তুল্যানিন্দাঅ-  
সংস্তুতিঃ [ সঃ গুণাভীতঃ উচ্যতে ] ॥২৪॥

যিনি সুখ ও দুঃখ সমান মনে করেন, আত্মাতে অবস্থিত  
ধাকেন, লোষ্ট্রে প্রস্তুত ও স্ববর্ণে সমান জ্ঞান করেন, প্রিয়  
ও অপ্রিয় তুল্য বোধ করেন, ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন  
এবং নিন্দা ও প্রশংসা তুল্য বোধ করেন ( তিনি গুণাভীত  
বলিয়া উক্ত হন ) ॥২৪॥

যঃ মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ, মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ, সর্কা-  
রন্তপরিভ্যাগী (সর্কান্ আরন্তান্ উদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং  
যন্ত সঃ) সঃ গুণাভীতঃ উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

যিনি মানাপমানে সমভাব, মিত্র ও শত্রু পক্ষে সমান  
এবং সর্বপ্রকার উদ্যমভ্যাগী তাঁহাকে গুণাভীত বলে ॥২৫॥

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীত্যাতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্ত চ ।

শাস্বতস্ত চ ধর্মস্ত স্মৃৎসৈকান্তিকস্ত চ ॥১৭

গুণত্রয়বিভাগযোগঃ ।

যশ্চ মাম্ অব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন ( অনন্তভক্তিয়োগেন )  
সেবতে, সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় ( ব্রহ্মভাবায় )  
কল্পতে ( যোগো ভবতি ) ॥২৬॥

এবং যিনি আমাকে একান্ত ভক্তিবোগ দ্বারা\* সেবা করেন ,  
তিনি এই সকল গুণ বিশেষরূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব  
প্রাপ্তির যোগ্য হন ॥২৬॥

হি ( যতঃ ) অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা ( স্থিতিঃ ) [ তথা ]  
অব্যয়স্ত ( নিত্যস্ত ) অমৃতস্ত ( মোক্ষস্ত ) চ শাস্বতস্ত ধর্মস্ত চ  
ঐকান্তিকস্ত স্মৃৎস্ত চ [ প্রতিষ্ঠা ] [ পরমানন্দরূপত্বাৎ ] ॥২৭॥

যেহেতু আমি ব্রহ্মের স্থিতিস্থান ( অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি ),  
এবং নিত্য অমরপদের অর্থাৎ মোক্ষের ও সনাতন ধর্মের এবং  
ঐকান্তিক স্মৃত্বেরও ( স্থিতিস্থান ) ॥২৭॥

ইতি চতুর্দশ অধ্যায় ।

---

\* ১১শ অধ্যায় ৫৪শ শ্লোকের টীকা দেখ ।

## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

—:—:—

শ্রীভগবানুবাচ ।

উক্তমূলমধঃশাখমশ্বথং প্রাহরব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১

শ্রীভগবান্ উবাচ, উক্তমূলম্ ( উক্তম্ আজ্ঞাচক্রাৎ সহস্রার-  
পর্য্যন্তং মূলং যন্ত তম্ ) অধঃশাখম্ ( অধঃ আজ্ঞাচক্রস্ত নিম্নে  
শাখা যন্ত তম্ ) [ প্রবাহরূপেণ অবিচ্ছেদাৎ ] অব্যয়ম্ ( দেহম্ )  
অশ্বথং ( স্বঃপ্রভাতপর্য্যন্তমপি ন হ্রাস্তীতি ) প্রাহঃ ; ছন্দাংসি  
( বেদাঃ ) যন্ত পর্ণানি ( ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীদৈরঃ  
কর্ম্মফলৈঃ দেহস্ত সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়াঃ  
বেদাঃ ), তং ( এবস্তূতম্ অশ্বথং ) যঃ বেদ, সঃ [ এব ] বেদবিৎ ॥১॥

উক্তে ( আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ) বাহার মূল এবং অধঃ  
( আজ্ঞাচক্রের নিম্নে ) বাহার শাখা আর প্রলয়ানন্তর পুনঃ পুনঃ  
উৎপত্তিহেতু প্রবাহরূপে বিচ্ছেদাভাববশতঃ অব্যয় এতাদৃশ  
দেহকে অশ্বথ ( পরদিন প্রভাত পর্য্যন্তও বাহা থাকিবে না )  
বলেম, বেদ সকল ত্রৈগুণ্যবিষয়হেতু বাহার পত্র ; এতাদৃশ  
দেহরূপ অশ্বথকে যিনি জানেন তিনিই বেদবিৎ ॥১॥

অধশ্চোক্তিং প্রস্তুতাস্তস্ম শাখা

গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।

অধশ্চ মূলান্ননুসন্তানি

কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥২

যস্মৈ চ গুণপ্রবৃদ্ধাঃ ( গুণৈঃ সম্বাদিভিঃ জলসেচনৈরিব বৃদ্ধিঃ প্রাপ্তাঃ ) বিষয়প্রবালাঃ ( বিষয়াঃ কামাঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়াঃ বাসাং ) শাখাঃ [আজ্ঞাচক্রস্ম] অধঃ উর্দ্ধং ( আজ্ঞাচক্রপর্য্যন্তং ) চ প্রস্তুতাঃ ( বিস্তৃতাঃ ) ; মনুষ্যালোকে কৰ্ম্মানুবন্ধীনি ( কৰ্ম্মৈব অনু-বন্ধি উদ্ভবভাবি বন্ধনহেতু যেষাং তানি ) মূলানি ( আজ্ঞাচক্রস্ম ) অধশ্চ উর্দ্ধং ( আজ্ঞাচক্রপর্য্যন্তং ) চ অনুসন্তানি ( বিরূঢ়ানি ) [আজ্ঞাচক্রাৎ সহস্রারপর্য্যন্তং যৎ মূলং তত্ত্ব ন কৰ্ম্মানুবন্ধি] ॥২॥

বাহার শাখাসকল সম্বাদি-গুণরূপ-জলসেচনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, কামনারূপ পল্লববিশিষ্ট এবং আজ্ঞাচক্রের অধঃ এবং উর্দ্ধে ( আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত ) বিস্তৃত আছে ; মনুষ্যালোকে কৰ্ম্মানুবন্ধি মূলসকল আজ্ঞাচক্রের অধঃ এবং উর্দ্ধদিকে ( আজ্ঞাচক্রপর্য্যন্ত ) বিস্তৃত রহিয়াছে \* (যেমন বটবৃক্ষের ঝুরি) ॥২॥

\* যে সকল মূল জীবকে কৰ্ম্মমুত্রে আবদ্ধ করে তৎসমুদায় গুণত্রয় হইতে উৎপন্ন, হুতরাং আজ্ঞাচক্রের অধঃস্থিত । ১৪শ অধ্যায় ১৮শ শ্লোকের টীকা দেখ । কিন্তু আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধস্থ মূল কৰ্ম্মানুবন্ধি নহে ; কারণ ঐ মূল ত্রিগুণের অতীত ।

ন রূপমসৌহ তথোপলভ্যাতে  
 নাত্তো ন চাদিনীচ সংপ্রতিষ্ঠা ।  
 অশ্বখমেনং স্তবিকটমূল-  
 মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্ধা ॥৩  
 ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতবাৎ  
 যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।

ইহ ( সংসারে ) [স্থিতৈঃ প্রাপ্তিঃ] অশ্ব দেহস্য রূপং ( স্বরূপং  
 তত্ত্বং বা ) ন উপলভ্যাতে ; তথা চ অন্তঃ [অবসানম্ প্রবাহরূপেণ  
 অবিচ্ছেদাৎ] ন আদিঃ ( উৎপত্তিহেতুঃ ) ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ( স্থিতিঃ ) ।  
 এনং স্তবিকটমূলম্ অশ্বখং দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ ( আয়সস্জেন ) ছিদ্ধা  
 ততঃ [ তস্য মূলভূতং ] তৎ পদং ( বস্তু ) পরিমার্গিতবাৎ ( অন্বেষ্টে-  
 ব্যাম্ ) ; যস্মিন্ গতাঃ ( যৎ পদং প্রাপ্তাঃ সমুঃ ) ভূয়ঃ ন নিবর্তন্তি ॥  
 যতঃ এষা পুরাণী প্রবৃত্তিঃ ( সংসারপ্রবৃত্তিঃ ) প্রমত্তা ( বিস্মৃতা )  
 তমেব চ আদ্যাং পুরুষং প্রপদ্যে ( শরণং ব্রজামি ) [ ইতোবাং  
 একান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ] ॥৩,৪॥

ইহলোকে এই দেহের রূপ ( অর্থাৎ স্বরূপ বা তত্ত্ব ) উপলব্ধ  
 হয় না ; সেইরূপ ইহার অন্ত ( অবসান ) আদি ( উৎপত্তিহেতু )  
 এবং স্থিতিও উপলব্ধ হয় না । এই বদ্ধমূল অশ্বখকে দৃঢ় অসঙ্গ-



তমেব চাদ্যাং পুরুষং প্রপদ্যে  
 যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥৪  
 নির্দ্বানমোহা জিতসঙ্গদোষা  
 অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।  
 দ্বৈতৈবিস্মৃতাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-  
 র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫

শস্ত্র ( ইল্লিয়সঙ্গ তাগ করিয়া আত্মসঙ্গরূপ শস্ত্র ) দ্বারা ছেদন করিয়া পরে ( তাহার মূলভূত ) সেই বস্তু অন্বেষণ করিতে হইবে । যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্তন করিতে হয় না । যাহা হইতে এই পুরাণী প্রবৃত্তি অর্থাৎ চিরন্তন সৎসার প্রবৃত্তি বিবৃত্ত হইয়াছে সেই আদ্য পুরুষকেই শরণ লইলাম [ এইরূপ একান্ত ভক্তিদ্বারা অন্বেষণ করিতে হইবে ] ॥৩৪॥

নির্দ্বানমোহাঃ ( নির্গতো মানমোহো অহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশো যেভ্যঃ তে ), জিতসঙ্গদোষাঃ ( জিতঃ ইল্লিয়সঙ্গরূপঃ দোষঃ যৈঃ তে ), অধ্যাত্মনিত্যাঃ ( আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিতাঃ ), বিনিবৃত্তকামাঃ ( বিশেষণ নিবৃত্তঃ কামঃ যেভ্যঃ তে ) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বৈতৈঃ ( সুখদুঃখসংজ্ঞানি নীতোক্তাদীনিতৈঃ ) বিস্মৃতাঃ অমূঢ়াঃ ( নিবৃত্তা-বিদ্যাঃ ) [ সন্তুঃ ] তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ॥৫॥

মান অর্থাৎ অহঙ্কার এবং মোহ অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশ যাহা-

ন তত্ত্বাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।

যদ্বাহা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ব্বতি ॥৭

দেব নাই, যাহারা ইন্দ্রিয়ে আসক্তিরূপ দোষ জয় করিয়াছেন, যাহারা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবিশিষ্ট, যাহাদের কামনা বিশেষরূপে নিবৃত্তি পাইয়াছে, যাহারা অখদুঃখনামক বন্দ্ব হইতে মুক্ত এতাদৃশ অমৃত অর্থাৎ অবিদ্যাবিরহিত সাধুগণ সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন ॥৬॥

যৎ [ পদং ] গতা ( প্রাপ্য ) [ যোগিনঃ ] ন নিবর্তন্তে তৎ [ পদং ] সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে ( প্রকাশয়তি ) ন শশাঙ্কঃ ন চ পাবকঃ, [ ভাসয়তে ] তৎ মম পরমং ধাম ॥৬॥

যোগিগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে আবর্তন করেন না, সেই পদকে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশিত করিতে পারে না, এবং সেই আমার পরম ধাম অর্থাৎ স্বরূপ ॥৬॥

মম এব অংশঃ অয়ং [ অবিদ্যায়া ] জীবভূতঃ সনাতনঃ ( সদা সংসারিতেন প্রসিক্ধঃ ) প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি ( মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি ইন্দ্রিয়াণি ) জীবলোকে [ সংসারোপভোগার্থং ] কৰ্ব্বতি ॥৭॥

আমারই অংশ এই সনাতন অর্থাৎ সদা সংসারিরূপে প্রসিক্ধ

শরীরং বদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮

অবিদ্যাকৃত জীব, প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জীব-  
লোকে সংসারের উপভোগার্থ আকর্ষণ করে \* ॥৭॥

ঈশ্বরঃ ( দেহাদীনাং স্বামী ) যৎ ( যদা ) শরীরম্ ( কন্ম্ববশাৎ  
শরীরান্তরম্ ) অবাপ্নোতি, যৎ ( যতশ্চ শরীরাত্ ) চাপি উৎক্রামতি,  
[ তদা পূর্ব্বস্মাত্ শরীরাত্ ] এতানি গৃহীত্বা সংযাতি ; আশয়াৎ  
( স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ ) গন্ধান্ [ গৃহীত্বা ] বায়ুঃ ইব ॥৮॥

ঈশ্বর অর্থাৎ দেহাদির স্বামী জীব যখন কন্ম্ববশে শরীরান্তর  
প্রাপ্ত হন অথবা যখন যে শরীর হইতে যাহাতে গমন করেন,  
তৎকালে পূর্ব্ব শরীর হইতে এই সকল ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া যান ;  
যেমন বায়ু আশয় অর্থাৎ কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ  
সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেই রূপ ॥৮॥

১৩শ অধ্যায় ২১শ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখ । প্রকৃতি  
মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্থান । পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইলে জীবাখ্যা ধারণ  
করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংসার উপভোগ করেন । সদৃশ-  
পদেবশব্দগম্য ।

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ব্রাণমেব চ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯

উৎক্রানন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাব্রিতম্ ।

বিমূঢ়া নানুপশ্নন্তি পশ্নন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥১০

অয়ং (জীবঃ) শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ব্রাণমেবচ ( এতানি বাহ্যেন্দ্রিয়ানি ) মনশ্চ ( অন্তঃকরণং ) অধিষ্ঠায় ( আশ্রিত্য ) বিষয়ান্ ( শব্দাদীন্ ) উপসেবতে ॥৯।

এই জীব কর্ণ চক্ষুঃ হৃৎ রসনা নাসিকা এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ে এবং অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় সকল উপভোগ করেন ॥৯

উৎক্রানন্তং ( দেহাৎ দেহান্তরং গচ্ছন্তং ) বা ( অথবা ) [ তন্মিন্নেব দেহে ] স্থিতম্ অপি [ বিষয়ান্ ] ভুঞ্জানং বা গুণাব্রিতং ( ইন্দ্রিয়াদিবৃত্তং ) [ জীবঃ ] বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্নন্তি ; জ্ঞানচক্ষুষঃ ( আত্মজ্ঞানিনঃ ) পশ্নন্তি ॥১০।

দেহান্তরগমনকারী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত অথবা বিষয় ভোগকারী অথবা ইন্দ্রিয়াদিগুণবিশিষ্ট জীবকে মুঢ়েরা দেখিতে পায় না কিন্তু আত্মজ্ঞানীরা দেখিতে পান ॥১০।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশুন্ত্যাত্মবস্থিতম্ ।

যতন্তোহ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশুন্ত্যচেতসঃ ॥১১

যদাদিত্যাগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চারণৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১২

যতন্তঃ ( প্রযতমনাঃ ) যোগিনঃ এনম্ ( আত্মানম্ ) আত্মনি  
( দেহে ) অবস্থিতং ( বিবিক্তং ) পশুন্তি ; যতন্তঃ ( যত্নং কুর্বাণাঃ )  
অপি অকৃতাত্মানঃ ( আত্মানমজ্ঞানন্তঃ ) [ অতএব ] অচেতসঃ ( মন্দ-  
মত্তয়ঃ ) এনং ন পশুন্তি ॥১১॥

সংযতচিত্ত যোগিগণ এই আত্মাকে দেহে অবস্থিত দেখেন ;  
চিত্তসংযম করিতে যত্নশীল হইলেও আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ( অতএব )  
মন্দমতিগণ ইহাকে দেখিতে পায় না ॥১১॥

আদিত্যাগতং যৎ তেজঃ, চন্দ্রমসি চ যৎ [ তেজঃ ] অগ্নৌ চ যৎ  
[ তেজঃ ] অখিলং জগৎ ভাসয়তে ( প্রকাশয়তি ) তত্তেজঃ মামকং  
বিদ্ধি ॥১২॥

সূর্য্যাস্থ য়ে তেজ, চন্দ্রমাতে য়ে তেজ, অগ্নিতে য়ে তেজ অখিল  
জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে সেই তেজ আমার জানিও ॥১২॥

ଗାମାବିଷ୍ଟ ଚ ଭୂତାନି ଧାରୟାନ୍ତାହମୋଜସା ।

ପୁଷ୍ପାମି ଚୌଷଧୀଃ ସର୍ବ୍ବାଃ ସୋମୋଭୂତ୍ୱା ରସାନ୍ନକଃ ॥୧୭

ଅହଂ ବୈଦ୍ୟାନରୋ ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣିନାଂ ଦେହନାଶ୍ରିତଃ ।

ପ୍ରାଣାପାନସମାୟୁକ୍ତଃ ପଚାମ୍ୟନ୍ନଂ ଚତୁର୍ବିଧମ୍ ॥୧୮

ଅହଂ ଚ ଓଜସା ( ବଳେନ ) ଗାମ୍ ( ପୃଥିବୀମ୍ ) ଆବିଷ୍ଟ (ଅଧିଷ୍ଠାୟ)  
ଭୂତାନି ଧାରୟାମି ; ରସାନ୍ନକଃ ( ରସମୟଃ ) ସୋମଶ୍ଚ ଭୂତ୍ୱା ସର୍ବ୍ବାଃ  
ଓଷଧୀଃ ପୁଷ୍ପାମି ( ସଂବର୍ଦ୍ଧୟାମି ) ॥୧୭॥

ଆମି ବଳ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିয়া ଭୂତ ସକଳ ଧାରଣ  
କରି ଏବଂ ରସମୟ ଚକ୍ର ହିଁୟା ସମୁଦୟ ଓଷଧି ସଂବର୍ଦ୍ଧିତ କରି । ୧୭॥

ଅହଂ ବୈଦ୍ୟାନରଃ ( ଈଷ୍ଠରାଗ୍ନିଃ ) ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣିନାଂ ଦେହମ୍ ଆଶ୍ରିତଃ  
( ଆବିଷ୍ଟ ) ପ୍ରାଣାପାନସମାୟୁକ୍ତଃ ଚତୁର୍ବିଧମ୍ ଅନ୍ନଂ ପଚାମି ॥୧୮॥

ଆମି ବୈଦ୍ୟାନର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଷ୍ଠରାଗ୍ନି ହିଁୟା ପ୍ରାଣିଗଣେର ଦେହେ  
ପ୍ରବେଶ ପୁରୁଷକ ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନ ବାୟୁର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହିଁୟା ପ୍ରାଣି-  
ଗଣେବ ଭୁକ୍ତ ଚର୍ବ୍ବାଚୂଷାଲେହପେୟ ଏହି ଚତୁର୍ବିଧ ଅନ୍ନ ପରିପାକ  
କରି \* ॥୧୮॥

\* ଯାହାରା ଏକୃତ ପଥ ପାହିଯାନ୍ତେନ ତାହାରା ଏତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର  
ଦ୍ୱାରା ଆପନା ଆପନିହି ଇହା ବୁଦ୍ଧିତେ ପାରେନ । ଭଗବାନ୍ ଗୀତାରେ  
ଯେ ସକଳ କଥା ବାଲିଯାନ୍ତେନ ନନ୍ଦଃକର ଉପଦେଶ ପାହିଲେ ଓ ସକଳ  
କଥା ନିଜ ଅନୁଭବେର ଦ୍ୱାରା ନାମକ କ୍ରମେଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଧ  
କରିଯା ଥାକେନ । ମନ ସର୍ବଦାହି ହୁଏଲାଭେର ଜନ୍ମ ଲାଳାୟିତ ଓ

সৰ্ব্বশ্চ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো  
 নভঃ স্মৃতিজ্ঞানিমপোহনঞ্চ ।  
 বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বেদ্যো  
 বেদান্তকৃদেদবিদেব চাহম্ ॥১৫

অহং সৰ্ব্বশ্চ ( প্রাণিজাতশ্চ ) হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ( অন্তর্যামিক্রপেণ  
 প্রবিষ্টঃ ) । অতঃ ] নভঃ [ এব হেতোঃ ] [ পূৰ্ণানুভূতাবিষয়া ]  
 স্মৃতিঃ, [ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ] জ্ঞানং, অপোহনঞ্চ ( তয়োঃ  
 প্রলয়শ্চ ) [ ভবতি ] । সৰ্বৈঃ বেদৈশ্চ অহমেব [ তত্ত্বং দেবতা-  
 রূপেণ ] বেদাঃ, বেদান্তকৃৎ ( তত্ত্বংসম্প্রদায়প্রবর্তকঃ জ্ঞানদঃ গুরুঃ )  
 বেদবিৎ চ অহমেব ॥১৫॥

ব্যতিব্যস্ত হইয়া এক বস্তুর হইতে বস্তুরূপে আসক্ত হইতেছে কিন্তু  
 কোন কিছুতেই প্রকৃত সুখ অর্থাৎ শান্তি পাইতেছে না ; সুতরাং  
 উপদায়ক বলিয়া এইমূহর্তে যেটিকে আশ্রয়করে পরক্ষণেই তাহাতে  
 তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া অগ্র আর একটির অন্বেষণ করে ।  
 এই চঞ্চল মন কোথায় ও কিরূপে অবিচলিতভাবে স্থির হইয়া  
 শান্তিলাভ করিতে পারে, সেই রহস্য সাধক সৎগুরুকৃপায় নিজ  
 অনুরূপের দ্বারা গীতা হইতে ক্রমশঃ যতই জানিতে থাকেন ততই  
 তাহার গীতার উপর আস্থা ও ভক্তি বাড়িতে থাকে ও ভগবদ্বাক্যে  
 অচল অটল বিশ্বাস জন্মিতে থাকে । নতুবা কেবল কথায় বিশ্বাস  
 কয়দিন থাকে ?

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সন্নাগি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥১৬

উত্তমঃ পুরুষদ্বয়ঃ পরমাত্মদ্বয়তঃ ।

যৌ লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভক্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭

আমি সমুদায় প্রাণিগণের হৃদয়ে ( অস্থব্যামিরূপে ) প্রবিষ্ট  
আছি, অতএব আমি হইতেছি [পূর্বাভূতবজ্রনিত] স্মৃতি, [বিষয়ে-  
দ্রিয়সংযোগজনিত] জ্ঞান এবং ঐ দুয়ের বিলোপ সাধিত হয় ;  
সমুদায় বেদদ্বারা আমিষ্ট [ সেই সেই দেবতারূপে ] জ্ঞাতব্য এবং  
আমি বেদাত্মকৎ অর্থাৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্তক জ্ঞানদাতা গুরু এবং  
বেদার্থবেত্তা ॥১৫॥

ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চ [ ইতি ] দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ লোকে  
[ প্রসিদ্ধৌ ] : তত্র সন্নাগি ভূতানি ক্ষরঃ [ পুরুষঃ ], কুটস্থঃ  
( কুটে দেহে নির্বিকারতয়া তিষ্ঠতি যঃ সঃ ) অক্ষরঃ [ পুরুষঃ ]  
উচ্যতে [ বিবেকিভিরাতিশেষঃ ] ॥১৬॥

ক্ষর এবং অক্ষর নামে এই দুইটী পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ ;  
তাহার মধ্যে সমুদায় ভূতগণ ক্ষর পুরুষ আর কুটস্থ ( শুদ্ধ চৈতন্য )  
অক্ষর পুরুষ বলিয়া উক্ত হইল ॥ ১৬ ॥

[ এতান্নাং ক্ষরাক্ষরান্নাং ] অগ্ৰঃ তু উত্তমঃ পুরুষঃ পর-  
মাত্মা ইতি উদাহৃতঃ ( উক্তঃ ) [ প্রতিভির্ভারতঃ ] ; যঃ  
ঈশ্বরঃ অব্যয়শ্চ ( নির্বিকারএবমন্ ) লোকেত্রয়মাবিশ্ত বিভক্তি  
( পালয়তি ) ॥১৭॥



বস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহনক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

এই ক্ষর এবং অক্ষর হইতে অশ্রু উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন \* ; যিনি ঈশ্বর ও নির্দিকার এবং লোকত্রেয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিতেছেন ॥১৭॥

বস্মাৎ [ নিতামুক্তহাৎ ] অহং ক্ষরম্ অতীতঃ ( অতিক্রান্তঃ ) অক্ষরাৎ অপি উত্তমশ্চ ; অতঃ লোকে বেদেচ পুরুষোত্তমঃ [ ইতি ] প্রথিতঃ অস্মি ॥১৮॥

যেহেতু, আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম এই জন্ত আমি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছি ॥১৮॥

\* এখানে ভগবান্ তিনটি অবস্থার কথা বলিলেন, ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম । পুরুষোত্তম, ক্ষর এবং অক্ষরের অতীত অবস্থা । পরশ্লোক দেখ । ইহার তাৎপর্য্য জানা সাধনদাপেক্ষ । যেহেতু এ অবস্থা সাধকের নিজবোধরূপ । সঙ্গুষ্কর কৃপায় ইহার মোহ একেবারে গিয়াছে তিনি ব্যতীত অশ্রে জানিতে পারেন না । ১৯শ শ্লোক দেখ ।

যো মামেবমসম্বুভো জানাতি পুরুষোত্তমঃ ।

স সৰ্ববিদ্বজ্জতি মাং সৰ্বভাবেন ভারত ॥১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং নয়ানব ।

এতদ্বুকা বুদ্ধিমান্ শ্রাং কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০

পুরুষোত্তমযোগঃ ।

হে ভারত, এবম্ ( উক্ত প্রকারেণ ) অসংসৃজঃ (বিগতসংসোধঃ) [ সন্ ] যঃ মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, সঃ সৰ্ববিৎ (সংসৃজঃ) [ সন্ ] সৰ্বভাবেন ( সৰ্বপ্রকারেণ ) মাম্ [ এব ] ভজতি ॥১৯॥

হে ভারত, এইরূপে নিশ্চিন্তমাত হইয়া যিনি আনন্দে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন তিনি সৰ্বপ্রকারে আনন্দকেই ভজনা করেন এবং অনন্তর সৰ্বজ্ঞ হন ॥১৯॥

হে অনঘ ( বাসনশূন্য ) ভারত, ইতি ( অনেন সংক্ষেপ-প্রকারেণ ) গুহ্যতমম্ ( অতি রহস্ত্রং সম্পূর্ণম্ ) ইদং শাস্ত্রং নয়ান উক্তম্ : [ যঃ কোহপি ] এতৎ ( মদুক্তং ) বুকা বুদ্ধিমান্ ( সম্যক্জ্ঞানী ) শ্রাং কৃতকৃত্যশ্চ [ শ্রাং ] ॥২০॥

হে বাসনশূন্য ভারত, এই অতি সংক্ষেপ প্রকারে পরম গুহ্য এই শাস্ত্র আমি বলিলাম ; যে কেহ ইহা বুঝিয়া সম্যক্জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয় ॥২০॥

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায় ।

## ষোড়শোইধ্যায়ঃ ।

—ঃ—

শ্রীভগবানুবাচ ।

অভয়ং সত্ত্বসংগুন্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দনশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ অর্জবন্ ॥১

শ্রীভগবানু উবাচ, হে ভারত, অভয়ং (ভয়াভাবঃ) সত্ত্বসংগুন্ধিঃ (চিন্তাপ্রসন্নতা) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (আত্মজ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা) দানং ( পরোপকারার্থম্ ) দনঃ ( ইন্দ্রিয়সংযমঃ ) যজ্ঞঃ, ( ইজাতে অনেন ইতি ) স্বাধ্যায়ঃ (আত্মধ্যানম্) তপঃ ( উত্তরাধার্যবক্ষ্যমাণং শারাদি ) অর্জবং (সরলতা) অহিংসা ( পরপীড়াবর্জনং ) সত্যম্ (সদ্যদৃষ্টার্থভাষণম্) অক্রোধঃ (তাড়িতস্তাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ) দায়ঃ ( কৰ্ম্মফলত্যাগঃ ) শান্তিঃ ( চিত্তোপরতিঃ ) অপৈশুনং (পলতাভাবঃ) ভূতেষু (সৰ্বভূতেষু) দয়া, অলোলুপ্ৎঃ (লোভাভাবঃ) মাদবং (নিরহঙ্কারিতা) হ্রীঃ ( অকাষ্যপ্রবৃত্তৌ লজ্জা ) অচাপত্যঃ (চঞ্চলতারাহিত্যম্) ভেজঃ (মনসন্তোজঃ) ক্ষমা

অহিংসা সত্যমক্ৰোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেশ্বলোলুপ্তং মার্দবং হীরচাপলম্ ॥২

তেজঃ ক্ষমা প্রতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীনভিজাতীশ্চ ভারত ॥৩

(পরিভবাদিনু উৎপাদ্যমানেনু ক্রোধপ্রতিবকঃ) প্রতিঃ ( দুঃপাদিভিঃ  
অবসাদে চিত্তশ্চ স্থিরীকরণম্) শৌচম্ (বাহ্যভ্যন্তরশুদ্ধিঃ) অদ্রোহঃ  
(জিঘাংসারাহিত্যং) নাতিমানিতা (আয়নি পূজ্যত্বাভিমানাভাবঃ)  
[ এতানি ষড়্বিংশতিপ্রকারাণি ] দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতম্  
ভবন্তি ॥১।২।৩॥

শ্রীভগবানু কহিলেন, হে ভারত, ভয়শূন্যতা, চিত্তপ্রসন্নতা,  
অস্বজ্ঞানের উপায়ে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, আত্মধ্যান,  
তপশ্চা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি ( চিত্তের  
উপরতি ), খলতাশূন্যতা, সর্বভূতে দয়া, লোভশূন্যতা, অহঙ্কার-  
রাহিত্য, কুর্কম্পপ্রবৃত্তিতে লজ্জা, চাপল্যশূন্যতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য,  
বাহ্যভ্যন্তর শুদ্ধি, হিংসারাহিত্য, এবং অতিপূজ্য বলিয়া যে  
অভিমান তাহার অভাব, এইগুলি দৈবী সম্পদভিনুখে জাত  
ব্যক্তির হইয়া থাকে ॥১।২।৩॥

দন্তো দর্পোহিভিমানশ্চ ক্রোধঃ পার্শ্বাণ্যেব চ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদনাসুরীম্ ॥৪

দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীনভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥৫

হে পার্থ, দন্তঃ ( ধর্ম্মধ্বজিত্বং ), দর্পঃ ( ধনবিদ্যাদিনিনিমিত্তং চিত্তস্ত ), অভিমানঃ ( আল্লনি অতিপূজ্যত্বাভিমানঃ ), ক্রোধঃ, পার্শ্বাণ্যঃ ( নিষ্ঠুরতা ), অজ্ঞানং ( অবিবেকঃ ) চ এব [ এতানি ] আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্ত (অভিলক্ষ্য জাতস্য) [ভবন্তি] ॥৪॥

হে পার্থ, ধার্ম্মিকতাপ্রকাশার্থ কাল্পনিক ধর্ম্মের আড়ম্বর, ধনাদিজন্য চিত্তের গর্ক, নিজের অতি পূজ্যত্বাভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অবিবেক এইগুলি আসুরী সম্পদভিমুখী ব্যক্তির হইয়া থাকে ॥৪॥

দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায়, আসুরী [ সম্পৎ ] নিবন্ধায় মতা ; হে পাণ্ডব, মা শুচঃ [যতস্বম্] দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতঃ অসি ॥৫॥

দৈবী সম্পৎ মোক্ষের হেতু আর আসুরী সম্পৎ বন্ধনের হেতু, অতএব হে পাণ্ডব তুমি শোক করিও না, যেহেতু তুমি দৈবী-সম্পদভিমুখে জাত হইয়াছ ॥৫॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুরএবচ ।

দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥৬

প্রবৃত্তিক নিবৃত্তিক জনা ন বিদুঃ আসুরাঃ ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেবু বিদ্যতে ॥৭

হে পার্থ, অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরশ্চ এব দ্বৌ (দ্বিপ্রকারো) ভূতদগৌ ( ভূতানাম্ সর্গৌ ভাবৌ ) [ শুভঃ ] ; দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ ; আসুরং মে শৃণু ॥৬॥

হে পার্থ, ইহলোকে প্রাণিগণের দৈব এবং আসুর এই দুই প্রকার ভাব বিস্তররূপে বলা হইয়াছে, আসুর ভাব আমার নিকট শ্রবণ কর \* ॥৬॥

আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিক নিবৃত্তিক ন বিদুঃ [ অতঃ ] তেবু ন শৌচং, ন আচারঃ ন চাপি সত্যং বিদ্যতে ॥৭॥

আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি জানে না । অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ নাই আচার নাই সত্যও নাই ॥৭॥

\*৭ম হইতে ২০শ শ্লোক পর্য্যন্ত আসুরভাব বর্ণন করিতেছেন । একুপ প্রকৃতির লোকের যে ক্রমশঃ অধোগতি হইয়া থাকে এবং ইহাদের দ্বারা জগতের অহিত ভিন্ন যে কিছুমাত্র হিতসাধন হয় না তাহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই । ইহারা যাহা কিছু করে সকলই নিজের কলিত হুখের জন্য করিয়া থাকে ।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাত্মনীনীশ্বরম্ ।

অপরস্পরসম্বৃতং কিমত্ৰং কামহৈতুকম্ ॥৮

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টোন্মানোহল্লবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যাগ্রকর্মাণঃ ক্ষরায় জগতোহহিতাঃ ॥৯

তে ( আত্মরাঃ জনাঃ ) জগৎ অসত্যম্ ( বেদপুরাণাদি প্রমাণ শূন্যম্ ), অপ্রতিষ্ঠম্ ( নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা বাবদ্যাহেতুঃ যত্ তৎ ), অনীশ্বরম্ ( নাস্তি ঈশ্বরঃ কর্ত্তা বাবদ্যাপকশ্চ যজ্ঞ তৎ ), অপরস্পরসম্বৃতং ( অপরস্পরতঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ মিগুনাৎ সম্বৃতম্ ), কিম-  
ত্ৰং ( কারণমত্ৰ নাস্ত্যত্ৰং কিঞ্চিৎ কিম্ ) কামহৈতুকং ( স্ত্রীপুংসয়োঃ  
উভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্মৈতি ) প্রাহঃ ॥৮॥

সেই আত্মরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কহে এই জগৎ অসত্য অর্থাৎ  
বেদপুরাণাদি প্রমাণরূপ সত্যবিহীন, অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম  
বাবদ্য বিহীন ( স্বাভাবিক ), ঈশ্বর শূন্য এবং অযোগ্য সম্বৃত অর্থাৎ  
স্ত্রীপুরুষমিগুনজনিত ; ইহার আর কিছুই কারণ নাই কেবল  
ইহা স্ত্রীপুরুষের কামজনিত মাত্র ॥৮॥

অল্লবুদ্ধয়ঃ আত্মরাঃ জনাঃ এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য ( আশ্রিত্য )  
নষ্টোন্মানঃ ( মলিনচিত্তাঃ ) উগ্রকর্মাণঃ ( হিংস্রকর্মাণঃ ) অহিতাঃ  
( বৈরিণঃ ) [ ভূত্বা ] জগতঃ ক্ষরায় প্রভবন্তি ( উদ্ভবন্তি ) ॥৯॥

এই সকল অল্লবুদ্ধি লোক এইরূপ দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া মলিন-  
চিত্ত উগ্রকর্মা এবং অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্ত  
উদ্ভূত হয় ॥৯॥

কামমাস্রিত্য দুস্পূরং দন্তমানমদানিতাঃ ।

মোহাদ্গৃহীত্বাহসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তেৎশুচিব্রতাঃ ॥১০

চিন্তামপরিমেয়াক্ষ প্রলয়াস্তানুপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥১১

দুস্পূরং (পূরয়িতুমশক্যং) কামম্ আশ্রিত্য দন্তমানমদানিতাঃ  
[ সন্তঃ ] মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্ (অনেন মন্ত্ৰেণ এতাং দেবতাম্  
আরাধ্য মহানিধিং সাধয়ামঃ ইত্যাদীন্ দুরাগ্রাহান্) গৃহীত্বা  
(স্বীকৃত্য) অশুচিব্রতাঃ (অশুচীন মদ্যমাংসপ্রভৃতীন ব্রতানি  
ঘেষাং তে) [ সন্তঃ ] [ অকার্যো ] প্রবর্ত্তন্তে ॥১০॥

তাহারা দুস্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া দন্ত অভিনান এবং  
গর্কযুক্ত হইয়া মোহবশতঃ দুরাগ্রহ (এই মন্ত্রদ্বারা দেবতা আরা-  
ধনা করিয়া মহানিধি পাইব এইরূপ দুরাশা) স্বীকার করিয়া  
অশুচিব্রত (মদ্যমাংসাদি ঘটিত ব্রতাবলম্বী) হইয়া অকার্যো  
প্রবৃত্ত হয় ॥১০॥

প্রলয়াস্তান্ (প্রলয়ঃ মরণমেব অন্তঃ যন্তাং তান্) অপরি-  
মেয়াং চিন্তাম্ উপাশ্রিত্য কামোপভোগপরমাঃ, এতাবৎ ইতি  
নিশ্চিতাঃ (কামোপভোগএব পরমঃ পুরুষার্থঃ নাত্তদন্তীতি কৃত-  
নিশ্চয়াঃ) আশাপাশনতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রেমপরায়ণাঃ কাম-  
ভোগার্থম্ অন্ত্রায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে ॥১১:২॥



আশাপাশশর্তৈর্কৃদ্ধাঃ কামক্ৰোধপরায়াণাঃ ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্ত্যয়েনর্থসঞ্চয়ান্ ॥১২

ইদমদ্য ময়া লক্কমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।

ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥১৪

মরণকাল পর্য্যন্ত অপরিমিত চিত্তা আশ্রয় পূর্ব্বক কাম-  
ভোগপরায়াণ হইয়া “এই কামভোগই পরম পুরুষার্থ” এইরূপ  
কৃতনিশ্চয় হইয়া এবং শত শত আশারূপ পাশে বদ্ধ এবং কাম-  
ক্ৰোধপরায়াণ হইয়া তাহারা কামভোগার্থ অন্তায়পূর্ব্বক (চৌর্য্যাদি  
করিয়াও ) অর্থ সঞ্চয় অভিলাষ করে ॥১১১২২॥

অদ্য ময়া ইদং লক্কম্, ইদং মনোরথং ( মনসঃ প্রিয়ং ) প্রাপ্স্যে,  
ইদম্ অস্তি, পুনঃ মে ইদম্ অপি ধনং ভবিষ্যতি, অসৌ শত্রুঃ  
ময়া হতঃ, অপরান্ [ শত্রূন্ ] চ অপি হনিষ্যে, অহম্ ঈশ্বরঃ,  
অহং ভোগী, অহং সিদ্ধঃ বলবান্ সুখীচ ; [ অহং ] আঢ্যঃ  
( ধনাদিসম্পন্নঃ ) অভিজ্ঞনবান্ ( কুলীনঃ ) অস্মি, ময়া সদৃশঃ অন্তঃ  
কঃ অস্তি, [ অহং ] বক্ষ্যে ( যাগাদ্যানুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ  
মহতীঃ প্রতিষ্ঠাঃ প্রাপ্স্যামি, দাস্ত্যামি, মোদিষ্যে ( হর্ষং প্রাপ্স্যামি )  
ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ, অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ ( অনেকেষু মনো-

আচ্যোহ্‌ ভিজনবানস্মি কোহ্যোহস্তি সদৃশোময়া ।

যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইতাজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫

অনেকচিৎ‌বিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃত্তাঃ ।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহুচৌ ॥১৬

রথেষু প্রবৃত্তং চিত্তং তেন বিভ্রান্তাঃ বিক্ষিপ্তাঃ) মোহজালসমাবৃত্তাঃ  
( মোহময়েন জালেন সমাবৃত্তাঃ ) কামভোগেষু প্রসক্তাঃ ( অভি-  
নিবিষ্টাঃ ) [সন্তঃ] অশুচৌ নরকে পতন্তি ॥১৩।১৪।১৫।১৬॥

‘অদ্য আমার ইহা লাভ হইল’ ‘এই মনোরথ প্রাপ্ত হইব’  
‘আমার ইহা আছে’ ‘আমার এই ধনও হইবে’ ‘আমাকর্তৃক এই  
শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে’ ‘অপর শত্রু সকলও মারিব’ ‘আমি ঈশ্বর’  
‘আমি ভোগী’ ‘আমি সিদ্ধ’ ‘আমি বলবান’ ‘আমি সুখী’ ‘আমি  
ধনবান’ ‘আমি কুলীন’ ‘আমার মতন আর কে আছে’ ‘আমি  
যজ্ঞ করিব’ অর্থাৎ ‘যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারাও অশ্রু দীক্ষিতগণ  
অপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা পাইব’ ‘দান করিব’ ‘হর্ষ প্রাপ্ত হইব’  
এইরূপে অজ্ঞানে বিমোহিত ব্যক্তিগণ অনেক বিষয়ে প্রবৃত্ত চিত্ত-  
দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মোহময় জালে আবৃত ও কামভোগে আসক্ত  
হইয়া অশুচি নরকে নিপতিত হইয়া থাকে ॥১৩।১৪।১৫।১৬॥

আত্মসস্তাবিতাস্তু ক্কা ধনমানমদান্বিতাঃ ।

যজন্তে নামযজ্ঞেষু দন্তেনাবিধিপূৰ্ণকম্ ॥১৭

অহঙ্কারং বলং দৰ্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।

নামাত্মপরদেহেবু প্রদ্বিসন্তোহভ্যাস্থরকাঃ ॥ ১৮

আত্মসস্তাবিতাঃ ( আত্মনৈব পূজাতাঃ নীতাঃ নতু সাধুভিঃ )  
স্তুকাঃ ( অনত্রাঃ ) ধনমানমদান্বিতাঃ [ সন্তঃ ] তে দন্তেন [ নতু  
শ্রদ্ধয়া ] নামযজ্ঞেঃ ( নামমাত্রপ্রসিদ্ধিয়ে যে যজ্ঞাঃ তৈঃ ) অবিধি-  
পূৰ্ণকং যজন্তে ॥১৭॥

আপনা আপনি সস্তাবিত অর্থাৎ পূজাতাপ্রাপ্ত ( কোন সাধু  
কর্তৃক নহে ), অনত্র, ধনজনিত অভিমান ও গর্ববিশিষ্ট হইয়া  
তাহারা দন্ত সহকারে নামমাত্র যজ্ঞ দ্বারা অবিধিপূৰ্ণক যজন  
করিয়া থাকে ॥১৭॥

অহঙ্কারং বলং দৰ্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ [সন্তঃ] আত্ম-  
পরদেহেবু ( আত্মদেহে পরদেহেবু চ ) [ চিদংশেন স্থিতং ] মাং  
প্রদ্বিসন্তঃ অভ্যাস্থরকাঃ ( সন্ন্যাসবর্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ )  
[ ভবন্তি ] ॥১৮॥

অহঙ্কার, বল, দৰ্প কাম ও ক্রোধ অবলম্বন করিয়া আত্ম-  
দেহে ও পরদেহে চিদংশরূপে অবস্থিত আমাকে হিংসা করে  
ও সংপথবর্তী সাধুদিগের গুণে দোষারোপক হইয়া থাকে ॥১৮॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেণ নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাস্থরীষেব যোনিযু ॥১৯

আস্থরীং যোনিপান্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

নামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০

ত্রিবিধং নরকস্তেদং দ্বারং নাশনমাস্রনঃ ।

কানঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১

অহং [ মাং ] দ্বিষতঃ ক্রুরান্ নরাধমান্ অশুভান্ তান্  
সংসারেণ ( জন্মমৃত্যুমার্গেণ ) আস্থরীণ্ যোনিযু ( তির্বাণ্ যোনিযু )  
এব অজস্রং ( অনবরতং ) ক্ষিপামি ॥১৯॥

আমি আমার হিংসাকারী ক্রুর নরাধম অশুভ সেই সকল  
ব্যক্তিকে সংসারে তির্বাণ্ যোনিতেই অনবরত নিক্ষেপ করি ॥১৯॥

হে কৌন্তেয়, মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি আস্থরীং যোনিম্  
'আপন্নঃ মান্ অপ্রাপ্য এব ততঃ অধমাং গতিং ( কুনি-  
কোটাদিগতিং ) যান্তি ॥২০॥

হে কৌন্তেয়, মূঢ়গণ, জন্মে জন্মে আস্থরী যোনি প্রাপ্ত  
হইয়া আনারে না পাইয়া আরও অধমাগতি প্রাপ্ত হয় ॥২০॥

কানঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ [ ইতি ] ইদং নরকস্ত ( অশান্তেঃ )  
ত্রিবিধং দ্বারং ( হেতুঃ ) আস্রনঃ ( আত্মজ্ঞানস্ত ) নাশনঃ, তস্মাৎ  
এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১॥

কান ক্রোধ এবং লোভ নরকের ( অশান্তির ) এই

এতৈবীমুক্তঃ কোন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভিনরঃ ।

আচরত্যাশ্রয়নঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২॥

ত্রিবিধ দ্বার (হেতু); (ইহারা) আশ্রয় (আশ্রয়জ্ঞানের) নাশক ; এইজন্ত এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে ॥২১॥

হে কোন্তেয়, তমোদ্বারৈঃ ( তমসঃ নরকস্থ দ্বারৈঃ দ্বারভূমিঃ )  
এতৈঃ ত্রিভিঃ ( কামাদিভিঃ ) বিমুক্তঃ নরঃ আশ্রয়নঃ শ্রেয়ঃ  
( শ্রেয়ঃসাধনম্ ) আচরতি, ততঃ পরাং গতিং ( মোক্ষং )  
যাতি ॥২২॥

হে কোন্তেয়, নরকের দ্বার স্বরূপ এই তিনটি হইতে  
বিমুক্ত ব্যক্তি আপনার মঙ্গল আচরণ করেন এবং পরে পরম গতি  
অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন \* ॥২২॥

\* কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটিই সংসারে যাবতীয়  
অশান্তির হেতু। সদগুরুকৃপা ব্যতীত এই দুর্দাস্ত ও দুর্জয়  
ত্রিপুত্রকে পরাজিত করিবার উপায়ান্তর নাই। কারণ, যে  
প্রাণবায়ু স্থানভেদে উনপঞ্চাশ অক্ষা ধারণ করিয়া এই পাক-  
ভৌতিক দেহকে চালাইতেছে তাহারই গতিবিশেষে ইহারা  
সমুদ্ভূত হয়। সুতরাং যিনি সদগুরুপ্রদর্শিত উপায় দ্বারা  
প্রাণের ঐ সকল গতি ফিরাইয়া প্রাণকে যথাস্থানে লইয়া  
রাখিতে পারেন তিনিই দেহস্থিত এই সকল মহান শত্রু জয়  
করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হন। নতুবা ইহাদিগের হস্ত হইতে  
নিষ্কৃতি পাইবার আশা করা দুরাশা ও বিড়ম্বনা মাত্র।

যঃ শাস্ত্রবিধিযুঃস্বজ্ঞা বর্জ্যতে কামচারতঃ ।

ন স নিক্রিমবাপ্নোতি ন স্মৃথং ন পরাং গতিন্ ॥২৩

যঃ শাস্ত্রবিধিযুঃ উৎস্রজ্য কামচারতঃ ( যথেষ্টং ) বর্জ্যতে সঃ  
নিক্রিম ( তদ্বজ্ঞানং ) ন অবাপ্নোতি, ন স্মৃথং ( শান্তিঃ ) ন চ  
পরাং গতিং ( মোক্ষং ) [ প্রাপ্নোতি ] ॥২৩ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি \* ত্যাগ করিয়া ইচ্ছানত কার্যে প্রবৃত্ত  
হয় সে তদ্বজ্ঞান, শান্তি ও মোক্ষ পায় না ॥২৩॥

শাস্ত্রের বিধি নিষেধ এত এবং তন্মধ্যে কতকগুলি পরস্পর  
একপ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় যে, সে গুলি মানিয়া চলা  
অসম্ভব অথবা একটা মানিলে অপরটার বিরুদ্ধাচরণ হয়। এহলে  
ভগবান্ কোনগুলি মানিতে বলিতেছেন তাহা কিরূপে বুঝিব ?  
গাড়ী গাড়ী পুথি পড়িলেও ইহার মীমাংসা হয় না। বরং যত  
বেশি পড়া যায় ততই সন্দেহ বাড়ে, এমন কি নাস্তিকও হইতে  
হয়। মহা মহা পণ্ডিতেরাও ইহার হ্রিঃ সিদ্ধান্ত করিতে নাপারায়  
ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ  
ও মর্ম্ম না বুঝায় অধুনা সামাজিক আচারব্যবহার নব্বন্ধে একপ  
দুর্দ্দিন ও দুঃখবস্থা ঘটয়াছে। যিনি যেক্রপ বিধান চান, তিনি শাস্ত্র  
হইতে ঠিক স্বীয় মতের অনুকূল বিধিই পাইতে পারেন। কিন্তু—

“অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহুবচ বিদ্যাঃ ।

যং সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসোযথা ক্ষীরমিবাস্থমিশ্রম্ ॥”

অর্থাৎ শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য অনেক ; আরুঃ অল্প এবং বিদ্যও বহু—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকাৰ্য্যাব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাহ্য শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুং গিহাইসি ॥২৪

দৈবাস্ত্রসম্পদ্বিভাগনোগঃ ।

তন্নাং কার্য্যাকাৰ্য্যাব্যবস্থিতৌ ( ইদং কার্য্যাম্ ইদন্ অকার্য্যাক  
ইত্যাস্ত্রাং ব্যবস্থায়াং ) শাস্ত্রং তে প্রমাণম্ ; [ অতঃ ] ইহ  
( কৰ্ম্মাধিকারে বৰ্ত্তমানঃ সন্ ) ( সদগুরোঃসকাশাৎ \* ) শাস্ত্র-  
বিধানোক্তং জ্ঞাহ্য কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুং গিহাইসি ॥২৪।

অতএব ইহা কার্য্য ইহা অকার্য্য এইরূপ ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই  
তোমার প্রমাণ ; একান্ত কৰ্ম্মাধিকারে বৰ্ত্তমান থাকিয়া  
( সদগুরুর নিকট ) শাস্ত্র বিধানোক্ত জানিয়া কৰ্ম্ম কর ॥২৪।

ইতি ষোড়শ অধ্যায় ।

(এস্থলে) জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংসের দুগ্ধ পানের স্থায় ( ঐ  
অনন্তের মধো ) সারাংশ টুকুই অবলম্বনীয় । সেই সারভাগ  
কাহার নিকট পাওয়া যায় ? পরশ্রোকের ঢাকা দেখ ।

\* তদ্ব্যাক্তং জ্ঞানসংকলিনীতয়ে—

মন্তিয়া চতুরো বেদান্ সৰ্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি ।

সারস্ত যোগিস্তিঃ পীতস্তৃক্ৰং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

অর্থাৎ চারি বেদ এবং সকল শাস্ত্রই মন্তন করিয়া  
নবনীতরূপ সারভাগ যোগীরা খাইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ঘোল  
অর্থাৎ অসারভাগ লৌকিক গণ্ডিতেরা পান করেন ।

## সপ্তদশোইধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিমেৎস্রজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্নিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥১

অর্জুনঃ উবাচ, হে কৃষ্ণ, যে শাস্ত্রবিধিমেৎস্রজ্য শ্রদ্ধয়া  
তু অন্নিতাঃ যজন্তে, তেষাং নিষ্ঠা কা ? (স্থিতিঃ কৌদৃশী ?),  
সত্ত্বম্ ? রজঃ ? অহো (অথবা) তমঃ ? ॥১॥

অর্জুন কহিলেন, যাহারা শাস্ত্রবিধি লভ্বন করিয়া, পরন্তু  
শ্রদ্ধায়ুক্ত হইয়া পূজাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা কৌদৃশী ? সত্ত্ব ?  
কি রজঃ ? অথবা তমঃ ? ॥১॥



শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২

সত্ত্বানুরূপা সৰ্ব্বশ্র শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যোবচ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ ॥৩

শ্রীভগবান্ উবাচ, দেহিনাং সাত্বিকী রাজসী চ তামসী চ ইতি ত্রিবিধা এব শ্রদ্ধা ভবতি, সা স্বভাবজা ( পূৰ্বসংস্কার-জাতা ) ; তাং শৃণু ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, দেহীদিগের সাত্বিকী রাজসী এবং তামসী এই তিন প্রকারই শ্রদ্ধা হয় ; তাহা স্বভাবজ অর্থাৎ পূৰ্বসংস্কার জাত ; তাহা শ্রবণ কর ॥২॥

হে ভারত, সৰ্ব্বশ্র শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ( বিশিষ্টসংস্কারোপেতাভ্যু-  
করণানুরূপা ) ভবতি ; অয়ং [ অন্তর্যামিতয়া স্থিতঃ ] পুরুষঃ  
( পুরুষোত্তমঃ ) শ্রদ্ধাময়ঃ ; যঃ যচ্ছুদ্ধঃ ( যাদৃশশ্রদ্ধায়ুক্তঃ ) সঃ  
( পুরুষঃ ) [ তস্য সম্বন্ধে ] স এব ( তাদৃশ এব ) ॥৩॥

হে ভারত সকলেরই শ্রদ্ধা বিশিষ্টসংস্কারযুক্ত অস্তঃকরণের  
অনুরূপ ; এই ( অন্তর্যামিক্রমে অবস্থিত ) পুরুষোত্তম শ্রদ্ধাময় ;  
যে যাদৃশ শ্রদ্ধায়ুক্ত, তাহার পক্ষে তিনি তাদৃশই ॥৩॥

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।  
 প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চাত্তে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪  
 অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।  
 দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫  
 কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।  
 মাট্কেবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্থরনিশ্চয়ান্ ॥৬

সাত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে রাজসাঃ যক্ষরক্ষাংসি, অন্তে তামসাঃ  
 জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে ॥৪॥

সাত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের আরাধনা করে, রাজসিকগণ  
 যক্ষ রাক্ষসদিগের পূজা করে এবং অত্ম তামসব্যক্তির প্রেত  
 ও ভূতগণকে পূজা করে ॥৪॥

দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ( কামঃ অভিলাষঃ  
 রাগঃ আসক্তিঃ বলম্ আগ্রহঃ এতৈঃ অন্বিতাঃ ) যে অচেতসঃ  
 ( অবিবেকিনঃ ) জনাঃ [ বৃথোপবাসাদিভিঃ ] শরীরস্থং ভূত-  
 গ্রামম্ ( পৃথিব্যাদিভূতসমূহম্ ) অন্তঃশরীরস্থং ( অন্তর্যামিতয়া  
 দেহমধ্যে স্থিতং ) মাং চৈব কর্শয়ন্তঃ ( কৃশং কুর্দন্তঃ ) অশাস্ত্র-  
 বিহিতং ঘোরং ( ভূতভয়ঙ্করং ) তপঃ তপ্যন্তে ( কুর্দন্তি ) তান্  
 আস্থরনিশ্চয়ান্ ( অতিক্রুরকর্মান্ ) বিদ্ধি ॥৫৬॥

দস্ত এবং অহঙ্কার যুক্ত, অভিলাষ, আসক্তি ও আগ্রহ-  
 বিশিষ্ট যে অবিবেকী জনগণ বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীরস্থ

আহারস্বপি সৰ্ব্বশ্চ ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭

আয়ুঃসদ্বলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবৰ্দ্ধনাঃ ।

রস্থাঃ শিক্কাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮

পঞ্চভূতকে এবং অন্তর্যামি হেতু দেহমধ্যস্থ আমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়া অশাস্ত্র বিহিত ধোরতর তপস্তা করে, তাহাদিগকে অতিক্রুরকর্মা বলিয়া জানিও ॥৫।৬॥

সৰ্ব্বশ্চ অপি [যঃ] আহারঃ [সঃ] তু ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি ; তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানঞ্চ ; তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু ॥৭॥

সকলের প্রিয় আহারও তিন প্রকার, সেইরূপ যজ্ঞ, তপ, এবং দানও (তিন প্রকার) ; তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর ॥৭॥

আয়ুঃসদ্বলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবৰ্দ্ধনাঃ ( আয়ুঃ জীবনং, সদ্বন্ সাত্ত্বিকোভাবঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগহীনতা, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিঃ অভিরুচিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবৰ্দ্ধনাঃ বিশেষণ বৃদ্ধিকরাঃ ) রস্থাঃ ( রসবন্তঃ ) শিক্কাঃ ( স্নেহযুক্তাঃ ) স্থিরাঃ ( দেহে সারাংশেনাবস্থায়িনঃ ) হৃদ্যাঃ ( দৃষ্টিমাত্রেণ হৃদয়ঙ্গমাঃ ) আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥

আয়ুঃ, সাত্ত্বিকভাব, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ ও রুচির বৰ্দ্ধক, রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, বাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী একরূপ, এবং দৃষ্টিমাত্রেই চিত্তপরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ॥৮॥

କଟୁମ୍ଳବଣାତ୍ୟୁଷ୍ଣତୀକ୍ଷ୍ଣରୁକ୍ଷବିଦାହିନଃ ।

ଆହାରା ରାଜସଂଶ୍ରେଷ୍ଠା ଦୁଃଖଶୋକାମୟପ୍ରଦାଃ ॥୯

ଯାତସ୍ୟାମଂ ଗତରସଂ ପୃତିପର୍ଯ୍ୟୁଷିତଃ ସଂ ।

ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟମପି ଚାମେଧ୍ୟଂ ଭୋଜନଂ ତାମସପ୍ରିୟମ୍ ॥୧୦

କଟୁମ୍ଳବଣାତ୍ୟୁଷ୍ଣତୀକ୍ଷ୍ଣରୁକ୍ଷବିଦାହିନଃ ( ଅତିକଟୁଃ ନିଷାଦିଃ  
ଅତ୍ୟମ୍ଳଃ ଅତିଲବଣଃ ଅତ୍ୟୁଷ୍ଣଃ ଅତିତୀକ୍ଷ୍ଣଃ ମରିଚାଦିଃ ଅତିରୁକ୍ଷଃ  
କନ୍ଧୁକୋଦ୍ରବାଦିଃ ଅତିବିଦାହି ମର୍ଦ୍ଦପାଦିଃ ଏତେ ) ଦୁଃଖଶୋକା-  
ମୟପ୍ରଦାଃ ( ଦୁଃଖଂ ମନସ୍ଥାପାଦି, ଶୋକଃ ଦୌର୍ଦ୍ଦିନନ୍ଦଂ ଆମୟଃ ରୋଗଃ  
ଏତାନ୍ ପ୍ରଦଦତି ଇତି ତଥା ) ଆହାରାଃ ରାଜସଂଶ୍ରେଷ୍ଠାଃ ॥୯॥

ଅତିକଟୁ ଅତିଅମ୍ଳ ଅତିଲବଣ ଅତ୍ୟୁଷ୍ଣ ଅତିତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅତିରୁକ୍ଷ  
ଅତିବିଦାହି ଏହି ସକଳ ଦୁଃଖ ମନସ୍ଥାପ ଏବଂ ରୋଗପ୍ରଦ ଧ୍ରୁବ  
ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରିୟ ଆହାର ॥୯॥

ଯାତସ୍ୟାମଂ ( ଶୈତ୍ୟାବସ୍ଥାପ୍ରାପ୍ତଂ ) ଗତରସଂ ( ନିଷ୍ପୀଡ଼ିତସାରଂ )  
ପୃତି ( ଦୁର୍ଗନ୍ଧି ) ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତମ୍ ( ଦିନାନ୍ତରପକମ୍ ) ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟମ୍ ( ଅଶୁଭୁକ୍ତା-  
ବଶିଷ୍ଟମ୍ ) ଅମେଧ୍ୟଂ ( ଅଭକ୍ଷ୍ୟଂ ) ଚ ସଂ [ ୩୯ ] ଭୋଜନଂ ( ଭୋଜ୍ୟଂ )  
ତାମସପ୍ରିୟମ୍ ॥୧୦॥

ଶୈତ୍ୟାବସ୍ଥାପ୍ରାପ୍ତ, ଗତରସ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ପୂର୍ବଦିନ ପକ, ଅଶୁଭର  
ଭୁକ୍ତାବଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଧାଦ୍ୟ ସେ ଧାଦ୍ୟ ତାହା ତାମସଗୁଣର ପ୍ରିୟ ॥୧୦॥

আহারস্তপি সৰ্ব্বশ্চ ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবৰ্দ্ধনাঃ ।

রস্তাঃ শিখাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮

পঞ্চভূতকে এবং অন্তৰ্য্যামি হেতু দেহমধ্যস্থ আমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়া অশাস্ত্র বিহিত ঘোরতর তপস্তা করে, তাহাদিগকে অতিক্রুরকর্মা বলিয়া জানিও ॥৭।৬॥

সৰ্ব্বশ্চ আপ [যঃ] আহারঃ [সঃ] তু ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি ; তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানঞ্চ ; তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু ॥৭॥

সকলের প্রিয় আহারও তিন প্রকার, সেইরূপ যজ্ঞ, তপ, এবং দানও (তিন প্রকার) ; তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর ॥৭॥

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবৰ্দ্ধনাঃ ( আয়ুঃ জীবনং, সম্ভব্ সাত্ত্বিকোভাবঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগহীনতা, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিঃ অন্তিকৃষ্টিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবৰ্দ্ধনাঃ বিশেষণ বৃদ্ধিকরঃ ) রস্তাঃ ( রসবস্তুঃ ) শিখাঃ ( স্নেহযুক্তাঃ ) স্থিরাঃ ( দেহে সারাংশেনাবস্থায়িনঃ ) হৃদ্যাঃ ( দৃষ্টিমাত্রেণ হৃদয়ঙ্গমাঃ ) আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥

আয়ুঃ, সাত্ত্বিকভাব, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ ও কৃষ্টির বৰ্দ্ধক, রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী একরূপ, এবং দৃষ্টিমাত্রেই চিত্তপরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ॥৮॥

କଟୁମ୍ଳବଣାତୁଷ୍ଣତୀକ୍ଷ୍ଣରୁକ୍ଷବିଦାହିନଃ ।

ଆହାରା ରାଜସଞ୍ଚେଷ୍ଠା ଦୁଃଖଶୋକାମୟପ୍ରଦାଃ ॥୯

ଯାତସାମଂ ଗତରସଂ ପୃତିପର୍ଯ୍ୟୁଷିତଃ ଯଃ ।

ଓଚ୍ଛିଷ୍ଠମପି ଚାମେଧ୍ୟଂ ଭୋଜନଂ ତାମସପ୍ରିୟମ୍ ॥୧୦

କଟୁମ୍ଳବଣାତୁଷ୍ଣତୀକ୍ଷ୍ଣରୁକ୍ଷବିଦାହିନଃ ( ଅତିକଟୁଃ ନିଷ୍ଠାଦିଃ  
ଅତ୍ୟମ୍ଳଃ ଅତିଲବଣଃ ଅତୁଷ୍ଣଃ ଅତିତୀକ୍ଷ୍ଣଃ ମରିଚାଦିଃ ଅତିରୁକ୍ଷଃ  
କଞ୍ଜୁକୋଦ୍ରବାଦିଃ ଅତିବିଦାହୀ ସର୍ମ୍ମପାଦିଃ ଏତେ ) ଦୁଃଖଶୋକା-  
ମୟପ୍ରଦାଃ ( ଦୁଃଖଂ ମନସ୍ତାପାଦି, ଶୋକଃ ଦୌର୍ଗନ୍ଧନଞ୍ଚଂ ଆମୟଃ ରୋଗଃ  
ଏତାନ୍ ପ୍ରଦଦତି ଇତି ତଥା ) ଆହାରାଃ ରାଜସଞ୍ଚ ଇଷ୍ଠାଃ ॥୯॥

ଅତିକଟୁ ଅତିଅମ୍ଳ ଅତିଲବଣ ଅତୁଷ୍ଣ ଅତିତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅତିରୁକ୍ଷ  
ଅତିବିଦାହୀ ଏହି ସକଳ ଦୁଃଖ ମନସ୍ତାପ ଏବଂ ରୋଗପ୍ରଦ ଯଦ୍ବା  
ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରିୟ ଆହାର ॥୯॥

ଯାତସାମଂ ( ଶୈତ୍ୟାବସ୍ଥାପ୍ରାପ୍ତଂ ) ଗତରସଂ ( ନିଷ୍ପୀଡ଼ିତସାରଂ )  
ପୃତି ( ଦୁର୍ଗନ୍ଧି ) ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତମ୍ ( ଦିନାନ୍ତରପକମ୍ ) ଓଚ୍ଛିଷ୍ଠମ୍ ( ଅଗ୍ରଭୂତା-  
ବଶିଷ୍ଠମ୍ ) ଅମେଧ୍ୟଂ ( ଅଭକ୍ୟଂ ) ଚ ଯଃ [ ୧୦ ] ଭୋଜନଂ ( ଭୋଜ୍ୟଂ )  
ତାମସପ୍ରିୟମ୍ ॥୧୦॥

ଶୈତ୍ୟାବସ୍ଥାପ୍ରାପ୍ତ, ଗତରସ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ପୂର୍ବଦିନ ପକ, ଅଗ୍ନେର  
ଭୂତାବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଧାଦ୍ୟ ଯେ ଧାଦ୍ୟ ତାହା ତାମସଗୁଣେ ପ୍ରିୟ ॥୧୦॥

অফলাকাজ্জিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ [ পুরুষৈঃ ] যষ্টব্যমেব ( যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্যং নাত্মং ফলং সাধনীয়ম্ ) ইতি মনঃ সমাধায় ( আত্মশ্বেদ মনঃ সমর্প্য ) বিধিদিষ্টো ( বিধিবিহিতঃ ) যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে ( অনু-  
ষ্ঠীয়তে ) সঃ সাত্বিকঃ ॥১১॥

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ব্যক্তিগণ ‘যজ্ঞানুষ্ঠান অবশুকর্তব্য’ এই মনে করিয়া পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করিয়া বিধিবিহিত যে যজ্ঞ করেন তাহা সাত্বিক ॥১১॥

অপিতু ফলম্ অভিসন্ধায় দস্তার্থম্ ( সমহত্বখ্যাপনার ) এব চ যৎ ইজ্যতে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥১২॥

কিন্তু ফল উদ্দেশ্যকরিয়া এবং কেবলমাত্র নিজের মহত্ব খ্যাপনার্থ যে যজ্ঞ করা যায়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে ॥১২॥

বিধিহীনমস্থৈরং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩

দেবদ্বিজগুরু প্রাজ্ঞপূজনং শৌচনার্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪

অনুদেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।

স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫

বিধিহীনম্ ( শাস্ত্রোক্তবিধানশূন্যম্ ) অস্থৈরং ( সংপাত্ৰা-  
দত্তাঙ্গং ) মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণং ( দক্ষিণারহিতং ) শ্রদ্ধাবিরহিতং  
যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩॥

শাস্ত্রোক্ত বিধিহীন \* সংপাত্রে অন্নদান শূন্য, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা-  
হীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামস বলে ॥১৩॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচম্ আৰ্জবং ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ  
শারীরং তপঃ উচ্যতে ॥১৪॥

দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু ও তত্ত্বজ্ঞানীর পূজা, শৌচ সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য  
ও অহিংসা শারীর তপস্তা বলিয়া উক্ত হয় ॥১৪॥

অনুদেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ স্বাধ্যায়াভ্যাসনং  
( বেদাভ্যাসঃ ) চ এব বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে ॥১৫॥

অনুদেগকর বাক্য সত্য এবং যাহা প্রিয় ও হিতকর এবং বেদা-  
ভ্যাস এই সকল বাক্যময় তপস্তা বলিয়া উক্ত হয় ॥১৫॥

---

\* ১৬শ অধ্যায় ২৩শ, ২৪শ শ্লোকের টীকা দেখ ।



মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপন্তং ত্রিবিধং নরৈঃ ।

অফলাকাজ্জিভিৰ্যুতৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭

সংকারমানপূজার্থং তপোদন্তেন চৈব যৎ ।

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমদ্রবম্ ॥১৮

মনঃপ্রসাদঃ (মনসঃ প্রশান্তিঃ) সৌম্যত্বং ( অক্রুরতা ), মৌনম্, আত্মবিনিগ্রহঃ ( মনসঃ বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ ) ভাবসংশুদ্ধিঃ ( আন্তরিকভাবসংশোধনম্ ) ইতি এতৎ তপঃ মানসম্ উচ্যতে ॥১৬॥

মনের প্রশান্ততা, অক্রুরতা, মৌন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও আন্তরিক ভাব সংশোধন এই সকল মানসিক তপস্তা বলিয়া উক্ত হয় ॥১৬॥

অফলাকাজ্জিভিঃ ( ফলাকাজ্জাশূন্যৈঃ ) যুতৈঃ ( আত্মন্তেবা-বস্থিতৈঃ ) নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং তৎ ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ( কথয়ন্তি ) ॥১৭॥

ফলকামনাশূন্য আত্মাতে অবস্থিত ব্যক্তিগণকর্তৃক পরমশ্রদ্ধা-সহকারে অনুষ্ঠিত সেই ত্রিবিধ তপস্তাকে সাত্ত্বিক বলে ॥১৭॥

সংকারমানপূজার্থং দন্তেন চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে ইহ চলম্ ( অনিত্যম্ ) অদ্রবং ( ক্ষণিকং ) তৎ ( তপঃ ) রাজসং প্রোক্তম্ ॥১৮॥

সংকার মান পূজার্থ এবং দন্তার্থ যে তপস্তা করা হয় ইহ-লোকে অনিত্য ও ক্ষণিক সেই তপস্তাকে রাজস বলে ॥১৮॥

মূঢ়গ্রাহেণান্ননোযৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরশ্রোংসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহনুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০

মূঢ়গ্রাহেণ ( অবিবেকধূতেন ) পরশ্র ( অশ্রু ) উৎসাদনার্থং ( বিনাশার্থং ) বা আত্মনঃ পীড়য়া যৎ তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ( কথিতম্ ) ॥১৯॥

অবিবেকবশতঃ, পরের বিনাশার্থ বা আত্মপীড়া দ্বারা যে তপশ্রা করা হয় তাহা তামস বলিয়া কথিত হয় \* ॥১৯॥

অনুপকারিণে ( প্রতাপকারাসমর্থায় ) দেশে ( পুণ্যক্ষেত্রে ) কালে ( পুণ্যকালে ) পাত্রে ( তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্নায় ) চ দাতব্যম্ ইতি যৎ দানং দীয়তে তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥

“দান করা উচিত” এই বোধে † দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রতাপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান দেওয়া যায় সেই দান সাত্ত্বিক জানিও ‡ ॥২০॥

\* ১৭শ অধ্যায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক দেখ ।

† অর্থাৎ সদগুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়া যেমন শিষ্যের নিকট কোন স্বার্থ রাখেন না সেইরূপ নিকাম ভাবে ।

‡ অর্থাৎ সেই দানের পরিবর্তে তত্ত্ব ল্যা কিছুই দিবার বাহার ক্ষমতা নাই এরূপ অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান ইত্যাদি । যেমন

যত্ন প্রত্যাপকারার্থং ফলমুদ্दिष्टं বা পুনঃ ।

দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১

অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।

অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২

যত্ন প্রত্যাপকারার্থং ফলম্ উদ্दिष्टं বা পুনঃ, পরিক্লিষ্টং (চিত্তক্লেশযুক্তং যথা তথা) দীয়তে তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥

কিন্তু যাহা প্রত্যাপকারার্থ বা ফলের উদ্দেশে পরিক্লিষ্ট ভাবে ( কষ্টের সহিত ) দেওয়া হয় সেই দান রাজস বলিয়া কথিত হয় ॥২১॥

অদেশকালে অপাত্রেভ্যশ্চ অসংকৃতম্ ( সংকারগুণ্ডম্ ) অবজ্ঞাতং ( তিরস্কার পূর্বকং ) যৎ দানং দীয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥২২॥

দেশকাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া সংকারশূন্য তিরস্কার পূর্বক যে দান দেওয়া যায় তাহাকে তামস বলে ॥২২॥

শিষ্য সঙ্গুরুর নিকট উপদেশরূপ যে অমূল্য রত্ন লাভ করেন, সর্ব্বশ্ব দিলেও সে দানের প্রতিদান হয় না । সঙ্গুরুর প্রত্যাপকারে শিষ্য সম্পূর্ণ অসমর্থ এবং সঙ্গুরুও শিষ্যের উপর কোন প্রত্যাপকার লাভের আশা করেন না । এরূপ নিঃস্বার্থ দানই সাত্বিক দান ।

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩

তস্মাদোমিত্যাদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদীনাম্ ॥২৪

ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ ( পরমাত্মনঃ ) নির্দেশঃ  
( নাম্না ব্যপদেশঃ ) স্মৃতঃ ; তেন ( ত্রিবিধেন ) ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ  
যজ্ঞাশ্চ পুরা বিহিতাঃ ॥২৩॥

ওঁ তৎ সৎ এই তিনটী পরমাত্মার নির্দেশ ( নাম )  
শিষ্টেগণ কর্তৃক কথিত হয়। সেই তিনটী দ্বারা ব্রাহ্মণ বেদ  
ও যজ্ঞ পুরাকালে বিহিত হইয়াছে \* ॥২৩॥

তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য ( উচ্চাৰ্য্য ) ব্রহ্মবাদীনাং যজ্ঞদান-  
তপঃক্রিয়াঃ সততং প্রবর্তন্তে ( প্রকর্ষণে বর্তন্তে ), ॥২৪॥

অতএব ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদীদিগের যজ্ঞদান-  
তপঃ ক্রিয়া সর্বদা প্রবর্তিত হয় \* ॥২৪॥

\* ইহা অন্তর্লক্ষ্যের কথা ; স্মরণ্যং সদগুরুবক্তৃগম্য ।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্জিভিঃ ॥২৫

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ।

প্রশস্তে কৰ্ম্মণি তথা সচ্ছদঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদिति চোচ্যতে ।

কৰ্ম্মটৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭

তৎ ইতি [ উদাহৃত্য ] মোক্ষকাজ্জিভিঃ ফলম্ অনভিসন্ধায় ( ফলাভিসন্ধিমুক্তা ) বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে ॥২৫॥

মোক্ষকাজ্জিগণ ফলাকাজ্জা ভাগ করিয়া তৎ এই শব্দ উচ্চারণ পূর্বক বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্তা ক্রিয়া এবং দান ক্রিয়া করেন \* ॥২৫॥

হে পার্থ, সদ্ভাবে ( অস্তিত্বে ) সাধুভাবে চ ( সাধুত্বে ) সৎ ইত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ; তথা প্রশস্তে ( মাত্মলিকে ) কৰ্ম্মণি সচ্ছদঃ যুজ্যতে ॥২৬॥

হে পার্থ অস্তিত্বে এবং সাধুভাবে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয় ; আর মাত্মলিক কৰ্ম্মেও সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয় \* ॥২৬॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ ( তাৎপর্য্যেণ অবস্থানং ) সৎ ইতি উচ্যতে চ , তদর্থীয়ং কৰ্ম্ম চ এব সৎ ইতি এব অভিধীয়তে ॥২৭

---

\* ইহা অন্তর্লক্ষ্যের কথা ; সুতরাং সদৃশবক্তৃগম্য ।

অশ্রদ্ধয়া হৃতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ ।

যজ্ঞ তপস্তা এবং দানে অবস্থান করাকেও সং বলে, তদর্থীয়  
কর্ম্মও সং বলিয়া কথিত হয় \* ॥২৭॥

অশ্রদ্ধয়া হৃতং ( হবনং ) দত্তং ( দানং ) তপ্তং ( সম্পাদিতং )  
তপঃ [ অশ্রদ্ধাপি ] যৎকৃতং [ তৎ সর্ব্বং ] অসৎ ইতি উচ্যতে ;  
হে পার্থ তৎ প্রেত্য ( পরলোকে ) ন [ ফলতি ] নো ইহ  
( ন চাশ্মিন লোকে ) [ ফলতি ] ॥২৮॥

অশ্রদ্ধাসহকারে হৃত, দত্ত, কৃত তপস্তা, এবং অশ্রদ্ধা যাহা  
কিছু করা হয় ( সে সকলই ) অসৎ বলিয়া উক্ত হয় । হে পার্থ  
তাহা না পরলোকে না ইহলোকে [ফলোপধায়ক] \* ॥২৮॥

ইতি সপ্তদশ অধ্যায় ।

\* ইহা অন্তর্লক্ষ্যের কথা ; হুতরাং সদগুরুবক্তৃগম্য ।

## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ

—:—

অৰ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো তদ্ভগিচ্ছামি বেদিতুম্ ।

ত্যাগস্ত চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিহৃদন ॥ ১ ॥

অৰ্জুনঃ উবাচ, হে হৃষীকেশ ( সৰ্ব্বেন্দ্রিয়নিগ্রামক ) হে মহা-  
বাহো, কেশিনিহৃদন, সন্ন্যাসস্ত ত্যাগস্ত চ তত্ত্বঃ ( স্বরূপং )  
পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি ॥১॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ হে মহাবাহো কেশিনি-  
হৃদন আমি সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্ জানিতে বাসনা  
করি ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম্যানাং কৰ্মণাং জ্ঞাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিহুঃ ।

সৰ্বকৰ্মফলত্যাগং প্রাপ্ত্যগং বিচক্ষণাঃ ॥২

শ্রীভগবান্ উবাচ, কবয়ঃ কাম্যানাং কৰ্মণাং জ্ঞাসং (পরি-  
ত্যাগং) সন্ন্যাসং বিহুঃ (জানন্তি); বিচক্ষণাঃ (পণ্ডিতাঃ)  
সৰ্বকৰ্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাপ্তাঃ ॥২॥

শ্রীভগবান্ কাহিলেন, পণ্ডিতেরা সমুদায় কাম্য কৰ্মের জ্ঞানকে  
(ত্যাগকে) সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। আত্মজ্ঞানিগণ সৰ্ব-  
প্রকার কৰ্মফলের ত্যাগকেই ত্যাগ \* বলিয়া থাকেন ॥২॥

\* কাম্য কৰ্মত্যাগ করাকে সন্ন্যাস এবং ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ  
করিয়া সকল কৰ্ম করাকে ত্যাগ কহে। এইরূপ ত্যাগকে  
ভগবান্ ৩য় অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকে নৈষ্কৰ্ম্মা বলিয়াছেন। ইচ্ছা-  
রহিত অর্থাৎ নিষ্কাম না হইলে নৈষ্কৰ্ম্মা হইতে পারে না।  
বাসনা সম্বন্ধে কেবল হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্য না করায়  
ত্যাগ হয় না। “এককর্মটি করিব” অথবা “এককর্মটি করিব না”  
এ দুয়েতেই ইচ্ছা আছে; একটীতে করণেচ্ছা—অপরটীতে অক-  
ণেচ্ছা। যিনি ইহাকে ত্যাগ বলেন তাঁহাকে মিথ্যাচার বলে।  
৩য় অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক দেখ। সদগুরুর উপদেশে নিষ্কাম কৰ্ম  
করিয়া যে নৈষ্কৰ্ম্মা অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত অবস্থা হয় সেই অবস্থাতেই  
সকল কৰ্মের ফল ত্যাগ হইতে পারে। তদ্ব্যতীত অস্ত্র কোন  
অবস্থায় ত্যাগ হইতে পারে না। সুতরাং ঐ অবস্থা ভিন্ন অস্ত্র



তাজ্যং দোষবদিত্যেকৈ কৰ্ম্ম প্রাহ্মন্যনীষিণঃ ।

যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম্ম ন তাজ্যমিতি চাপরে ॥৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।

ত্যাগোহি পুরুষব্যাস্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥৪

একে মনীষিণঃ ( কেচিৎ পণ্ডিতাঃ ) কৰ্ম্ম দোষবৎ ইতি [ হেতোঃ ] তাজ্যং প্রাহঃ ; অপরে যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্ম ন তাজ্যম্ ইতি [ প্রাহঃ ] ॥৩॥

কোন কোন পণ্ডিত কৰ্ম্ম দোষযুক্ত বলিয়া তাজ্য বলেন ; কেহ বা যজ্ঞ দান তপঃ কৰ্ম্ম তাজ্য নয় ইহা বলেন ॥৩॥

হে ভরতসত্তম, পুরুষব্যাস্র ( পুরুষপ্রধান ) তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ং শৃণু ; ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥৪॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান, সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার নিশ্চয় শ্রবণ কর ; ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কীৰ্ত্তিত ॥৪॥

অবস্থায় শান্তিও নাই । ১২ শ অধ্যায় ১২ শ শ্লোকেও ভগবান্ বলিয়াছেন “ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্” অর্থাৎ ত্যাগের পর শান্তি । এই নিমিত্ত সংসারে কাহারও শান্তি দেখিতে পাওয়া যায় না । যিনি যত বড় বিদ্বান্ বা ধনবান্ হউন না কেন, শান্তি যথেষ্ট সকলেই বঞ্চিত । ইচ্ছার দাসত্ব হইতে একেবারে মুক্ত হইতে না পারিলে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেও শান্তি কোথায় ? যে জীবনে শান্তি নাই সে জীবন বৃথা ।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যামেব তৎ ।  
 যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫  
 এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।  
 কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬  
 নিম্নতস্তু তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে ।  
 মোহাৎ তস্তু পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকৌর্ত্তিতঃ ॥৭

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং, তৎ কার্য্যাম্ এব ; যজ্ঞঃ দানং  
 তপশ্চ মনীষিণাং পাবনানি এব ॥৫॥

যজ্ঞ দান ও তপস্ত্যরূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে ; নিশ্চয়ই  
 কর্ত্তব্য ; যজ্ঞ দান ও তপস্ত্য বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধিকর ॥৫॥

হে পার্থ, অপিচ এতানি কর্ম্মাণি সঙ্গং ( কর্ত্ত্বাহাভিনিবেশং )  
 ফলানিচ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি ইতি মে নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্ ॥৬॥

হে পার্থ, কিন্তু এই সকল কর্ম্মও কর্ত্ত্বাহাভিমান এবং ফল  
 ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য ; ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত ॥৬॥

নিম্নতস্তু ( নিত্যতস্তু ) কর্ম্মণঃ তু সন্ন্যাসঃ ( ত্যাগঃ ) ন উপ-  
 পদ্যতে ; মোহাৎ তস্তু পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকৌর্ত্তিতঃ ॥৭॥

কিন্তু নিত্যকর্ম্মের সন্ন্যাস ( ত্যাগ ) কর্ত্তব্য নহে । মোহ হেতু  
 নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ তামস বলিয়া কৌর্ত্তিত হয় ॥৭॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ ।

স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮

কার্য্যমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন ।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলৈকৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ ॥৯

দুঃখম্ ইতিএব [ মড়া ] কায়ক্লেশভয়াৎ যৎ কৰ্ম্ম ত্যজেৎ,  
সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং (শান্তিঃ) নৈব লভেৎ ॥৮

যে ব্যক্তি দুঃখ বুদ্ধিতে দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কৰ্ম্ম ত্যাগ করে,  
সে রাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগফল ( শান্তি ) কদাচ পায় না ॥৮

হে অর্জুন, সঙ্গং ফলক এবং ত্যক্ত্বা কার্য্যম্ ইতিএব যৎ নিয়তং  
( অবশ্যকর্তব্যং ) কৰ্ম্ম ক্রিয়তে, সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ ॥৯

হে অর্জুন সঙ্গ ( কর্তৃত্বাভিমান ) এবং ফল ত্যাগ করিয়া  
“কর্ত্তব্য” মনে করিয়া যে নিত্যকৰ্ম্ম করা যায়, সেই ত্যাগ  
সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় \* ॥৯

\*যেমন আমরা প্রতিক্ষণে নিখাস প্রখাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়া থাকি, অথচ তাহাতে কোন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য থাকে না, সেইরূপ ইচ্ছারহিত হইয়া কৰ্ম্ম করাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে । কৰ্ম্ম না করিয়া কৰ্ম্মত্যাগকে ত্যাগ বলে না । পরবর্ত্তী শ্লোক দেখ ।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কৰ্ম কুশলেনানুযজ্ঞতে ।

ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০

নহি দেহভূতা শকাং ত্যক্তুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ ।

যন্ত কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১

সত্বসমাবিষ্টো: মেধাবী, ছিন্নসংশয়ঃ ত্যাগী অকুশলং ( দুঃখা-  
বহং ) কৰ্ম্ম ন দ্বেষ্টি , কুশলে ( সুখকরে কৰ্ম্মণি ) ন অনুযজ্ঞতে  
( প্রীতিমনুভবতি ) ॥ ১০ ॥

সত্বগুণশালী, হিরবুদ্ধি, সংশয়শূন্য ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল  
( দুঃখজনক ) কৰ্ম্মকে ঘেব করেন না ; এবং কুশল ( সুখকর )  
কৰ্ম্মে প্রীতি বোধ করেন না ॥ ১০ ॥

দেহভূতা অশেষতঃ ( নিঃশেষেণ ) কৰ্ম্মাণি ত্যক্তুং নহি শকাম,  
যন্ত কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে ॥১১॥

দেহিগণ নিঃশেষরূপে কৰ্ম্ম সকল ত্যাগ করিতে পারে না ।  
কিন্তু যিনি কৰ্ম্মফলত্যাগী তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত  
হন ॥১১॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ।

ভবতাতাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥১২

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাম্ ॥১৩

অনিষ্টম্ উষ্টং মিশ্রং ( ইষ্টানিষ্টমিশ্রিতং ) চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ অত্যাগিনাং ( সকামানাং ) প্রেত্য ( পরত্ৰ ) ভবতি ; তু ( কিস্ত ) সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ন [ ভবতি ] ॥১২॥

অনিষ্ট উষ্ট এবং ইষ্টানিষ্টমিশ্রিত এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মফল সকাম নাকিদিগের পরকালে হইয়া থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসিদিগের \* এই সকল কৰ্ম্মফল কোথাও ভুগিতে হয় না ॥১২॥

হে মহাবাহো, সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাং সিদ্ধয়ে, সাংখ্যে ( তত্ত্বজ্ঞাপকে ) কৃতান্তে ( বেদান্তসিদ্ধান্তে ) প্রোক্তানি এতানি পঞ্চকারণানি মে [ বচনাৎ ] নিবোধ ( জানীহি ) ॥১৩ ॥

হে মহাবাহো, সৰ্ব্বকৰ্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক সাংখ্যে এবং বেদান্তসিদ্ধান্তে কথিত বক্ষ্যমাণ পাঁচটা কারণ আমার নিকট শ্রবণ কর ॥১৩॥

\* যিনি কেবল বর্তমানের উচ্ছা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন অথচ ভবিষ্যতেব ( মোক্ষের ) উচ্ছা করেন তিনি সন্ন্যাসী । আর যিনি বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই দুয়েরই উচ্ছান্নাশ করিয়াছেন তিনি ত্যাগী ।

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্ধিম্ ।

বিক্ৰিমাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবকৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪

শরীরবাস্ত্বানোভির্বাং কৰ্ম্ম প্রারভতে নরঃ ।

জ্ঞাযাং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তন্ত্ৰ হেতবঃ ॥১৫

তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাস্থানং কেবলম্ বঃ ।

পশুত্বাকৃতবুদ্ধিহীন ন পশুতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥১৬

অধিষ্ঠানং ( শরীরং ) তথা কৰ্ত্তা ( অহঙ্কারঃ ), পৃথগ্ধিমঃ ( নানাপ্রকারং ) করণং ( চক্ষুরাদ ), বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ ( প্রাণাপানাদীনাং বাাপারাঃ ), অত্র পঞ্চমং দৈবম্ এব ॥১৪॥

শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাদ বিবিধ ইন্দ্রিয়, নানাবিধ চেষ্টা অথাৎ প্রাণাপানাদির বাাপার ; এবং এগুলে দৈবই পঞ্চম ॥১৪॥

নরঃ শরীরবাস্ত্বানোভিঃ বং জ্ঞাযাং ( ধৰ্ম্মাং ) বা বিপরীতম্ ( অধৰ্ম্মাং ) বা কৰ্ম্ম প্রারভতে, এতে পঞ্চ তন্ত্ৰ হেতবঃ ॥১৫॥

মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনদ্বারা যে ধৰ্ম্ম বা অধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, এই পাঁচটি তাহার হেতু ॥১৫॥

তত্র এবং সতি যন্ত্ৰ কেবলম্ আস্থানং কৰ্ত্তারং পশুতি অকৃতবুদ্ধিহীন স দুৰ্ম্মতিঃ [ সম্যক্ ] ন পশুতি ॥১৬॥

এরূপ হইলে, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আস্থানকে কৰ্ত্তা মনে করে, অপারমর্জিত বুদ্ধিহেতু সে দুৰ্ম্মতি সম্যক্ দেখিতে পায় না ॥১৬॥

যস্ত নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধিৰ্যস্ত ন লিপ্যতে ।  
 হত্বাপি স ইমাল্লোকান হস্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭  
 জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা ।  
 করণং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮

যস্ত অহংকৃতঃ ভাবঃ ( অহংকর্তা ইত্যোবংভূতো ভাবঃ ) ন,  
 যস্ত বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে ( কৰ্ম্মস্য ন সজ্জতে ) স ইমান্ লোকান্  
 হত্বাপি ন হস্তি, ন নিবধ্যতে ॥১৭॥

যাঁহার “আমি কর্তা” এইরূপ ভাব নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি  
 ( ইষ্টানিষ্ট বোধে ) কৰ্ম্মে লিপ্ত হয় না, তিনি এই সকল লোকে  
 হসন করিয়াও হনন করেন না এবং তাহার কলে নিবদ্ধ  
 হন না ॥১৭॥

জ্ঞানং ( ইষ্টসাধনমেতদ্বিতি বোধঃ ), জ্ঞেয়ং ( ইষ্টসাধনং কৰ্ম্ম )  
 পরিজ্ঞাতা ( এতজ্জ্ঞানাত্মনঃ ) [ এবং ] ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা  
 ( কৰ্ম্ম প্রবৃত্তিহেতুঃ ) ; করণং ( সাধকতমং ) কৰ্ম্ম ( কৰ্ত্তৃরীপিততমং )  
 কৰ্তা ( ক্রিয়ানির্ব্বর্তকঃ ) ইতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ( ক্রিয়াশ্রয়ঃ ) ॥১৮॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা, এই তিনপ্রকার কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির  
 হেতু ; করণ, কৰ্ম্ম, এবং কৰ্তা এই তিনপ্রকার কৰ্ম্মসংগ্রহ  
 ( ক্রিয়ার আশ্রয় ) ॥১৮॥

জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছূণু তাত্ত্বপি ॥১৯

সৰ্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমবায়মীক্ষতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০

পৃথক্ভেদে তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।

বেত্তি সৰ্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১

জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ কৰ্ত্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে ; তানি  
অপি যথাবৎ গুণসংখ্যানে ( গুণগণনায়াং গুণানুসারেণেত্যর্থঃ )  
শৃণু ॥১৯॥

জ্ঞান কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তা গুণভেদ বশতঃ ত্রিবিধই কথিত হয় ; সে  
সকলও গুণানুসারে শ্রবণ কর ॥১৯॥

যেন বিভক্তেষু সৰ্বভূতেষু অবিভক্তম্ একম্ অবায়ং ( নির্বিক-  
কারং ) ভাবম্ ইক্ষতে, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি ॥২০॥

যাহা দ্বারা বিভক্তরূপ সৰ্বভূতে অবিভক্ত এক বিকারহীন  
ভাব অবলোকিত হয় সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক \* জ্ঞানিবে ॥২০॥

পৃথক্ভেদে তু যৎ জ্ঞানং সৰ্বেষু ভূতেষু পৃথগ্বিধান্ নানা  
ভাবান্ বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥২১॥

---

\* ১৪শ অধ্যায় ১১শ শ্লোকের টীকা দেখ । কেবল সত্ত্বগুণে  
অবস্থিত কৰ্ত্তার যে জ্ঞান তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান । পরবর্ত্তী ২৩শ  
ও ২৬শ শ্লোকের টীকা দেখ ।



যত্নু কৃৎস্নবদেক্স্মিন্ কার্যো সক্তমহৈতুকম্ ।

অতত্বার্থবদল্লপঃ তত্ত্বামসমুদাহৃতম্ ॥২২ ॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদেষতঃ কৃতম্ ।

অফলপ্রেপ্সুনা কৰ্ম্ম যত্ত্বং সাত্বিকমুচ্যতে ॥২৩ ॥

পৃথকরূপে যে জ্ঞানে সৰ্বভূতে পৃথগ্বিধ নানাভাব জানা যায়  
সেই জ্ঞান রাজস জ্ঞানিও ॥২১॥

যৎ তু এক্স্মিন্ কার্যো কৃৎস্নবৎ (পরিপূর্ণবৎ) সক্তম্ অহৈ-  
তুকম্ অতত্বার্থবৎ অল্লপঃ, তৎ [ জ্ঞানম্ ] তামসম্ উদাহৃতম্ ॥২২॥

কিস্ত্ব যাহা একমাত্রকার্যো পরিপূর্ণবৎ আসক্ত (এই দেহই  
আত্মা বা এই প্রতিমাই ঈশ্বর এইরূপ বোধবিংশষ্ট), হেতুগুণ্য,  
পরমার্থাবলম্বনহীন অতএব অল্প অর্থাৎ তুচ্ছ, তাহা (সেই জ্ঞান)  
তামস বলিয়া উদাহৃত হয় ॥২২॥

অফলপ্রেপ্সুনা (নিকামেণ কৰ্ত্ত্বা) নিয়তং (নিত্যতয়া বিহিতং)  
সঙ্গরহিতম্ (আভিনিবেশশূণ্যম্) অরাগদেষতঃ কৃতং যৎ কৰ্ম্ম তৎ  
সাত্বিকম্ উচ্যতে ১২৩॥

নিকাম ব্যক্তি কর্তৃক নিত্যরূপে বিহিত, আসক্তিশূণ্য প্রীতি  
বা ঘেব বশতঃ কৃত নয় এমন যে কৰ্ম্ম \* তাহা সাত্বিক বলিয়া  
কথিত হয় ১২৩॥

\* সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধাবস্থায় সাধক যে সকল কৰ্ম্ম করেন তৎ-  
সমুদায় সাত্বিক কৰ্ম্ম । ১৪শ অধ্যায় ১১শ ও ১৮শ শ্লোকের টীকা

যত্তু কাম্পেপ্সুনা কৰ্ম সাহক্যারেণ বা পুনঃ ।  
 ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪  
 অনুবন্ধঃ ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।  
 মোহাদারভাতে কৰ্ম যত্ততামসমুচ্যতে ॥২৫

পুনঃ ( কিত্ত ) কাম্পেপ্সুনা ( ফলাভিলাষণা ) সাহক্যারেণ বা  
 বহুলায়াসং যৎ তু কৰ্ম ক্রিয়তে তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্ ॥২৪॥

ফলাকাঙ্ক্ষী বা অহংকারযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অতিশয় আয়াস-  
 যুক্ত যে কৰ্ম করা হয় তাহা রাজস \* বলিয়া কথিত ॥২৪॥

অনুবন্ধঃ ( পশ্চাদ্ভাবি বন্ধনঃ ) ক্ষয়ং ( নাশং ) হিংসাং  
 ( পরপীড়াং ) পৌরুষং ( সামর্থ্যং ) চ অনপেক্ষ্য ( অপৰ্যালোচ্য )  
 মোহাৎ যৎ কৰ্ম আরম্ভাতে তৎ তামসম্ উচ্যতে ॥২৫॥

পরিণামে কৰ্মবন্ধন, নাশ, পরহিংসা ও স্বকীয় সামর্থ্য  
 এই সকল পর্যালোচনা না করিয়া মোহ বশতঃ যে কৰ্ম আরম্ভ  
 করা হয়, তাহা তামস \* বলিয়া কথিত হয় ॥২৫॥

দেখ । তখন তিনি কামনাশূন্য, হৃতরাং তাঁহার কার্যাসকলও  
 এইরূপ হইয়া থাকে । সাত্ত্বিক কর্ত্তা কাহাকে বলে তাহা  
 পরবর্ত্তী ২৬শ শ্লোকে বলিতেছেন । ঐ শ্লোকের টীকা দেখ ।

\* ১৪শ অধ্যায় ১৮শ শ্লোকের টীকা দেখ ।

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যৎসাহসমন্বিতঃ ।

সিদ্ধাসিদ্ধোনির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুকো হিংসাত্মকোহশুচিঃ ।

হর্ষশোকান্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥২৭

মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী ( অহম্ ইত্যভিমানশূন্যঃ ) ধৃত্যৎসাহ-  
সমন্বিতঃ সিদ্ধাসিদ্ধোনির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে ॥২৬।

আসক্তিশূন্য, অহং এই অভিমান শূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত,  
সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে বিকারশূন্য কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক \* বলিয়া উক্ত  
হন ॥২৬।

রাগী, কর্মফলপ্রেপ্সুঃ, লুকঃ, হিংসাত্মকঃ, অশুচিঃ, হর্ষশোকা-  
ন্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥২৭।

বিষয়ানুরাগী, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুক, হিংস্র, শৌচশূন্য, লাভা-  
লাভে আনন্দবিবাদযুক্ত কৰ্ত্তা রাজস + নামে খ্যাত ॥২৭।

\* ১৪শ অধ্যায় ১১শ শ্লোকের টীকা দেখ। সাধক যখন  
রজস্তমঃ অতিক্রম করিয়া কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থিত হন অর্থাৎ  
যখন তিনি আপন প্রাণকে কঠোর উদ্ধে রাখিতে সমর্থ হন, তখন  
অবশ্যই তাঁহার এই রূপ ভাব হইয়া থাকে ।

+ ১৪শ অধ্যায় ১৮শ শ্লোকের টীকা দেখ ।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ ।  
 বিষাদৌ দীর্ঘসূত্রী চ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮  
 বুদ্ধেৰ্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতদ্বিবিধং শৃণু ।  
 প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ভেদে ধনঞ্জয় ॥২৯  
 প্রবৃত্তিক্কা নিবৃত্তিক্কা কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।  
 বন্ধঃ মোক্ষক্কা যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০

অযুক্তঃ, প্রাকৃতঃ ( বিবেকশূন্যঃ ) স্তব্ধঃ ( অনগ্রঃ ) শঠঃ, নৈষ্ক-  
 তিকঃ ( পরাপমানকারী ) অলসঃ, বিষাদৌ, দীর্ঘসূত্রী চ কৰ্ত্তা  
 তামসঃ উচ্যতে ॥২৮॥

অনবহিত, বিবেকহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাপমানকারী, অলস,  
 বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী কৰ্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয় ॥২৮॥

হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধেঃ ধৃতেশ্চ ভেদং গুণতঃ এব ত্রিবিধং, পৃথক্ভেদে  
 অশেষেণ প্রোচ্যমানং শৃণু ॥২৯॥

হে ধনঞ্জয়, গুণভেদে বুদ্ধি ও ধৃতির তিনপ্রকার ভেদ পৃথক্-  
 রূপে নিঃশেষে বলা হইতেছে, শ্রবণ কর ॥২৯॥

হে পার্থ, প্রবৃত্তিক্কা নিবৃত্তিক্কা কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে বন্ধঃ  
 মোক্ষক্কা যা বেত্তি সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥

হে পার্থ, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অধর্ম্মে নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়,  
 অভয়, বন্ধ, মোক্ষ যাহাতে বুঝা যায় সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী ॥৩০॥

যয়া ধৰ্ম্মন ধৰ্ম্মঞ্চ কার্যাকাংক্ষায়া নৈব চ ।

অযথাবৎ প্রজান্নাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজক্ষী ॥৩১

অধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মমিতি যা মত্ৰতে তমসাবৃত্তা ।

সৰ্কার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥৩৩

হে পার্থ যয়া চ ধৰ্ম্মন্ অধৰ্ম্মঞ্চ, কার্যাম্ অকার্যাক্ষ, অযথাবৎ  
প্রজান্নাতি সা বুদ্ধিঃ রাজসী ॥৩১॥

হে পার্থ, যাহা, দ্বারা ধৰ্ম্ম অধৰ্ম্ম, কার্য অকার্য যথাবৎ পরি-  
জ্ঞাত হয় না সেই বুদ্ধি রাজসী ॥৩১॥

হে পার্থ, যা অধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মন্ ইতি মত্ৰতে, সৰ্কার্থান্ চ বিপ-  
রীতান্ [ মত্ৰতে ], তমসা আবৃত্তা সা বুদ্ধিঃ তামসী ॥৩২॥

হে পার্থ, যে (বুদ্ধি) অধৰ্ম্মকে ধৰ্ম্ম মনে করে, এবং সকল অর্থ  
বিপরীত মনে করে তমোগুণাচ্ছন্ন সেই বুদ্ধি তামসী ॥৩২॥

হে পার্থ, যোগেন (সদৃগুরুপদিষ্টেন) অব্যভিচারিণ্যা ( বিয-  
য়াস্তরমধারয়ত্যা ) যয়া ধৃত্যা মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ধারয়তে  
( নিযচ্ছতি ) সা ধৃতিঃ সাত্বিকী ॥৩৩॥

হে পার্থ, সদৃগুরুর উপদেশে বিযয়াস্তর ধারণা ব্যতিরেকেও যে

যয়া তু ধৰ্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন ।

প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ঞী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং নিবাদং মদমেব চ ।

ন বিমুক্তি ত্রিমৈধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫

ধৃতি কর্তৃক মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াসকল নিয়মিত \* হয় সেই ধৃতি সাদ্বকী ॥৩৪॥

হে পার্থ, হে অর্জুন, যয়া তু ধৃত্যা ধৰ্মকামার্থান্ ধারয়তে প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ঞী [ ভবতি ], সা ধৃতিঃ রাজসী ॥৩৪॥

হে পার্থ, হে অর্জুন, যে ধৃতি দ্বারা লোকে ধর্ম অর্থ ও কাম প্রাণরূপে ধারণা করে এবং প্রসঙ্গক্রমে ফলাকাজ্ঞী হয় সেই ধৃতি রাজসী ॥৩৪॥

হে পার্থ ত্রিমৈধাঃ ( অবিবেকিনঃ ) যয়া স্বপ্নং ( নিদ্রা ) ভয়ং, ক্রোধং বিবাদং মদন্ এব চ ন বিমুক্তি সা ধৃতিঃ তামসী ॥৩৫॥

\* “মনঃ স্থিরঃ যন্ত বিনাবলম্বনম্,

নাযুঃ স্থিরো যন্ত বিনাবরোধনম্ ।

দৃষ্টিঃ স্থিরা যন্ত বিনাবলোকননম্,

সা এব মুদ্রা কথিতা তু খেচরী ॥”

সদৃশকপদেশের দ্বারা সাধকের যখন এইরূপ অবস্থা হয় তখনই তাঁহার মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া নিয়মিত হইয়া সাদ্বকী ধৃতি হয় ।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ॥৩৬

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখাস্তৃঞ্চ নিগচ্ছতি ।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।

তৎ সুখং সাত্ত্বিকং শ্রোক্তমান্নবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ ॥৩৭

হে পার্থ, বিবেকবিহীন ব্যক্তি যাহার দ্বারা নিদ্রা ভয় ক্রোধ  
বিষাদ ও অহংকারত্যাগ করে না সেই ধৃতি তামসী ॥৩৫॥

হে ভরতর্ষভ, ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে শৃণু ॥৩৬॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট শ্রবণ  
কর ॥৩৬॥

যত্র ( যস্মিন্ সুখে ) অভ্যাসাৎ ( সদৃশরূপদেশাভ্যাসাৎ )  
রমতে দুঃখাস্তৃঞ্চ নিগচ্ছতি, যৎ তৎ ( অনির্বচ্যং ) অগ্রে বিষমিব,  
পরিণামে অমৃতোপমম্ । আনন্দবুদ্ধিপ্ৰসাদজং তৎসুখং সাত্ত্বিকং  
শ্রোক্তম্ ॥৩৭॥

যে সুখে ( সদৃশরূপ উপদেশে ) অভ্যাসবশতঃ পরমানন্দ লাভ  
হয় এবং দুঃখের অন্ত পাওয়া যায় এবং যাহা সেই অনির্বচনীয়,  
প্রথমে বিষবৎ কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য ও আনন্দবুদ্ধির প্রসাদ-  
জনিত বোধ হয়, সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হয় ॥৩৭॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেহমুতোপমম্ ।

পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।

নিদ্রালস্তপ্রমাদোখং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯

ন তদস্তি পৃথিবাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ শ্রান্তিভিঃশুণৈঃ ॥৪০

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যৎ তৎ অগ্রে অমুতোপমং পরিণামে  
বিষম্ ইব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮॥

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে প্রথমে যাহা অমুত তুল্য কিন্তু  
পরিণামে বিষতুল্য সেই সুখ রাজস নামে অভিহিত ॥৩৮॥

নিদ্রালস্তপ্রমাদোখং যচ্চ সুখম্ অগ্রে অনুবন্ধে চ আত্মনঃ  
(-চিহ্নস্ত) মোহনং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥৩৯॥

নিদ্রা আলস্ত ও প্রমাদ হইতে উৎপিত, অগ্রে ও পরিণামে  
চিত্তের মোহকর যে সুখ তাহা তামস নামে উক্ত হয় ॥৩৯॥

পৃথিবাং দিবি বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং (জীবঃ) ন  
অস্তি যৎ প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ শুণৈঃ মুক্তং শ্রাৎ ॥৪০॥

পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাগণের মধ্যে এমন জীব নাই যে  
প্রকৃতিসম্মত এই তিন গুণ হইতে মুক্ত \* ॥৪০॥

---

\* গুণ ছাড়া কেহ ; নহে তবে কেহ গুণে থাকে আর কেহ বা  
গুণে থাকে না । ১৪শ অধ্যায় ২৩শ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখ



ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ ।

কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈৰ্গুণৈঃ ॥৪১॥

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ কৰ্ম্মাণি স্বভাব-  
প্রভবৈঃ ( পূৰ্ব্বজন্মসংস্কারজাতৈঃ গুণৈঃ ) প্রবিভক্তানি ॥৪১॥

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কৰ্ম্ম সকল  
স্বভাবজ গুণ দ্বারা বিশেষ রূপে বিভক্ত \* ॥৪১॥

\* ৪র্থ অঃ ১৩শ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখ। স্বধন সম্বাদি  
গুণানুসারে বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে তখন সকলেই সদগুণপাদষ্ট  
মার্গে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণত্বলাভ করিতে পারে ।  
৯ম অঃ ৩২শ শ্লোক দেখ। সুতরাং ব্রাহ্মণত্বলাভ করা গুণগত,  
বংশগত নহে। গৌতম সংহিতায় উক্ত আছে—

“কান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতান্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্ ।

তমেব ব্রাহ্মণং মন্ত্রে শেযাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥

যদি কেহ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া বর্ণোচিত কার্য্য না করে তাহা  
হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণবংশে জাত এই মাত্র বলা যায়, ব্রাহ্মণ বলা  
যায় না। আর যদি কেহ অতি নীচবংশে জন্মিয়া ক্রমশঃ উন্নতি  
মার্গে প্রথমে তমঃ পরে তমোরজঃ ও পরে রজঃমব্ধ অতিক্রম  
করিয়া কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থান করিতে পারে তখন সেও ব্রাহ্মণ-  
পদবাচ্য। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলেও সাধনদ্বারা ব্রাহ্মণত্বলাভ না  
করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যদি কেবল ব্রাহ্মণবংশে  
জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তবে পণ্ডিতের পুত্র পড়া শুনা  
না করিয়াও পণ্ডিত হইতে পারে। পরন্তু ব্রাহ্মণবংশে জন্ম-

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকন্ম স্বভাবজম্ ॥৪২

শমঃ দমঃ তপঃ শৌচং ক্ষান্তিঃ আর্জবঃ চ জ্ঞানং বিজ্ঞানম্  
আস্তিক্যম্ এব স্বভাবজং ব্রহ্মকন্ম ॥৪২॥

শম দম তপস্তা শৌচ ক্রমা আর্জব জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিক্য  
এই সকল ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কন্ম ॥৪২॥

গ্রহণ করা অনেক সুকৃতিসাপেক্ষ । যেহেতু, ব্রাহ্মণপুত্রের  
সংপথ ও সদগুরুলাভ আত্ম সহজেই (যে বসিয়াই) হয় ।  
৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪১শ হইতে ৪৬শ শ্লোক দেখ । এই জন্তই ব্রাহ্মণ-  
বংশের এত গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং এই জন্তই ব্রাহ্মণ সমাজের  
নেতা এবং সকলের পূজা ও শীলস্থানীয় । কিন্তু হায় কি দুঃখের  
বিষয়, সেই বংশীয় সন্তানগণ এখন কি অষ্টাচার ও শোচনীয় দশা  
প্রাপ্ত হইয়াছেন !! এক সাধনাভাবে সম্বৃত্ত হইতে চ্যুত হওয়ার  
ঠাঠাদের ব্রাহ্মণত্ব লোপ হইয়াছে । সাধক যখন তমোরজঃ  
অতিক্রম করিয়া কেবল সম্বৃত্তে অবস্থান করেন, তখনই তিনি  
ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ যোগ্য । সাধিক জ্ঞানে ও ব্রহ্ম-  
জ্ঞানে অতি নিকট সম্বন্ধ । ২০শ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখ ।  
সাধনদ্বারা যিনি আপন প্রাণকে কঠোর উদ্ধে রাখিতে পারেন  
তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান অতি স্থলভ । কারণ, তিনি সদগুরুকৃপায়  
অতি সহজেই প্রাণকে ক্রম উদ্ধে রাখিতে সক্ষম হন ।

শৌৰ্য্যং তেজোবৃতিদাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্ৰং কৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্য্যাশ্রকং কৰ্ম্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪

শৌৰ্য্যং তেজঃ বৃতিঃ দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপি অপলায়নং দানম্  
ঈশ্বরভাবশ্চ স্বভাবজং ক্ষাত্ৰং কৰ্ম্ম ॥৪৩॥

শৌৰ্য্য তেজঃ বৃতি দাক্ষ্য ( দক্ষতা ) যুদ্ধে অপরাভুততা, দান  
ঈশ্বরভাব এই সকল ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কৰ্ম্ম \* ॥৪৩॥

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং স্বভাবজং বৈশ্যকৰ্ম্ম, পরিচর্য্যাশ্রকং  
কৰ্ম্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥

কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কৰ্ম্ম  
এবং পরিচর্য্যাশ্রক কৰ্ম্ম \* শূদ্রাদিগের স্বভাবজ ॥৪৪॥

লোকের পক্ষে শমদমতপঃশৌচ প্রভৃতি কৰ্ম্ম সকল স্বাভাবিক  
অর্থাৎ আপনা আপনি হইয়া থাকে । তখন তিনি আত্মভাবে  
অবস্থিত; সুতরাং এ সকল কৰ্ম্ম আর তাঁহাকে চেষ্টা বা ইচ্ছা করিয়া  
করিতে হয় না । শম দম তপঃ শৌচ ইত্যাদি সেই অবস্থাসূচক  
শব্দ । এ সকলের প্রকৃত তাৎপর্য্য সাধনদ্বারা নিজবোধরূপ ।

\* ৪র্থ অঃ ১৩শ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখ এবং ৪১শ  
শ্লোকের টীকা দেখ ।

স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকৰ্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেম সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যৰ্জ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬

স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণি অভিরতঃ (নিষ্ঠাবান্) নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে ; স্বকৰ্ম্মনিরতঃ যথা সিদ্ধিং বিন্দতি (লভতে)তৎশৃণু ॥৪৫॥

স্বকৰ্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে । স্বকৰ্ম্মনিরত \* ব্যক্তি যে রূপে সিদ্ধিলাভ করে তাহা শুন ॥৪৫॥

যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টা) যেন ইদং সৰ্ব্বং ততম্ (ব্যাপ্তং) মানবঃ স্বকৰ্ম্মণা তম্ অভ্যৰ্জ্য সিদ্ধিং বিন্দতি ॥৪৬॥

যাহা হইতে মানবগণের প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা হয় এবং যিনি এই সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, মানবগণ স্বকৰ্ম্মদ্বারা † তাহাকে অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে ॥৪৬॥

\* গুণভেদে যে ব্যক্তি যে কাণের আধিকারী সে সঙ্গুর নিকট সেইরূপ উপদেশ পাইয়া তাহাতে ক্রমশঃ নিষ্ঠাবান্ হইলে সিদ্ধিলাভ করে ; তাহার উপায় পরে বলিতেছেন ।

† যে কৰ্ম্মে আত্মজ্ঞান হয় তাহাই স্বকৰ্ম্ম । ত্রিগুণাতীত হইবার উপায় সঙ্গুর দেখাইয়া দেন । উহাই আত্মকৰ্ম্ম ; উহা অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন । সেই আত্মকৰ্ম্ম দ্বারা অর্চনাপূর্বক সাধক ক্রমশঃ উন্নতি ও সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ।

শ্রেয়ান্ স্বধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাং অনুষ্ঠিতাং ।

স্বভাবনিয়তং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বণাপ্নোতি কিঞ্চিৎ ॥৪৭

বিগুণঃ [অপি] স্বধৰ্ম্মঃ অনুষ্ঠিতাং (সমাগনুষ্ঠিতাদপি) পরধৰ্ম্মাং  
শ্রেয়ান্ ; স্বভাবনিয়তং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ কিঞ্চিৎ ন আপ্নোতি ॥৪৭॥

বিগুণ (সদোষ) স্বধৰ্ম্ম সমাক্রুপে অনুষ্ঠিত পরধৰ্ম্ম অপেক্ষা  
শ্রেষ্ঠ। লোকে স্বভাবজ কৰ্ম্ম করিয়া পাপ প্রাপ্ত হয় না \* ॥৪৭॥

\* স্বধৰ্ম্ম=যে ধৰ্ম্মদ্বারা আপনাকে জানা যায়। যিনি  
আপনাকে জানেন ( আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ) তিনিই স্বধৰ্ম্ম  
ও পরধৰ্ম্ম প্রকৃত রূপে বুঝেন। জিতেলিয়া না হইলে আত্মজ্ঞান  
হয় না। স্মরণ যাবৎ চিত্ত ইন্দ্রিয়সক্ত থাকে তাবৎ স্বধৰ্ম্ম  
জানা বা তাহাতে থাকা যায় না—কেবল পরধৰ্ম্মেই থাকা হয়।  
সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত সেই পরধৰ্ম্মাপেক্ষা দোষযুক্ত স্বধৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ।  
দোষযুক্ত বালবার মৰ্ম্ম এই যে, প্রাণায়ামাদি কার্য্য প্রথম  
আরম্ভমুখে কখনই সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না ; অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ  
ঠিক হইয়া আইসে। এই কৰ্ম্মকে স্বভাবনিয়ত ( স্বাভাবিক )  
বলিবার মৰ্ম্ম এই যে, ইহা সহজ অর্থাৎ জন্মের সহিত প্রাপ্ত।  
পরলোকের ঢিকা দেখ। আমরা স্বভাব ( আত্মস্বভাব ) হইতে  
চূত হওয়ায় ইহাকে নূতন মনে করি এবং ইহা হইতে নানাবিধ  
অনিষ্টাশঙ্কা করি। বস্তুতঃ ইহা নূতনও নহে এবং ইহাতে কোন  
দৈহিক বা মানাসক অনিষ্টের আশঙ্কাও নাই। বরং ইহার স্বল্প  
মাত্রাও মহা ভয় হইতে ত্রাণ করে। ২য় অঃ ৪০শ শ্লোক

সহজঃ কৰ্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন তাজেৎ ।

সৰ্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮

হে কৌন্তেয়, সদোষমপি সহজঃ ( স্বভাববিহিতঃ ) কৰ্ম্ম ন তাজেৎ ; হি ( যতঃ ) সৰ্ব্বারম্ভাঃ ( সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ) [ সহ-জাতেন ] ধূমেন অগ্নিঃ ইব দোষেণ আবৃতাঃ ॥৪৮॥

হে কৌন্তেয়, দোষযুক্ত হইলেও সহজ \* কৰ্ম্ম তাগ করিবে না, যেহেতু ধূমব্যাপ্ত অগ্নির তায়, সমুদায় কৰ্ম্মই দোষে আবৃত ॥৪৮॥

দেখ। অতএব জন্মিলে যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন স্বধৰ্ম্মে থাকিয়াই মরণ ভাল। কারণ, তাহা পরজন্মে জীবকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও উত্ত-রোত্তর উন্নত করিয়া থাকে। ৬ষ্ঠ অঃ ৪১শ হইতে ৪৭শ শ্লোক দেখ। পরধৰ্ম্মে ভোগের অবসান না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় বলিয়া ৩য় অঃ ৩৫শ শ্লোকে ভগবান্ তাহাকে ভয়াবহ বলিয়াছেন। সহজ কৰ্ম্ম করিলে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ইহা দ্বারা ক্রমশঃ নীতোক সুখদুঃখ পাপপুণ্য ইত্যাদিরূপ ঘন্দের অতীত হওয়া যায়।

\* পূৰ্ব্ব শ্লোকের টীকা দেখ। সাধক রাম প্রসাদেরও এই মন্ত্যের একটা গান আছে।

“এই সংসার ধোঁকার টাটী।

\* \* \* \* \*

গভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলাম মাটী ;

অসক্তবুদ্ধিঃ সৰ্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।

নৈকৰ্ম্মাসিক্তিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯

সৰ্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ (আসক্তিহীনবুদ্ধিঃ) জিতাত্মা (নিরহঙ্কারঃ)  
বিগতস্পৃহঃ ( নিস্পৃহঃ) সন্ন্যাসেন পরমাং নৈকৰ্ম্মাসিক্তিম্ অধি-  
গচ্ছতি । ৪৯ ॥

সকল বিষয়ে অনাসক্ত, জিতাত্মা ও নিস্পৃহ ব্যক্তি আসক্তি ও  
কৰ্ম্মফল ত্যাগ দ্বারা পরমা নৈকৰ্ম্ম্য সিদ্ধি \* প্রাপ্ত হন ॥৪৯

ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী মায়া'র বেড়ি কিসে কাটি ॥” ইত্যাদি  
প্রাণায়াম শব্দের অর্থ প্রাণের আয়াম অর্থাৎ বিস্তার । মনুষ্য  
মাত্রই অহর্নিশ এই অজপা জপ করিতেছে । তবে প্রকৃত  
পথে করিতে জানে না । ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই প্রকৃত পথ উলটিয়া  
যায় । সদৃশ সেই পথ দেখাইয়া দেন । কিন্তু বহুদিনের  
অনভ্যাস বশতঃ উহা প্রথমে সৰ্ব্বাস্থানন্দর হইতে পারে না ।  
ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা ঠিক হইয়া আইসে । এই জন্তই ভগবান্  
বলিতেছেন যে, সদোষ হইলেও সহজকৰ্ম্ম ত্যাগ করিবে না এবং  
আরম্ভের মুখে কোন কৰ্ম্মই সৰ্ব্বাস্থানন্দর হয় না ।

\* ২য় শ্লোকের টীকা দেখ । ঐ সহজ কৰ্ম্ম দ্বারা যে অবস্থা-  
প্রাপ্তি হয় তাহাই এই শ্লোক হইতে ৬৬শ শ্লোকে বলিতেছেন ।

সিকিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।

সন্যাসেনৈব কোন্তেষ নিষ্ঠা জ্ঞানশ্চ যা পরা ॥৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন্ বিষয়াস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌ বৃন্দশ্চ চ ॥৫১

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্যায়মানসঃ ।

ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২

হে কোন্তেষ, যথা সিকিং প্রাপ্তঃ তথা ব্রহ্ম আপ্নোতি, যা জ্ঞানশ্চ  
পরা নিষ্ঠা, সমাসেন (সংক্ষেপেণ) এব মে নিবোধ (জানীহি) ॥৫০॥

নৈকস্ম্যাসিকি প্রাপ্তব্যক্তি যেকপে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন এবং যাহা  
জ্ঞানের চরম, তাহা সংক্ষেপেই আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৫০॥

বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ধৃত্য আত্মানং (চিত্তং) নিয়ম্য চ (নিশ্চলং  
কৃত্বা) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌচ বৃন্দশ্চ (অপসার্যা)  
বিবিক্তসেবী (নির্জ্ঞানদেশাবস্থায়ী) লঘ্বাশী (মিতভোজী) যতবাক-  
কায়মানসঃ ( সংযতবাগ্দ্বেহচিত্তঃ ) নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ ( ধ্যান-  
যোগে তৎপরঃ সন্ ) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ অহঙ্কারং বলং দর্পং  
কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য নির্ম্মমঃ ( মম ইত্যভিমানশূন্যঃ )  
শান্তঃ ব্রহ্মভূয়ায় ( ব্রহ্মাহম্ ইতি নৈশ্চলোন অবস্থানায় ) কল্পতে  
( যোগোভবতি ) ॥৫১-৫৩॥

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতি দ্বারা মনকে স্থিরীকৃত করিয়া



অহঙ্কারং বলং দৰ্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।

বিমুচ্য নিশ্চমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩

শব্দাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া এবং রাগ দ্বেষ অপসারিত করিয়া, নির্জ্ঞানস্থানবাসী\*, মিতভোজী, বাকাশরীর ও মনঃ-সংযতকারী, সর্বদা ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া বৈরাগ্যকে † সম্যক্ রূপে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার বল দৰ্প কাম ক্রোধ এবং পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ‘আমি’ ও ‘আমার’ উত্থাংকার অভিমানশূন্য হইয়া শান্ত (শমগুণপ্রাপ্ত) ব্যক্তি আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবার যোগ্য হন ॥৫১-৫৩॥

\* ১৩শ অধ্যায় ১০ম শ্লোক ও তৎটীকা দেখ।

† বৈরাগ্য সাধনের ধন। সদগুরুপ্রদর্শিত সাধনদ্বারা নিত্যবস্তুর প্রত্যক্ষ হইলে মোহ অপসারিত ও জগতের অসারতা স্পষ্টে বোধগম্য হয়। ঐ প্রত্যাক্ষাবগমের পর ধ্যানাবস্থা। ১২শ অধ্যায় ১২শ শ্লোকের টীকা দেখ। তাহার পর বৈরাগ্য। কারণ তখন নিত্যবস্তুর দর্শনে মন অশ্রুবিষয়ে রত হয় না; সর্বদা তাহারই ধ্যানে থাকে। সেই জন্তই ভগবান্ এখানে “ধ্যানযোগ-পরো নিত্যং” অগ্রে বলিয়া তৎপরে “বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ” বলিয়াছেন। এই বৈরাগ্য হইতেই সন্ন্যাস ও ত্যাগ আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। নতুবা কষ্টহেতু বিষয়বিরাগকে বৈরাগ্য বলে না। উহা কষ্টবৈরাগ্য বা রাজসিক ত্যাগ। ৮ম শ্লোক দেখ।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুত্ত্বিং লভতে পরাম্ ॥৫৪

ব্রহ্মভূতঃ ( ব্রহ্মণি অবস্থিতঃ ) প্রসন্নাত্মা ( প্রসন্নচিত্তঃ ) [নষ্টঃ]  
ন শোচতি [ অপ্রাপ্তঃ ] ন কাঙ্ক্ষতি ; সর্বেষু ভূতেষু সমঃ [সন]  
পরাম্ মদুত্ত্বিং লভতে ॥৫৪॥

ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্তবান্টি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন  
না এবং অপ্রাপ্তবস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না । সর্বভূতে সমান  
হইয়া অতি শ্রেষ্ঠ মদুত্ত্বি লাভ \* করেন ॥৫৪॥

\* ১২শ অধ্যায় ১৩শ ১৪শ শ্লোকের টীকা দেখ । যে অব-  
স্থায় প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় এখানে সেই কথাই  
পুনরায় বলিতেছেন । সচরাচর আমরা যাহাকে ভক্তি বলি  
তাহার সহিত এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির ভক্তির তুলনায়  
বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের ভক্তি ভক্তিই নহে ; কারণ, উহা  
কেবল স্বার্থ ও কামনা হইতে জাত । ভগবান্ আমাদের অতি  
নিম্নকটে থাকিলেও রিপূর দাসত্ব নিবন্ধন আমরা তাঁহা হইতে যে  
কতদূরে আছি এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে কিরূপ নরক হইতে  
আমাদের উদ্ধার আবশ্যক ইহাও আমরা তখন বুঝিতে পারি ।  
“আমি ব্রাহ্মণ” - “আমি ক্ষত্রিয়” “আমি পণ্ডিত” “আমি  
ধনী” ইত্যাদি বৃথা অভিমানমদে মত্ত থাকায় কেহ দেখাইলেও  
আমরা এমন কষ্টকর অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায় দেখি না ।  
এই নরকযন্ত্রণা যাহার অসহ হয় সেই ব্যক্তিই ইহা হইতে পরি-

ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫

অহং যাবান্ ( সর্বব্যাপী ) যশ্চ ( অব্যক্তনামগোচরঃ ) অস্মি [ ইতি ] মাং ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ অভিজ্ঞানতি ; ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং মাং বিশতে ॥৫৫॥

আমি যে রূপ ( সর্বব্যাপী ) এবং যাহা ( বাক্য ও মনের অগোচর ), পরম ভক্তি দ্বারা তাহা তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হন ; অনন্তর \* আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া পরে আমাতে প্রবেশ করেন ॥৫৫॥

তাণের উপায় অনুসন্ধান করে এবং ভগবৎকুপায় সদগুরু দর্শনও পায় । এই জন্তই আর্ত ব্যক্তিকে ভগবান্ স্রুতিশালী বলিয়াছেন । ৭ম অধ্যায় ১৬শ শ্লোক দেখ । সুতরাং সংসারে যে সকল আপদ বিপদ হইয়া থাকে তজ্জন্ত ভগবানে দোষারোপ করা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য । ঐ রূপ যন্ত্রণা ব্যতীত আমাদের স্থায় ঘোর নারকদিগকে কিসে শত শত দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারিত করা যায় ? দুঃখ শোকে জর্জরিত না হইলে আমাদের স্থায় পাষাণদল কি সহজে তাঁহার শরণ লইতে ইচ্ছা করে ?

\* এখানে পুনরায় স্পষ্টই বলা হইল ঐরূপ ভক্তি ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না । পূর্বেও ভগবান্ এ কথা অনেকবার বলিয়াছেন । বারংবার এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, যাহাতে তাহার প্রাপ্তি ঐকান্তিক ভক্তি হয় এমন উপায়ের জন্ত সদগুরু অনুসন্ধান করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । নতুবা পরিত্রাণ নাই ।

সৰ্বকৰ্ম্মাণাপি সদা কুৰ্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাগোতি শাস্ত্রতং পদমবায়ম্ ॥৫৬

চেতসা সৰ্বকৰ্ম্মাণি ময়ি সংগ্ৰহ্য মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তং সততং ভব ॥৫৭

সদা সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বাণঃ অপি মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ( মৎপরা-  
য়ণঃ ) [সন্] মৎপ্রসাদাৎ শাস্ত্রতম্ অবায়ং পদং প্রাপ্নোতি ॥৫৬॥

সৰ্বদা সৰ্ব প্রকার কৰ্ম্ম করিয়াও মৎপরায়ণ \* ব্যক্তি আমার  
প্রসাদে অনাদি ও নিত্যপদ প্রাপ্ত হন ॥৫৬॥

চেতসা সৰ্বকৰ্ম্মাণি ময়ি সংগ্ৰহ্য ( সমৰ্প্য ) মৎপরঃ [ সন্ ]  
বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তং ভব ॥৫৭॥

তুমি সকল কৰ্ম্ম চিত্তদ্বারা আমাতে অৰ্পণ † করিয়া মৎপরা-  
য়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয় পূৰ্বক সৰ্বদা মচ্চিত্ত ‡ হও ॥৫৭॥

\* সাধকের ঐরূপ ভক্তির অবস্থা হইলে তবে তিনি ভগবৎ-  
পরায়ণ হন এবং তৎপরে তাঁহার প্রসাদে তিনি অনাদি ও নিত্য-  
পদ পান ।

† ১০শ অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোক ও তৎটীকা দেখ ।

‡ ১০ম অধ্যায় ৯ম শ্লোক ও তৎটীকা দেখ ।

মচ্ছিত্তঃ সৰ্ব্বদুৰ্গাণি মৎপ্রসাদান্তরিশাসি ।

অথচেত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্যসি ॥৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্র ইতি মন্বসে ।

মিথ্যৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিত্বাং নিযোজ্যতি ॥৫৯

মচ্ছিত্তঃ স্বঃ সৰ্ব্বদুৰ্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিশাসি : অথচেৎ  
অহঙ্কারাৎ স্বঃ ন শ্রোষ্যসি [ তর্হি ] বিনংক্যসি ( বিনষ্টো ভবি-  
ষ্যসি ) ॥৫৮॥

মচ্ছিত্ত \* হইলে তুমি আমার ঐসাদে সমুদায় দুস্তর সাংসা-  
রিক দুঃখ উত্তীর্ণ হইবে ; কিন্তু যদি অহঙ্কার বশতঃ তুমি (আমার  
বাক্য) না শুন তবে বিনষ্ট হইবে ॥৫৮॥

অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য [ অহং ] ন যোৎস্রে ইতি যৎ মন্বসে  
তে ব্যবসায়ঃ মিথ্যা এব, [ যতঃ ] প্রকৃতিঃ ত্বাং [ যুদ্ধে ] নিযো-  
জ্যতি ॥৫৯॥

অহঙ্কার অবলম্বন করিয়া, “আমি যুদ্ধ করিব না” এইরূপ  
যে মনে করিতেছ, তোমার এই সংকল্প নিশ্চয়ই মিথ্যা ; (কারণ)  
প্রকৃতি তোমারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবেই ॥৫৯॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কৰ্মণা ।

কৰ্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যাস্তবশোহপি তৎ॥৬০

ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সৰ্বভূতানি যন্তাক্রুতানি মায়য়া ॥৬১

হে কৌন্তেয়, মোহাৎ যৎ কৰ্ত্তুং ন ইচ্ছসি, স্বভাবজেন  
( পূৰ্বসংস্কারজাতেন ) স্বেন কৰ্মণা নিবন্ধঃ [ সন্ ] অবশঃ তৎ  
অপি করিষ্যসি ॥৬০॥

হে কৌন্তেয়, মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা কর না, পূৰ্ব  
সংস্কার জাত স্বীয় কৰ্ম্মে নিবন্ধ তুমি অবশ হইয়াও তাহা  
করিবে ॥৬০॥

হে অর্জুন, ঈশ্বরঃ মায়য়া ( নিজশক্ত্যা ) যন্তাক্রুতানি ( যন্তাপি  
শরীরাপি আক্রুতানি ) সৰ্বভূতানি ভ্রাময়ন্ ( তৎতৎ কৰ্ম্মশু  
প্রবর্তয়ন্ ) সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশে তিষ্ঠতি ॥৬১॥

হে অর্জুন, ঈশ্বর মায়ী দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আক্রুত ভূত সকলকে  
( হৃদ্যেশের আয় ) তৎতৎ কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করিয়া সৰ্বভূতের  
হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন \* ॥৬১॥

---

\* সদ্গুরুপাদেশে সাধন দ্বারা নিজ বোধরূপ ।

তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্ব্ভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শান্ততম্ ॥৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহাদ্গুহতরং ময়া ।

বিনৃণেতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥৬৩

হে ভারত, সৰ্ব্ভাবেন (সৰ্ব্বাঙ্গনা) তমেব শরণং গচ্ছ, তৎ-  
প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শান্ততং স্থানং চ প্রাপ্যসি ॥৬২॥

হে ভারত, সৰ্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই শরণ লও, \* তাঁহার  
প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥৬২॥

ইতি গুহাৎ গুহতরং জ্ঞানং ময়া হে ( তুভ্যং ) আখ্যাতম্  
অশেষেণ এতৎ বিনৃণ (পর্যালোচ্য) যথা ইচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩॥

এই গোপনীয় হইতেও গোপনীয় জ্ঞান আমি তোমারে  
বলিলাম; ইহা বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া যেমন ইচ্ছা  
কর সেইরূপ করিও † ॥৬৩॥

\* তাঁহাকেই প্রাণ ঢালিয়া দাও । ১০ম অঃ ৯ম শ্লোক  
ও ১২ অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোক ও তৎটীকা দেখ ।

† পূর্বে অৰ্জুনকে যুদ্ধ করিবার কথা বলিতেছিলেন,  
এখানে একথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, অৰ্জুন সাধন দ্বারা  
প্রকৃত জ্ঞানের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার মন আর অস্থ  
কিছুতেই আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তাঁহার পতনেরও

সৰ্বগুণতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মাত ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪

মম্মনা ভব মদ্বক্তো মদ্ব্যজী মাং নমস্কর ।

নামৈব্যাসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥৬৫

সৰ্বগুণতমং মে পরমং বচঃ ভূয়ঃ শৃণু, [ ত্বং ] মে দৃঢ়ম্  
( অত্যন্তম্ ) ইষ্টং ( প্রিয়ং ) অসি, ততঃ [ হেতোঃ ] তে হিতং  
বক্ষ্যামি ॥৬৪॥

সৰ্বাপেক্ষা গুণতম আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর; তুমি  
আমার আতি প্রিয়, এজন্ত তোমার হিত কহিতে'ছ ॥৬৪॥

ত্বং মম্মনাঃ ( মজ্জিতঃ ) মদ্বক্তাঃ ( মদ্বজনশীলঃ ) মদ্ব্যজী  
( মদ্বজনশীলঃ ) ভব ; মাং নমস্কর ; নাম্‌এব এব্যাসি, অহং  
তে প্রতিজানে. [ যতঃ ] [ ত্বং ] মো'প্রিয়ঃ অসি ॥৬৫॥

তুমি মজ্জিত, মদ্বক্তা ও আমারই উপাসক হও, আমারেই  
নমস্কার কর, ( তাহা হইলে ) আমারেই পাইবে \* ; তোমারে  
সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ; যেহেতু তুমি আমার প্রিয় ॥৬৫॥

আর আশঙ্কা নাই । সূতরাং এমত অবস্থায় তিনি যাহা ইচ্ছা  
তাহা করিতে পারেন ।

\* এই টুকুই 'সার ও চরম অবস্থার কথা । পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব অধ্যায়ে  
যে সাধনপ্রণালী উক্ত হইয়াছে তদ্বারাই এই অবস্থা হয় এবং তাহা  
হইতে অবশ্যই ভগবৎপ্রাপ্তি হয় । ৯ম অঃ ৩৪শ শ্লোক দেখ ।



সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য আনেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬

ইদন্তে নাতপস্কায় নাতভ্যায় কদাচন ।

ন চাশুশ্রববে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যাসুয়তি ॥৬৭

সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজ ; অহং ত্বাং  
সৰ্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ ॥৬৬॥

সমুদায় ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ \* করিয়া একমাত্র আমারে আশ্রয় লও,  
আমি তোমায় সৰ্বপাপ হইতে মুক্তকরিব ; শোক করিও না ॥৬৬॥

ইদং ( গীতার্থতত্ত্বং ) তে ( ত্বয়া ) অতপস্কায় ( ধৰ্ম্মহীনায় ) ন  
বাচ্যং ; নচ অভ্যায় কদাচন, নচ অশুশ্রববে ( গুরুসেবাহীনায় ),  
নচ মাং যঃ অভ্যাসুয়তি ( নিন্দতি ) [ তস্মৈ ] [ বাচ্যম্ ] ॥৬৭॥

এই গীতার্থতত্ত্ব তুমি ধৰ্ম্মহীন, ভক্তিহীন, গুরুসেবাহীন এবং  
আমার অস্বাকারীকে কদাচ বলিও না ॥৬৭॥

\* অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মার  
শরণাপন্ন হও । তাহার উপায় সদগুরুপদেশগম্য । পরধৰ্ম্মে  
( ইন্দ্রিয়গণের ধৰ্ম্মে ) থাকায় লৌকিক উপাসনা প্রণালী ও  
আচার বাবহার ভেদে ধৰ্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে । এই কারণেই  
পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে পঞ্চ উপাসকের দলেরও সৃষ্টি হইয়াছে ।  
সকলেরই স্বধৰ্ম্ম এক ; তবে ইন্দ্রিয়াসক্ত থাকায় লোকে তাহা  
বুঝিতে অক্ষম । ১৬শ অধ্যায় ২৩শ ২৪শ শ্লোকের টীকা দেখ ।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদভক্ত্যুপভিধাস্যতি ।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃদ্বা নানৈবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮

ন চ তস্মান্নত্বোহু কশ্চিৎ প্রিয়কৃত্তমঃ ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদত্তঃ প্রিয়তরো ভূবি ॥৬৯

অধোবাতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদনাবয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্থানিতি মে মতিঃ ॥৭০

ইদং পরমং গুহ্যং মদভক্ত্যুপভিধাস্যতি ( বক্ষ্যতি )  
সঃ ময়ি পরাং ভক্তিং কৃদ্বা অসংশয়ঃ ( সংশয়শূন্যঃ ) [ সন্ ]  
নান্ এন এব্যতি ॥৬৮॥

এই পরম গুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তসকলকে যিনি বলি-  
বেন ( বৃদ্ধাইয়া দিবেন ) তিনি আমাতে পরমা ভক্তি করায়  
সংশয়শূন্য হইয়া আমারেই পাইবেন ॥৬৮॥

নত্বোহু তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমশ্চ ন [ অস্তি ] ;  
‘তস্মাৎ তত্ত্বঃ মে প্রিয়তরঃ চ ভূবি ন ভবিতা ॥৬৯॥

নত্বোহুঃমধ্যে তাহা অপেক্ষা কেহ আমার অধিক প্রিয়কারী  
নাই এবং কোন কালে তাহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়  
পৃথিবীতে আর কেহ হইবেও না ॥৬৯॥

যশ্চ আবয়োঃ ইমং ধর্ম্যং সংবাদন্ অধোবাতে তেন অহং  
জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্থান্ ( ভবেয়ন্ ) ইতি মে মতিঃ ॥৭০॥

শ্রদ্ধাবাননস্বয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

সোহপিমুক্তঃ শুভান্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ॥৭১

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্ব্যৈকাগ্রেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসন্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২

আর বিনি আমাদের এই ধর্ম্ম্য সংবাদ পাঠ করেন, তিনি  
জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা আমারই অচ্চনা করেন ; আমার এইরূপ মত ॥৭০

শ্রদ্ধাবান্ অনস্বয়শ্চ ( অস্বয়াহীনশ্চ ) যঃ নরঃ শৃণুয়াৎ অপি  
সঃ অপি মুক্তঃ পুণ্যকৰ্ম্মণাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥৭১॥

শ্রদ্ধাবান্ ও অস্বয়াবিহীন হইয়া যিনি ইহা শ্রবণ করেন,  
তিনিও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকারিগণের পবিত্র লোক সকল প্রাপ্ত  
হন ॥৭১॥

হে পার্থ, ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ ?  
হে ধনঞ্জয়, তে অজ্ঞানসন্মোহঃ ( অজ্ঞানজো মোহঃ ) প্রণষ্টঃ  
কচ্চিৎ ? ॥৭২॥

হে পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ ত ? হে  
ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ প্রণষ্ট হইল ত ? ॥৭২॥

অৰ্জুন উবাচ ।

নষ্টোমোহঃ স্মৃতিল'কা ত্বংপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যহং বাসুদেবস্ত পার্থস্ত চ মহাত্মনঃ ।

সংবাদনিম্নশ্রোষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥৭৪

অৰ্জুনঃ উবাচ, হে অচ্যুত, মোহঃ নষ্টঃ, ত্বংপ্রসাদাৎ ময়া স্মৃতিঃ  
ল'কা ; স্থিতঃ অস্মি ; গতসন্দেহঃ [ অহং ] তব বচনং  
করিষ্যে ॥৭৩॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে.  
তোমার প্রসাদে আমি স্মৃতি লাভ করিলাম ; আমি তোমার  
শাসনে স্থিত হইলাম . সংশয়শূন্য হইয়াছি । এখন আমি তোমার  
আদেশ পালন করিব ॥৭৩॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ, ইতি অহং মহাত্মনঃ বাসুদেবস্ত পার্থস্ত চ  
ইমং লোমহর্ষণম্ অদ্ভুতং সংবাদম্ অশ্রোষম্ ॥৭৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, আমি মহাত্মা বাসুদেবের এবং পার্থের  
এই লোমহর্ষণ অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি ॥৭৪॥

বাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিহং শুহ্যনহং পরম্ ।

যোগং যোগেশ্বরাত্ কৃপাত্ সাক্ষাত্ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫

রাজন্ সংসৃত্য সংসৃত্য সংবাদমিসমদ্ভুতম্ ।

কেশবাজ্জুনয়োঃ পুণ্যং জয্যামি চ মুহুমুহঃ ॥৭৬

তচ্চ সংসৃত্য সংসৃত্য রূপনভাদ্ভুতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ জয্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥৭৭

বাসপ্রসাদাৎ অহম্ ইহং পরং শুহ্যং যোগং সাক্ষাত্ কথয়তঃ  
স্বয়ং যোগেশ্বরাত্ কৃপাত্ শ্রুতবান্ ॥৭৫॥

ব্যাসের প্রসাদে আমি এই পরম শুভ যোগ সাক্ষাত্ বলা স্বয়ং  
যোগেশ্বর কৃপা হইতে শ্রবণ করিয়াছি ॥৭৫॥

হে রাজন্ কেশবাজ্জুনয়োঃ ইহং পুণ্যম্ অদ্ভুতং সংবাদং  
সংসৃত্য সংসৃত্য মুহুমুহঃ জয্যামি ॥৭৬॥

হে রাজন্, কেশবাজ্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ পুনঃ পুনঃ  
শ্রবণ করিয়া আমি মুহুমুহঃ হই হইতেছি ॥৭৬॥

হে রাজন্ হরেঃ তৎ অদ্ভুতং রূপং সংসৃত্য সংসৃত্য চ মে  
মহান্ বিস্ময়ঃ চ [ভবতি] [মহঃ] পুনঃ পুনঃ জয্যামি ॥৭৭॥

হে রাজন্, হরির সেই অদ্ভুত রূপ বারংবার শ্রবণ করিয়া  
আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিতেছে এবং আমি পুনঃ পুনঃ হই  
হইতেছি ॥৭৭॥

১৮শ অঃ ]

গীতা ।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।

তত্র শ্রীক্বিজয়োভূতিক্ষ্রবা নীতিশ্রুতিশ্রম ॥৭ঃ

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্ম-

বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-

সংবাদে মোক্ষযোগঃ ।

---

সমাপ্তপুৰা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র ধনুর্ধরঃ পার্থঃ, তত্র শ্রীঃ, বিজয়ঃ,  
ভূতিঃ, ক্রবা নীতিঃ [ ইতি ] শ্রম মতিঃ ॥৭ঃ

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেইখানেই  
শ্রী, বিজয়, অচলা সম্পদ এবং হিরা নীতি আছে এই আমার  
ধারণা ॥৭ঃ॥

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায় ।

## পরিশিষ্ট ।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ পঞ্চম প্রপাঠক ।

যে চেমে অরণ্যে, শ্রদ্ধা তপ ইত্যাশাসতে তে  
অর্চিষমভিসম্ভবন্তি । অর্চিবোহহঃ । অহু আপূর্য্য-  
মাণপক্ষম্ । আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ বড়ুদঙঙাদিত্য  
এতি নাসাংস্তান্ । নাসেভ্যঃ সংবৎসরম্ । সংবৎসরা-  
দাদিত্যম্ । আদিত্যাচ্চন্দ্রনসম্ । চন্দ্রমসৌ বিদ্যাতম্ ।  
তৎ পুরুষো অমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি । এষ  
দেবযানঃ পত্নী ইতি ।

যে সকল অরণ্যবাসী শ্রদ্ধাবান্ ও তপস্বী হইয়া ব্রহ্মোপাসনা  
করে তাহারা মরণান্তে প্রথমতঃ অর্চিরধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত  
হয় । অনন্তর উত্তরোত্তর অহরভিমানিনী দেবতা, গুরুপক্ষ  
দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা, সংবৎসর দেবতা, সূর্য্য, চন্দ্রমা এবং  
বিদ্যাদধিষ্ঠাত্রীদেবতাকে প্রাপ্ত হয় । ঐ স্থানে কোন এক  
অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে উপাগত হইয়া মৃতজীবকে  
ব্রহ্মলোক প্রাপণ করে ।

অচ্চিরাদি দেবতা হইতে দেবতাস্তর সন্নিধানে গমন জীবের স্বয়ং সাধ্য নহে ; একারণ পূর্বি পূর্ব দেবতারা উত্তরোত্তর দেবতা সন্নিধানে বহন করিয়া লইয়া যান । ইহাই শারীরক গীমাংসা গ্রন্থে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে । এই নিমিত্তই তত্তদভিমানিনী দেবতাকে আতিবাহিকী বলে । বিদ্বাদভিমানিনী দেবতা ব্রহ্মলোক প্রাপণ করিতে পারে না ; একারণ ব্রহ্মলোক হইতে এক জন অমানব পুরুষ আসিয়া তদগত জীবকে ব্রহ্মলোক প্রাপণ করে । এই পত্নী দেবযান অর্থাৎ এই পথে দেবতা সাহায্যেই গমন হইয়া থাকে । ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্মলোক গমনের এই দেবযান পথ নির্দিষ্ট আছে ।

অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্বে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি । ধূমাদ্রাত্রিন্ । রাত্রেঃপরপক্ষম্ । অপরপক্ষাং বান্ ষড়্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসাংস্তান্ । নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি । মাসেভাঃ পিতৃলোকম্ । পিতৃলোকা দাকাশম্ । আকাশাচ্চন্দ্রমসম্ । ইতি ।

যাহারা গ্রামে গৃহস্থভাবে থাকিয়া ইষ্ট অর্থাৎ যাগাদি, পূর্ত অর্থাৎ জলাশয়মার্গাদি ও দানাদি কৰ্ম্ম করে, তাহারা মরণান্তে প্রথমতঃ ধূমাভিনানিনী দেবতা প্রাপ্ত হয় । তথা হইতে উত্তরোত্তর রাত্রি দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, দক্ষিণায়ন দেবতা, পিতৃলোক, আকাশ-দেবতা এবং পরিশেষে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় ।



এস্থলেও পূর্ব পূর্ব দেবতা দ্বারা উত্তরোত্তর দেবতা সন্নিধানে উপনীত হয় ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ।

ছান্দোগ্যে দেবদান কীর্তনান্তে লিখিত হইয়াছে যে, “এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবত্বং নাবত্তন্তে ।” এই পথে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গন্ত হইয়া এই মানব-আবর্তে পুনরাবৃত্তি হয় না ।

এবং ধূমাদি মার্গ দ্বারা প্রাপ্তি প্রতিপাদন করিয়া লিখিত হইয়াছে যে, “তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা অথৈতনস্থানং পুন নির্বর্তন্তে ।”

চন্দ্রলোক প্রাপ্ত জীবগণ কর্মক্ষয় পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকিয়া অনন্তর পুনর্ব্বার ঐ পথে নিবৃত্ত হইয়া থাকে ।

এইরূপে ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত্যুপযোগী অঙ্গিরাসাদিরূপ পঞ্চম ও কশ্মিরিগের চন্দ্রলোক প্রাপ্ত্যুপযোগী ধূমাদিরূপ পঞ্চম বেদে উপদেশ করিয়াছেন । এবং তাহার মধ্যে প্রাপ্ত্যুপযোগী প্রযাতজীবগণের অপুনরাবৃত্তি ও দ্বিতীয় পথে প্রযাতজীবের পুনরাবৃত্তিও প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ে ভগবান্ এই প্রতিমূলক মার্গদ্বয় বলিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন ; যথা—

যত্র কালেহুনাবৃত্তি নাবৃত্তিঃকৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা বাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥

ব্রহ্মোপাসক ও কশ্মিরিগণ মরণান্তে যে যে কালে অর্থাৎ কালরূপ পথে প্রযাত হইয়া অপুনরাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয় সেই সেই কাল বলিতেছেন । যদিও উত্তর শ্লোক দ্বয়ে

যে যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে সমস্তগুলি কালরূপ নহে ; অগ্নি জ্যোতিঃ ও ধূমেরও তন্মধ্যে উপাদান আছে । তথাপি “অধিকেন বাপদেশা ভবন্তি” এই ঞায়ানুসারে কালেরই অধিক্য নিবন্ধন কালশব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে । এবং কালশব্দে তত্তদভিমানিনী দেবতা বলিতেও হইবে ।

একণে ব্রহ্মোপাসকদিগের গম্য যে পথে গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহার নির্দেশ করিতেছেন ; যথা—

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ স্কন্ধঃ যথাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥

ব্রহ্মোপাসক যোগিগণ মরণান্তে অগ্নিরূপ জ্যোতিঃ অহঃ স্কন্ধপক্ষ, ও উত্তরায়ণ যথাস ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমীপে উপাগত হইয়া ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করে ।

এই শ্লোকে যে উত্তরায়ণ যথাস পর্য্যন্তের উল্লেখ করিলেন তাহা উপলক্ষ্য । উত্তরায়ণের পরে সংবৎসরাদি বিদ্যাৎ পর্য্যন্তের গ্রহণ করিতে হইবে । পূর্বোক্ত শ্রুতিতে তাহারও নির্দেশ আছে ।

অধুনা পুনরাবৃত্তি মর্গের নির্দেশ করিতেছেন ; যথা—

ধূমোরাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ যথাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্বোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥

কর্ষুযোগিগণ মরণান্তে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন যথাস ইহাদিগের অভিমানিনী দেবতা সমীপে উত্তরোত্তর

উপাগত হইয়া ক্রমে চল্ললোক প্রাপ্ত হয় এবং ভোগাবসানে তথা হইতে নিবৃত্ত হয়।

এই শ্লোকেও দক্ষিণায়ন পর্য্যন্তের উল্লেখ উপলক্ষণ ; শ্রুতান্ত পিতৃলোক ও আকাশের ও পরিগ্রহ করিতে হইবে।

ইদানীং পূর্বোক্ত পদবীক্ষয় উপসংহার করিতেছেন ; যথা—

শুক্লকৃষ্ণে গতীহেতে জগতঃ শাস্তিতে মতে।

একয়া বাত্যানাবৃত্তিমন্তয়া বর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥

শুক্ল অর্থাৎ প্রকাশময় অর্চিরাদি পদবী, কৃষ্ণ অর্থাৎ তমোময় ধূমাদি পদবী, এই উভয়বিধ পদবীই জ্ঞানকর্ম্মযোগিগণের পক্ষে নিত্য ; সংসারের অনাদিত্ব বশতঃ ইহা আবহমান কাল বাবদ্ধত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অর্চিরাদি পদবী দ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তজীবগণ পুনরাবৃতি প্রাপ্ত হয় না ; ধূমাদি পদবী দ্বারা চল্ললোক হইয়া পুনরাবৃত্ত হয়।

এই শ্লোকচতুষ্টয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব সদগুরুপদেশগম্য।



# গীতামাহাত্ম্যম্ ।

---

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

ঋষিরূবাচ ।

গীতায়ান্বেচন মাহাত্ম্যং যথাবৎ স্মৃত মে বদ ।

পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥১

ঋষি কহিলেন । হে স্মৃত, পূর্বকালে নারায়ণ-ক্ষেত্রে \*  
মহামুনি ব্যাস কর্তৃক কথিত গীতামাহাত্ম্য তুমি যথাবৎ বর্ণন  
কর ॥১॥

---

\*গঙ্গা প্রবাহ হইতে চারিহস্ত পরিমিত তীরভূমি ।

স্তুতউবাচ ।

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্বি শুপ্ততমং পরম্ ।

শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥২

ক্লেশো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিং কুন্তীস্বতঃ ফলম্ ।

ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোহথ মৈথিলঃ ॥৩

অন্ত্রে শ্রবণতঃ শ্রদ্ধা লেশং সংকীৰ্ত্তয়ন্তি চ ।

তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্ত্রাশ্রাম্নয়া শ্রুতম্ ॥৪

স্তুত করিলেন। ভগবান্ আমাকে উত্তম জিজ্ঞাসা করিলেন :  
যাহা পরম শুপ্ততম সেই উত্তম গীতামাহাত্ম্য বর্ণন করিতে কোন  
ব্যক্তি সমর্থ ? ॥২॥

কেবল শ্রীকৃষ্ণই উহার ফল সম্যক্ জানেন, কুন্তীপুত্র (অৰ্জুন)  
ব্যাসদেব, ব্যাসপুত্র (শুকদেব) যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৈথিল (মৈথিলা-  
রাজ জনক)—ইহারা কিঞ্চিং অবগত আছেন ॥৩॥

আর আর সকলে (অপরের নিকট) কর্ণে শুনিয়া কেবল  
তাহার লেশ মাত্র কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে ; অতএব আমি ব্যাস-  
মুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহা এস্থলে কিয়ৎপরিমাণে বলি-  
তেছি ॥৪॥

লক্ষৌপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ ।  
 পার্থো বৎসঃ সূধীভোক্তা দুধং গীতামৃতং মহৎ ॥৫  
 সারথামর্জুনস্যাদৌ কুর্ক্বন্ গীতামৃতং দদৌ ।  
 লোকত্রয়োপকারায় তৈশ্চ কৃষ্ণাশ্বনে নমঃ ॥৬  
 সংসারনাগরং ঘোরং তর্জুনিচ্ছতি যো নরঃ ।  
 গীতানাবং সমাসাদ্য পারং বাতি সূথেন সঃ ॥৭

উপনিষৎ সকল গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন ( শ্রীকৃষ্ণ ) দোহন  
 কর্ত্তা, অর্জুন বৎস, সূধীগণ ভোক্তা এবং মহৎ গীতারূপ অমৃত  
 দুধ স্বরূপ ॥৫॥

যিনি লোকত্রয়ের উপকারার্থ অর্জুনের সারথ্য করিতে  
 করিতে প্রথমে গীতচিত্র দান করিয়াছিলেন সেই পরমাত্মস্বরূপ  
 শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥৬॥

যিনি ঘোর সংসারনাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলষ করেন  
 তিনি গীতারূপ নোকা প্রাপ্ত হইলে অনায়াসে পার পাইতে  
 পারেন ॥৭॥

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সতৈবাত্যাসযোগতঃ ।  
 নোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥৮  
 যে শৃণুস্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্ ।  
 ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥৯  
 গীতাজ্ঞানেন সংবোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জুনায় বৈ ।  
 ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নিগুণম্ ॥১০  
 সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছিতৈঃ ।  
 ক্রমশো চিত্তশুদ্ধিঃ শ্রুতং প্রেমভক্ত্যাদিকর্মণি ॥১১

যে মূঢ়াত্মা সর্বদা অভ্যাস যোগে গীতাজ্ঞান শ্রবণ ( জ্ঞান )  
 করে নাই অথচ নোক্ষ অভিলাষ করে সে বালকগণেরও উপহাস  
 প্রাপ্ত হয় ॥৮॥

যাঁহারা অহর্নিশ গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করেন এবং পাঠকরেন  
 তাঁহারা মানুষ নহেন—দেবরূপ ; ইহাতে সংশয় নাই ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতাজ্ঞান দ্বারা সম্যক জ্ঞানের কথা  
 বলিয়াছিলেন । তাহাতে সগুণ এবং নিগুণ পরম ভক্তিতত্ত্ব  
 ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥১০॥

এই প্রকার ভক্তি ও মুক্তিতে সম্যকরূপে উন্নতিপ্রাপ্ত,  
 অষ্টাদশ সোপান দ্বারা (অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত গীতাদ্বারা )  
 প্রেমভক্তি প্রভৃতি কর্মে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে ॥১১॥

সাধোগীতান্তসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ।

শ্রদ্ধাহীনশ্চ তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥১২

গীতায়্যশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্ ।

স এব মানুষে লোকে মোঘকৰ্ম্মকরো ভবেৎ ॥১৩

তস্মাদগীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ ।

ধিক্ তস্মা মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥১৪

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ ।

ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্বাহশ্রমম্ ॥১৫

গীতারূপ জলে সাধুর স্নান, সংসারমলের নাশক হইয়া থাকে ,  
কিন্তু শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির তাদৃশ কার্য্য হস্তিস্নানের স্থায় বৃথা ॥১২॥

যে ব্যক্তি গীতার অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা না জানে, সে মনুষ্য  
লোকে বৃথা কৰ্ম্মকারী হইয়া থাকে ॥১৩॥

অতএব যে গীতা জানেনা তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই ;  
ধিক্ তাহার মানব দেহ, ধিক্ তাহার বিজ্ঞান এবং ধিক্ তাহার  
কুলশীলতা ॥১৪॥

যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে তাহার অপেক্ষা অধম  
আর নাই ; তাহার শরীরে ধিক্, তাহার সচ্চরিত্রে ধিক্, তাহার  
যিভাবে ধিক্, তাহার গৃহাশ্রমে ধিক্ ॥১৫॥



গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধনস্তংপরোজনঃ ।

ধিক্ প্রালব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্বম্ ॥১৬

গীতাশাস্ত্রে মতির্নাশ্তি সৰ্ব্বং তদ্বিশ্বলং জগৎ ।

ধিক্ তস্মৈ জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠা তপো বশঃ ॥১৭

গীতার্থপঠনং নাশ্তি নাধনস্তংপরো জনঃ ।

গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিক্রাস্তরসম্মতম্ ॥১৮

তন্মোঘং ধৰ্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ।

তস্মাদ্ধৰ্ম্মময়ী গীতা সৰ্ব্বজ্ঞানপ্রবোজিকা ॥১৯

যে গীতার উপদেশ পরিজাত নহে তাহার অপেক্ষা অধন আর নাই ; তাহার অদৃষ্ট খ্যাতি পূজা মান ও মহত্বে ধিক্ ॥১৬॥

যাহার গীতা শাস্ত্রে মতি নাই তাহার সকলই নিফল বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় ; তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা এবং বশকে ধিক্ ॥১৭॥

যাহার গীতার্থ জ্ঞান এবং গীতা পাঠ হয় নাই তাহার অপেক্ষা অধন আর নাই ; গীতায় যে জ্ঞানের কথা বলা হয় নাই তাহা আশ্রয় জানিবে ॥১৮॥

তাহা (সেই জ্ঞান) বার্থ, ধৰ্ম্মরহিত এবং বেদবেদান্ত গর্হিত, অতএব ধৰ্ম্মময়ী গীতা সৰ্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িনী ॥১৯॥

সৰ্বশাস্ত্রসারভূতা বিমুক্তা না বিশিষাতে ।  
 যোহঁদীতে বিষ্ণুপৰ্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে ।  
 স্বপন্ জাগ্রন্ চলং স্থিষ্ঠন্ শক্রভি ন স হীয়তে ॥২০  
 শালগ্রামে শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে ।  
 তীর্থে নদ্যাং পঠেত্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ক্রবন্ ॥২১  
 দৈবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি ।  
 যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥২২

সৰ্ব শাস্ত্রের সার বিমুক্তা সেই গীতা প্রশংসাবোগ্যা ; যিনি  
 বিষ্ণুপৰ্বাহে, শ্রীহরিবাসরে, কি স্বপ্নাবস্থায়, কি জাগ্রদবস্থায়,  
 কি চলিতে চলিতে, কি বসিতে বসিতে, (যে কোন অবস্থায়)  
 গীতাপাঠ করেন তিনি শক্রগণ কর্তৃক পরাভূত হন না ॥২০॥

শালগ্রামশিলাসমীপে, দেবগৃহে, শিবমন্দিরে, তীর্থে,  
 নদীতে যিনি গীতা পাঠ করেন তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ  
 করেন ॥২১॥

দৈবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতা পাঠে যেমন তুষ্ট হন, বেদপাঠ,  
 যান, যজ্ঞ তীর্থ ব্রতাদিতে তেমন তুষ্ট হন না ॥২২॥

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা ।  
 বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সৰ্ব্বশঃ ॥২৩  
 যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সংসভাস্থ চ ।  
 যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥২৪  
 গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ কৰোতি দিনে দিনে ।  
 ক্রতবো বাজিনেধাদ্যাঃ কৃতান্তেন সদক্ষিণাঃ ॥২৫  
 যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তরতোব যঃ পরন্ ।  
 শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্ ॥২৬

যিনি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে গীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহার সমুদায় বেদশাস্ত্র ও সমুদায় পুরাণ অধ্যয়ন করা হইয়াছে ॥২৩॥

যিনি যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শালগ্রামশিলাসন্মীপে, সাধুগণের সভায়, যজ্ঞে ও বিষ্ণুভক্ত সমীপে গীতাপাঠ করেন তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করেন ॥২৪॥

যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ ও শ্রবণ করেন তাঁহার দক্ষিণাস্থ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সকল সম্পন্ন করা হয় ॥২৫॥

যিনি গীতার্থ শ্রবণ করেন এবং যিনি অশ্বের নিকট কীর্ত্তন করেন এবং গীতার পরম অর্থ শ্রবণ করান তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥২৬॥

গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোহর্পয়তোব সাদরাং ।  
 বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্ম ভাৰ্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥২৭  
 দশঃ সৌভাগ্য মারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।  
 দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখ মশ্নুতে ॥২৮  
 অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ ।  
 নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্কনং গৃহে ॥২৯  
 তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধিভবেৎ কচিৎ ।  
 ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥৩০

যিনি আদর সহকারে গীতার বিশুদ্ধ পুস্তক ভক্তিভাবে বিধি পূর্বক দান করেন তাহার ভাৰ্য্যা শ্রীতিদায়িনী হয় ॥২৭॥

তিনি দশঃ সৌভাগ্য এবং আরোগ্য লাভ করেন ইহাতে সংশয় নাই । তিনি শ্রীগণের প্রিয় হইয়া পরম সুখ ভোগ করেন ॥২৮॥

যে গৃহে গীতার অর্কন হয়, অভিচারজাত দুঃখ অথবা বরশাপ ইহাতে উপস্থিত যে কিছু দুঃখ সে দিকেও বাইতে পারেনা ॥২৯॥

তথায় ত্রিতাপজ পীড়া বা ব্যাধিভয় কখনও হয় না; শাপ পাপ দুর্গতি এবং নরকও হয় না ॥৩০॥

বিষ্ণোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন ।

লভেৎ ক্লমপদে দাস্ত্যাং ভক্তিক্ষাব্যভিচারিণীম্ ॥৩১

জায়তে সততং সখ্যং সৰ্ব্বজীবগণৈঃ সহ ।

প্রারব্ধং ভুঞ্জতোবাপি গীতাভ্যাসরতস্ত চ ॥৩২

স মুক্তঃ স সুখী লোকে কৰ্ম্মণা নোলিপ্যতে ।

মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী কৰোতি চেৎ ।

ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্ত নলিনীদলমন্তমা ॥৩৩

দেহে কদাচ বিষ্ণোটকাদি পীড়া দেয় না ; ক্লমপদে  
ত্রিকাটিকী দাস্ত্যা ভক্তি লাভ করেন ॥৩১॥

প্রারব্ধভোগকারী হইলেও, যিনি গীতাভ্যাসে রত তাঁহার  
সৰ্ব্বজীবগণের সহিত সৰ্ব্বদা সখ্য জন্মে ॥৩২॥

গীতাধ্যয়নকারী যদি মহাপাপ কিংবা অতি পাপ করেন  
তথাপি তিনি ইহলোকে পাপমুক্ত এবং সুখী হন, কোন কৰ্ম্মে  
লিপ্ত হন না : (অর্থাৎ তাঁহার কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না) ।  
পদ্মপত্রস্থ শ্বেতজাহ্নবী কোন কৰ্ম্মই তাঁহারে স্পর্শ করিতে পারে  
না ॥৩৩॥

অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচাদিকৃতঞ্চ যৎ ।

অভক্ষ্যভক্ষণং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ ।

তৎসর্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫

সদ্বত্ন প্রতিভূক্ত্বাচ প্রতিগ্রহ চ সর্বশঃ ।

গীতাপাঠং প্রকুর্বানো ন নিপেত কদাচন ॥ ৩৬

বত্নপূর্ণাং মহীং সর্বাং প্রতিগ্রহাবিধানতঃ ।

গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধক্ষটিকবৎ সদা ॥ ৩৭

অনাচারজনিত পাপ, অবাচ্য বাক্য প্রয়োগ জনিত যাহা কিছু পাপ, অভক্ষ্য ভক্ষণ জনিত এবং অস্পৃশ্যস্পর্শ জনিত দোষ, প্রাত্যহিক জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত ইন্দ্রিয় জনিত যাহা কিছু (পাপ) সে সমুদায়ই গীতাপাঠে তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪/৩৫ ॥

সর্বস্থানে ভোজন করিয়া এবং সর্ব প্রকার লোকের নিকট প্রতিগ্রহ করিয়াও গীতাপাঠকারী কদাচ পাপে লিপ্ত হন না ॥ ৩৬ ॥

অম্মায়রূপে বত্নপূর্ণা সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিয়াও একবার মাত্র গীতা পাঠে (লোকে) শুভ্র ক্ষটিকবৎ নিম্নল থাকেন ॥ ৩৭ ॥

ସନ୍ତାନ୍ତଃକରଣ ନିତ୍ୟ ଗୀତାୟାଂ ସମତେ ସଦା ।

ସ ସାଘ୍ନିକଃ ସଦା ଜାପୀ କ୍ରିୟାବାନ୍ ସ ଚ ପଞ୍ଚିତଃ ॥୭୮

ଦର୍ଶନୀୟଃ ସ ଧନବାନ୍ ସ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନବାନପି ।

ସ ଏବ ସାଞ୍ଜିକୋ ସାଞ୍ଜୀ ସର୍ବବେଦାର୍ଥଦର୍ଶକଃ ॥୭୯

ଗୀତାୟାଂ ପୁସ୍ତକଂ ସତ୍ର ନିତ୍ୟପାଠଃଚ ବର୍ତ୍ତତେ ।

ତତ୍ର ସର୍ବାଞ୍ଜି ତୀର୍ଥାନି ଶ୍ରୀରାମାଦୀନି ଭୂତଳେ ॥୮୦

ନିବସନ୍ତି ସଦା ଦେହେ ଦେହଶେଷେଽପି ସର୍ବଦା ।

ସର୍ବେ ଦେବାଃଚ ଶ୍ଵାସୟୋ ଯୋଗିନୋ ଦେହରଞ୍ଜକାଃ ॥୮୧

ସଂହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ନିତ୍ୟ ସର୍ବଦା ଗୀତାୟ ଶ୍ରୀତିସ୍ତୁତି ତିନିହି  
ସାଘ୍ନିକ, ତିନିହି ସଦା ଜପକାରୀ, ତିନିହି କ୍ରିୟାବାନ୍ ଏବଂ ତିନିହି  
ସର୍ବାର୍ଥ ପଞ୍ଚିତ । ୭୮॥

ତିନିହି ଦର୍ଶନୀୟ, ତିନିହି ଧନବାନ୍, ତିନିହି ଯୋଗୀ ଏବଂ ତିନିହି  
ଜ୍ଞାନବାନ୍ : ତିନିହି ସାଞ୍ଜିକ, ସାଞ୍ଜୀ ଏବଂ ସର୍ବ ବେଦାର୍ଥେର ଦର୍ଶନ-  
କାରୀ । ୭୯॥

ଯେଥାନେ ଗୀତାର ପୁସ୍ତକ ଥାକେ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ପାଠ ହୁଏ ଭୂତଳେ  
ସେହି ସ୍ଥାନେହି ଶ୍ରୀରାମାଦି ସମୁଦାୟ ତୀର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାକେ । ୮୦॥

ଦେହ ରଞ୍ଜକ ସମୁଦାୟ ଦେବମଣ ଶ୍ଵାସିଗଣ ଏବଂ ଯୋଗିଗଣ ସର୍ବଦା  
(ଗୀତାପାଠ କାରୀର) ଦେହେ—ଦେହ ଶେଷ ହୁଇଲେଓ (ଦେହ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)  
ନିବସନ କରିବେ । ୮୧ ॥

গোপালো বালকৃষ্ণোহপি নারদকুবপাশ্বদৈঃ ।

সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে ॥৪২

যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং শ্রাঠনং তথা ।

মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকাসহ ॥৪৩

শ্রীকৃষ্ণো ভগবানুবচ ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্ ।

গীতা মে জ্ঞানমত্যাগ্ৰং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥৪৪

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ।

গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমোগুরুঃ ॥৪৫

যেখানে গীতা পাঠ হইয়া থাকে, নারদ কুব এবং সহচরগণ  
সহ বালকৃষ্ণ গোপাল সহায় ইহঁয়া থাকেন ॥৪২॥

যেখানে গীতা বিচার, গীতাপাঠ এবং গীতাপাঠনা হয়,  
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাসহ সেখানে আমোদিত থাকেন ॥৪৩॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন । হে পার্থ গীতা আমার হৃদয়,  
গীতা আমার উত্তম সারভাগ, গীতা আমার অত্যাগ্ৰ জ্ঞান এবং  
গীতা আমার অক্ষয় জ্ঞান । ৪৪॥

গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা  
আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু ॥৪৫॥



গীতাশ্রয়েহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ ।  
 গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥৪৬  
 গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।  
 অর্দ্ধমাত্রাহরা নিত্যমনির্বাক্যপদাভ্রিকা ॥৪৭  
 গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহানি শৃণু পাণ্ডব ।  
 কীর্তনাং সৰ্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥৪৮  
 গঙ্গা গীতাচ সাবিত্রী সীতা সত্য পতিব্রতা ।  
 ব্রহ্মাবলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥৪৯

আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি, গীতাই আমার পরম  
 গৃহ ; আমি গীতা জ্ঞান আশ্রয় করিয়াই ত্রিলোক পালন  
 করিতেছি ॥৪৬ ॥

ব্রহ্মরূপা গীতা আমার পরমা বিদ্যা ইহাতে সংশয় নাই ।  
 গীতা আমার নিত্য অর্দ্ধাঙ্গব্রহ্মরূপা এবং অনির্বচনীয় ॥৪৭॥

হে পাণ্ডব, আমি তোমাকে অতি গুহ্য গীতার নাম সকল  
 কহিব শ্রবণ কর ; ঐ নাম কীর্তন করিলে সমুদায় পাপ তৎক্ষণাৎ  
 বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥৪৮॥

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্য, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি,  
 ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী ॥৪৯॥

অর্দ্ধমাত্রাচিত্তা নন্দা ভবয়ী ভ্রান্তিনাশিনী ।  
 বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০  
 ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।  
 জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথাস্তে পরমং পদম্ ॥৫১  
 পাঠেহসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধপাঠমাচরেৎ ।  
 তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫২  
 ত্রিভাগং পঠমানস্ত সোমযাগফলং লভেৎ ।  
 ষড়ংশং জপমানস্ত গঙ্গান্নানফলং লভেৎ ॥৫৩

অর্দ্ধমাত্রা চিত্তা, নন্দা, ভবয়ী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরা-  
 নন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০॥

যে ব্যক্তি হিরচিত্তে এই সকল নাম প্রত্যহ জপ করেন তিনি  
 নিত্য জ্ঞানসিদ্ধি এবং অন্তে পরম পদ লাভ করেন ॥৫১॥

সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধ ভাগ পাঠ করিবেন ;  
 তাহা হইলে গোদানজনিত পুণ্য লাভ করিবেন, ইহাতে সংশয়  
 নাই ॥৫২॥

তিন ভাগ পাঠকারী ব্যক্তি সোমযাগফল লাভ করেন এবং  
 ষষ্ঠাংশ পাঠকারী ব্যক্তি গঙ্গান্নান ফল লাভ করেন ॥৫৩॥

তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্ ।  
 ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেৎক্রবম্ ॥৫৪॥  
 একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ ।  
 রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥৫৫॥  
 অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদংবা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ ।  
 প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥৫৬॥  
 গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।  
 ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ॥  
 চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্য্যণামমৃতস্থতা ॥৫৭॥

যিনি নিত্য অবোধে দুই অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি ইন্দ্র লোক লাভ করেন এবং তথায় এক কল্পকাল বাস করেন ॥৫৪॥

যিনি ভক্তিসংযুক্ত হইয়া নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন তিনি রুদ্র লোক প্রাপ্ত হন এবং সেখানে গণ হইয়া সুদীর্ঘ কাল বাস করেন ॥৫৫॥

যিনি এক অধ্যায়ের অর্দ্ধ বা চতুর্থাংশ নিত্য পাঠ করেন তিনি শত মন্বন্তর বাণিয়া রবিলোকে বাস করেন ॥৫৬॥

গীতার শ্লোক দশটি, সাতটি, পাঁচটি, চারিটি, তিনটি, দুইটি, একটি, বা আধটি যিনি পাঠ করেন, তিনি অমৃত বৎসর চন্দ্র-লোকে বাস করেন ॥৫৭॥

গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ ।

অহংস্ত্যক্তা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥৫৮

গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ ।

মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥৫৯

গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্তা প্রয়াতি যঃ ।

বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬০

গীতাধ্যায়সমায়ুক্তো মৃতো মানুষ্যতাং ত্রজেৎ ।

গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥৬১

গীতার্থের এক চরণ, এক শ্লোক বা এক অধ্যায় স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করেন তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥৫৮॥

অন্তকালে গীতার্থ অথবা গীতাপাঠ শ্রবণ করিয়া মহাপাতক যুক্ত ব্যক্তিও মুক্তি ভাগী হইয়া থাকেন ॥৫৯॥

যিনি গীতা পুস্তক সংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া লোকান্তর গমন করেন তিনি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে অবস্থান করেন ॥৬০॥

গীতার একটা অধ্যায়মাত্র যুক্ত হইয়া মরিলে মানবজন্ম লাভ করে এবং পুনরায় গীতাভ্যাস করিয়া উত্তমা মুক্তি লাভ করে ॥৬১॥

গীতেতুচ্চারসংযুক্তো ত্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ।

যদ্বৎ কৰ্ম্ম চ সৰ্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীৰ্ত্তিমৎ ।

তত্ত্বৎ কৰ্ম্ম চ নির্দোষং ভূত্বা পূৰ্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥৬২

পিতৃনুদ্दिश्य वः श्राद्धे गीतापाठं करोति हि ।

सन्तुष्टाः पितरस्तस्य निरयादधाति स्वर्गतिम् ॥৬৩

গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ ।

পিতৃলোকং প্রযান্তোষ পুত্রাশীর্ষাদতৎপরঃ ॥৬৪

গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমম্বিতম্ ।

কুত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥৬৫

“গীতা” এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে মন্त्रিলে পরম গতি লাভ করেন ; গীতা পাঠ করিতে করিতে যে যে কৰ্ম্ম করা যায় সেই সেই কৰ্ম্ম নির্দোষ হইয়া পূৰ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৬২॥

পিতৃলোক উদ্দেশ্য করিয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে গীতা পাঠ করেন তাহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া নরক হইতে স্বর্গ প্রাপ্ত হন ॥৬৩॥

গীতাপাঠে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধতৃপ্ত পিতৃগণ পুত্রকে আশীর্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোকে গমন করেন ॥৬৪॥

ধেনুপুচ্ছ সমম্বিত ( চামর বিশিষ্ট ) গীতাপুস্তক দান করিয়া সেই দিনে ( শ্রাদ্ধবাসরে ) মনুষ্য সম্যক রূপে কৃতার্থ হইয়া থাকে ॥৬৫ ॥

পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ

দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবং ॥৬৬

শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ ।

স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃতিহ্রলভম ॥৬৭

গীতাদানপ্রভাবেণ সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ ।

বিষ্ণুলোকমবাপ্যাস্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥৬৮

সমাক্ শ্রদ্ধা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ ।

তস্মৈ শ্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেঙ্গিতম্ ॥৬৯

স্বর্ণ সংযুক্ত গীতাপুস্তক পণ্ডিত বিপ্রকে দান করিয়া লোকে  
আর পুনর্জন্ম লাভ করে না ॥৬৬॥

গীতার পুস্তক একশত খণ্ড যিনি দান করেন তিনি ব্রহ্মলোক  
লাভ করেন ; সেখান হইতে আর পুনরাবৃতি হয় না ॥৬৭॥

গীতাদান প্রভাবে দেহাবনানে সপ্তকল্পপরিমিত বৎসর  
বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে অবস্থান  
করেন ॥৬৮॥

যিনি গীতার্থ সমাক রূপে শ্রবণ করিয়া পুস্তক প্রদান করেন,  
ভগবান্ শ্রীত হইয়া তাঁহাকে মনোজীষ্ট প্রদান করেন ॥৬৯॥

দেহং মানুষ্যমাশ্রিত্য চাতুর্বর্ণেষু ভারত ।  
 ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্ ।  
 হস্তান্ত্যক্তানৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্রুতে ॥৭০  
 জনঃ সংসারদুঃখার্থো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ ।  
 পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥৭১  
 গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ ।  
 নিধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥৭২  
 গীতাসু ন বিশেষোহস্তি জনেষু চারকেষু চ ।  
 জ্ঞানেষেব সমগ্রেণু সন্না ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥৭৩

হে ভারত চাতুর্বর্ণে মানুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি অমৃত-  
 রূপিণী গীতা শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন। সে প্রাপ্ত অমৃত হস্ত-  
 হইতে ফেলিয়া দিয়া বিষ ভোজন করে ॥৭০॥

সংসার দুঃখার্থ ব্যক্তি গীতা জ্ঞান লাভ করিবে এবং গীতা-  
 রূপ অমৃত পান করিয়া ইহলোকে ভক্তিলাভ করিয়া সুখী  
 হইবে ॥৭১॥

জনকাদি অনেক নরপতি গীতা অবলম্বন করিয়া ইহলোকে  
 নিষ্পাপ হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৭২॥

গীতা বিষয়ে কি উচ্চ পদার্থ হইল।

যোহিতিমানেন গর্বেণ গীতানিন্দাং কৰোতি চ ।  
 সমেতি নরকঃ ঘোরং বাবদাহূতসংপ্রবন্ম ॥৭৪  
 অহঙ্কারেণ নূতান্না গীতার্থং নৈব মন্যতে ।  
 কুন্তীপাকে যু পচ্যোত বাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥৭৫  
 গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ ।  
 স শূকরভবাং যোনি মনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬  
 চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ ।  
 ন তস্মৈ সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥৭৭

লোকের পার্থক্য নাই । গীতা সর্বপ্রকার জ্ঞানের পক্ষেই তুল্য-  
 রূপ । গীতা ব্রহ্মস্বরূপা ॥৭৩॥

যে ব্যক্তি অভিমান বাগর্ব বশতঃ গীতার নিন্দা করে সে  
 প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরক প্রাপ্ত হয় ॥৭৪॥

যে নূতান্না অহঙ্কার বশে গীতার্থ না মানে সে কল্পক্ষয় পর্য্যন্ত  
 কুন্তীপাক নরকে পচিয়া মরে ॥৭৫॥

কথ্যমান গীতার্থ যে ব্যক্তি ঘোষণা থাকিয়াও না শুনে সে  
 অনেক শূকর যোনি প্রাপ্ত হয় ॥৭৬॥

যে ব্যক্তি গীতায় পুস্তক চুরি করিয়া আনে তাহার কিছুই  
 সফল হয় না তাহার পাঠও বৃথা হয় ॥৭৭॥



যঃ শ্রদ্ধা নৈব গাতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ ।

নৈব তস্মৈ ফলং লোকে প্রমত্তস্মৈ যথা শ্রমঃ ॥৭৮

গীতাং শ্রদ্ধা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাশ্বরং তথা ।

নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥৭৯

বাচকং পূজয়েত্তক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপকরৈঃ ।

অনেকৈ বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥৮০

সূত উবাচ ।

মাহাত্ম্যমেতদগীতায়্যঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্ ।

গীতান্তে পঠতে যন্ত যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥৮১

যে ব্যক্তি গীতার্থ অবগণ করিয়া প্রকৃতরূপে আত্মাদিত না হয় ইহলোকে তাহার কোন ফল হয় না, অসত্ত লোকের স্থায় তাহার পরিশ্রম বৃথা ॥৭৮॥

গীতা গুনিয়া স্বর্ণ, ভোজ্যাদ্রব্য, পট্টবস্ত্র পরমাত্মার প্রীতির নিমিত্ত নিবেদন করিবে ॥৭৯॥

বস্ত্রকে নানাদ্রব্য বস্ত্রাদি ও বিবিধ উপায়ন দ্বারা নানা-  
প্রকারে সজ্জিত পূজা করিবে; ভগবান্ হরি প্রীতি পূর্বক  
তুষ্ট হইবেন ॥৮০॥

সূত কহিলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক কথিত পুরাতন এই গীতামাহাত্ম্য  
যিনি গীতান্তে পাঠ করেন তিনিই যথোক্তফলভাগী হন ॥৮১॥





